# আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

## সেপ্টেম্বর, ২০২০ঈসায়ী

# আল-ফিরদাউস

# সংবাদ সমগ্র

সেপ্টেম্বর, ২০২০ঈসায়ী

------------------------------

# সূচিপত্র

## ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### ফটো রিপোর্ট | সাবারি ও ওয়াজি যাদরান জেলার জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন

আল-ইমারাহ স্টুডিও কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাবারি ও ওয়াজি যাদরান জেলার জানবায তালেবান মুজাহিদিনের কিছু সমরিক শোডাউনের দৃশ্য।

খোস্ত প্রদেশের সাবারি জেলার জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2020/09/30/42755/

---

### ফটো রিপোর্ট | তালেবানের 'লেজার ইউনিট' মুজাহিদদের এক ঝলক

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন হেরাত-কান্দাহার মহাসড়কের ফারাহ রোড জেলায় সামরিক বহর নিয়ে শোডাউন করেছেন তালেবানের লেজার ইউনিটের মুজাহিদিন।

এসময় ইমারতে ইসলামিয়ার সংস্কৃতি কমিশনের একটি প্রতিনিধি লেজার ইউনিটের মুজাহিদিনদের সাথে সাক্ষাত করেন।

https://alfirdaws.org/2020/09/30/42746/

---

### ফিরে দেখা | যেই হামলায় ২১ ইসরাঈলী সহ ১২১ মার্কিন ক্রুসেডার নিহত হয়েছিল

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অন্যতম ও শক্তিশালী সফল অপারেশনের মধ্যে একটি হচ্ছে, বালদাউকলী মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে হামলা, যাতে ২১ ইসরাঈলী সহ ১২১ মার্কিন ক্রুসেডার নিহত হয়েছিল।

২০১৯ ঈসায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর এইদিন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ায় বালদাউকলী মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। বলা হয়, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত অন্যতম এবং সফল শক্তিশালী অভিযানের মধ্যে এটিও ছিল একটি।

হারাকাতুশ শাবাবের মাত্র ১৩ জন ইনগিমাসী মুজাহিদ এই বরকতময় অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন। যারা দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যাবৎ মার্কিন বিমান ঘাঁটি অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং ঘাঁটি থেকে সকল বিমান উড্ডায়ন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এরপর চলে ঘন্টার পর ঘন্টা ১৩ জন জানবায মুজাহিদ ও শত শত ক্রুসেডার সৈন্যদের মধ্যকার তীব্র লড়াই।

মুজাহিদদের ঐদিনের বরকতময়ী সফল অভিযানে ২১ দখলদার ইসরাঈলী সৈন্য সহ ১২১ মার্কিন ক্রুসেডার নিহত হয়েছিল।

এই আক্রমণে বিমান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী কর্তৃক নিয়োজিত আরো ৪০ জন ঠিকাদার নিহত হয়েছে। এছাড়াও বিমান ঘাঁটিতে থাকা বেশ কিছু ড্রোন, ১টি হেলিকপ্টার সহ কমপক্ষে পাঁচটি সামরিক বিমান ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ। ধ্বংস করা হয়েছে কয়েক ডজন সামরিযান ও অত্যাধুনিক ভারি যুদ্ধাস্ত্র।

উল্লেখ্য যে, এই হামলাটি পরিচালনার কিছুদিন পূর্বেই ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেছিল যে জেরুজালেমকে জায়নিস্ট ইহুদীদের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসকে সেখানে স্থানান্তরিত করার। আর ট্রাম্পের এমন হটকারী সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে আল-কায়েদা যোদ্ধারা উক্ত বরকতময়ী অভিযানটি পরিচালনা করেছিলেন।

---

## সোমালিয়ায় এক মহিলাসহ ১০ জনকে হত্যা করল মার্কিন বাহিনী

দক্ষিণ সোমালিয়ার মধ্য শাবেলী রাজ্যে জঘন্যতম গণহত্যা চালিয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন ও সোমালীয় বিশেষ বাহিনী, এতে এক মহিলা সহ ১০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ সোমালিয়ার মধ্য শাবেলী রাজ্যের লেগো শহরে দখলদার মার্কিন ও সোমালীয় বিশেষ বাহিনী যৌথভাবে এক জঘন্যতম গণহত্যা চালিয়েছে। ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর বালেদোগলি সামরিক বিমানবন্দরে নিকটে অবস্থিত এই শহরটি। ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর যৌথভাবে পরিচালিত এই জঘন্য গণহত্যায় এক মহিলা সহ কমপক্ষে ১০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

শহরের বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, ক্রুসেডার আমেরিকান বাহিনী এবং তাদের দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি বিশেষ বাহিনী শহরের বাসিন্দাদের উপর আক্রমণ করেছে। তারা শহরের মানুষের উপর জঘন্য অপরাধ করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আমেরিকান ও সোমালি বাহিনী শহরে কমপক্ষে দশ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে, যাদের মাঝে একজন মহিলাও ছিল।

এই গণহত্যার কথা বলতে গিয়ে ভুক্তভোগীদের পরিবারের একজন বলেছিলেন: "আমার নাম ওমর, কাফেররা লেগো সিটির কেন্দ্রীয় বাজারে আমাদের আক্রমণ করেছিল, এসময় তারা আমার স্ত্রী সহ ১০ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। সোমবার লোকজন শপিং করার জন্য নগরীর কেন্দ্রীয় বাজারে গিয়েছিল, আর তখনই এই জঘন্যতম হামলাটি চালিয়েছে কাফেররা।

---

## চলতি বছর ফিলিস্তিনিদের ৫ শতাধিক বাড়িঘর গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের ৫ শতাধিক বাড়িঘর
ভেঙে দিয়েছে ইহুদি সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ।

গতো ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় সংস্থা 'ওসিএইচ 'এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র পশ্চিম তীরেই বিল্ডিং পারমিট না থাকার অজুহাতে ৫০৬ টি ভবন ধ্বংস করেছে দখলদার ইসরায়েল সৈন্যরা। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ কখনোই ফিলিস্তিনিদেরকে বিল্ডিং পারমিট দেয় না। অথচ ফিলিস্তিনিরা কোন বাড়ি নির্মাণ করলেই বিল্ডিং পারমিট না থাকার অজুহাতে নির্মিত বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। যদি কোন বাড়িওয়ালা নিজ বাড়ি ভেঙে দিতে অস্বীকার করে তাহলে বাড়ি নির্মাতা বাড়ি ভাঙতে মোটা অংকের টাকা জরিমানা দিতে হয়। ইহুদিদের কর্তৃক চলমান ধ্বংসলীলার করণে ফিলিস্তিনিরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচলিত হয়ে পড়েছে।

সূত্র: ডেইলি সাবাহ

---

## কাবুল বাহিনীর হামলায় মা ও দুই শিশুসহ কমপক্ষে ৬ জন হতাহত

আফগানিস্তানের মধ্য লগমন প্রদেশের আলিনগর জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর মর্টার হামলায় অন্তত তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আরো তিনজন আহত হয়েছেন।

পুশ্তভাষী সংবাদ মাধ্যম 'নন এশিয়া' জানিয়েছে, গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আলিনগর জেলার একটি এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারী সৈন্যরা বেসামরিক লোকদের বাড়িতে মর্টার গুলি চালিয়েছে। এতে একজন মা ও দুই শিশুসহ কমপক্ষে তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আরো তিনজন আহত হয়েছেন।

এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, কাবুল সরকারি সেনারা মাঝে মধ্যে নাগরিকদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে নাগরিকদের জীবন হুমকির মুখে ফেলছে।

---

## চীনে উইঘুরদের পর এবার উতসুল মুসলিমদের ওপর  নির্যাতন

কোনো কারণ ছাড়াই চীনের হাইনান দ্বীপের সানয়া শহরে বাসকারী উতসুল মুসলিমদের স্থানীয় স্কুল ও সরকারি অফিসে ধর্মীয় পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করেছে চীনা সরকার। ফলে মুসলিমরা হিজাব বা নিকাব পরিধান করতে পারবে না। সানয়া জিংজিয়াং থেকে ১২ হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারের মতো।

চলতি মাসের শুরুতে স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধের প্রতিবাদে উতসুল অধ্যুষিত এলাকায় বিক্ষোভ হতে দেখা গেছে। চীনের সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে 'তিয়ানয়া উতসুল প্রাইমারি স্কুলে'র বাইরে একদল মেয়ে হিজাব পরে পাঠ্যপুস্তক পড়ছে এবং পুলিশ তাদের ঘিরে রেখেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন উতসুল সমাজকর্মী বলেন, 'প্রশাসনিক আদেশ হলো কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী স্কুলে তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করতে পারবে না। কিন্তু সানয়াতে অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মীয় পোশাক পরিধান করে না। সুতরাং এ আদেশে তাদের কিছু যায় বা আসে না। আমাদের বিষয়টি ভিন্ন। হিজাব মুসলিম সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ। হিজাব খোলা মুসলিমদের জন্য 'উলঙ্গ' হওয়ার মতো।'

কমিউনিস্ট পার্টির একটি নথি গত বছর 'সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টে'র হাতে আসে এবং তা যাচাই করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, 'একটি সম্মিলিত প্রচারণার সর্বশেষ ধাপ হলো সিনসিজমের যেসব মুষ্টিমেয় পাড়ায় উতসুলরা বসবাস করে, খায় ও প্রার্থনা করে সেখানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।'

চার পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন থেকেও উতসুলদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়। যার শিরোনাম 'ওয়ার্কিং ডকুমেন্ট রিগার্ডিং দ্য স্ট্রেংদেনিং অব ওভারঅল গভর্ন্যান্স ওভার হুইসিন অ্যান্ড হুইহুই নেইবারহুড'। সানয়ার বেশির ভাগ অধিবাসী মুসলিম হওয়ার পরও এখানে শুধু দুটি গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কমিউনিস্ট পার্টির এক নথিতে নির্দেশনা রয়েছে যে, 'সমস্যা'র সমাধানে কর্তৃপক্ষ মুসলিম পাড়াগুলোর ওপর নজরদারি বৃদ্ধি করবে এবং ধর্মীয় ও আরব স্থাপত্যের ওপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে। মসজিদগুলো পুনর্নির্মাণের সময় ছোট করা হবে এবং তা 'আরবীয় স্থাপত্যরীতি'তে নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হবে। এমনকি দোকানের সামনে চীনা বর্ণে 'হালাল' ও 'ইসলামিক'-এর মতো মুসলিম পরিভাষা সরিয়ে ফেলা হবে।

---

## ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### ২ ফিলিস্তিনি হত্যায় উল্লসিত মিশরীয় উপস্থাপক

মিসরের জলসীমায় ঢুকে পড়ায় দুই ফিলিস্তিনি মৎস্যজীবী হত্যার ঘটনায় দম্ভোক্তি প্রকাশ করেছেন দেশটির সরকারপন্থী টেলিভিশন উপস্থাপক আহমদ মুসা।

তিনি বলেন, যারা মিশরের সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করবে, তাদের টুকরো টুকরো করা হবে। আমরা কাউকে বিরক্তি করছি না,এখন সময়টি কারো সঙ্গে লড়াইয়েরও নয়।

মিডল ইস্ট মনিটরের খবরে বলা হয়, ওই দুই মৎস্যজীবী মিশরের জলসীমায় ঢুকে পড়লে তাদের হত্যা করে মিশরের নৌবাহিনী।

এ প্রসঙ্গে ওই উপস্থাপক আরও বলেন, সীমান্ত হলো সবার জন্য বিপদসীমা। কেউ যদি তা অতিক্রম করতে চায়, তবে তাকে ফেরত যেতে দেয়া হবে না। আমি কি বলছি, হামাসকে তা বুঝতে হবে।

উল্লেখ, গতো ২৬ সেপ্টেম্বর দুই ফিলিস্তিনি মৎস্যজীবী মিশরীয় জলসীমায় ঢুকলে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। শুক্রবার আরেক মৎস্যজীবীকে আটক করা হয়েছিল। গাজা মৎস্যজীবী ইউনিয়নের প্রধান নিজার আয়াশ বলেন, ওই মৎস্যজীবীদের নৌকাকে ধাওয়া করে তাদের প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে মিসরীয় নৌবাহিনী।

---

## খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৩০ সেনা সদস্য নিহত, ৭টি যান ধ্বংস

আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশের ২টি জেলায় কাবুল বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, কয়েক ঘন্টার লড়াইয়ে ৩০ এরও অধিক সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে ৭টি ট্যাঙ্ক ও সামরিযান।

তালেবান সমর্থিত সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বামিয়া প্রদেশের ঘান্দাক ও সাইঘান জেলার বিভিন্ন স্থানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। ঐদিন সকাল থেকে শুরু হয়ে এই অভিযান দুপুর ২ টা পর্যন্ত চলতে থাকে।

এই দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার লাইয়ে অনেক এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে কাবুল বাহিনী, এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় নিহত ও আহত হয়েছে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের স্পেশাল ফোর্সের ৩০ এরও অধিক সৈন্য। মুজাহিদগণ জীবিত বন্দী করেছেন আরো এক সৈন্যকে। বাকি সৈন্যরা জীবন বাঁচাতে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছে।

এই যুদ্ধে মুজাহিদদের হামলায় কাবুল বাহিনীর ৪টি ট্যাঙ্ক এবং ১টি রেনজার গাড়ি ধ্বংস হয়েছে, ২টি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ১টি পিকেকে, ২টি কালাশনিকভ, ১টি গ্রেনেড লঞ্চার, ১টি নাইট দুর্বিন এবং ২টি রেডিও সহ প্রচুর গোলাবারুদ।

---

## কেনিয়া | শাবাব যোদ্ধাদের হামলায় ক্রুসেডার সৈন্যদের সামরিযান ধ্বংস, হতাহত অনেক

কেনিয়াতে ক্রুসেডার সৈন্যদের বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছে হারাকাতুশ শাবাব। এতে অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ২৮শে সেপ্টেম্বর কেনিয়ার ওয়াজির এবং কান্তন অঞ্চলে ২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে ওয়াজির শহরে মুজাহিদদের সফল বোমা হামলায় কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি সামরিযান ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় সামরিকযানে থাকা সকল সৈন্যই নিহত ও আহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অপরদিকে কান্তুন অঞ্চলে ক্রুসেডার সৈন্যদের টহলরত একটি দলকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ঘটনাস্থলেই এক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে।

---

## ঝুঁকিপূর্ণ হলেও বেহাল সেতু মেরামতে নেই উদ্যোগ

বরগুনা জেলার আমতলী ও পার্শ্ববর্তী তালতলী উপজেলার দুটি ইউনিয়নের (আড়পাঙ্গাশিয়া ও পঁচাকোড়ালিয়া) সংযোগ সেতু আয়রন ব্রিজটি বেহাল। ঝুঁকিপূর্ণ এ সেতুটি পার হতে প্রতিদিন চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে ওই দুই ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষকে।

জানা গেছে, ১৯৯৭ সালে বরগুনা জেলা পরিষদের অর্থায়নে ৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০০ ফুট লম্বা এ আয়রন ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মাঝখানে জেলা পরিষদ থেকে দু-একবার সংস্কারও করা হয়েছিল। ২০১৬ সালে ব্রীজটির স্লিপার ভেঙে ও দেবে গেলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অদ্যবধি আর কোনো সংস্কার কাজ না করায় বর্তমানে ব্রিজটি বেহাল।

ব্রিজটির দুই পাড়ে পঁচাকোড়ালিয়া বাজার, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, চরকগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরকগাছিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চরকগাছিয়া রশিদিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, পাহলান বাড়ি নুরানি মাদরাসা, ড. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম কলেজ, বাবু আলী দাখিল মাদরাসা, পঁচাকোড়ালিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খানকায় হুসাইনিয়া নুরানি ও হাফিজি মাদরাসাসহ অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিদিন এ ব্রিজটি দিয়ে হাজার হাজার পথচারী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পারাপার হন।

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কিছুদিন পর পর এ ব্রিজ পাড় হতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থী ও পথচারীরা।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, দুই মাইল পথ হেঁটে আসতে পারলেও এই ব্রিজটি পার হতে পারি না। ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, কেউ হাত ধরে পার করে দিলে তবেই পার হই।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ব্রিজটির উপরিভাগের স্লিপারগুলো ভেঙে এমন অবস্থা হয়েছে যে পুরুষেরা কোনোমতে পার হতে পারলেও বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা পার হতে পারছেন না। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য বহন সম্ভব হচ্ছে না। দীর্ঘদিন সেতুটির সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

আড়পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) মোসা. মজিবুন্নেছা বেগম বলেন, ব্রিজটি সংস্কার করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ব্রিজ পার হতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কোনো শেষ নাই। জরুরি ভিত্তিতে ব্রিজটি সংস্কার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানান। কালের কণ্ঠ

## প্রতিশ্রুতি মিললেও পাকা হয়নি বেহাল সড়ক

শেরপুরের শ্রীবরদী সদর ইউনিয়নের কিয়ামতলী বাজার থেকে নবিনগর সড়কে চলাচলে এখন দুর্ভোগ চরমে। সড়কের বেশির ভাগ স্থান পরিণত হয়েছে মরণফাঁদে। এতে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা। আগে যানবাহন চলাচল করলেও এখন হেঁটে চলাও কষ্টসাধ্য। সড়কটি দ্রুত পাকাকরণের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাসহ চলাচলকারীরা। মঙ্গলবার সরেজমিন গেলে স্থানীয় বাসিন্দা ও চলাচলকারীদের সাথে কথা বলে উঠে আসে এমন তথ্য।

জানা যায়, উপজেলার সদর ইউনিয়নের কিয়ামতলী বাজার হতে নবিনগর খালেকের দোকান পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার সড়ক। এই সড়ক দিয়ে কুড়িপাড়া, মন্ডলপাড়া, সরকারপাড়া, বালুঘাট, নবীনগরসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রায় ৩০ হাজার লোকের বসবাস। ওই সব এলাকায় রয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিকসহ বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

স্থানীয়রা ছাড়াও ওই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী বকশিগঞ্জ ও ইসলামপুরের ফুলকারচর, টানাব্রীজ এলাকার হাজার হাজার লোক চলাচল করে। তবে আজো এ সড়কের কোনো উন্নয়ন হয়নি। জাতীয় সংসদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউপি নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন জনসমাবেশে সড়কটি পাকা করণের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে বর্ষা এলে চরম দুর্ভোগে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। কেউ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। গর্ভবতী নারী ও অসুস্থ বৃদ্ধদের নিয়ে চরম বিপাকে পড়তে হয় এলাকাবাসীদের। এমনকি অটোরিকশা, ভ্যান, মোটরসাইকেল চলাচলে হিমশিম খাচ্ছে চলাচলকারীরা। কালের কণ্ঠ

## ফিরে দেখা: ১৯৯৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর

আফগান মুজাহিদিন বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মাধ্যমে দখলদার সোভিয়েত বাহিনীকে পরাজিত এবং বিপর্যস্ত করেছিলেন, আফগানিস্তান ছাড়তে তাদেরকে বাধ্য করেছিলেন। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক বিজয়। কেবল আফগানিস্তানের ইতিহাসেই নয়, বরং ইসলামের ইতিহাসেও এই অর্জন অনন্য। আফগানীরা একটি সুপারপাওয়ারকে পরাজিত করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। এই স্বাধীনতা এসেছিল লাখ লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে। এর জন্য আফগানীরা তাদের সবকিছু ত্যাগ করেছেন। তবে দুঃখজনকভাবে সোভিয়েত দখলদারদের উৎখাতের পর নৈরাজ্য এবং অরাজকতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিভিন্ন দলের নেতা ও কমান্ডাররা ক্ষমতা দখল এবং এর ভাগাভাগিতে চরম নৃশংসতা শুরু করে দেয়।

আফগানিস্তানে তখন বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। অরাজকতার সুযোগে অপরাধীচক্রও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেছে। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সাহসী আফগান জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এক অনিরাপদ পরিবেশে। সাধারণ আফগানীদের জীবন, সম্মান, সম্পদ-সম্পত্তি পড়েছে হুমকির

মুখে। ফলে আরেকধাপে শুরু হয়ে গেছে হিজরত। সাধারণ মানুষ আশাহত হয়েছেন। গোত্রীয় নেতারা পরিণত হয়েছে নিষ্ঠুর যুদ্ধবাজে। এমন কোনো নির্মমতা নেই যা তারা আফগান জাতির উপর করেনি।

এমনই দুঃসময়ে মরহুম আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ সকল শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান। তিনি বিক্ষিপ্ত মুজাহিদিনকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসেন। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষানুযায়ী তিনি সবাইকে তাঁর নেতৃত্বাধীনে একত্রিত করেন। মুজাহিদিনের এই জামাআতটিই তালিবান (দ্বীনি শিক্ষার্থী) নামে পরিচিত হন। পূর্বে তাঁরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, পরে আফগান জাতির দুঃসময়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে ময়দানে নামেন। ফলে শীঘ্রই সর্বস্তরের আফগান জনতা মুজাহিদিনের প্রতি সমর্থন জানান। মুজাহিদগণ যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান এবং এর নিরপরাধ বাসিন্দাদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হন, বর্বর যুদ্ধবাজদের নিষ্ঠুরতা থেকে আফগানীদের হেফাজত করেন।

তালিবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মানুষের জীবন, পবিত্রতা, সম্পদ ও সম্মান নিরাপদ ছিল; অথচ ঐ সময়টাতে তালিবানদের জন্য কোনো বৈদিশিক সাহায্য ছিল না। তালিবান মুজাহিদগণ নারীদের অধিকার সংরক্ষণ করেছিলেন, বিশুদ্ধ শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করেছিলেন। ফলে তাঁদের শাসনাধীনে লোকজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছিলেন।

আফগান জনগণের সহায়তায় তালিবান তখন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। মুসলিমদের এই বাহিনী কাবুল অভিমুখেও যাত্রা করেন। তখন কাবুল ছিল অস্বস্তিকর; আর সেখানকার বাসিন্দারা যেন জঙ্গলে বানানো কোনো জেলে আইনহীন পরিবেশে বাস করছিলেন। কাবুলে চলছিল বর্বর যুদ্ধবাজ ও তাদের মিলিশিয়াদের অরাজকতা। ফলে তালিবান মুজাহিদিন কাবুলের উপকণ্ঠে পৌঁছালে সাধারণ মানুষ তাঁদেরকে স্বাগত জানান। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ১৯৯৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তালিবান কাবুল এবং এর জনসাধারণকে মুক্ত করেছিলেন। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান। বর্তমান সময়ে এটিই ছিল একমাত্র বিশুদ্ধ শরীয়াভিত্তিক ইসলামী সরকার। ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে আফগানিস্তানে সবাই নিরাপত্তা পেয়েছিল।

নিকৃষ্ট কমিউনিস্ট এবং তাদের প্রভুরা এই সমাজকে বিকলাঙ্গ অবস্থায় ফেলে গিয়েছিল, এ সমাজ তার পরিচয় ও মূল্যবোধ হারিয়েছিল। যুদ্ধবাজদের হাতে নিষ্পেষিত হয়েছিল কাবুল ও এর জনসাধারণ। পরে তালিবান মুজাহিদিন এসে এই জুলুম থেকে তাদের উদ্ধার করেন। ১৯৯৬ সালের আজকের এই দিনে (২৭শে সেপ্টেম্বর) প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছিল আফগান জাতি। আজ প্রত্যেক আফগানী ঐ ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণ করছে। কেননা, আফগানিস্তানের নাগরিকগণ এবং বিশেষভাবে কাবুলের জনগণ আরো একবার বর্বরতার মধ্যে জীবনযাপন করছে। এখন আধুনিকরূপে নিষ্ঠুর যুদ্ধবাজদের ক্ষমতা চলছে। দালাল সরকার অপরাধীদেরকে শক্তিশালী করছে, সাহায্য দিচ্ছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে মাফিয়াদের দ্বারা। তথাকথিত নারী অধিকার রক্ষকদের নাকের ডগায় প্রকাশ্য দিবালোকে নারীদেরকে পেটানো হচ্ছে। ডাকাতী জনগণের নিত্যদিনের অংশ হয়ে ওঠেছে। অরাজকতা, বেকারত্ব এবং দুর্নীতিতে সয়লাব চারদিক।

তাই আরো একবার আফগানিস্তানের সর্বস্তরের মানুষ শরীয়াহ আইনভিত্তিক একটি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় রয়েছে। পশ্চিমাদের থেকে আমদানীকৃত গণতন্ত্রের কারণে আফগানীদেরকে প্রতিটি বোধগম্য পন্থায়

সংগ্রাম করতে হয়েছে। আসলে আফগানিস্তানে গণতন্ত্র মানে হলো ভণ্ডামি। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাধারণ আফগানীরা কখনোই মেনে নেয়নি। মনে রাখতে হবে, কাবুলের অত্যন্ত সুরক্ষিত বাড়িতে বিস্ফোরক প্রতিরোধী দেয়ালের পেছনে বসে থাকা লোকগুলো আফগান জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং আফগানিস্তানের স্বাধীনতার জন্য যে মুজাহিদগণ নিজেদের জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, তারাই প্রকৃতপক্ষে আফগানীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। যারা আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন, আফগানিস্তানের সম্পর্ক তাদের সাথে। আর আফগানিস্তান তাদের নয়, যারা আফগানিস্তানে বিদেশী কর্তাদের দালাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

---

মূল লেখক: মুহাম্মাদ জালাল। তাঁর এই লেখাটি আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদক: খালিদ মুন্তাসির

---

## 'চাল কেলেঙ্কারি'তে ধরা খেলো আওয়ামী লীগ নেতা

বগুড়ার ধুনট উপজেলার নিমগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দুই নেতার বিরুদ্ধে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির 'চাল কেলেঙ্কারি'র প্রমাণ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, ১০ টাকা কেজির চাল বিক্রয়ের পরিবেশক (ডিলার) বেড়েরবাড়ি গ্রামের আব্দুল হাদি মন্ডল। তিনি উপজেলার নিমগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক। তার অধীনে ১০ টাকা কেজির সুবিধাভোগীদের ৭১০টি কার্ড রয়েছে। তিনি সেপ্টেম্বর মাসের ৭১০টি কার্ডের অনুকূলে ২১ হাজার ৩০ কেজি চাল গত ২০ সেপ্টেম্বর উপজেলা খাদ্য গুদাম থেকে উত্তোলন করেন। সোমবার দুপুরে বেড়েবাড়ির বাবু বাজার এলাকায় বিক্রয় কেন্দ্র থেকে সুবিধাভোগীদের নিকট ১০ টাকা কেজির চাল বিক্রি করছিলেন আব্দুল হাদি।

এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সেখানে অভিযান চালিয়ে ডিলার আব্দুল হাদির নিকট অবৈধভাবে রাখা ২৩৬টি কার্ড জব্দ করেন। একই স্থানে আব্দুল হাদির ভাগ্নে উপজেলার নিমগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নবাব আলীর অটোরাইচ মিলের গুদামে ৫০০ মন চাল মজুদ রাখা হয়েছে। এরমধ্যে থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১০০ মন (৫১বস্তা) চাল জব্দ করা হয়েছে। কালের কণ্ঠ

---

## পুলিশের সামনেই দিনেদুপুরে ছুরি মেরে ১৭ লাখ টাকা ছিনতাই

যশোরে প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাত ও বোমা ফাটিয়ে এনামুল হক নামে এক মোটর পার্টর্স ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৭ লাখ টাকা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ দুপুর ২টার দিকে যশোর কোতোয়ালি থানার পাশে ইউসিবিএল ব্যাংকের সামনে এ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত দুজনকে হাসপাতাল ভর্তি করা হয়।

আহত ইমন জানান, এনামুল হক ও তিনি মোটরসাইকেলে করে টাকা জমা দিতে ইউসিবিএল ব্যাংকে আসেন। ব্যাংকের সামনে নামতেই দুই ছিনতাইকারী এনামুল হককে ছুরিকাঘাত করে টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয়। এরপর বোমা ফাটিয়ে ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই ব্যাগে প্রায় ১৭ লাখ টাকা ছিল। পরে স্থানীয় দোকানদাররা তাদের উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জানিয়েছেন, এনামুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে খুলনায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

---

## তালেবানদের বেষ্টনিতে শতাধিক কাবুল সেনা

আফগানিস্তানের উরুজগান প্রদেশের গিজাব জেলার প্রাণকেন্দ্রে কয়েক শতাধিক সৈন্যকে ঘিরে ফেলেছে তালেবান। যেকোন সময় কেন্দ্র দখলে নিতে পারে তালেবান মুজাহিদিন।

আফগান ভিত্তিক 'শমশাদ টিভি' একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, আফগানিস্তানের গিজাব জেলার বেশিরভাগ অংশ ইতিমধ্যে তালেবান যোদ্ধারা দখল করে নিয়েছে এবং জেলাটির সেনা ক্যাম্প ও পুলিশ সদর দফতর গত দুই সপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ করে রেখেছে তালেবান।

সূত্রটি আরও যোগ করেছে, "আমরা কেন্দ্র থেকে সাহায্য চেয়েছি, তবে আমরা এখন পর্যন্ত যে সামরিক সহায়তা পেয়েছি তা দ্বারা তালেবানদের আক্রমণ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতেই যথেষ্ট না, সেখানে জেলার নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে এবং শীঘ্রই পর্যাপ্ত সহায়তা না পৌঁছলে জেলা ও পুলিশ সদর দফতর তালেবানদের হাতে চলে যাবে।

উল্লেখ্য , উরুজগান প্রদেশের গিজাব জেলায় তালেবান মুজাহিদিন ও কাবুলের পুতুল সরকারী বাহিনীর মধ্যে গত দু'সপ্তাহ ধরে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে, যার ফলে এখন পর্যন্ত তালেবান মুজাহিদদের হামলায় কয়েক শতাধিক সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, তালেবান মুজাহিদিন জেলাটির প্রাণ কেন্দ্র দখলের জন্য একেবারেই নিকটে চলে এসেছেন। যেকোন সময় কেন্দ্র দখলে নিতে পারেন তালেবান মুজাহিদিন।

---

## আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না- ইমরান খান

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছে যে, আন্তঃ আফগান সংলাপের ফলস্বরূপ আফগান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটতে চলছে, কিন্তু এসময় হঠাৎ এত দ্রুততার সাথে আফগানিস্তান থেকে দখলদার বিদেশী সেনা প্রত্যাহার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা। সূত্র: ট্রাবেল নিউজ উর্দু

সে তার বক্তব্যে সবচাইতে জোর দিয়ে বলছিল, আন্তঃ আফগান সংলাপ কঠিন রূপ নিবে, আর এই মুহূর্তে আফগানিস্তান থেকে দখলদার বিদেশি সেনাদের প্রত্যাহার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা। অর্থাৎ ইমারান খান চাচ্ছে না যে আফগানিস্তান থেকে দখলদার সৈন্যরা চলে যাক।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে তালেবানের হাতে মার খাওয়ার পর, গত ফেব্রুয়ারিতে তালেবানের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষরের পর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সেনা সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

গত কয়েক মাসে দেশটি থেকে বিপুল সেনা সরিয়ে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রায় এক তৃতীয়াংশের বেশি সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

তালেবানের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, ২০২১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য সব বিদেশি সেনা সরিয়ে নেয়া হবে।

---

## নিপীড়নের মুখে ভারতে সব কার্যক্রম স্থগিত করল অ্যামনেস্টি

সরকারি প্রতিশোধের মুখে ভারতে নিজের কার্যক্রম স্থগিত করতে বাধ্য হওয়ার কথা জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। মানবাধিকার সংস্থাটির অভিযোগ, তাদের বিরুদ্ধে সরকার নিপীড়নে মেতে উঠেছে।

অ্যামনেস্টির ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। কর্মীদের ছাঁটাই, সব প্রচার ও গবেষণা কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত সরকারের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সংস্থাটির গবেষণা, অ্যাডভোকেসি ও নীতিবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক রজত খোসলা বলেন, ভারতে আমরা এক নরিজবিহীন পরিস্থিতির মুখোমুখি। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে সরকার অব্যাহত আক্রমণ, হয়রানি ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে ভারত সরকার।

এ সংস্থার ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব জুলি ভেরার বলেন, ভারত সরকারের এ ভয়ঙ্কর ও লজ্জাজনক পদক্ষেপের ফলে সেখানে মানবাধিকার বিষয়ক আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আপাতত থমকে গেছে।

'তবে ভারতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদের অঙ্গীকার এবং সম্পৃক্ততার অবসান তাতে হয়নি। সামনের দিনগুলোতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কীভাবে ভারতের মানবাধিকার আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পারে, তা আমরা খুঁজে বের করব।'

এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে লিখেছে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ভারতের ফরেইন কন্ট্রিবিউশন অ্যাক্টের আওতায় নিবন্ধন নেয়নি- এই যুক্তিতে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। ভারতে কোনো এনজিওর বিদেশি তহবিল নিতে গেলে ওই আইনে নিবন্ধিত হতে হয়।

তবে অ্যামনেস্টি দাবি করেছে, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সব নিয়ম মেনেই তারা সেখানে কাজ করে আসছে।

---

## আল-কায়েদার উর্দু ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হলো বাংলাদেশী মুজাহিদিনের লেখা

আল কায়েদা উপমহাদেশের অফিশিয়াল মিডিয়া আস সাহাব উপমহাদেশ থেকে একটি উর্দু ভাষার মাসিক অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। যার নাম 'নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ'। এ ম্যাগাজিনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বাংলাদেশের একিউআইএস-এর ভাইদের পক্ষ থেকে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত লেখাটির শিরোনাম, بنگلہ دیش میں ہندوتوا کا خطرناک مرحلہ "বাংলাদেশ মে হিন্দুতওয়া কা খতরনাক মারহালা" ("বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের এক নতুন ও বিপদজনক পর্যায়")। শীঘ্রই বাংলাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে এই লেখাটির বঙ্গানুবাদ *আল-হিকমাহ মিডিয়া* প্রকাশ করবে, ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, 'নাওয়ায়ে গাজওয়ায়ে হিন্দ' ম্যাগাজিনে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মুজাহিদিন নেতাদের লেখা প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে কাশ্মীর, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ভাইদের। যেমন, কাশ্মীরের জিহাদী দল আনসার গাযওয়াতুল হিন্দের নেতৃবৃন্দের একাধিক প্রবন্ধ এ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।

---

## প্রকল্প বাস্তবায়নে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে ব্যাপকভাবে

প্রকল্প বাস্তবায়ন খরচে দিন দিন শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। নানাভাবে খরচের খাত দেখিয়ে ব্যয় বাড়ানো হচ্ছে। প্রকল্পে যানবাহনের প্রয়োজন না থাকলেও কেনা হচ্ছে। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের জেলা কক্সবাজারের জন্য মহাপরিকল্পনা করতেই প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচে ১১টি বিভিন্ন ধরনের যানবাহন কেনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পাশাপাশি কারিগরি কমিটির সদস্য করা হচ্ছে ৮৭ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে। আর মহাপরিকল্পনা তৈরিতে দুটি খাতে পরামর্শক ব্যয় ১৭৪ কোটি টাকার প্রস্তাব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের। প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনার তথ্য থেকে জানা গেছে, কক্সবাজারে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে। পর্যটন খাতের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, পরীবিক্ষণ এবং এর দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে কক্সবাজারের একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের জন্য ২০১৭ সালের ১৮ জুলাই একটি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে একনেক সভা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও কক্সবাজারের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের জন্য গুরুত্ব দেয়া হয়। তিন বছরে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ২০৯ কোটি ৯৫ লাখ ৮৮ হাজার টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়।

পটভূমিতে বলা হয়েছে, কক্সবাজার বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন স্থান। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতটি কক্সবাজার শহর থেকে টেকনাফ এবং দেশের সর্বদক্ষিণের শেষ বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত। মনোমুগ্ধকর ল্যান্ডস্কেপিং, পাহাড়, নদী, বন, সব মিলিয়ে এটি দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য একটি অন্যতম পর্যটন স্থান। কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরিমণ্ডলে কক্সবাজার গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমগুলো হলো- সার্ভে ও ডাটা কালেকশন, কনসালটেশন, সেমিনার ও কনফারেন্স, দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, মৌজার সিট ও স্যাটেলাইট ইমেজ ক্রয়, জিআইএস ও প্ল্যানিং ল্যাব স্থাপন, সার্ভে ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়, কম্পিউটার ক্যামেরা ও এক্সেসরিজ ক্রয়, মেশিনারিজ, অফিস ইক্যুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র ক্রয়, ১টি জিপ, ২টি ডাবল কেবিন পিকআপ, একটি মাইক্রোবাস, ৫টি মোটরসাইকেল ও ২টি স্পিডবোট ক্রয়সহ আনুষঙ্গিক কাজ।

প্রকল্পের ব্যয় বিভাজন থেকে দেখা যায়, সমীক্ষা প্রকল্পে ৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি জিপ, ২টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি মাইক্রোবাস, ২টি স্পিডবোট, ৫টি মোটরসাইকেল ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে মোট ১১টি যানবাহন কেনার প্রস্তাব। আর মোটর ভেহিক্যাল মেরামত খাতে ১ কোটি ৯৮ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকা ধরা হয়েছে কনসালটেশন, সেমিনার ও কনফারেন্স খাতে। আবার সার্ভে ও ডাটা কালেকশনের কনসালটেন্ট খাতে ব্যয় ১৭০ কোটি ২০ লাখ ৭ হাজার টাকা। প্রিন্টিং ও বাইন্ডিং খাতে ৮৮ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবের পর আবার পাবলিকেশন খাতে ১ কোটি ৬৯ লাখ ২০ হাজার টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। সার্ভে ও ডাটা কালেকশনের আওতায় মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ এবং প্রসেসিং বাবদ ২ কোটি ৫৫ লাখ ৭৯ হাজার টাকার সংস্থাপন থাকলেও আবার মৌজার সিট কেনার জন্য আলাদাভাবে ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে।

প্রকল্প দলিলে ৮৭ জনের বেশি সংখ্যক সদস্য নিয়ে টেকনিক্যাল বা কারিগরি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য অনধিক ১০ সদস্য বিশিষ্ট টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ।

কমিশনের এই বিভাগটি বলছে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ১ কোটি ৯৮ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক ট্রাভেল ও ট্রান্সফার বাবদ ৫৮ লাখ টাকা প্রকল্প দলিল থেকে বাদ দেয়া

আবশ্যক। তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৮৮ হাজার টাকা অত্যধিক।

বিভিন্ন কমিটির সম্মানী বাবদ ব্যয় ৯২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা অধিক। এই সব খাতের ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা আবশ্যক। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অফিস থাকা সত্ত্বেও কক্সবাজারে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট অফিস ভাড়া বাবদ ৯৯ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে, যা যৌক্তিকভাবে বাদ দেয়া বাঞ্ছনীয়। নয়া দিগন্ত

---

## বিচার চাইতে গিয়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক ধর্ষিত হলো তরুণী

ঢাকার আশুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান শাহাবুদ্দিন মাদবরের (৫০) নামে আদালতে ধর্ষণ মামলা করেছেন এক তরুণী। তাঁর অভিযোগ, একজনের কাছে পাঁচ লাখ টাকা পেতেন তিনি। ওই টাকা উদ্ধারের আশায় বিচার চাইতে গিয়েছিলেন চেয়ারম্যানের কাছে। গিয়ে উল্টো চেয়ারম্যানের হাতে ধর্ষণের শিকার হলেন।

গতকাল রবিবার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৯-এর বিচারক হেমায়েত উদ্দিনের আদালতে মামলাটি করা হয়। মামলার অন্য দুই আসামি হলেন শাহাবুদ্দিনের শ্যালক মো. আলমগীর (৩৮) ও পিএস সবুজ সিকদার (৩৫)। আদালত এদিন বাদীর জবানবিন্দ গ্রহণ শেষে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ওই তরুণী আশুলিয়া বাজারের সালাউদ্দিন আহম্মেদ শাওন নামের এক ব্যবসায়ীর কাছে পাঁচ লাখ টাকা পান। অনেক দিন হয়ে গেলেও ওই টাকা ফেরত দিচ্ছেন না শাওন। তাই গত ২২ সেপ্টেম্বর এক আত্মীয়কে নিয়ে বিচার চাইতে চেয়ারম্যানের কাছে ইউনিয়ন পরিষদে যান ওই তরুণী। সেখানে চেয়ারম্যানকে না পেয়ে তাঁর বাড়িতে যান তাঁরা। অভিযোগ শুনে চেয়ারম্যান ওই নারীকে পাওনা টাকা ফেরত পেতে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেন।

পরে তাঁরা চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে বের হয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু চেয়ারম্যানের শ্যালক আলমগীর ও পিএস সবুজ সিকদার তাঁদের পথরোধ করে বলেন, 'তোমাদের আগমন সন্দেহজনক।' এবং তরুণীর কথায় কান না দিয়ে তাঁদের মারধর করেন তাঁরা। পরে ওই তরুণীকে ইউনিয়ন পরিষদের রুমের ভেতরে আটকে রাখেন। দুপুরে শাহাবুদ্দিন রুমে ঢুকে তরুণীকে মারধর করেন এবং পুলিশে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ধর্ষণ করেন। শাহাবুদ্দিন রুম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আলমগীর ও সবুজ তাঁর ওপর যৌন নির্যাতন চালান।

এ বিষয়ে চেয়ারম্যান শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। কালের কণ্ঠ

---

## আওয়ামী ছাত্রলীগের নৃশংসতার শেষ কোথায়?

অপরাধপ্রবণতা কোন পর্যায়ে গেছে, তা গত কয়েক দিনের বিশ্লেষণেই বোঝা যাচ্ছে। সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। অপরাধ যারা করেছে, তারা ছাত্রলীগের কর্মী। ঘটনাটি ঘটে সিলেটে। এমসি কলেজের ফটকটি সিলেট-তামাবিল সড়কের পাশেই। অনেকেই সেখানে ঘুরতে যান। স্ত্রীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় তাদের দুজনকে গাড়িসহ তুলে নিয়ে যায়। তুলে নেওয়ার পর ছাত্রাবাসের একদম পেছনে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হয়।

চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মাদক ব্যবসাসহ বিস্তর অভিযোগ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেশ কয়েকটি নিষ্ঠুর ও নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ছাত্রলীগের নাম। প্রায় ১২ বছর ধরে ছাত্রলীগ মূলত আলোচনায় এসেছে হত্যা, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ধর্ষণ কিংবা টেন্ডারবাজির কারণে। এর আগে বগুড়ায় ধর্ষণ এবং পরে ধর্ষণের শিকার মেয়ে ও মাকে সালিশের নামে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। খাদিজা আক্তার নারগিসকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক বদরুল। প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় নারগিসকে সে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের খবর যত বেশি পাওয়া যায়, এসব অপরাধের দায়ে অপরাধীদের শাস্তির দৃষ্টান্ত এর চেয়ে অনেক কম। অপরাধ করে পার পাওয়া যায়- এ ধরনের বিশ্বাস থেকে অপরাধীরা অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়। এটি শুধু পেশাদার অপরাধীদের ক্ষেত্রে নয়, যে কোনো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। তাই ধর্ষণসহ নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংস অপরাধের রাস টেনে ধরার জন্য প্রথম কর্তব্য এসব অপরাধের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে গতি সঞ্চার করা। অপরাধ সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। একটির পর একটি ধর্ষণ খবরের সমান্তরালে যদি একটির পর একটি শাস্তির খবরও নিশ্চিত করা যায়, তা হলে ধর্ষণপ্রবণতা হ্রাস পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। যখন যা খুশি মনে হচ্ছে, তখন সেটিই তারা করছে। ছাত্রলীগ বা যুবলীগ পরিচয়ের দৌরাত্ম্য এভাবে তো চলতে পারে না। ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরার জন্য কঠোর শাস্তির বিকল্প নেই। কিন্তু কে করবে এ কাজ? যখন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর মুখেও শোনা যায় এই সন্ত্রাসীদের স্তুতি, তখন সাধারণ জনগণ কোথায় যাবে?

আমাদের সময়

---

## ফটো রিপোর্ট | প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তালেবানদের নতুন কমান্ডো বাহিনী

ইমারতে ইসলামিয়ার পরিচালিত জুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তালেবান মুজাহিদদের নতুন একটি দল বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র চালনা এবং শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য কমান্ডো প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তালেবানদের এধরণের কমান্ডো দলগুলো যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ময়দানের চিত্র পাল্টে দিতেও সক্ষম। আলহামদুলিল্লাহ

ইমারতে ইসলামিয়ার অফিসিয়াল 'আল-ইমারাহ স্টুডিও' কর্তৃক তালেবান মুজাহিদদের নতুন এই কমান্ডো দলটির বেশ কিছু ছবি ইতিমধ্যে সম্প্রচারিত হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2020/09/29/42664/

## ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### পাকিস্তান | স্নাইপার হামলার হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও প্রকাশ করল টিটিপি

পাকিস্তান ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় জিহাদি গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবানের (টিটিপি) অফিসিয়াল উমর মিডিয়া কর্তৃক একটি নতুন ভিডিও সম্প্রচারিত হয়েছে।

২০:৩৬ মিনিটের উক্ত ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে সম্প্রতিক পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীতে টিটিপির স্নাইপার ব্রিগেডের কার্যক্রমের হৃদয় প্রশান্তিকর কিছু দৃশ্য নিয়ে।

আর্কাইভ লিংক:

https://archive.org/details/roob-naak-waar-03

মূল ফাইল লিঙ্ক (1.5 gb)

https://files.umarmedia.net/index.php/s/FmXH7S5A2ZXzAeZ

https://archive.org/download/roob-naak-waar-03/RoobNaakWaar_03_Original_File.mp4

http://www.mediafire.com/file/e1jehln7g03a9jf/RoobNaakWaar_03_Original_File.mp4/file

https://drive.google.com/file/d/1Ypv77qtpGofxu8ThyZS24tCgBb60y1Bf/view?usp=sharing

https://www.dropbox.com/s/gmfbkh270v43og6/RoobNaakWaar_03_Original_File.mp4?dl=0
https://mega.nz/file/RB8yEY4C#ncm66xI3g1utb_9bMhJwO19f3yltL2V6oCyBAom59sk

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZjewZVakWwJs2nCJtJDgqV5cu972Ucyuk

ফুল এইচডি ডাউনলোড লিঙ্ক (701 এমবি)

https://files.umarmedia.net/index.php/s/NZdmeggy7kKMXTt

https://archive.org/download/roob-naak-waar-03/RoobNaakWaar_03_1080P.mp4

http://www.mediafire.com/file/p0teyh6djguhaw2/RoobNaakWaar_03_1080P.mp4/file

https://drive.google.com/file/d/1Jo8fYhekAY-13m1fFBVMiUwqTbkbmZMz/view?usp=sharing

https://www.dropbox.com/s/o58c6zbgjch2a2s/RoobNaakWaar_03_1080P.mp4?dl=0

https://mega.nz/file/0Jlw1CKK#1-YTbvtnm1VGW2PZjzenk4xBDZZxP-_22-A5pPsZubM

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZ1ewZtb2hpqJxTpHgRIh23MEl3zprhTLk

এইচডি ডাউনলোড লিঙ্ক (348 এমবি)

https://files.umarmedia.net/index.php/s/4Ko4osEZ8oAcoLg

https://archive.org/download/roob-naak-waar-03/RoobNaakWaar_03_720P.mp4

http://www.mediafire.com/file/amc69t8a3ofb24x/RoobNaakWaar_03_720P.mp4/file

https://drive.google.com/file/d/1Jo8fYhekAY-13m1fFBVMiUwqTbkbmZMz/view?usp=sharing

https://www.dropbox.com/s/a0qsw5c893z7t2i/RoobNaakWaar_03_720P.mp4?dl=0

https://mega.nz/file/MINw3TLQ#0NIi80WEXYWuFWEyt-SO8kI_H1-vfhj2FgVj_qciTGE

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZeewZq5UwgI5UCSBoNULmRwauuhktdQIy

সাধারণ ডাউনলোড লিঙ্ক (187 এমবি)

https://files.umarmedia.net/index.php/s/prDd2p2SEtYmQrB

https://archive.org/download/roob-naak-waar-03/RoobNaakWaar_03_480p.mp4

http://www.mediafire.com/file/y2axvjbposp30ph/RoobNaakWaar_03_480p.mp4/file

https://drive.google.com/file/d/1to3gBd3IZIW6jlhmBCb_WlNA2xZIQouy/view?usp=sharing

https://www.dropbox.com/s/u359rrzcz27znn1/RoobNaakWaar_03_480p.mp4?dl=0

https://mega.nz/file/BMEUSDIZ#IBVgM6TWnuVyi1YskZm9NsH0Fm_3qOflzS1cwa268Bg

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZnewZ1aD1kE09S3zlQVxe7yEW6QsR4NQX

http://www.mediafire.com/file/y2axvjbposp30ph/RoobNaakWaar_03_480p.mp4/file

---

## ফটো রিপোর্ট | দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করল তালেবান

আফগানিস্তানের লাঘমান প্রদেশের আলিঙ্গার জেলার একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র জাতিগত কিছু সমস্যার কারণে দীর্ঘ দু'বছর ধরে বন্ধ ছিল।

এরপর গত ২৭ সেপ্টেম্বর ইমারতে ইসলামিয়ার জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও তালেবান উমারাদের উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায় চালু করা হয়েছে। ইমারতে ইসলামিয়ার এমন উদ্ধোগে সন্তুষ্ট উপজাতীয় মানুষরা। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু করায় মুজাহিদদের জন্য দো'আও করেন সাধারণ মানুষ।

https://alfirdaws.org/2020/09/28/42653/

---

## ফটো রিপোর্ট | উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে তালেবান প্রতিনিধি দল

আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলার আলিফ বারদী উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছে ইমারতে ইসলামিয়ার সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল।

যার কিছু দৃশ্য ধারণ করেছে 'আল-ইমারাহ স্টুডিও'তে কর্মরত তালেবান মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2020/09/28/42654/

## বুর্কিনা-ফাসো | সেনা পরিচয়ে সামরিক বাহিনীর উপর হামলা, নিহত ৬ সেনা

বুর্কিনা-ফাসোতে সেনা পরিচায়ে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির হামলায় দেশটির ৬ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কতক সৈন্য।

আফ্রিকা ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম 'শাবাকাতুস সাগুর' তাদের এক প্রতিবেদনে লিখেছে, গত ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোতে অজ্ঞাত বুন্দুকধারী এক ব্যক্তির হামলায় দেশটির ৬ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো বেশ কতক সেনা সদস্য।

এই ঘটনার পর আহত সেনা সদস্যরা জানিয়েছে যে, উক্ত অজ্ঞাত ব্যক্তি প্রথমে সেনা সদস্যদের পোশাকে তাদের কাছে আসে এবং নিজেকে একজন সেনা সদস্য বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই ঐ ব্যক্তি আমাদের উপর হামলা চালায়। যার ফলে আমাদের ৬ জন সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আর আমরা কয়েকজন আহত হয়েছি।

এদিকে অজ্ঞাত বুন্দুকধারীর বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি, তবে সামরিক বাহিনী দাবি করছে এটি কোন জিহাদি গ্রুপের কাজ।

উল্লেখ্য যে, বুর্কিনা-ফাসোতে বর্তমানে একটি শক্তিশালী ও মজবুত অবস্থানে রয়েছে আল-কায়েদা শাখা 'জিএনআইএম' এর মুজাহিদিন। যারা রীতিমত হামলা চালিয়ে আসছেন দেশটির কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে।

---

## সোমালিয়া | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর ঘুম কেড়ে নিল আল-শাবাব

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়া জুড়ে ৬টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। মুজাহিদদের এসকল হামলায় দেখা মিলছে নতুনত্বের। হামলায় এই নতুনত্ব কেড়ে নিচ্ছে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর ঘুম।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল অভিযানে উচ্চপদস্থ এক সেনা অফিসার ও পুটল্যান্ড প্রশাসনের এক সৈন্য নিহত হওয়া ছাড়াও আরো ডজন খানেক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এইদিন মুজাহিদদের অভিযানের স্থানগুলো হল- তুসমারিব, মাহদায়ী, মোগাদিশু, আউদাকলী, ইয়াকশীদ ও কাসমায়ো শহর।

## সিরিয়ায় মার্কিন সন্ত্রাসীদের গুপ্ত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার

সিরিয়ায় মোতায়েন মার্কিন সেনারা অতি গোপন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করছে বলে খবর বেরিয়েছে। এসব ক্ষেপণাস্ত্র ড্রোন থেকে ছোঁড়ার পর প্রচণ্ডে শব্দে বিস্ফোরিত হচ্ছে না তবে ব্লেডের মতো উড়ে গিয়ে লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত করছে এবং গোপনেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে।

শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ান পত্রিকা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, আমেরিকা সরকারিভাবে এ ক্ষেপণাস্ত্রকে হেলফায়ার এজিএম-১১৪আর৯এক্স নামকরণ করেছে যাকে সংক্ষেপে আর৯এক্স বলা হয়। কখনো কখনো এ ক্ষেপণাস্ত্রকে 'ফ্লাইং জিনশু' নামে ডাকা হয়।

মার্কিন জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশন্স কমান্ডে এ ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে এবং গুপ্তহত্যার জন্য তা ব্যবহার করা হচ্ছে।

আর৯এক্স ক্ষেপণাস্ত্র ১০০ পাউন্ড ওজনের ওয়ারহেড বহন করে এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উড়ে যেতে সক্ষম। এতে ছয়টি ব্লেড থাকে যা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এ ক্ষেপণাস্ত্র ভবনের দেয়ালের মতো শক্ত বাধা ভেদ করতে সক্ষম।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবর অনুযায়ী, সর্বশেষ গত ১৪ সেপ্টেম্বর সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আল-কায়েদার শীর্ষ কমান্ডার সাইয়াফ আল-তুনসিকে হত্যার জন্য এ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

পার্সটুডে

---

## কাশ্মীর মোদির বিস্তৃত মুসলিম-বিদ্বেষী এজেন্ডার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র: এইচআরডাব্লিউ

পশ্চিমা দেশগুলো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলোতে কথা না বলায় মুসলিম-বিরোধী এজেন্ডাগুলো আরও জোরেসোরে প্রয়োগের ব্যাপারে শক্তি পেয়েছেন মোদি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) এ কথা বলেছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক কেনেথ রথ এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, পশ্চিমা দেশগুলো চীনের শক্তি ও প্রভাব মোকাবেলার জন্য ভারতকে ব্যবহার করতে চায়, এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট মানবাধিকার ইস্যুতে যেভাবে নীতিহীনভাবে অগ্রসর হয়েছেন, সে বিষয়গুলো মুসলিম নাগরিকদের মানবাধিকার দমনের ক্ষেত্রে ভারতের নেতাকে শক্তি দিয়েছে।

নিউজউইককে দেয়া সাক্ষাতকারে এ সব মন্তব্য করেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক।

**পশ্চিমা দেশগুলোর নিরবতা মোদিকে শক্তি দিয়েছে**

রথ আরও বলেন, "মোদি মূলত তার মুসলিম-বিদ্বেষী এজেন্ডা এবং বিক্ষোভ দমনের ইস্যুতে পার পেয়ে গেছেন। এই ইস্যুতে পশ্চিমাদের সমালোচনা না থাকায় সেটা তাকে আরও শক্তিশালী করেছে"।

তিনি বলেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে মোদির প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য এবং মুসলিম বিরোধী সহিংসতার ব্যাপারে তার সহিষ্ণু মনোভাবের কারণেই এগুলো এভাবে চলতে পারছে।

প্রতিবেদনে বলা হয় ২০০২ সালে গুজরাটে মুসলিম-বিরোধী গণহত্যায় ভূমিকার কারণে ব্রিটেন আর যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হন বিজেপির মালাউন মোদি। ওই গণহত্যায় এক হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল।

এতে বলা হয়, "মোদি সে সময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং মুসলিমবিরোধী গণহত্যা তিনি ঘটতে দিয়েছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে"।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, মোদি যে নাগরিকত্ব আইন পাস করেছেন, জাতিসংঘ সেটাকে 'মৌলিকভাবে বৈষম্যমূলক' হিসেবে অভিহিত করেছে।

ভারতের সেক্যুলার সংবিধানের বিরুদ্ধে গিয়ে এই নাগরিকত্ব আইনে ভারতের প্রতিবেশী তিনটি দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দেয়ার বিধান করা হয়েছে, কিন্তু মুসলিমদেরকে সেখানে বাদ দেয়া হয়েছে।

**কাশ্মীর মোদির বিস্তৃত মুসলিম-বিদ্বেষী এজেন্ডার একটা অংশ মাত্র**

কাশ্মীরে ভারতের পদক্ষেপের ব্যাপারে রথ বলেন, "কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল, সেখানে ভিন্নমতের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, এই সব কিছুই বিজেপির আরও বড় মুসলিমবিরোধী এজেন্ডার অংশ মাত্র। মোদি হয় সক্রিয়ভাবে এতে অংশ নেন, অথবা এগুলোকে স্বাধীনভাবে ঘটতে দেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ উল্লেখ করেছে যে, গো রক্ষার নামে ক্ষমতাসীন বিজেপি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হামলাকে উৎসাহিত করেছে।

রথ উল্লেখ করেন যে, মূলত পুঁজিবাদী কারণেই পশ্চিমা দেশগুলো এ ব্যাপারে ভারতকে কিছু বলেনি।

তিনি বলেন, "কাশ্মীর আরও বড় মুসলিম-বিরোধী এজেন্ডার একটা অংশ মাত্র, পশ্চিমারা যেটা অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে। ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি, গুরুত্বপূর্ণ দেশ। চীনের সাথে পশ্চিমাদের উত্তেজনা বাড়ছে এবং চীনের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় যেহেতু ভারতকে মিত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে, সে কারণে ভারতের ব্যাপারে সমালোচনার মাত্রা কমিয়ে এনেছে পশ্চিমারা"।

**মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে মোদির সাথে কথা বলার ব্যাপারে ট্রাম্প পুরোপুরি অনাগ্রহী:**

"হাতে গোনা কিছু প্রতিপক্ষ দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কথা বলতে ট্রাম্প মোটেই আগ্রহী নন। এই দেশগুলো হলো চীন, ভেনেজুয়েলা, ইরান, নিকারাগুয়া এবং কিউবা। মানবাধিকারের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান সম্পূর্ণ নীতিহীন"।

সূত্র: জিভিএস

---

## মালাউন প্রশান্ত কুমার হালদার মেরে দিয়েছেন ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি

চারটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) থেকে প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদার এবং তার সহযোগীরা ১০ হাজার কোটিরও বেশি টাকা মেরে দিয়েছেন।

সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী তার আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমাণ আড়াই হাজার কোটি বা সাড়ে তিন হাজার কোটি। কিন্তু, তার সত্যিকারের আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমাণ আরও অনেক বেশি। তদন্ত কর্মকর্তারা বলছেন, এখন পর্যন্ত তারা জানতে পেরেছেন যে পিকে হালদার অন্তত ১০ হাজার ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এই অর্থ দিয়ে রাজধানীর মৌচাক-মগবাজার ফ্লাইওভারের মতো অন্তত সাতটি স্থাপনা তৈরি করা যেত। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, 'হলমার্ক কেলেংকারির পর এটাই দেশের আর্থিক খাতের সবচে বড় আত্মসাতের ঘটনা। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, এখনো যদি সাবধানতা অবলম্বন করা না হয় তাহলে এমন হালদারদের অর্থ আত্মসাৎ ক্রমশ যাবে।'

তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, পিকে হালদার ও তার সহযোগীদের মালিকানাধীন ৩০টি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে এনবিএফআইয়ের কাছ থেকে ১০ হাজার ২০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করে এবং এই অর্থ কানাডা, সিঙ্গাপুর ও ভারতে পাচার করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রও এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

তারা জানায়, বর্তমানে কানাডায় অবস্থানকারী পিকে হালদার ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের (আইএলএফএসএল) থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকা, ফাস ফাইন্যান্স থেকে দুই হাজার ২০০ কোটি টাকা, পিপলস লিজিং থেকে তিন হাজার কোটি টাকা এবং রিলায়েন্স ফাইন্যান্স থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

গত বছর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অবৈধ ক্যাসিনো মালিকদের সম্পদের তদন্ত শুরু করলে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠে আসে।

চলতি বছর ৮ জানুয়ারি দুদক অজ্ঞাত সূত্র থেকে প্রায় ২৭৪ কোটি ৯১ লাখ টাকার সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করে।

দুদক এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

পিকে হালদারের মালিকানাধীন পি অ্যান্ড এল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের একটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তদন্তকারীরা দাবি করেছেন যে এই অ্যাকাউন্টে ৭০৮ কোটি টাকারও বেশি সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে।

ভবিষ্যতে কোনো তদন্তে যেন তাদের ফেঁসে যেতে না হয় সেজন্য এই অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অ্যাকাউন্টে অর্থ সরিয়ে নেওয়া হত।

পিকে হালদার ২০০৮ সালে আইআইডিএফসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে তিনি এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন।

২০১৭ সালের ৩০ জানুয়ারি আইএলএফএসএল-এর এক বোর্ড সভায় এমটিবি মেরিন লিমিটেডের নামে ৬০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদিত হয়। দুদক সূত্র জানিয়েছে, এই ঋণের অর্থ এমটিবির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছায়নি।

এই টাকা বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এই টাকার মধ্যে পদ্মা ওয়েভিং লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে গেছে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি, প্যারামাউন্ট অ্যাগ্রোতে ১৪ কোটি, ওকায়মা লিমিটেডে তিন কোটি, তাসমিহা বুক বাইন্ডিংয়ে এক কোটি আট লাখ, জে কে ট্রেড ইন্টারন্যাশনালে ১১ কোটি এবং চারটি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে গেছে চার কোটি।

আইএলএফএসএল-এর পরিচালক ছিলেন স্বপন কুমার মিস্ত্রি এবং তার স্ত্রী ছিলেন এমটিবি মেরিনের চেয়ারম্যান। পিকে হালদারের মালিকানাধীন এইচএএল ইন্টারন্যাশনালের পরিচালকও ছিলেন স্বপন।

স্বপনের ভাই উত্তম কুমার মিস্ত্রি কোলাসিন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। রাজধানীর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে অবস্থিত কোলাসিনের চেয়ারম্যান ছিলেন উত্তমের স্ত্রী অতসী মৃধা।

২০১৬ সালের ২৯ আগস্ট কোলাসিনের জন্য মূলধন হিসেবে ৭৯ কোটি ৭০ লাখ টাকার ঋণ আবেদন করেন তারা। একই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর ঋণ অনুমোদিত হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুদকের এক কর্মকর্তা বলেন, 'এটা ছিল একটা কাগুজে কোম্পানি। কোলাসিনের নামে ঋণ নিয়ে তা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল।'

এই ঋণের অর্থের মধ্যে ২০১৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর ন্যাচার এন্টারপ্রাইজে গেছে প্রায় ২৫ কোটি ৯৭ লাখ। পরে এই টাকা চলে যায় রিলায়েন্স ফাইন্যান্সে।

দুদক সূত্র জানায়, ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ আইএলএফএসএল-এর অন্যতম শেয়ারহোল্ডার এবং এর দুজন পরিচালক এনবিএফআইয়ের বোর্ড সদস্য ছিলেন।

রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের ঋণ পরিশোধের জন্যই ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ এই অর্থ পরিশোধ করে।

বাকী টাকার মধ্যে ইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেডে প্রায় ১৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং সিকিউরিটিজ এবং ইন্টারন্যাশনাল লিজিং ক্যাপিটালে ছয় কোটি টাকা, প্যারামাউন্ট স্পিনিং লিমিটেড এবং প্যারামাউন্ট হোল্ডিং লিমিটেডে ছয় কোটি ২৫ লাখ টাকা, জেকে ট্রেডারে চার কোটি টাকা এবং দুটি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে প্রায় চার কোটি ৯০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংক এশিয়ার ধানমন্ডি শাখায় এইচএএল ইন্টারন্যাশনালের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৫০ লাখ টাকা স্থানান্তর করা হয়।

আইএলএফএসএল শঙ্খ বেপারীর মালিকানাধীন মুন এন্টারপ্রাইজের নামে প্রায় ৮৩ কোটি ৩৪ লাখ টাকার ঋণ মঞ্জুর করে।

এই অর্থে ২১ কোটি ২৪ লাখ টাকা রিলায়েন্স ফাইন্যান্সে মার্কো ট্রেডার্সের ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত হয়। আইএলএফএসএল-এর পরিচালক নওশের-উল ইসলাম মার্কো ট্রেডার্সের মালিক।

২০১৬ সালের ২৯ মার্চ প্রায় তিন কোটি টাকা পিকে হালদারের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়।

এইচএএল ইন্টারন্যাশনাল পায় ছয় কোটি টাকা এবং ১২ কোটি ৬০ লাখ টাকা প্যারামাউন্ট স্পিনিং লিমিটেডের মার্কেন্টাইল, মেঘনা ও এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়।

সূত্র জানায়, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে পিকে হালদার চাচাতো ভাই অমিতাভ অধিকারী ছিলেন পিপলস লিজিং এবং ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেসের পরিচালক এবং সাবেক সহকর্মী উজ্জ্বল কুমার নন্দী ছিলেন চেয়ারম্যান।

অমিতাভ অনান কেমিক্যালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও চেয়ারম্যান উজ্জ্বল কুমার নন্দী এবং তার স্ত্রী অনিতা কর পরিচালক। যদিও তারা এই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে থাকলেও পিকে হালদার এর প্রকৃত মালিক বলে জানান দুদক কর্মকর্তারা।

দুদক সূত্র জানিয়েছে যে 'নাম সর্বস্ব' প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে পিকে হালদার আইএলএফএসএল থেকে অর্থ নিন এবং পিপলস লিজিংয়ের চেয়ারম্যান ও পরিচালক হন। পরবর্তীতে তিনি পিপলস লিজিংয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা আত্মসাৎ করেন।

চলতি মাসের শুরুতে পিকে হালদার বলেছিলেন যে তিনি 'তার জীবনের যথাযথ নিরাপত্তা' পেলে এই অর্থ ফেরত দিতে এবং কোম্পানির সঙ্গে লেনদেন ও দায়বদ্ধতা নিষ্পত্তির জন্য দেশে ফিরে আসবেন।

তিনি সম্প্রতি এই লক্ষ্যে আইএলএফএসএলকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

আইএলএফএসএল-এর পরিচালনা পর্ষদ তাদের বৈঠকে চিঠিটি নিয়ে আলোচনা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য গত ৭ সেপ্টেম্বর আইনজীবী মাহফুজুর রহমান মিলনের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে একটি আবেদন জমা দিয়েছে।

চিঠি এবং আবেদন পরীক্ষা করে গতকাল শনিবার উচ্চ আদালত আইএলএফএসএলকে নির্দেশ দেন, পিকে হালদার কবে কোম্পানির সঙ্গে লেনদেন ও দায়বদ্ধতা নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশে ফিরবেন তা নিশ্চিত করতে।

আদালত বলেছিলেন, পিকে হালদার দেশে ফিরে আসার পরে তার জীবনের আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আদালত প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করবে।

পিকে হালদার ফিরে আসার পর আদালতের হেফাজতে থাকবেন বলে জানিয়েছেন হাইকোর্ট বেঞ্চ।

আইএলএফএস এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকও এই অর্থ কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী ছিলেন বলে জানা গেছে দুদকের তদন্ত থেকে।

সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের কারণে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংকের ৮৩ জন ব্যক্তি ও সংস্থার অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে।

সূত্র: ডেইলি স্টার

---

## মুক্তিপণ না পেয়ে কিশোর হত্যা যুবলীগ নেতার

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় মুক্তিপণের টাকা না পেয়ে এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা করেছে স্থানীয় যুবলীগ নেতা আবুল হোসেন আপন। এই যুবলীগ নেতা আপন কন্ডা গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে। তিনি আশুলিয়া থানা যুবলীগের সদস্য।

২৪ সেপ্টেম্বর লালমনিরহাটের মিছির আলীর ছেলে সবুজ হোসেন (১৪) ও একই এলাকার জাহিদুল ইসলাম (১৫) অভিমান করে বাড়ি থেকে আশুলিয়ার মোজারমেইল এলাকায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে আসে। বোনের বাসা খুঁজে না পেয়ে মোজারমেইল এলাকার বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষার সময় দুর্বৃত্তরা তাদের অপহরণ করে। পরে তাদের স্বজনদের কাছে মোবাইল ফোনে বিকাশের মাধ্যমে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। দ্রুত মুক্তিপণের টাকা হাতে পাওয়ার জন্য ওই দুই কিশোরকে নির্মমভাবে মেরে তাদের আর্তচিৎকার শোনানো হয় স্বজনদের। নির্যাতনের একপর্যায়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সবুজ মারা যায় ও জাহিদুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নিহত সবুজ ও আহত জাহিদুলকে একটি ভ্যানে ফেলে রেখে অপহরণকারীরা পালিয়ে যায়। আমাদের সময়

---

## আওয়ামী লীগ নেতার সহায়তায় সরকারি জমিতে ভবন নির্মাণ

ঢাকার ধামরাই উপজেলার খাত্রা এলাকায় প্রায় কোটি টাকা মূল্যের সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। খাত্রা বাজারের পাশে ১৩ শতাংশ সরকারি খাস খতিয়ান জমির ওপর মার্কেট করার জন্য পাকা ভবন নির্মাণ করছে খাত্রা গ্রামের সিরাজুল ইসলাম।

সরেজমিন দেখা যায়, উপজেলার কুল্লা ইউনিয়নের খাত্রা গ্রামের সিরাজুল ইসলাম খাত্রা বাজারের পাশে সরকারি ১৩ শতাংশ জমি জোরপূর্বক দখল করে মার্কেট করার জন্য পাকা ভবন নির্মাণ করছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের ম্যানেজ করে সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করেছেন তিনি। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে খাত্রা বাজার। ওই বাজারে অনেক দোকান-পাট গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও গার্মেন্টসকর্মীরা ভাড়া থাকে ওই এলাকায়। ফলে সরকারি ওই জমির মূল্য প্রায় কোটি টাকার মতো হবে। জমি দখলবাজ সিরাজুল ইসলাম কোনো কিছু তোয়াক্কা না করে ওই জমির ওপর মার্কেট করার জন্য পাকা ভবন নির্মাণ করে দোকান ভাড়া দিবেন।

জমি দখলদার মো. সিরাজুল ইসলাম জানান, তার বাড়ির সামনে বিধায় তিনি সরকারি জমি দখল করে তিনটি দোকান দিবে। তাছাড়াও অনেকে বিষয়টি জানেন।

ধামরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামিউল হক বলেন, সরকারি জমি দখল হচ্ছে এমন অভিযোগ পেয়ে আমি এসিল্যান্ডকে ঘটনাস্থলে তদন্ত করার জন্য বলেছি।

আমাদের সময়

---

## কাবুল সরকারের দায়িত্বহীন বক্তব্য : ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতিক্রিয়া

কাবুল সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধির দায়িত্বহীন বক্তব্যের বিষয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন।

গত তিনদিন যাবত কাবুল সরকারের দুইজন প্রতিনিধি মিডিয়ায় ইমারতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে অদ্ভুত ধরনের প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে; উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে ইসলামী ইমারাহর অবস্থান নিম্নরুপ:

* ইসলামী সরকার ব্যবস্থার নিজস্ব পরিচয় ও সিস্টেম রয়েছে। যারা কাবুল সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা তা বুঝতে অক্ষম। তারা ইসলামী শিক্ষা ও ইতিহাস সম্পর্কে অনবগত।

* ইসলামী ইমারাহর শাসনকালে ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হতো। ইসলামে ফিকহী বিধি-নিষেধের নামই হচ্ছে আইন, যা সাধারণভাবে সমাজে প্রয়োগ করা হয়। পৃথিবীর সব দেশে আইনের বিরোধিতাকে অপরাধ বিবেচনা করা হয়; অপরাধীকে সাজা দেওয়া হয়। ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করা, ইসলামী আইনকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দেয়া, বক্তার অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে।

* তালেবান ক্ষমতায় আসার পূর্বে ক্ষমতার লড়াই ও গৃহযুদ্ধের ফলে গোটা কাবুল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ষাট হাজার আফগানকে হত্যা করা হয়েছিল। আপনাদের দৃষ্টিতে সেগুলোই কি ভালো ছিল?

* সর্ব সাধারণের মাথায় পেরেক ঠুকা; মৃতদেহের সামনে নৃত্য করা; চেকপোস্টে নাগরিকদের সম্পদ লুণ্ঠন করা ও তাদেরকে হেনস্থা করা কি গর্বের বিষয়?

* সতীত্ব রক্ষার্থে মেকরোয়েনের (রাশিয়া ১৯৬০ সালে কাবুলে মেকরোয়েন টাওয়ার নির্মাণ করে) চতুর্থ তলা থেকে কুমারীর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা; কাবুল ও অন্যান্য প্রদেশে গুন্ডাদের অসংখ্য অগণিত অপকর্ম কোন ধরনের কৃতিত্ব?

* ব্রিফকেস ভরা ডলারের বিনিময়ে গোলামী কবুল করা; মাতৃভূমিকে যারা জবরদখল করেছে তাদের লেজুড়বৃত্তি করা; তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজ জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করা; দখলদারদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করা কোন ধরনের সাফল্য?

* গনতন্ত্রের নামে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা; ঘোষ, দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের বিস্তার ঘটানো; অযোগ্য, অপদার্থরা শাসক হয়ে বসা; যুদ্ধাপরাধীদেরকে শক্তিশালী করা; রাজপ্রাসাদ থেকে নিয়ে সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্রকে অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের ঘূর্ণাবর্তে ঠেলে দেয়া; মাদকের চাষ ও মাদক ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা; লাখো যুবকের নেশায় আসক্ত হওয়া; শহরে লুটপাট চালানো; গাড়ি, অর্থকড়ি, মোবাইল ফোন, মোটরসাইকেল হাতিয়ে নেয়ার জন্য হত্যা বা গুম করা; লক্ষ লক্ষ ডলারের অর্থ সাহায্য সত্ত্বেও দেশকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়া; এ ধরনের হাজারো অপকর্ম ছাড়া এই জাতিকে আর কিছু কি আপনারা উপহার দিতে পেরেছেন?

এই অশুভ চেহেরাগুলো শুরু থেকেই দেশ, জাতি ও ইসলামী শাসনের বিরোধীতা করে আসছে। বিশ বিশটি বছর ধরে গোলামীর বেড়ি গলায় পরে গোটা জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। তাই আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন, আপোষহীন আফগান জাতিকে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

ইসলামী ইমারাহর অধীনে আফগানরা একে অপরের ভাই বলে বিবেচিত হবে; সরকার সর্বসাধারণের সেবক হবে; আল্লাহ প্রদত্ত শরয়ী অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না; কারো উপর সীমালঙ্ঘন করা হবে না।

আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, মান-মর্যাদা সুরক্ষিত থাকবে। বহিঃশক্তির সাথে পরাধীনতামূলক সম্পর্ক থাকবে না। আমরা স্বাধীন ও স্বনির্ভর ভূমিতে বসবাস করবো।

যারা আফগান জাতিকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করবে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া হবে। অপদস্থতা আর লাঞ্ছনা ছাড়া তারা আর কিছুই পাবে না।

و ما ذالك على الله بعزيز

আল্লাহর কাছে কঠিন কিছু নেই।

মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ

মুখপাত্র, ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান

০৫-০২-১৪৪২ হিজরী

২২-০৯-২০২০ ঈসায়ী

---

## সেতুর মাঝখানে গর্ত, নেই কোন ব্যবস্থা

দুই দশক আগে নির্মিত সেতুটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে অনেক আগেই। দুইপ্রান্তে দুইটি বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, রডগুলো বেড়িয়ে আছে। লোহার ভিম ও পাতগুলোতে ধরেছে মরিচা। কোথাও আবার ভেঙে আছে। শুধু তাই নয়, সেতুতে ওঠা নামার সংযোগ সড়কটিও নাজেহাল অবস্থা। একটু অসতর্কতার কারণে যে কোনো মুহুর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা।

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার রাঙ্গাবালী ইউনিয়নের পশ্চিম নেতা ও গন্ডাদুলা গ্রামের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া রুপাইর খালের ওপর নির্মিত সেতুটির এমন চিত্র দেখা গেছে।

পথযাত্রীরা জানায়, একটি মোটরসাইকেল পারাপার হলেও সেতুটি কেঁপে ওঠে। তবুও কাছাকাছি বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় ছয়টি গ্রামের মানুষকে ঝুঁকি নিয়ে এ সেতু পারাপার হতে হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) উপজেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৫-৯৬ সালে রুপাইর খালের উপর আয়রণ সেতু নির্মাণ করা হয়। কয়েক বছর আগে একবার সেতুটির সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু আবার সেতুটির দুইটি অংশে দুটি গর্তের সৃষ্টি হয়। এতে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে সেতুটি।

পশ্চিম নেতা গ্রামের বাসিন্দা রুবেল হাওলাদার বলেন, এই সেতুটি দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ পারাপার হয়। কিন্তু একটা মোটরসাইকেল উঠলেই সেতু থরথর করে কেঁপে ওঠে।

গণ্ডাদুলা এম এইচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসা. তাহমিদা সুলতানা বলেন, করোনার আগে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা এই সেতু দিয়ে স্কুলে আসে। কিন্তু সেতুটি সংস্কার না হলে যে কোনো মুহুর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডা. জহির উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, ওই সেতুটি অনেক বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করবো।
কালের কণ্ঠ

---

## মিশরের কারাগারে হামলা চালিয়ে মুজাহিদদের একটি দলকে মুক্ত করলো আনসারুশ শরিয়াহ্

মিশরের রাজধানীর একটি কারাগার থেকে পালিয়েছেন মুজাহিদদের একটি গ্রুপ, এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৩ কমান্ডারসহ অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

সাবাত নিউজ এজেন্সী জানিয়েছে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর মিশরের রাজধানী কায়রোর একটি কারাগারে হামলা চালিয়েছেন আনসারুশ শরিয়াহ্ এর একদল মুজাহিদ। তাঁরা কারাগারে হামলা চালিয়ে মুজাহিদদের একটি গ্রুপকে কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়েছেন। এসময় মিশরীয় সামরিক বাহিনীর সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয় মুজাহিদদের।

সংঘর্ষের এক পর্যায়ে মুজাহিদদের হামলায় ৩ কমান্ডারসহ বেশ কতক সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক। অপরদিকে মুজাহিদগণ নিরাপদে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

---

## পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটিতে টিটিপির হামলা, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার ঘটনায় নাপাক বাহিনী বড়ধরণের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সির সালারজাই সীমান্তে অবস্থিত ইসলামবিরোধী মুরতাদ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে। মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে উক্ত অভিযানটি বেশ কয়েক ঘন্টা অব্যাহত থাকে, যার ফলে নাপাক বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটির মাঝখানে 'RPG7' শেলগুলি নিখুঁতভাবে আঘাত হেনেছে। ফলে কাপুরুষোচিত নাপাক সৈন্যদের মাঝে হতাহতের মত দুর্ঘটনা ঘটে। কাপুরুষোচিত বাকি সৈন্যরা লুকিয়ে পড়ে এবং জনসমাগমের জায়গায় নির্বিচারে গুলি চালায়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি (হাফিজাহুল্লাহ্) উক্ত হামলার দায় স্বীকার করেছেন। এবং মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এই অভিযানে অংশ নেওয়া সকল মুজাহিদ নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এসতে সক্ষম হয়েছেন।

---

## ইয়ামান | মুজাহিদদের হামলায় ৩ হুথি বিদ্রোহী নিহত, ১টি মোটরবাইক ধ্বংস

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক অন্যতম শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় কমপক্ষে ৩ হুথি বিদ্রোহী নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-মালাহিম মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত শুক্র-শনিবার (২৫-২৬ সেপ্টেম্বর) ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীদের উপর দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

এরমধ্যে গত ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রজ্যাটির তৈয়্যাব এলাকায় হুথি বিদ্রোহিদের টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালালন মুজাহিদিন, এতে এক মুরতাদ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, বাকি সৈন্যরা স্থান ছেড়ে পলায়ন করে।

এমনিভাবে ২৬শে সেপ্টেম্বর শনিবার বায়াদা রাজ্যের বাতহা এলাকায় হুথি সৈন্যদের অবস্থান লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ হুথি বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত এবং দ্বিতীয় এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়। এই হামলায় ধ্বংস হয়েছিল মুরতাদ বাহিনীর একটি মোটরসাইকেলও।

---

## ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### ইন্দো-বাংলা সীমান্তে হত্যা বন্ধে বিএসএফের ফাঁকা প্রতিশ্রুতি

হত্যা চলছে এবং এখনো নিরপরাধ ও নিরস্ত্র নাগরিকদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে বালাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত। ট্রিগার-হ্যাপি ভারতের সীমান্ত সন্ত্রাসীবাহিনী (বিএসএফ) এখনো বাংলাদেশী নাগরিকদের উপর গুলি বন্ধ করেনি এবং এমন কোন দিন নেই যেদিন সীমান্তের এপারে পরিবারগুলোর জন্য নতুন কোন ট্রাজেডি সৃষ্টি হয়না।

অনেক অযুহাতের মধ্যে বিএসএফের একটি বড় অযুহাত হলো তারা অবৈধ গরু পাচারকারীদের লাগাম টানতে চায়। পরিহাসের বিষয়, বিএসএফ কর্মকর্তারাই অবৈধ অর্থ কামাতে এই অবৈধ তৎপরতায় লিপ্ত। এ কথা এখন সবাই জানে।

অতি সম্প্রতি তিন ভারতীয় ব্যবসায়ীসহ এক বিএসএফ কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে গরু পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে ধরা পড়েছে।

বিএসএফ ৩৬ ব্যাটালিয়নের সাবেক কমান্ডার সতীশ কুমারকে তার সাঙ্গপাঙ্গসহ ভারতের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পাকড়াও করেছে। তার ও আরো তিনজনের বিরুদ্ধে ২১ সেপ্টেম্বর মামলা দায়ের করা হয়েছে কলকাতার দুর্নীতি দমন বিভাগে।

মালদা ও মুর্শিদাবাদের সাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত সতীশকে চিহ্নিত করে ভারতের কেন্দ্রিয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। সিবিআই ২০১৮ সালের একটি গরু চোরাচালনের ঘটনা তদন্ত করছে।

সীমান্তে অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এর আগেও বিএসএফ কমান্ডেন্টদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এরকম একটি লেনদেন থেকে ৪.৫ মিলিয়ন রুপি ঘুষ গ্রহণের দায়ে ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে কমান্ড্যান্ট ম্যাথুকে গ্রেফতার করা হয়।

বিএসএফের এসব অসৎ লোকেরা শুধু গরু চোরাচালানই নয়, মানব পাচার, মাদক চোরাচালানসহ আরো অনেক অবৈধ উপায়ে টাকা কামাই করছে। কিন্তু দায়ি করা হয় শুধু বাংলাদেশীদের। আর হত্যা করে তাদেরকে চুপ করিয়ে দেয়া হয়। মৃত্যু ব্যক্তি কিছু বলে না।

দুঃখের বিষয়, এমন কি যখন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক চলে তখনও হত্যাকাণ্ড থেমে থাকে না। একদিকে করমর্দন ও অন্যদিকে হত্যাকাণ্ড, বাংলাদেশীদের লাশের স্তুপ।

চার দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলনে অংশ নিতে ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তারা যখন সীমান্ত পার হচ্ছিল তখনও বিএসএফের গুলিতে নিহত এক বাংলাদেশীর লাশ দিনাজপুর সীমান্তে পরেছিলো।

দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয় লাশটি ছিলো তরুণ বাংলাদেশী জাহাঙ্গীর আলমের, যাতে পচন ধরেছিলো। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৫০০ গজ দূরে ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে লাশটি পরেছিলো। বিডিআর-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের পর বিকেলে তার লাশটি নিয়ে আসা হয়। জাহাঙ্গীর আলমের পরিবার জানান তাকে বিএসএফ হত্যা করেছে।

এটা বেদনাদায়ক, আবার বেদনাদায়ক নয়ও। কারণ চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে সীমান্ত এলাকায় ৪০ বাংলাদশীকে হত্যা করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থা আইন-ও-সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানায় যে এদের ৩২ জনকে বিএসএফ গুলি করে হত্যা করেছে। পাঁচজনকে বিএসএফ নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। বাকি দুই জনের নিহত হওয়ার কারণ জানা যায়নি। কারণ তাদের লাশ পচে যাওয়ায় কিছু বুঝা যায়নি।

আসকের রেকর্ড অনুযায়ী, গত বছর জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর মেয়াদে বিএসএফের গুলি ও নির্যাতনে ২৮ বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

চলতি বছর মার্চে করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর সীমান্তে কোন হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। কিন্তু এটা সাময়িক বিরতি মাত্র। এপ্রিলেই বিএসএফের গুলিতে ৩ জন নিহত হয়। মে'তে নিহত হয় ১ জন। জুনে হত্যা করা হয় ৭ জনকে। জুলাইয়ে এই সংখ্যা ছিলো ৩, আগস্টে ৫ ও সেপ্টেম্বরে ৪ জনকে হত্যা করা হয়।

সীমান্তে হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনা হবে বলে ভারতের প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও এসব হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার বিষয়ে পিএইচডি গবেষক ও মানবাধিকার অ্যাকটিভিস্ট সজল আহমেদ বলেন, হত্যাকাণ্ড শূন্য হয়নি, তাদের প্রতিশ্রুতিটাই শূন্য হয়ে গেছে।

তিনি আরো বলেন, তারা প্রাণঘাতি অস্ত্র দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েই চলেছে। তাদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন লক্ষণ নেই।

এদিকে, ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বিজিবি ও বিএসএফের মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন শুরু হয়। বৈঠকে বিজিবি'র ডিজি মেজর জেনারেল মোঃ সাফিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের বাংলাদেশী প্রতিনিধি দল ও বিএসএফ ডিজি রাকেশ আসতানার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধি দল অংশ নেয়।

মিডিয়ার সঙ্গে আলাপকালে বিজিবির এক কর্মকর্তা বলেন, বিজিবির অবস্থান হলো 'হত্যা করা যাবে না, গুলি করা যাবে না'।

হত্যা কমছে না

আসক জানায়, ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৫২২ বাংলাদেশীকে ভারত সীমান্তে হত্যা করা হয়েছে। এদের ৩২৪ জনকে বিএসএফ গুলি করে হত্যা করেছে। ১৫৯ জনকে বিএসএফ সদস্যরা নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। ২০১৯ সালে এই হত্যাকাণ্ড বাড়তে শুরু করে। এখনো তা ঘটেই চলেছে।

সেপ্টেম্বরে এ পর্যন্ত ৪ জনকে হত্যা

সীমান্তে সেপ্টেম্বর মাসে এ পর্যন্ত ৪ বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে বিএসএফ।

মানবাধিকার অ্যাক্টিভিস্টদের মতে এই হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকার পেছনে কারণ দায়মুক্তি। যেসব বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশীদের হত্যা করে তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় না। এর বড় উদাহরণ মর্মান্তিক ও আইকনিক ফেলানির হত্যাকাণ্ড। এমনকি ভারতের মানবাধিকার গ্রুপগুলোকে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য লড়াই করেছে। কিন্তু এখনো অবিচারটিই বিরাজ করছে।

আত্মরক্ষার জন্য গুলি করেছে বলে বিএসএফ যে অযুহাত দেয় তা কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিহতরা সবাই নিরস্ত্র ও নিরপরাধ গ্রামবাসী। তারা যদি অনুপ্রবেশ করে থাকে, এমনকি চোরাকারবারও করে, তারপরও এসব অপরাধ দমনের জন্য আইন আছে। বাংলাদেশের এসব নিরস্ত্র নাগরিকদের হত্যা করার অধিকার কারো নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশীদের বশ্যতা হারানোর আশঙ্কা করে ভারত 'ক্ষতে প্রলেপ' দেয়ার চেষ্টা করছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণের সময় এসেছে তাদের। হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এটা শুধু শত্রুতা বাড়াবে।

ভারত সীমান্তে প্রাণঘাতি অস্ত্র ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ও হত্যাকাণ্ড শূন্যে নামিয়ে আনার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি না রাখলে, দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব আরো বাড়বে।

---

## এবার মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি দাবি করে মসজিদ সরানোর জন্য আদালতে মামলা

ভারতের মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমির দাবিতে মামলা দায়ের করা হয়েছে মথুরার দেওয়ানি আদালতে। শ্রীকৃষ্ণের মন্দির চত্বরের পাশে অবস্থিত শাহি ঈদগাহ মসজিদ অন্যত্র সরানোর পাশাপাশি ওই চত্বরের পুরো ১৩.৩৭ একর জমি ফিরিয়ে দেয়া হোক, আবেদন জানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমানের পক্ষে আদালতের গিয়েছেন লখনউ-এর আইনজীবী রঞ্জনা অগ্নিহোত্রিসহ ছ'জন 'কৃষ্ণ-ভক্ত'।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ, পিটিশন দাখিল করেছেন আরো দু'জন আইনজীবী- হরিশঙ্কর জৈন এবং বিষ্ণু জৈন। আবেদনে বলা হয়েছে, 'মামলাকারী নাবালক। তাই সেবাইতদের মাধ্যমে নিজের সম্পত্তির দাবিতে মামলা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। নিজের সম্পত্তি রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের সবরকম অধিকার রয়েছে মামলাকারীর। সেবাইতদের অবর্তমানে তার বন্ধুরা এই মামলা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।'

ভারতের সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড ও শাহি ঈদগাহ মসজিদের ট্রাস্ট বোর্ডের বিরুদ্ধে এই মামলা করা হয়েছে। তাতে অভিযোগ করা হয়, স্থানীয় কিছু মুসলিমের সাহায্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান ট্রাস্টের অন্তর্গত কাটরা কেশব দেবের জমি কব্জা করেছে ঈদগাহ মসজিদ ট্রাস্ট।

আবেদনে দাবি করা হয়েছে, ১৬১৬ সালে ওরচার রাজা বীর সিংহদেব বুন্দেলা প্রায় ৩৩ লাখ রুপি খরচ করে ওই জায়গায় মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ১৬৬৯-'৭০ সালের মধ্যে নাকি মোগল বাহিনী মথুরা আক্রমণ করে ওই মন্দিরের একটা অংশ ভেঙে মসজিদ তৈরি করে।

এদিকে, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ শহীদ করার পর তার জায়গা দখল করা হল রাম মন্দিরের জন্য। তখন ভারত জুড়ে মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানোর এমন হঠকারি দাবি আরো ওঠতে পারে এমন একটা আশংকা অনেকেই প্রকাশ করেছিলেন। এবার সেই আশংকাই হয়ত বাস্তব হতে দেখা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ভারত বর্ষে হিন্দু ঐতিহাসিকগণ সব সময়ই মুসলিম শাসকদেরকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখাতে চেয়েছেন। তাদের চরিত্র বিভিন্ন অভিযোগে কলুষিত করার চেষ্টা করেছেন। এটাও যে সেই চেষ্টারই একটা অংশ তা বিবেকবান মাত্রই বোঝার কথা।

সূত্র : আজকাল

---

## ফ্রান্স | রাসূল অবমাননাকারী শার্লি হেবদোর অফিসের সামনে হামলা, আহত ৪ সাংবাদিক

রাসূল (صلى الله عليه وسلم) কে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশকারী ফরাসি সংবাদপত্র শার্লি হেবদোর পুরানো অফিসের কাছে ছুরি হামালায় অন্তত ৪ সাংবাদিক আহত হয়েছে। যাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গত শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এই হামলার ঘটনা ঘটে।

খবরে বলা হয়েছে, শুক্রবার শার্লি হেবদোর পুরানো অফিসের সামনে দাড়িয়ে সংবাদপত্রটির কয়েকজন সাংবাদিক কোন বিষয়ে কথা বলছিল, ঠিক তখনই দুজন ধর্মপ্রাণ নবীপ্রেমিক মুসলিম যুবক এসে খুব দ্রুততার সাথে তাদের উপর ছুরি দিয়ে হামলা চালান। আর এতেই গুরুতর আহত হয় সংবাদপত্রটির ৪ কুখ্যাত সাংবাদিক। যাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে চিকিৎসকরা। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জিন ক্যাসেক্স ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

এদিকে ফ্রান্সের জাতীয় সংবাদ মাধ্যম কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, উক্ত বরকতময়ী হামলায় অংশগ্রহণকারীদের একজন হচ্ছেন ১৮ বছর বয়সী পাকিস্তানী এক নবী প্রেমী যুবক। জিজ্ঞাসাবাদে এই বীর সাহসী মুসলিম যুবক জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর এই মোবারক অপারেশনটি পরিচালনা করেছেন মুসলিমদের প্রাণের স্পন্দন এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) কে নিয়ে তৈরি করা অপমানজনক কার্টুনগুলি পুনঃপ্রকাশ প্রকাশের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ।

উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালে শার্লি হেবদো রাসূল (সাঃ) কে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ করলে প্রথমবারের মত তা জনসম্মুখে আসে এবং বিশ্বের প্রতিটি নবী প্রেমীর হৃদয়ে তা আঘাত হানে। যার ফলে ঐবছরের ৭ই জানুয়ারী নবী প্রেমী দুইজন মুসলিম শার্লি হেবদোর হেডকোয়ার্টারে হৃদয় প্রশান্তিকর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। আল-কায়েদা শাখা 'একিউএপি' এর সম্মানিত দায়িত্বশীল শহিদ শাইখ আনোয়ার আল-আওলাকী (রহ.) এর নির্দেশে উক্ত বরকতময়ী হামলাটি চালানো হয়েছিল। হামলায় শার্লি হেবদোর নিকৃষ্টতম কিছু কার্টুনিস্টসহ মোট ১২ সাংবাদিক নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল আরো ১১টি নিকৃষ্টকীট ।

ঐ হামলার ঘটনায় ১৪ জনকে সন্দেহভাজন হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। চলিত বছর অর্থাৎ গত তিন সপ্তাহে আগে তাদের মধ্যে ১২ জনের বিচার শুরু করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি আদালত। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সংবাদপত্রটি অপমানজনক কার্টুনগুলি পুনঃপ্রকাশ করে এবং সংবাদপত্রটির সম্পাদক দম্ভভরে বলে, ‘মুহাম্মাদকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা আমাদের ইতিহাসের অংশ। আমরা কখনোই (মুহাম্মাদকে ব্যঙ্গ করার ক্ষেত্রে) পিছু হটবো না, আর আমরা কখনোই হাল ছেড়ে দেবো না।’

https://ibb.co/923sqqr

https://ibb.co/0J2vg04

https://ibb.co/r0BRRZG

---

## পাকিস্তান | টিটিপির সফল হামলায় ২ নাপাক সৈন্য নিহত, আহত আরো ৩

পাকিস্তানে পৃথক দুটি হামলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ২ সেনা সদস্য এবং সামরিক বাহিনীর সহযোগী একটি সংস্থার প্রধান সহ মোট ৫ সদস্য হতাহত হয়েছে।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাদাহ সীমান্তে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ।

নাপাক বাহিনীর একটি পদাতিক বাফেলাকে টার্গেট করে উক্ত অভিযানটি পরিচালনা করা হয়েছিল। এতে আমেরিকার গোলাম নাপাক বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত হয়।

এমনিভাবে গত ২৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে খাইবার পাখতুনখোয়ার লোডারদার জেলার একটি সীমান্ত এলাকায় একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণটি বুর্জোঘাট এলাকায় খান বাদশাহ নামে এক সামরিক সমর্থিত সংস্থার প্রধানকে টার্গেট করে ঘটানো হয়েছিলো। এই ঘটনায় সংস্থাটির প্রধানসহ আরো দুই কর্মকর্তা আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হা.) ঘটনার দায় স্বীকার করেছেন।

মুহাম্মদ খোরাসানী উমর মিডিয়াকে দেওয়া এক বার্তায় বলেছিলেন যে, খান বাদশাহের উপর বিস্ফোরণ তার জন্য একটি সতর্কবার্তা আর এটি তার জন্য সঠিক পথে ফিরে আসার একটি সুযোগ। তিনি আরো বলেছেন যে, খান বাদশাহ যদি সেনাবাহিনীকে সহায়তা করা ও তাদেরকে সমর্থন করা থেকে সরে না আসে তবে তাকেও পূর্বের ঘাতকদের মতোই হত্যা করা হবে।

---

## সোমালিয়া | যাদুকর ও দুই জাসূসের উপর হদের বিধান কার্যকর করেছে ইসলামি আদালত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের প্রতিষ্ঠিত ভিন্ন দুটি আদালত এক যাদুকর ও দুই জাসূসের মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করা হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, দেশে অবস্থান নেওয়া দখলদার বাহিনী ও শত্রুদের হয়ে গোয়েন্দাবৃত্তি এবং বিভিন্ন সহযোগিতা মূলক কাজ করার অপরাধে হাইরান রাজ্যের কেন্দ্রীয় ইসলামি আদালত গত ২৫ সেপ্টেম্বর দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে।

পরে রজ্যাটির বাক-আকবাল জেলায় উন্মুক্ত একটি ময়দানে জনসম্মুখে উক্ত দুই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। অভিযোগ পত্রে লেখা হয়েছে, দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন হচ্ছে ৩৩ বছর বয়সী আহমেদ ম্যাক্স। (যার মুল নাম মেড আবু-বকর) সে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর পক্ষ হতে নিযুক্ত জাসূস(গোয়েন্দা) ছিলো। সে আদালতে দেওয়া তার জবানবন্দীতে স্বীকার করেছে যে, ইতিপূর্বে সে ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট 'আমিসোম" বাহিনীর হয়ে কাজ করার অপরাধে দুই বার মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তখন মুজাহিদগণ বিভিন্ন শর্তে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সে পূণরায় 'আমিসোম' জোটের হয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করেছিলো।

দ্বিতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছে আব্বাস ম্যাক্স, (মুল নাম মেড ওসমান)। সে আদালতে দেওয়া তার জবানবন্দিতে স্বীকার করেছে যে, সে হারশাবেলী প্রশাসনের একজন মুখপাত্র হয়ে মুজাহিদদের অঞ্চলে কাজ করত। তাকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন হিরান অঞ্চলের বোকো গ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছেন।

অপরদিকে গত ২৪ সেপ্টেম্বর, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত অন্য একটি ইসলামিক আদালত এক যাদুকরের উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের জালাব শহরে "আহমেদ কৌসনি" নামে ঐ ব্যক্তি যাদুবিদ্যার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে মানুষের ক্ষতি করতো। পরে হারাকাতুশ শাবাবের নিরাপত্তা বিভাগ তাকে বন্দী করে এবং ইসলামি আদালতের কাজীর কাছে নিয়ে যায়। আর তখন কাজী সকল স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেয়।

---

## সোমালিয়া | মার্কিন বাহিনীর উপর আল-শাবাব ১২টি সফল বোমা হামলা, ৮ এর অধিক সৈন্য নিহত-আহত

ক্রুসেডার মার্কিন ও সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের যৌথবাহিনীর উপর সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন, এতে, ৮ এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী'র রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর মোবারক শহরে ক্রুসেডার আমেরিকা ও সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের যৌথবাহিনীর উপর ২ দফায় ৮টি বোমা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এরমধ্যে ওয়াইদু শহরে পরিচালিত একটি হামলায় নিহত হয়েছে মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের এক কমান্ডার। বাকি বোমা হামলাগুলোতেও কুফ্ফার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও ধারণা করছেন মুজাহিদিন, তবে এর নির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি।

একই দিনে সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ৪টি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৭ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

---

## ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে সুদানের ওপর আমেরিকার চাপ

দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তিতে সই করতে আফ্রিকার দেশ সুদানের ওপরে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে ক্রুসেডার আমেরিকা। ট্রাম্প প্রশাসন সুদানকে শর্ত দিয়েছে- যদি তারা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তাহলে সুদানকে সন্ত্রাসবাদের তালিকা থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

এদিকে, সুদানের তিনজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন,দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের তালিকা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন তারা। একজন কর্মকর্তা বলেন, সন্ত্রাসবাদের তালিকা থেকে সুদানের নাম প্রত্যাহার করার জন্য যা কিছু করা দরকার খার্তুম তার সবই করেছে।

সুদানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশির কথিত সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বলে ১৯৯৩ সালে আমেরিকা সুদানকে কালো তালিকাভুক্ত করে। গতোবছর ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে সামরিক বাহিনী বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

সুদানের বর্তমান সরকার যুক্তি দেখাচ্ছে যে, ওমর আল-বশির যেহেতু ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন সেক্ষেত্রে সুদানকে এখন আর কোনরকম সন্ত্রাসবাদের তালিকাভুক্ত দেশ হিসেবে রাখার যৌক্তিকতা নেই।

---

## ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

## মিসরে সিসিবিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে নিহত ১

মিসরের স্বৈরশাসক আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে গুলি চালিয়েছে পুলিশ। এতে ঘটনাস্থলেই একজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন তিনজন।

সিসিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গত কয়েকদিন ধরেই বিক্ষোভ চলছে দেশটিতে। শুক্রবার বিক্ষোভের ষষ্ঠ দিনে জুমার নামাজ শেষে রাজধানী কায়রোসহ দেশটির বিভিন্ন শহরে সিসিবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ হয়।

আলজাজিরা জানিয়েছে, এই বিক্ষোভের নাম দেয়া হয়- 'দ্রোহের শুক্রবার'। রাজধানী কায়রোর গিজা এলাকার রাস্তায় এ সময় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে আন্দোলনকারীরা। হঠাৎ সেখানে গুলি চালায় পুলিশ।

এতে ঘটনস্থলে সামি ওয়াগদি বশির (২৫) নামে এক যুবক নিহত হন। আহত হন আরও তিনজন।

বৃহত্তর কায়রোর হেলওয়ানে অনুষ্ঠিত এক মিছিলের ভিডিও ফুটেজে বিক্ষোভকারীদের বলতে শোনা যাচ্ছে, 'ভয় পাবেন না, জোরে বলুন- সিসিকে সরে যেতে হবে।'

দামিয়েত্তা শহরেও এসময় বিক্ষোভকারীদের লাঠিপেটা করে পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সেখানেও গুলি ছোড়ে পুলিশ। কিছু কিছু জায়গায় রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে।

গত সপ্তাহে কায়রোর তাহরির স্কয়ার, আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজে বহু পুলিশ ও সেনা মোতায়েন করা হয়। সারা দেশে বহু ক্রসিং এবং মহাসড়কগুলোতে সামরিক চেকপয়েন্টও বসানো হয়েছে।

কায়রোর কেন্দ্রস্থল ও এর আশপাশের ক্যাফেগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি উপেক্ষা করেই রাস্তায় নামে মানুষ।

বিক্ষোভ দমনে আগে থেকেই ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী।

---

## ইজরাইলে দমন-পীড়নের প্রতিবাদে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট

ফিলিস্তিনি কারাগার ক্লাব ঘোষণা করেছে যে, ইহুদিবাদী ইজরাইলের পাঁচটি কারাগারে বন্দী ফিলিস্তিনিরা শীঘ্রই প্রতিবাদ কার্যক্রম শুরু করবে।

এই আইনি কেন্দ্র এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে শুক্র ও শনিবার ইজরাইলের আস্কালান, জলবু, রেমন, নাফা এবং মাজদু কারাগারে এই অত্যাচারী শাসকের দমন-পীড়নের প্রতিবাদে ফিলিস্তিনি বন্দীগণ অনশন ধর্মঘট করবে।

ফিলিস্তিনি কারাগার ক্লাব বন্দীদের বিরুদ্ধে জায়নিস্ট বন্দীদের বিপজ্জনক সিদ্ধান্তের পরিণতি সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে সতর্ক করেছে এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইনি প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন ও ফিলিস্তিনের যুদ্ধবন্দীদের সমর্থনে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

---

## চীনে মাত্র ৩ বছরে ভাঙা হয়েছে হাজার হাজার মসজিদ

সরকারের নির্দেশে চীনের শিনজিয়াং প্রদেশেই কয়েক হাজার মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। বলপূর্বক ধর্মীয় কাজকর্ম বন্ধ রাখার পাশাপাশি, সেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে বন্দি করে রাখা হয়েছে ডিটেনশন শিবিরে। অস্ট্রেলিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পলিসি ইনস্টিটিউট (এএসপিআই)-এর একটি রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে।

জানা যায়, ক্যানবেরায় এএসপিআই-এর সদর দফতরটি অবস্থিত। সেটি সরকার প্রতিষ্ঠিত এবং অস্ট্রেলীয় প্রতিরক্ষা দফতরের অনুমোদন প্রাপ্ত থিঙ্কট্যাঙ্ক সংস্থা। স্যাটেলাইট ইমেজ দেখে এবং চীনা সরকারের নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরে এমন দাবি করেছে তারা।

এএসপিআই জানিয়েছে, সাম্প্রতিক কালে শিনজিয়াং প্রদেশে প্রায় ১৬ হাজার মসজিদ ধ্বংস করেছে চীন সরকার। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বহু মসজিদ। অনেক মসজিদ আবার মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। এর মধ্যে গত তিন বছরেই অধিকাংশ মসজিদ ভাঙা হয়েছে। শহুরে এলাকা উরুমকি এবং কাশগড়েই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মসজিদ ভাঙার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

এত কিছুর পরেও হাতে গোনা যে ক’টি মসজিদ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের অধিকাংশেরই চূড়া এবং গম্বুজ ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রায় সাড়ে ৮ হাজার মসজিদ ধূলিসাৎ হয়ে

গিয়েছে। শিনজিয়াং প্রদেশে অক্ষত এবং ভগ্নপ্রায় অবস্থায় এই মুহূর্তে যে'কটি মসজিদ রয়েছে, তার সংখ্যা ১৫ হাজারের আশপাশে হবে।

এএসপিআইয়ের এই রিপোর্ট সত্য বলে প্রমাণিত হলে, ১৯৬০ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জেরে চীনে যে জাতীয়বাদী ভাবাবেগের উত্থান ঘটে, তার পর থেকে এই প্রথম সেখানে মসজিদের সংখ্যা এত নীচে গিয়ে ঠেকেছে।

তবে নির্বিচারে মসজিদ ভাঙা হলেও, শিনজিয়াং প্রদেশে কোনও গির্জা এবং বুদ্ধ মন্দিরের উপর একটি আঁচড়ও পড়েনি বলে দাবি করেছে এএসপিআই। বলা হয়েছে, শিনজিয়াংয়ে এত দিন যত মসজিদ, মাজার, কবরস্থান এবং ইসলামিক তীর্থযাত্রার পথ ছিল, তার তিন ভাগের এক ভাগ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, সবমিলিয়ে উইঘুর এবং তুর্কিক ভাষায় কথা বলা ১০ লক্ষের বেশি ইসলাম ধর্মাবলম্বীকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে ডিটেনশন শিবিরে বন্দি করে রাখা হয়েছে বলেও জানি গিয়েছে ওই রিপোর্টে। বলপূর্বক সেখানে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

এর আগে, গত বছর সংবাদ সংস্থা এএফপি-র একটি তদন্তমূলক রিপোর্টেও এমনই তথ্য সামনে এসেছিল। তাতে বলা হয়, শিনজিয়াং প্রদেশে বহু কবরস্থান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে বহু মানুষকে।

তবে শুরু থেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে বেজিং। তাদের দাবি, শিনজিয়াং প্রদেশে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেন সাধারণ মানুষ। এএসপিআই-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টটি নিয়েও একই দাবি করেছে তারা। শুক্রবার চীনা বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়, "ওই রিপোর্টটির কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। চীনকে বদনাম করার জন্যই সেটি তৈরি করা হয়েছে।"

এই মুহূর্তে শিনজিয়াং প্রদেশে ২৪ হাজার মসজিদ রয়েছে বলে দাবি করেন চীনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন। তিনি বলেন, "আমেরিকায় মোট যত মসজিদ রয়েছে, তার চেয়ে দশ গুণ বেশি মসজিদ রয়েছে শিনজিয়াং প্রদেশে। এমনকি শিনজিয়াং প্রদেশে এক জন মুসলিম ব্যক্তি প্রতি গড়ে যত মসজিদ রয়েছে, মুসলিম দেশগুলিতেও তা নেই।"

ডিটেনশন শিবিরে মুসলিমদের বন্দি করার অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছে চীন। তাদের দাবি, উগ্রবাদী চিন্তাভাবনা দূর করতে এবং দারিদ্রতা কাটিয়ে উঠতে ওই শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

---

## ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### ভারতীয় সেনাকে হত্যা করে রাইফেল নিয়ে গেল স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা

কাশ্মীরে ভারতীয় আধা সামরিক বাহিনী সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) উপরে হামলা করে বাদোলে নামের এক মালাউনকে হত্যা করেছে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা।

এসময় ভারতীয় ওই আধা সেনার একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল কেড়ে নিয়ে গেছে তারা।

বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে মধ্য কাশ্মীরের বাডগাম জেলার কেইসারমুল্লা অঞ্চলে স্বাধীনতকামী যোদ্ধারা আচমকা ভারতীয় সিআরপিএফ দলের উপরে গুলিবর্ষণ করলে ওই কর্মকর্তা নিহত হন।

হামলাকারী যোদ্ধারা অবশ্য ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। ভারতের নাগপুরের বাসিন্দা ওই আধা সেনা ১১৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে সহকারী উপ-পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন।

ভারতীয় সিআরপিএফের মুখপাত্র পঙ্কজ সিং বলেন, ওই জওয়ানের রাইফেলটি পাওয়া যায়নি।

এরআগে গত বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পুলওয়ামায় স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা ভারতীয় সেনা সদস্যদের বহনকারী একটি গাড়িতে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়।

---

## আরো ৩৮০টি আটককেন্দ্রের সন্ধান, উইঘুরদের বাধ্য করা হচ্ছে ধর্ম ত্যাগে

অস্ট্রেলিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পলিসি ইনস্টিটিউট (এএসপিআই) জানিয়েছে, তারা চীনে ৩৮০টি'র বেশি গোপন আটককেন্দ্র চিহ্নিত করেছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, সেগুলোতে ২০ লাখের বেশি মানুষকে আটকে রাখা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের আটক করা হয়। যাদের অধিকাংশ মুসলিম উইঘুর এবং তুর্কিভাষী বাসিন্দা। মুসলিমদের বাধ্য করা হচ্ছে ধর্ম ত্যাগে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়ান প্রদেশে চীন পরিচালিত আটক কেন্দ্রগুলো, ধারণার চেয়ে অনেক বড় এবং সেগুলোকে অব্যাহতভাবে প্রসারিত করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ তথ্য জানিয়েছে।

যদি বেইজিং আটক কেন্দ্রগুলোকে সংখ্যালঘু উইঘুর সম্প্রদায়ের জন্য পুনর্শিক্ষণ কার্যক্রম কেন্দ্র বলে দাবি করছে। তাদের এ দাবিকে মিথ্যচার আখ্যা দিয়েছে নিন্দা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

চীন বলছে, শিবিরগুলো পেশাগত দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উগ্রবাদের হুমকির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয় অংশ। আটক কেন্দ্রের সংখ্যা আগের হিসেবের চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি বলে অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়।

চীনা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অংশ গ্রহণকারীরা ২০১৯ সালের শেষের দিকে পেশাগত দক্ষতা অর্জন শেষে স্নাতক ডিগ্রি পেয়েছে। প্রধান গবেষক নাথান রুশার বলেন, গবেষণায় পাওয়া তথ্য প্রমাণের সঙ্গে

বেইজিংয়ের দাবি সাংঘর্ষিক। গবেষণা বলছে, বিচারবহির্ভুতভাবে আটক অনেক বন্দিকে এখন চীনা সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বন্দি করেছে। তাদেরকে আরো কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত আটক কেন্দ্রে স্থানান্তর করেছে।

গবেষকরা, স্যাটেলাইটে পাওয়া ছবি, ভুক্তভোগীদের সাক্ষাতকার, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং আটক কেন্দ্র নির্মাণে দাফতরিক টেন্ডারের নথিপত্র বিশ্লেষণ করে আটক কেন্দ্রের সংখ্যা নির্ধারণ করেছে। আটককেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন- সুউচ্চ দেয়াল, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার এবং ভেতরে কাঁটাতারের দেয়া ছিল।

৬১টি আটক কেন্দ্রে নতুন নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের জুলাইয়ে মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়। ১৪টির বেশি আটক কেন্দ্র এখনো নির্মাণাধীন।

৭০টি আটক কেন্দ্রের মূল কাঁটা তারের বেড়া বা দেয়াল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেগুলো অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এএসপিআই জানায়, ৯০ শতাংশ আটক কেন্দ্রের সুরক্ষা অত্যন্ত নিম্নমানের।

জিনজিয়ান ডাটা প্রজেক্টের তথ্যে, আটক কেন্দ্রের বিস্তারিত ছাড়াও ওই অঞ্চলের মসজিদসহ সাংস্কৃতিক স্থাপনার বিস্তারিত তথ্য ছিল। রুশার বলেন, অনেক আটক কেন্দ্রে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সেগুলো শিল্প এলাকার পাশে স্থাপিত। আটক যাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়েছে তাদের অত্যাধিক নিরাপত্তা বেষ্টিত শিল্প কারখানাগুলোতে জোরপূর্বক শ্রমে বাধ্য করা হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পদ্ধতিগতভাবে জোরপূর্ব শ্রমে বাধ্য করার অভিযোগে জিনজিয়ান থেকে সম্প্রতি পণ্য আমদানি বন্ধের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন রাজনৈতিকরা।

সম্প্রতি বেইজিং একটি সাফাইপত্র প্রকাশ করেছে। যেখানে জিনজিয়ানে তাদের ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডের পক্ষে গুণকীর্তন করা হয়েছে। বলা হয়, সেখানে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নিয়ে, উন্নত শিক্ষা অর্জন করে সুন্দর জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছে অনেকে।

বৃহস্পতিবার চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম গ্লোবাল টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অস্ট্রেলিয়ার দু'জন স্কলার ক্লাইভ হ্যামিল্টন এবং অ্যালেক্স জোসকে চীন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বেইজিং।

হ্যামিল্টন ক্যানবেরার চার্লস স্টুয়ার্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। অ্যালেক্স জোসকে এএসপিআই-এর গবেষক। বিশ্বে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব এবং চীনা সামরিক বিশেষজ্ঞ তিনি।

জোসকে চীনে বড় হয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, অতিমাত্রায় ঝুঁকির কারণে গেলো কয়েক বছর ধরে তিনি চীনা ভিসার জন্য আবেদনই করেননি। বলেন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ড যারা তুলে ধরছেন, নতুন এ নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য শাস্তি স্বরূপ।

গ্লোবাল টাইমস তাদের প্রতিবেদনে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে কোনো সূত্রের উদ্ধৃতি দেয়নি। এ ধরনের পদক্ষেপের কোনোর কারণও তারা বিস্তারিত বলেনি।

চলতি মাসের শুরুতে বিদেশি হস্তক্ষেপে যুক্ত থাকায় দু'জন চীনা শিক্ষাবিদের ভিসা বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া।

---

## ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### অপারেটর না থাকায় ১৬ বছর ধরে বন্ধ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক্স-রে যন্ত্র

লক্ষীপুরের রায়পুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অপারেটর না থাকায় একমাত্র এক্স-রে যন্ত্রটি প্রায় ১৬ বছর ধরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ফলে রোগীরা স্বল্পমূল্যে সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

অপারেটর নিয়োগের বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একাধিকবার জানালেও ১৬ বছরেও নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, কমপ্লেক্সের একমাত্র এক্স-রে যন্ত্রটির অপারেটর ২০০৪ সালে বদলি হয়ে গেলে এটি বন্ধ রাখা হয়। অপারেটর নিয়োগের বিষয়টি ঢাকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হয়। কিন্তু সেখান থেকে নিয়োগের কোনো উদ্যোগ এখনো নেওয়া হয়নি। এতে গত ১৬ বছর ধরে যন্ত্রটি বন্ধ রাখা হয়েছে। বন্ধ থাকায় বর্তমানে যন্ত্রটির অনেকস্থানে ত্রুটি দেখা দিয়েছে।

প্রতিদিন কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে সেবা নিতে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ জন রোগী আসেন। তাদের মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ জন রোগীকে এক্স-রে করার প্রয়োজন হয়। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একবার এক্স-রে করতে খরচ হয় ৫৫ থেকে ৭০ টাকা। আর বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে খরচ হয় ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. জাকির হোসেন বলেন, অপারেটর নিয়োগের বিষয়টি একাধিকবার লিখিতভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও কেন্দ্রীয় ঔষধাগারে জানানো হয়েছে। তবে কবে নিয়োগ করা হবে তা বলা মুশকিল।

বিডি প্রতিদিন

---

### আবারও পেঁয়াজ আসা বন্ধ

গত ১৯ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার দিনে বন্দর দিয়ে মোট ৯৭১ মেট্রিক টন ভারতীয় পেঁয়াজ দেশে প্রবেশ করে। তারপর বন্দরে পেঁয়াজবাহী কোনো ট্রাক আসেনি।

বন্দরের রাজস্ব কর্মকর্তা মহসিন হোসেন জানান, ১৯ সেপ্টেম্বর ৩১ ট্রাকযোগে ৭২১ মেট্রিক টন, ২০ সেপ্টেম্বর পাঁচ ট্রাকযোগে ১০৮ মেট্রিক টন, ২১ সেপ্টেম্বর চার ট্রাকযোগে ৯৬ মেট্রিক টন ও ২২ সেপ্টম্বর তিন ট্রাকযোগে ৪৬ মেট্রিক টন ভারতীয় পেঁয়াজ দেশে আসে।

‘কিন্তু ২৩ সেপ্টেম্বর কোনো পেঁয়াজের ট্রাক ভোমরা বন্দরে প্রবেশ করেনি। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা গেটপাস নিয়ে রেখেছেন। তবে আজ ট্রাক আসবে কি না তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না,’ বলেন তিনি।

এদিকে ভারতের রফতানি নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে ট্রাক আটকে থাকায় ভোমরা দিয়ে আসা পেঁয়াজের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে।

ভোমরা স্থলবন্দর সিএন্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান নাসিম মঙ্গলবার বলেছিলেন, ‘ট্রাকগুলো ভারতের ঘোজাডাঙ্গায় প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আটকে থাকায় পেঁয়াজের বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।’

তিনি জানান, এখনো দুই শতাধিক পেঁয়াজবাহী ট্রাক ভারতে আটকে রয়েছে, যার কোনো ছাড়পত্র দেয়া হয়নি। এর মধ্যে কিছু পেঁয়াজ ফিরে যাচ্ছে আর কিছু পেঁয়াজ সেখানে খালাস করে স্থানীয়ভাবে বিক্রি করে ফেলছেন ব্যবসায়ীরা। এসব পেঁয়াজ রফতানির জন্য প্রস্তুত থাকলেও তা বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না ভারত সরকার।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের অভ্যন্তরীণ বাজারে দাম বৃদ্ধির অজুহাতে গত ১৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেয়। এরপর ১৮ সেপ্টেম্বর এক সিদ্ধান্তে তারা জানায়, শুধুমাত্র ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এলসি করা পেঁয়াজ রফতানি করা হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ নিয়ে ভারতীয় ট্রাক প্রবেশ করে। নয়া দিগন্ত

---

## বৈধ বিয়ে বন্ধ করে কাজিকে গ্রেফতার

পাবনার সুজানগর উপজেলার তাঁতীবন্দ ইউনিয়নের ফুলালদুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা রায়হান আলীর মেয়ে সুমা খাতুনের (১৫) সঙ্গে পাবনার ফরিদপুর উপজেলার ডেমরা গ্রামের গোলাম কিবরিয়ার ছেলে মনিরুল ইসলামের বিয়ের দিন ছিলো গতকাল বুধবার। বিয়ে পড়াতে আসেন তাঁতীবন্দ ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজী ও সুজানগর উপজেলা কাজী সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন খান। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের খাবারের পর বিয়ে পড়ানোর কথা ছিলো তার। খাওয়া-দাওয়া তো হলো ঠিকই, কিন্তু বিয়ে পড়াতে পারেননি কাজি। ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করলে বর পাবনার ফরিদপুর উপজেলার ডেমরা গ্রামের গোলাম কিবরিয়ার ছেলে মনিরুল ইসলাম, তার পরিবার ও কনে পক্ষের পরিবারসহ সবাই পালাতে বাধ্য হন। গ্রেফতার করা হয় কাজি জাহাঙ্গীর হোসেন খানকে।

তাগুত বাহিনীর সদস্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রওশন আলী পরিচালিত এ অভিযানে কাজি জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার করে আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ। উক্ত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরে তাকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। আমাদের সময়

---

## খোরাসান | তালেবানের হামলায় ৫২ কাবুল সেনা সদস্য নিহত

আফগানিস্তানের ফারাহ ও দাইকান্ডি প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক ২টি হামলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৫২ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২৩ সেপ্টেম্বর দাইকান্ডি প্রদেশের গিজাব জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদিন বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ২৮ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এদিকে কাবুলের পুতুল সরকার প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, এসকল সৈন্যরা মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলো, তথাপিও মুজাহিদগণ তাদেরকে হত্যা করেছেন।

মুরতাদ কাবুল সরকারের এমন মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে নাকোচ করেছেন তালেবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসূফ আহমদ হাফিজাহুল্লাহ্। তিনি জানান মুজাহিদগণ এসকল সৈন্যদেরকে বার বার আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেও তারা আত্মসমর্পণ করেনি, বরং মুজাহিদদের উপর হামলা চালাতে থাকে, তখন মুজাহিদগণও হামলা চালান, আর এতেই এসকল সৈন্যরা নিহত হয়।

একইদিন সকাল ৯ টায় মুজাহিদগণ ফারাহ প্রদেশের বালাবুলুক জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক চৌকিতে হামলা চালান এবং তা তীব্র লড়াইয়ের পর বিজয় করে নেন মুজাহিদগণ।

এই অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ১৪ সৈন্য নিহত এবং আরো ১০ সৈন্য আহত হয়েছিলো।

অপরদিকে কাবুল বাহিনীর হামলায় ৩ জন জানবাজ তালেবান মুজাহিদও আহত হয়েছিলো।

---

## সোমালিয়ায় শত্রু বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ও বিমানবন্দরে মুজাহিদদের হামলা

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা অন্যতম শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন সামরিক ঘাঁটি ও বিমানবন্দরে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এর তথ্যমতে, গত ২৩ সেপ্টেম্বর বুধবার দখলদার ক্রুসেডার বাহিনী ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৬টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এরই মধ্যে হিরান রাজ্যের বোলোবারদি শহরের বিমানবন্দরে জিবুতিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে দুটি শক্তিশালী বোমা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এসময় বিমানবন্দরে সামরিক সরঞ্জামবাহী একটি বিমানও সেখানে ছিলো। খবর পাওয়া গেছে যে, বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও অনেক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে।

মুজাহিদদের পরিচালিত বাকি হামলাগুলোতে অনেক কেনিয়ান ক্রুসেডার ও সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে শত্রু বাহিনীর ২টি সামরিকযান।

---

## শামে অজ্ঞাত বুন্দুকধারীদের হামলায় ৩ লেফটেন্যান্ট নিহত

সিরিয়ায় অজ্ঞাত বুন্দুকধারীদের হামলায় মুরতাদ আসাদ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলছে।

এরই ধারবাহিকতায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ইদলিবে আসদ সরকারের উচ্চপদস্থ ৩ কর্মকর্তাকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছে অজ্ঞাত বুন্দুকধারীরা। এতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়াদের '২৫ তম ব্রিগেড' এর উচ্চপদস্থ তিন লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদাধারী কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

নিহতরা হলো-

১) লেফটেন্যান্ট মুসা আলী

২) লেফটেন্যান্ট ইউরুব রাহাল

৩) লেফটেন্যান্ট ইয়াজান আল-আবদুল্লাহ

---

## রোহিঙ্গাদের গ্রাম দখল করে সরকারি ও সেনাবাহিনীদের ভবন নির্মাণ করছে মিয়ানমার

রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের গ্রাম যেখানে ছিল সেখানে এখন সরকারি এবং সেনাবাহিনীদের জন্য ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সেখানে পুলিশের ঘাঁটিও তৈরি করেছে মিয়ানমার সরকার।

রোহিঙ্গা গণহত্যার জন্য আদালতে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে মিয়ানমারকে। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রাখাইন রাজ্যে বসবাসরত রোহিঙ্গা মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ এবং তাদের আবাসস্থল ধ্বংস করা হয়েছে।

রাখাইনসহ সীমান্ত অঞ্চলকে আবার অশান্ত করে তুলছে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী। যা এ অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে করেন স্থানীয় সচেতন মহল। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রাখাইনে নিরাপত্তা বাহিনীর বেশ কিছু স্থাপনায় বিদ্রোহীদের হামলার পর রোহিঙ্গাদের গ্রামে গ্রামে শুরু হয় সেনাবাহিনীর অভিযান। সেই সাথে শুরু হয় বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে রোহিঙ্গাদের ঢল।

প্রায় এগারো লাখের মতো রোহিঙ্গা প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। তাদের কথায় উঠে আসে নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াওয়ের ভয়াবহ বিবরণ। যাকে জাতিগত নির্মূল অভিযান বলা হয়।

উখিয়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংগ্রাম কমিটির অন্যতম সদস্য সাংবাদিক নুর মোহাম্মদ সিকদার বলেন, নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা মিয়ানমারের ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা নাগরিক শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, এ অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্যও হুমকিস্বরূপ।

২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিতাড়নের পরে রাখাইনে আরাকানিদের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করেছে মিয়ানমার বাহিনী। গত কয়েক মাসে অন্তত ২০টি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে তারা। এক লাখেরও বেশি আরাকানি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী গৃহহারা হয়েছে।

মিয়ানমারে আগামী নভেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ পরিস্থিতিতে রাখাইন অশান্ত হলে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলো এবং মিয়ানমারের অভ্যন্তরেও সমস্যা আরো প্রকট হবে।

এ বিষয়ে প্রত্যাবাসন সংগ্রাম কমিটির মহাসচিব এম গফুর উদ্দিন চৌধুরী বলেন, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। এর ফলে পাশের দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দীর্ঘদিন দমন-পীড়ন করে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশকে তারা বলপূর্বক বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে সেখানে শূন্যস্থান দখল করে আরাকানিরা।

---

## বাংকার গড়েছিলেন,না পায়খানার সেপটিক ট্যাংক?

সপ্তাহ খানেক আগে ভারতের ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) মুর্শিদাবাদে ইসলামী জিহাদী দল আল কায়েদার সদস্য ধরেছে বলে জানিয়েছে। তারা এটাও জানিয়েছে যে, ওই মুসলমান কেরালার কিছু ইসলামিস্ট সদস্যের সাথে হাত মিলিয়ে দেশজুড়ে আক্রমণের প্ল্যান করছিলো।

তারপর কলকাতার কিছু খবরের কাগজ ও টিভি চ্যানেল তাদের রিপোর্টে জানায় যে, কীভাবে মুর্শিদাবাদের সদস্যরা দেশজুড়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। বলা হলো-তাঁরা আল কায়েদার সাথে যুক্ত। কিন্তু তাদের কাছে পাওয়া গেলো কালীপূজার সাধারণ বারুদের বাজির পটকার মতো সাজ সরঞ্জাম, কিছু ব্যাটারি, ছোটোখাটো বিদ্যুৎবাহী তার ইত্যাদি।

এক ধৃত সন্দেহভাজন ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে মাটির তলায় ‘সুড়ঙ্গ’ পেয়েছে এনআইএ গোয়েন্দারা, তাও মিডিয়া রিপোর্টে এলো। রিপোর্টের পাঠক-দর্শকদের পরোক্ষভাবে মেসেজ দেওয়া হলো, এই সুড়ঙ্গ কোনো গোপন কুঠরিতে গিয়েছে, যেখানে হয়তো পার্লামেন্ট উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বোমা তৈরী হচ্ছিলো। বা, ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্য বাংলাদেশের ইসলামিস্ট জঙ্গীদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলো তারা।

‘এনআই’ ছাড়াও অপেশাদার সাংবাদিকদের একাংশ মুর্শিদাবাদের ধৃতদের জঙ্গী হিসাবে পরিচয় করানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে যায়।

কিন্তু তারপরই মিডিয়া রিপোর্টের উপরে ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ শুরু হলো সোশ্যাল মিডিয়াতে। এই আক্রমণে দেখা গেলো যে, মুর্শিদাবাদের ধৃত সন্দেহভাজনরা আল কায়েদার মতো উচ্চপর্যায়ের ইসলামিক দলের সাথে যুক্ত তা বিশ্বাস করতে রাজী নয়। এই জঙ্গীদের কাছে যা কিছু পাওয়া যায়, তাতে এদের আল কায়েদার মতো আন্তর্জাতিক স্তরের জিহাদি গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করতে পারে তা কেউই প্রায় বিশ্বাস করেনি। এই প্রথম এমন ফেনোমেনন দেখা গেলো যে, অনেক অমুসলমানেরাও এইসব রিপোর্টের সাংবাদিকদের ভদ্রভাষাতে গালাগালি শুরু করলো ফেসবুকে।

'এনআই' তাদের রিপোর্টে কিন্তু সুফিয়ানের বাড়ীর গর্তকে সুড়ঙ্গ বা বাংকার বলে চিহ্নিত করেনি কখনোই – কাল জেনেছি পুলিশের উপর মহলের এক সূত্র থেকে যিনি 'এনআই'-র অফিসারদের সাথে কথা বলেছেন। কিছু সাংবাদিকই প্রথম ওই গর্তকে সুড়ঙ্গ বা বাংকার বলে চিহ্নিত করে, ওই সূত্র জানায়।

এখন মুর্শিদাবাদ পুলিশ স্থানীয় কিছু সাংবাদিকদের জানিয়েছে যে, ওই এলাকায় মানুষজনের বাড়ীতে একই রকমের অন্তত আরো ৭২টি গর্ত পাওয়া গেছে যেগুলি সব তাদের পায়খানার ট্যাংক। জায়গার অভাব বলে তারা নিজেদের বসতবাড়ীর মধ্যেই এমনি সেপটিক ট্যাংক করেছে। সুফিয়ানের বাড়ীর ট্যাংক খোঁড়া হয়েছে, কিন্তু এখনো তা পায়খানার সাথে যুক্ত হয়নি, তাও কাল জানা গিয়েছে।

চাপে পড়ে প্রায় ৪ দিন হলো কলকাতার কাগজ টিভি সুফিয়ানের বাড়ীর ওই গর্তকে সুড়ঙ্গ বা বাংকার বলে লাফালাফি বন্ধ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকে তাদের কলকাতার রিপোর্টার মুর্শিদাবাদে সন্ত্রাসের সুড়সুড়ি জারি রেখেছে। "বাড়িতে বাংকার গড়েছিলেন সেই সুফিয়ান" শিরোনামে কাল 'প্রথম আলো' ছেপেছে এক রিপোর্ট যেখানে প্রতিবেদক লিখেছে স্পষ্টভাবেই যে, সুফিয়ান নিজের বাড়ীতে বাংকার বানিয়েছিলো। এই প্রতিবেদকও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছে তার রিপোর্টে যে সুফিয়ানের বাড়ীতে বাংকারে সে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম করতো। প্রথম আলোর এই প্রতিবেদক এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু জানতে এনআইএ বা এমনকি স্থানীয় পুলিশের সাথেও যে কথা বলেনি, প্রতিবেদনে তা স্পষ্ট।

অতীতে স্টাডি করা ঠিক এমন অসংখ্য সন্দেহভাজন মুসলমান সন্ত্রাসীদের মামলায় দেখেছি যে, পুলিশ বা এনআইএ তাদের অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণই কোর্টে উপস্থাপন করতে পারেনি এবং সেইসব "সন্ত্রাসবাদীরা" নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। কোর্টে এইরকম সন্ত্রাসী মামলায় মুসলমানদের নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার হার নিশ্চিতভাবে ৯৭% এর কাছাকাছি।

এ বিষয়ে এক প্রথম সারির ভারতীয় ইনস্টিটিউটের সমীক্ষার রিসার্চাররা আমাকে বলেছেন। বিশেষ পরিস্থিতির চাপে এই সমীক্ষার ফল তারা প্রকাশ্যে আনতে পারেননি। আমি প্রায় দৃঢ় নিশ্চিত, মুর্শিদাবাদের এই ধৃতরা কোর্টে নির্দোষ প্রমাণিত হবেন অন্তত সন্ত্রাসবাদী হামলার মামলায়। তবে এইসব মামলার নিস্পত্তি হতে অনেক বছর লাগে ভারতে। তত বছরে জেলে থেকে এদের জীবন পরিবার সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

ভারতে এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে, যেখানে দেখেছি ১০, ১২, ১৫ বছর জেলে থেকে সন্দেহভাজন মুসলমান সন্ত্রাসীকে কোর্ট নির্দোষ পেয়েছে। [লেখকের ফেসবুক পোস্ট থেকে]

– শেখ আজিজুর রহমান, বিশেষ সংবাদদাতা- দ্য গার্ডিয়ান ও ভয়েস অব আমেরিকা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

## ভারতে মুসলিমদের বদনাম করতে ‘ইউপিএসসি জিহাদ’ অনুষ্ঠান সম্প্রচার

ভারতে ইউপিএসসি পরীক্ষায় মুসলিমদের নির্বাচনকে ঘিরে মুসলিম বিরোধী উসকানিমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া সুদর্শন টিভি।

‘প্রশাসনের শীর্ষস্তরে দলে দলে ঢুকে পড়ছে মুসলিমরা। জামিয়ার জিহাদিরা হয়ে যাচ্ছে আইএএস, আইপিএস। কঠিন পরীক্ষায় সফল হওয়ার রহস্য কী’? অনুষ্ঠানের প্রচারের জন্য ছড়ানো ভিডিও-তে এমনই বক্তব্য ছড়ানো হয়েছে। ‘বিন্দাস বোল’ নামে সেই টিভি শোয়ের প্রচারে বলা হয়েছে, ‘ভেবে দেখুন জামিয়ার জিহাদিরা হতে চলেছে আপনার জেলাশাসক, মন্ত্রকের সচিব। আমলাতন্ত্র দখলের জেহাদ ফাঁস হচ্ছে’। সেই অনুষ্ঠানের দুটি এপিসোড সম্প্রচার হয়ে গেছে।

ইউপিএসসি-জিহাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চালক অভিযোগ করছেন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করছে।’ তাঁর প্রশ্ন, ‘এটা কতটা অনিষ্টকর? এই ধরনের অভিযোগ ইউপিএসসি পরীক্ষার ওপর প্রশ্নচিহ্ন তুলছে। কোনোরকম সত্য ভিত্তি ছাড়া এই ধরনের অভিযোগ কীভাবে কেউ করতে পারে? একটি স্বাধীন সমাজে এই ধরনের অনুষ্ঠানের অনুমতি কীভাবে দেওয়া যেতে পারে?’ ফৌজদারি তদন্তই দেখুন, মিডিয়া বেশিরভাগ সময়েই তদন্তের শুধুমাত্র একটা অংশের উপরই জোর দেয়। তাঁর বক্তব্য, ‘এই অনুষ্ঠানটাই দেখুন। একটা সম্প্রদায় সিভিল সার্ভিসে ঢুকছে বলে অনুষ্ঠান, কতটা উন্মাদ হতে পারে।’ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৩০জন ছাত্র-ছাত্রী এবার ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। তার মধ্যে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরাও রয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠান দেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও শীর্ষস্থানীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। এই মূল্যায়ন করেছে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকই। জামিয়াকে ঘিরে ঘৃণার প্রচার তীব্র হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী প্রতিবাদের পর। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো এখানেও ছাত্র-ছাত্রীরা শামিল হয়েছিলেন প্রতিবাদে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন দিল্লি পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকে লাঠি চালালে দেশজুড়ে প্রতিবাদ ভেঙে পড়ে। বিজেপি এবং সহযোগী বিভিন্ন শক্তির লাগাতার আক্রমণের কেন্দ্রে জামিয়া।

জেডএফআই শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছে, ‘ওই বিতর্কিত প্রোগ্রাম মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবকে প্রতিফলিত করে এবং এটা জঘন্য ইসলামোফোবিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।’ সুদর্শন টিভির ওই ন্যাক্কারজনক অনুষ্ঠানে জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার পাশাপাশি জেডএফআইকেও নিশানা করে দাবি করা হয়েছিল যে, সিভিল সার্ভিসে মুসলিমদের অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে।

ওই হস্তক্ষেপ আবেদনে জিহাদের ধারণার ব্যাখ্যা দিয়ে সুদর্শন টিভির ‘ভিত্তিহীন অভিযোগ’কে খণ্ডন করা হয়েছে এবং এই সংস্থার ঘৃণামূলক ক্রিয়াকলাপকে তুলে ধরা হয়েছে। ক্যান্ডিডেটদের বৈচিত্রের কথা উল্লেখ করে আইএ জানিয়েছে যে, জাকাতের অর্থ কাজে লাগিয়ে জাকাত ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া শুধুমাত্র দরিদ্র মুসলিমদের নয়, সব ধর্মাবলম্বী পরীক্ষার্থীদের ১১ বছর ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।

পিটিশনে বলা হয়েছে, যে ২৭ জন এ বছর পাশ করেছে তাঁদের মধ্যে ৪ জন অন্য ধর্মের। আগের বছরগুলিতেও অন্য ধর্মের পড়ুয়ারা জাকাত ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা পেয়েছেন। ওই টিভি চ্যানেল দাবি করেছিল, যারা জেডএফআইকে জাকাত দেন, তাঁরা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত। এ মুসলিমবিদ্বেষ এবং এর শিকড় অনেক গভীরে প্রসারিত।

সুদর্শন টিভির মতো আরএসএস ও বিজেপির মদতপুষ্ট গণমাধ্যমগুলি খোলাখুলিভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়ানোর কাজে লাগাতার চেষ্টা করে চলেছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এর কারণ কারও অজ্ঞাত নয়।

---

## কাশ্মীরী সাংবাদিকদের উপর মোদির কঠোরতা

কাশ্মীরের সাংবাদিকদের মারাত্মক চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। কারো রিপোর্টে সামান্য ভুল হলেও কর্তৃপক্ষের শক্ত খড়্গ নেমে আসতে পারে। তাই লেখার সময় সব সময় একটা ভয় কাজ করে যে, এমনকি সামান্য ভুল হলেও কারাগারে জায়গা হতে পারে।

ঝুঁকি থাকলেও কাশ্মীরের গল্প বিশ্বকে জানতে হবে। স্থানীয় ও জাতীয় মিডিয়ায় জায়গা যেহেতু সীমিত হয়ে গেছে, তাই বহু সাংবাদিক কাশ্মীরের ঘটনা তুলে ধরতে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার দ্বারস্থ হচ্ছে।

এখানকার সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক হলো পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট। এই আইনে অভিযোগ ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখা যায়। অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য কাশ্মিরিয়াতের সম্পাদক কাজি শিবলি সম্প্রতি নয় মাস কারাগারে থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কাশ্মীর ন্যারেটরের সহকারী সম্পাদক আসিফ সুলতান দুই বছরের বেশি ধরে কারাগারে আছেন।

সরকারবিরোধী গেরিলাদের সাথে কথা বলার কারণে এ বছর এক ডজন সাংবাদিককে পুলিশের হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। এদের মধ্যে জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকও রয়েছেন। অনেকের মোবাইল নিয়ে স্ক্যান করা হয়েছে। মে মাসে একটি বন্দুকযুদ্ধের খবর ছাপানোর কারণে আমার নিজের পত্রিকা দ্য কাশ্মীর ওয়ালা'র সম্পাদককে তলব করা হয়। কর্তৃপক্ষ বলেছে, ওই রিপোর্টে 'পুলিশের ভাবমূর্তি' ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আগস্টের শেষ দিকে কাশ্মীরে একটি ধর্মীয় মিছিলে অংশগ্রহণকারী তরুণ মুসলিমদের উপর মালাউন বাহিনীর ছোড়া ছড়্‌রা গুলিতে বেশ কয়েকজন অন্ধ হয়ে যায়। ভারতের জাতীয় সংবাদপত্র ও আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোতে প্রকাশিত একটি ছবিতে সেই ভয়াবহতা উঠে আসে, যেখানে দেখা গেছে এক টিনএজ যুবকের চোখের মনি ও চোখের কোটর ঝাঁঝড়া হয়ে আছে।

কাশ্মীরে অবশ্য পাঠকরা আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোতে ঘটনার পরবর্তী কয়েক দিনেও এই বিষয়ের কোন উল্লেখই পায়নি।

এই সংবাদ প্রকাশে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু সরকার এটা পছন্দ করবে না। পুলিশের হয়রানির ভয়ে এবং বিজ্ঞাপন হারানোর ভয়ের কাশ্মীরের মূলধারার গণমাধ্যমগুলো ২০১৯ সালের আগস্টে জম্মু ও কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিলের পর থেকেই নিজেদের উপর সেলফ-সেন্সরশিপ আরোপ করেছে।

ভিন্নমত প্রকাশের সবশেষ প্ল্যাটফর্ম সোশাল মিডিয়ার উপরও সরকারের নজরদারি বেড়েছে। আগস্টে বেশ কিছু জনপ্রিয় টুইটার অ্যাকাউন্ট হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায়। স্থানীয় মিডিয়াগুলোতে খবর প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বেশ কিছু ব্যক্তি বলেছেন, 'দেশ-বিরোধী' বিষয়বস্তুর অভিযোগে তাদেরকে হয়রানি করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস এর আগে এক অনুসন্ধানে দেখতে পায় যে, কাশ্মীর নিয়ে কাজ করে, এ ধরণের হাজার হাজার টুইটার অ্যাকাউন্ট ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে ব্লক করে রাখা হয়েছে। টুইটারের 'দেশভিত্তিক কনটেন্ট নীতি'র অধীনে এটা করা হয়েছে, যেই নীতি অনুসারে স্থানীয় আইনের পরিপন্থী এবং আদালতের আদেশের আওতায় পড়তে পারে, এ ধরণের একাউন্ট লক করে দেয়া হয়।

এই সব কিছুই মনে হয় যেন কাশ্মীরের মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মোদি সরকারের পরিকল্পিত নীতির অংশ। কেন্দ্রের শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের সমালোচনা আগে থেকেই বন্ধের জন্য নয়াদিল্লী বেশ কয়েক মাস ধরে কারফিউ জারি এবং সব ধরণের যোগাযোগ বন্ধ রেখেছিল। মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবাও এ সময় বন্ধ ছিল।

এই সব কিছু সত্বেও কাশ্মীরের সাংবাদিকরা ক্ষমতার ব্যাপারে সত্য প্রকাশের জন্য নতুন পথ বের করে নিচ্ছে। গত বছরে কাশ্মীরে সামরিক ষাঁড়াশি অভিযানের বিষয়টি অধিকাংশ ভারতীয় মিডিয়া এড়িয়ে যাওয়ার পর, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের স্থানীয় তিন সাংবাদিক এই ঘটনাগুলোকে ফটো প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

মিনাম শাহ একজন কাশ্মীর-ভিত্তিক সাংবাদিক

---

## তারপরও বেহাল ঢাকার সড়ক

একাধিক ফ্লাইওভার ও ইউটার্ন নির্মাণের পরও সড়কে রাজধানীবাসীর ভোগান্তি কাটছেই না। বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতায় বছরজুড়ে লেগে আছে খোঁড়াখুঁড়ি। কোনো কোনো ভাঙা সড়কে দুই-তিন বছরেও নজর দিতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত সড়কে তৈরি হয়েছে এক-দেড় ফুট গর্ত। গতি কমিয়ে হেলে-দুলে চলছে যানবাহন। বৃষ্টি এলেই গর্তগুলো পানির নিচে হারিয়ে যাওয়ায় মৃত্যুফাঁদে পরিণত হচ্ছে এসব সড়ক। সড়কের কোথাও মাথা উঁচু করে রয়েছে ম্যানহোলের ঢাকনা, কোথাও এসব ঢাকনা সড়ক থেকে ৫ থেকে ৬ ইঞ্চি নিচু। বছর ঘুরলেও শেষ হচ্ছে না অনেক সড়কের সংস্কার কাজ। এতে একদিকে যেমন ঘটছে দুর্ঘটনা, সেই সঙ্গে যানবাহনের গতি কমে যাওয়ায় তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট। সরেজমিন ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে ঢাকার রাস্তার। মিরপুর টু আগারগাঁও : মিরপুর-১২ নম্বর থেকে আগারগাঁও রাস্তায় ছোট-বড় দুর্ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। বিশেষ করে বৃষ্টি হলে এই রাস্তায় সিএনজি-রিকশা উল্টে যাওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে। গত সপ্তাহে এই রাস্তায় দুর্ঘটনার শিকার হন শরিফ আহমেদ। তিনি জানান, রাস্তার গর্তে পড়ে হঠাৎ সিএনজি উল্টে যায়। সিএনজিচালক তার গেট খুলে বের হতে পারলেও আমি বের হতে পারছিলাম না। আবার চালক একাই

সিএনজিটা সোজা করতে পারছিলো না। আমি চিৎকার করছিলাম। পরে কিছু মানুষ এসে আমাকে উদ্ধার করেন। আমি এই রাস্তায় নিয়মিত চলাচল করি। গত এক বছরে এই রাস্তায় অনেক দুর্ঘটনা দেখেছি। কবে যে এই রাস্তা ঠিক হবে! আরিফুল নামের একজন সিএনজি চালক বলেন, বর্ষার শুরু থেকেই এই রাস্তার বেহাল দশা। ঠিক করার কোনো উদ্যোগও নেই। সরেজমিন দেখা গেছে, আগারগাঁও থেকে মিরপুর ১২ নম্বর পর্যন্ত রাস্তায় ছোট-বড় খানাখন্দে ভরপুর। গাড়িগুলোর চাকা ডুবে যায় একটু বৃষ্টি হলেই। রাস্তার বেহাল দশার কারণে মাঝে মাঝে শেওড়াপাড়া থেকে মিরপুর ১০ পর্যন্ত রাস্তায় যানযট লেগেই থাকে। এ ছাড়া মিরপুর ১০ নম্বর গোলচক্কর থেকে মিরপুর ১২ নম্বর ও পল্লবী অংশের রাস্তারও বেহাল দশা। এই রাস্তায় বৃষ্টি হলে দুর্ঘটনা বেড়ে যায়। অনেক স্থানেই বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে।

ইটের সুরকিতেও কাজ হয় না : ঢাকার হানিফ ফ্লাইওভারের দক্ষিণ যাত্রাবাড়ীর অংশের নিচের রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। রাস্তার মাঝে গভীর গর্তও তৈরি হয়েছে। এই বেহাল রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন ভারী যানবাহন থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের গাড়ি চলে। দক্ষিণ যাত্রাবাড়ীর বাসিন্দাদের অভিযোগ, এক বছরের বেশি সময় হয়েছে মেরামত হয়নি এই রাস্তা। গর্ত হলেই ইটের সুরকি দিয়ে দায়সারা কাজ হয়। হানিফ ফ্লাইওভারের দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী অংশের নিচের এই রাস্তায় তিন মাস আগে ইটের সুরকি ফেলে ভরা হয়েছিল গর্ত। এখন আবার ফিরেছে আগের দুর্দশা।

শ্যামলী রিং রোডের বেহাল দশা : বেহাল দশা শ্যামলী রিং রোডের। শ্যামলী সিনেমা হল থেকে শিয়া মসজিদ পর্যন্ত এই রাস্তার দুই পাশে খানাখন্দে ভরা। প্রায় ছয় মাসেও এই রাস্তা সংস্কারে কাজ হয়নি। মাঝে মাঝে বালু ফেলানো হলেও তা আবার বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়, আবারও গর্ত হয়। এই রাস্তায় চলাচলকারীদের অভিযোগ, লেগুনা বা রিকশায় এই রাস্তায় চলাচল করতে ভোগান্তি পোহাতে হয়। রাস্তায় গর্তে অনেক সময় রিকশা আটকে দুর্ঘটনা ঘটে। লেগুনায় চলাচল করলে কোমরে ব্যথা হয়। এ ছাড়া মোটরসাইকেলেও চলাচল করা কষ্টকর।

আবদুল্লাপুর-হাউজবিল্ডিং সড়ক যেন মরণফাঁদ : আবদুল্লাপুর থেকে হাউজবিল্ডিং সড়ক দুই পাশের রাস্তায় খানাখন্দ আর বড় বড় গর্ত। বাস-ট্রাকের পাশাপাশি অন্যান্য যান চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। খানাখন্দে পড়ে হঠাৎ বন্ধ হয় সিএনজিসহ অন্যান্য ছোট যানবাহন। তুরাগ বাসের চালক শফি জানান, বিমানবন্দর থেকে আবদুল্লাহপুরের রাস্তার বেহাল দশা। গাড়ি চালানো কঠিন। বিশেষ করে আবদুল্লাহপুর থেকে হাউজবিল্ডিং পর্যন্ত রাস্তায় দুইপাশে বড় বড় গর্ত। গাড়ি চালাতে গেলে দোল খায়। দ্রুত ব্রেক করাও সমস্যা। বৃষ্টি হলে তো রাস্তার গর্ত দেখা যায় না। তখন বেশি কষ্ট হয় গাড়ি চালাতে। সিএনজিচালক আবুল হোসেন বলেন, গত সপ্তাহে এই রাস্তার গর্তে গাড়ি নিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। তিন দিন হাতপাতালে থাকতে হয়েছে। আল মামুন প্রতিদিন আবদুল্লাহপুর থেকে গুলশানে অফিস করেন। তিনি এই রাস্তায় মোটরসাইকেলে চলাচল করেন। তার অভিযোগ-আবদুল্লাহপুর থেকে গুলশান অফিসে যেতে সব চেয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয় আবদুল্লাহপুরে থেকে হাউজবিল্ডিং পর্যন্ত যেতে। এই রাস্তাটুকু পার হতে সময় লাগে অনেক বেশি। কেননা রাস্তায় খানাখন্দে ভরা। বৃষ্টি হলে মোটরসাইকেল চালানো কষ্ট কর হয়। বড় বড় গর্তে আটকে যায় বাইক।

মূল রাস্তায় মৃত্যুফাঁদ ড্রেনের ঢাকনা : মালিবাগ-রামপুরা-বাড্ডা সড়কের মাঝে মাঝে বেশ কয়েকটি ড্রেনের ঢাকনা মূল সড়ক থেকে ৪-৫ ইঞ্চি নিচু। এগুলো দূর থেকে দেখা না যাওয়ায় মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। এই গর্তগুলোর কারণে সড়কে যান চলাচলের গতিও অনেক কম। এই সড়কে ডিভাইডার রেলিং না থাকায় যত্রতত্র সড়ক পার

হওয়ায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া সিদ্ধেশ্বরী রোড়ের খেলার মাঠের সামনে ছোট-বড় খানাখন্দ রয়েছে। সুয়ারেজ লাইনের সমস্যার কারণে এই অংশে সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে থাকে। এ ছাড়া এই রাস্তার কিছু অংশের উন্নয়ন কাজ কয়েক মাস আগে শুরু হলেও তা এখনো শেষ করা হয়নি। মধ্যবাড্ডা পোস্ট অফিস রোডের প্রায় এক কিলোমিটার সড়কের অবস্থা আরও খারাপ। দীর্ঘদিন থেকে এই সড়কে কোনো সংস্কার করা হয়নি। এই রাস্তার মাঝখানে রয়েছে কয়েকটি গর্ত। এ ছাড়া হাতিরঝিলের গুদারাঘাট থেকে ভারতীয় দূতাবাস যাওয়ার মুখেই বেশ কিছু স্থানে রাস্তার খোয়া উঠে গেছে। মগবাজার ওয়্যারলেস থেকে হাতিরঝিল সড়কে দীর্ঘদিন ধরে চলছে উন্নয়ন কাজ।

সংস্কার শেষই হয় না বনশ্রীর রাস্তাগুলোর : বছরের পর বছর ঘুরলেও শেষ হয় না বনশ্রী এলাকার রাস্তাগুলোর সংস্কার কাজ। প্রধান সড়কগুলো মোটামুটি চলাচলের উপযোগী থাকলেও শাখা সড়কগুলোর বেহাল দশা। সড়কজুড়ে পড়ে আছে ছোট-বড় ইটের খোয়া। অনেক সড়কের বিটুমিন উঠে তৈরি হয়েছে খানাখন্দ, কোথাও বিটুমিনের ওপর দেড়-দুই ইঞ্চি মাটি জমে ঢাকা পড়েছে রাস্তা। স্থানীয়রা জানান, গত এক-দেড় বছর ধরে বিভিন্ন সড়কের সংস্কার কাজ চললেও শেষই হচ্ছে না। করোনা সংক্রমণের পর থেকে চলমান কাজগুলোও বন্ধ আছে। এতে দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। সড়কজুড়ে ইটের খোয়া ও পাথরের সুরকি পড়ে থাকায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা দক্ষিণ বনশ্রীর। এই এলাকার অধিকাংশ সড়কই ভাঙাচোরা। গতকাল সরেজমিন দক্ষিণ বনশ্রীর জি, এইচ ও কে ব্লক ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ সড়কেই নেই কার্পেটিং। কিছু সড়কে সংস্কার কাজ শুরুর পর এখন থেমে আছে। স্থানীয়রা জানান, মেরাদিয়া বাজার থেকে মাদারটেক যাওয়ার প্রধান সড়কটি গত পাঁচ বছরেও ঠিক হয়নি। দীর্ঘদিন ভোগান্তির পর বছর দুই আগে একবার কার্পেটিং করা হয়েছিল। কিন্তু সরু সুয়ারেজ লাইনের কারণে বৃষ্টি এলেই এলাকা তলিয়ে যেত। কাজ শেষ হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই সড়কের বিভিন্ন জায়গা দেবে যায়। বড় বড় গর্ত তৈরি হয়। এখন আবার বড় সুয়ারেজ লাইনসহ নতুন করে কাজ শুরু হয়েছে। সেটাও চলছে বছরব্যাপী। করোনা সংক্রমণ শুরুর পর থেকে কাজ বন্ধ আছে। বিডি প্রতিদিন

---

## এবার ৪০০ ট্রাক পিঁয়াজ ফিরিয়ে নিয়েছে ভারত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ বন্দর দিয়ে রপ্তানি বন্ধ করে ৪০০ ট্রাক পিঁয়াজ ফিরিয়ে নিয়েছে ভারত। এসব পিঁয়াজ টেন্ডারের মাধ্যমে আনা হয়েছিলো। বাংলাদেশে রপ্তানি করার জন্য পিঁয়াজের ট্রাকগুলো ভারতের মহদীপুর বন্দরে আনা হয়েছিলো। চার শতাধিক ট্রাকের মধ্যে মাত্র ৮ ট্রাক পিঁয়াজ তারা সোনামসজিদ বন্দরে পাঠায়। এরপরই রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। ওই ৮ ট্রাক পিঁয়াজের তিন ভাগের একভাগই পচা বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

সোনামসজিদ স্থলবন্দর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের আ. আওয়াল জানান, বন্দরে প্রবেশের অপেক্ষায় থাকা পিঁয়াজ ভারত ফিরিয়ে নিচ্ছে। এতে করে এ বন্দর দিয়ে আর বাংলাদেশে পিঁয়াজ প্রবেশের সম্ভাবনা নেই। কালের কণ্ঠ

---

## ডাকাতদলে আওয়ামী লীগ নেতার চেয়ারম্যান প্রার্থী

রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৩৬ জনকে ধরা হয়রছে। আটক ডাকাতদলে রয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকও। গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- পাংশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও কশবামাজাইল ইউপি চেয়ারম্যান প্রার্থী জজ আলী বিশ্বাস, তাঁর ছেলে মতিন বিশ্বাস ও বদিয়ার বিশ্বাস, কশবামাজাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর পিল্টু।

জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি ওমর শরীফ ও পাংশা থানার ওসি মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন জানান, গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে পাংশার সুবর্ণকোলা গ্রামের একটি মেহগনি বাগানে একদল ডাকাত ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা শাখা ও পাংশা থানা পুলিশের সদস্যরা সেখানে যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় জজ আলী বিশ্বাস, তাঁর ছেলে মতিন বিশ্বাস ও বদিয়ার বিশ্বাস, মশিউর পিল্টুসহ ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের বেশির ভাগের বিরুদ্ধে কশবামাজাইলের সুবর্ণকোলা গ্রামের শিক্ষক আসাদুল খান হত্যা মামলা রয়েছে। কালের কণ্ঠ

---

## প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতার

কক্সবাজার শহরে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে কক্সবাজার শহরের উত্তর নুনিয়ার ছরা এলাকায় জমির বিরোধে এই দুই পক্ষের সংঘর্ষ বাধে। প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিয়েছে কক্সবাজার শহর ছাত্রলীগের নেতা রিদুয়ান আলী সাজিন। তিনি কক্সবাজার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি।

জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের উত্তর নুনিয়ারছরা শিল্প এলাকা ঠোঁটিয়া পাড়ায় জমির বিরোধে দুইটি পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ওই এলাকা। ওই ঘটনায় তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে গিয়ে এক পক্ষে অবস্থান নেয় রিদুয়ান আলী সাজিন।

সাজিন নিজ হাতে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর গুলি বর্ষণ করে। সাজিন ছাড়াও বেশ কয়েকজনকে অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি বর্ষণের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়।

আমাদের সময়

---

## কোটিপতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্ব দেশের স্বাস্থ্য খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ। তবে যাদের জন্য এই সংস্থা- সেই নাগরিকদের চিকিৎসাব্যবস্থা বা স্বাস্থ্যের হাল যেমনই হোক না কেন, অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকেরই 'দুর্নীতির' স্বাস্থ্য বেশ নাদুসনুদুস। স্বাস্থ্যের রস-মধু চুষে খেয়ে একেকজন রাতারাতি শূন্য থেকে কোটিপতি হয়ে গেছেন। করোনা ভাইরাস মহামারীর এ সময়ে স্বাস্থ্য খাতের যে বেহাল চিত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠে আসছে এ খাতের অনেকের ভয়াবহ দুর্নীতির সব তথ্য।

গত বছরই দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন দিয়ে ২৫ দফা সুপারিশ করেছিলো। তবে দুর্নীতির উড়ন্ত পালে এতদিন আড়াল হয়ে ছিলো সেগুলো। অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের ৪৫ কর্মকর্তা-কর্মচারীকেও চিহ্নিত করে দুদক। এ ছাড়া মাস্ক ও পিপিই কেনায় দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের (সিএমএসডি) ১৫ জনের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাইভার আবদুল মালেকের মতো আরও অসংখ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি করে বাড়ি-গাড়ি ও বিপুল বিত্তের মালিক বনে যাওয়ার তথ্য পাচ্ছেন দুদকের গোয়েন্দারা। নিয়োগ ও বদলি বাণিজ্য, ঘুষ-দুর্নীতি, নিয়ম ভেঙে ঠিকাদারি ব্যবসায় জড়ানোসহ নানা অবৈধ উপায়ে কোটি কোটি টাকার সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তারা। অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের ৪৫ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ২১ জন এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানসহ ৪৩ জনের সম্পদের হিসাব চেয়েছে দুদক।

গত বছর দুদক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১১টি খাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম খুঁজে পায়। এর মধ্যে বেশি দুর্নীতি হয় কেনাকাটা, চিকিৎসাসেবা, চিকিৎসাসেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং ওষুধ সরবরাহ খাতে। 'সাদা চোখে দেখা' দুর্নীতির বাইরে একটি অভিনব দুর্নীতির কথাও তখন জানিয়েছি দুদক। সেটি হলো, অর্থ আত্মসাতের জন্য অনেক অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনা। এমন যন্ত্রপাতি কেনা হয়, যা পরিচালনার জনবল নেই। এগুলো কখনই ব্যবহার করা হয় না। দুদক তখন এই দুর্নীতি প্রতিরোধে ২৫ দফা সুপারিশ করে বলে, দুর্নীতির কারণেই স্বাস্থ্য খাতের করুণ অবস্থা।

আর জাহিদ মালেক বলেছিলেন, প্রতিবেদনে স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করা হয়েছে। তাই প্রতিবেদনটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এক বছরেও। গত ৮ মার্চ দেশে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর শুরু হয় স্বাস্থ্য খাতে নানা ধরনের কেনাকাটা। এ ছাড়া করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় আরও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। করোনায় মানুষ যখন প্রাণের ভয়ে তটস্থ তখনও স্বাস্থ্য খাতের কেনাকাটায় ব্যাপক দুর্নীতির চিত্র একে একে উঠে আসতে থাকে।

দুদকের প্রতিবেদনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে অফিস সহকারীসহ ২৮ 'কোটিপতি'র তথ্য তুলে ধরা হয়। তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের (বর্তমানে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক) গাড়িচালক আবদুল মালেক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান সহকারী সৈয়দ জালাল, জাহাঙ্গীর হোসেন হাওলাদার, জাকির হোসেন, ক্যাশিয়ার আতিকুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা কবির আহমেদ চৌধুরী, অফিস সহকারী ইকবাল হোসেন, এইডস শাখার প্রশাসনিক কর্মকর্তা

জালাল উদ্দিন, স্টোনোগ্রাফার শাহজাহান ফকির, এমআইএস শাখার প্রোগ্রামার রুহুল আমিন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যুরোর ট্রেনিং অ্যান্ড ফিল্ড অফিসার আমিনুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যুরোর হেলথ এডুকেটর জাকির হোসেন।

এ ছাড়া ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইপিআই ভবনের অফিস সহকারী তোফায়েল আহমেদ, কমিউনিটি ক্লিনিক শাখার উচ্চমান সহকারী আনোয়ার হোসেন, নিকেতনের ফাইল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রকল্পের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল্লাহ হেল কাফী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ সচিব আনোয়ার হোসেন, জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহামুদুজ্জামান, স্টোর কর্মকর্তা দোলোয়ার হোসেন।

খুলনার শেখ আবু নাসের হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ওয়াহিদুজ্জামান, সাতক্ষীরা সিভিল সার্জন অফিসের প্রধান সহকারী আশিক নেওয়াজ, ফরিদপুর সিভিল সার্জন অফিসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জালাল মোল্লাহ, গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্টোর অফিসার নাজিম উদ্দিন, বিভাগীয় পরিচালক (রাজশাহী) অফিসের প্রধান সহকারী হেলাল উদ্দিন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের স্টোর কিপার সাফায়াত হোসেন ফয়েজ, বিভাগীয় পরিচালক (খুলনা) অফিসের স্টোনোগ্রাফার ফরিদ উদ্দিন ও প্রধান সহকারী মাহাকাব হোসেন এবং বিভাগীয় পরিচালক (ঢাকা) অফিসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা দিপক কান্তি।

প্রতিবেদনে গাড়িচালক আবদুল মালেক সম্পর্কে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মচারী ইউনিয়নের স্বঘোষিত সভাপতি হয়ে ২০১০ সালে ৫০০ জনের নিয়োগ বাণিজ্য করে উত্তরার কামারপাড়ায় দুটি সাততলা বাড়িসহ নামে-বেনামে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছেন তিনি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান সহকারী জাকির হোসেন সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি গাড়িচালক মালেকের সহযোগিতায় কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদ বাগিয়ে নিয়ে সারাদেশে প্রতিনিধি বানিয়ে প্রভাব বিস্তার করে অর্থ কামাচ্ছেন। তিনি সাভারে আলিশান বাড়ি করেছেন।

ঢাকার নিকেতনে ফাইল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রকল্পের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল্লাহ হেল কাফী মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৫০০ কোটি টাকার কাজ করেছেন। তিনি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় দুটি প্লট ও ঢাকায় একাধিক ফ্ল্যাট কিনেছেন। তিনি ভারতেও বাড়ি কিনেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অফিস সহকারী ইকবাল হোসেন মহাপরিচালকের একান্ত ভাজন হওয়ায় বিলবোর্ড সরবরাহ করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। প্রয়োজন ছাড়াই বিলবোর্ড বানিয়ে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছেন।

জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহামুদুজ্জামান ক্ষমতাশালী কর্মচারী। তিনি বাসা বরাদ্দ, নিয়োগ ও বদলি বাণিজ্যসহ সব ধরনের কাজ করে বিপুল পরিমাণ সম্পদ করেছেন। তার সম্পদের হিসাব তিনি নিজেই জানেন না। একই প্রতিষ্ঠানের স্টোর কর্মকর্তা দোলোয়ার হোসেন স্টোরের মালামাল বুঝে না নিয়ে ঠিকাদারদের বিল প্রদানের কাগজপত্র প্রস্তুত করার কাজ করতেন। গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্টোর অফিসার নাজিম উদ্দিন সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি ঠিকাদার মিঠু ও আফতাব উদ্দিন সিন্ডিকেটের সঙ্গে সমানতালে কাজ করেন। তার গাজীপুরে অনেক ফ্ল্যাট-প্লটসহ ১০টি গাড়ি রয়েছে। আমাদের সময়

## ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### খোরাসানে মুজাহিদদের হামলায় ৩০ সৈন্য নিহত, প্রচুর গনিমত লাভ

আফগানিস্তানের মায়দান প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে ৩০ সৈন্য নিহত ও প্রচুর গনিমত লাভ হয়েছে।

'আল-ইমারাহ' কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ২৩ সেপ্টেম্বর মায়দান প্রদেশের আফগানান এলাকায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সেনা চৌকিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ৩০ সৈন্য নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ২০ সৈন্যের লাশ ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

এই অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে, আর মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ৩টি ট্যাঙ্কসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র।

---

### সোমালিয়ায় শাবাব মুজাহিদিনের এলাকা বিজয়, নিহত ৯

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদার অন্যতম শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী খেকে একটি এলাকা বিজয় করে নিয়েছেন।

আফ্রিকা ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম 'শাবাকাতুস-সাগুর' গত ২২ সেপ্টেম্বর তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ মুরতাদ সোমালীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন কাসমায়ো শহরের ইয়াকরার এলাকা বিজয় করে নিয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় অনেক মুরতাদ সৈন্য হতাহতের শিকার হয় এবং এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে।

এদিকে রাজধানী মোগাদিশুতে ঐদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিযান ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ৮ সৈন্য আহত এবং ১ সৈন্য নিহত হয়েছিল।

এছাড়াও ঐদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়া জুড়ে আরো ৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার নির্দিষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি।

## কেনিয়ায় মুজাহিদদের হামলায় ৩ ক্রুসেডার নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় শাবাব মুজাহিদদের পৃথক হামলায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত-আহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে ২টি সামরিকযান।

শাহাদাহ্ নিউজ এর তথ্যমতে, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ২২ সেপ্টেম্বর, পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে দেশটির মানাদিরা অঞ্চলের লাফি এলাকায় শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ১ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিযান।

অপরদিকে একই অঞ্চলের হারুলী এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত দ্বিতীয় একটি হামলায় ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়। এসময় সামরিযানে থাকা সকল সৈন্য নিহত-আহত হয়েছিল।

---

## টিটিপির স্নাইপার হামলায় এক নাপাক সৈন্য নিহত

পাকিস্তান ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় জিহাদি গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান দেশটির নাপাক বাহিনীর সেনা সদস্যদের টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছে।

'উমর মিডিয়া' টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ এর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গত ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর চামার-কান্ডী এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর সেনা সদস্যদেরকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে নাপাক বাহিনীর এক সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

---

## ভারতে মুসলিম হওয়ায় হোটেল থেকে বিতাড়িত ১০ শিক্ষক

মুসলিম হওয়ার কারণে সল্টলেক এলাকায় ১০ জন শিক্ষককে হোটেলের ঘর দেওয়া হয়নি। হিন্দুত্ববাদী জনতার আপত্তির কারণে ওই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

গত সোমবার দুপুরের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সল্টলেকের ডিএল ব্লকে। ওই এলাকায় অবস্থিত ট্রিনিটি গেস্ট হাউসে ১০ জন মুসলিম শিক্ষককে ঘর দেয়নি হোটেল কর্তৃপক্ষ। যদিও যাবতীয় নিয়ম মেনেই ওই শিক্ষকদের জন্য ঘর বুক করা হয়েছিলো। তবুও তাদের থাকতে দেওয়া হয়নি। স্থানীয়দের আপত্তির কারণে ওই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে সাফাই দিয়েছে ট্রিনিটি গেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষ।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। জানা গিয়েছে, ওই দশ শিক্ষক মালদহ জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পেশাগত কারণেই এদিন তাঁরা বিকাশ ভবনে গিয়েছিলেন মাদ্রাসা দফতরে। লকডাউনের কারণে একই দিনের মধ্যে মালদহে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। সেই কারণেই বিকাশ ভবনের অদুরে ডিএল ব্লকে ট্রিনিটি গেস্ট হাউসে ঘর বুক করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু হোটেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের থাকতে দেয়নি।

অভিযোগ উঠেছে যে ওই সকল মাদ্রাসা শিক্ষক নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে নাম রেজিস্টার করে ঘর নিয়েছিলেন। এর ঘণ্টা দুই পরে তাদের পাশের সিএল ব্লকের একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করানোর পরে হোটেলের ম্যানেজার জানিয়ে দেয় যে তাঁদেরকে ঘর দেওয়া হবে না। সেই সঙ্গে এটিও জানিয়ে দেওয়া হয় যে মুসলিম হওয়ার কারণেই তাঁদেরকে ওই হোটেলে কোনও ঘর মিলবে না। কারণ স্থানীয় মানুষেরা আপত্তি জানিয়েছেন।

ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের শিকার হওয়া ওই ১০ জন মাদ্রাসা শিক্ষক 'পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চ' নামক একটি সংগঠনের সদস্য। ওই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মইদুল ইসলাম এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের বাংলার মাটিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দেখে খুব অবাক হয়েছি। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বিধাননগর পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।"

এই ঘটনার প্রতিবাদে চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার সল্টলেকে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা করেছে একাধিক সংগঠন। ওই দিন বিকেল চারটের সময়ে সল্টলেক করুণাময়ীর কাছে সিকে মার্কেটের সামনে অনুষ্ঠিত হবে সেই বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভে আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভকারীরা বলেছেন, "এখনও প্রতিবাদ না করলে ১৯৩৩ এর জার্মানি হবে এই দেশ ও রাজ্য। কোনও অবস্থাতেই আমরা তা হতে দেবো না।"

---

## সরকারি খাল এখন আওয়ামী লীগের অফিস

নাটোরের গুরুদাসপুর পৌরসভার চাঁচকৈড় গাড়িষাপাড়া ও পুরান পাড়ার মধ্য দিয়ে গুমানী নদী থেকে প্রবাহিত সরকারি খাল এখন প্রভাবশালীদের দখলে। দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে খালটির অস্তিত্ব। আশির দশকে খালটি খনন করা হয়। সবাই এটিকে জিয়া খাল হিসেবে চেনেন। এই সরকারি খালটিকে প্রভাবশালীরা গিলে খেলেও প্রশাসন নির্বিকার।

সরেজমিনে দেখা গেছে, দখলবাজরা অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করে যে যার মতো খালটি দখলে নিয়েছে। আর কিছুদিন গেলে মনেই হবে না এখানে একটি খাল ছিল। অথচ ১০-১২ বছর আগেও এ খাল দিয়ে নৌকায় যাতায়াত করত অনেক মানুষ। মৎস্যজীবীপাড়া ব্রিজের নিচে ওই খালের ওপর নির্মিত হয়েছে আওয়ামী লীগের দলীয় অফিস। ওই অফিস চালান ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বাহার মল্লিক। তাঁর বাড়ির সামনে এবং তাঁর বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে শৈলগাড়ী ইটভাটার কাছের খালটিও ছাই দিয়ে ভরাট করে দখলে নিচ্ছেন বাহার মল্লিক। ছাই ফেলার সময় ছবি তুলতে গেলে স্থানীয় সাংবাদিকদের বাঁধা দিতে আসে তাঁর

লোকেরা। খালখেকোদের বেশির ভাগই প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের দেখাদেখি অন্যরাও মাটি ভরাট করে খালটি দখলে নিচ্ছে।

এ ব্যাপারে বাহার মল্লিক বলেন, আমার নিজের জায়গায়ই ছাই ফেলানো হচ্ছে। তবে দলীয় অফিসটি দশজনের স্বার্থেই করা হয়েছে। কালের কণ্ঠ

---

## পার্কিং চার্জের নামে চাঁদাবাজি সন্ত্রাসী আওয়ামী নেতার

পার্কিং চার্জের নামে ঘিওর বাসস্ট্যান্ডে অটোবাইক থেকে চাঁদাবাজি চলছে। এর প্রতিবাদে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করেও কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে অভিযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছে অটোবাইকচালকরা।

অটোবাইকচালকরা জানান, করোনা সংক্রমণ শুরু হলে পুলিশের সদর দপ্তর থেকে সারা দেশে পার্কিং এর নামে যানবাহন থেকে টাকা তোলা নিষেধ করে দেওয়া হয়। ঘিওর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও স্থানীয়ভাবে জিপি, পার্কিং চার্জসহ সবধরনের চাঁদা উত্তোলন বন্ধের নির্দেশ দেন। এরপর বেশ কয়েক মাস বন্ধ থাকে। কিন্তু গত প্রায় ১৫ দিন ধরে আবার পার্কিং চার্জ বাবদ প্রতিটি অটোবাইক থেকে রসিদের মাধ্যমে চাঁদা আদায় শুরু হয়েছে। অটোবাইকচালক ও মালিকরা জানান, টাকা না দিলে তাদের মারধর করা হয়।

চালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঘিওর উপজেলা আওয়ামী লীগে সহসভাপতি ইকরামুল হোসেন খবির লোকজনকে দিয়ে এই চাঁদা আদায় করছেন। কেবল অটোবাইক থেকেই নয় বাস, মিনিবাস, ট্রাক থেকেও তিনি পার্কিং এর নামে মোটা অঙ্কের টাকা তুলছেন। জানা গেছে, ঘিওর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ইকরামুল হোসেন খবির ঘিওর বাস, মিনিবাস মালিক সমিতিরও সভাপতি। যে কারণে তার ভয়ে প্রতিবাদ করতে কেউ সাহস পায় না।

যোগাযোগ করা হলে ইকরামুল হোষেন খবির বলেন, আমি বৈধ ইজারাদার। নিয়ম অনুযায়ী পার্কিং চার্জ আদায় করছি। তিনি বলেন, কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার পার্কিং চার্জ আদায়ের অনুমতি পাওয়া গেছে।

ঘিওর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে ঘিওর উপজেলা চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পার্কিং এর নামে চাঁদা আদায়ের কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, নিষেধ করার পরও এরা শুনছে না। কালের কণ্ঠ

---

## বিদ্যুৎ সংযোগের নামে ১০ লাখ টাকা চাঁদাবাজি যুবলীগ নেতার

লক্ষ্মীপুরে সংযোগ পাইয়ে দেওয়ার নামে পল্লী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করেছে সেলিম মাঝি নামে এক যুবলীগ নেতা। ৩৫০ পরিবারের কাছ থেকে তিনি প্রায় ১০ লাখ টাকা নিয়েছেন বলে জানা গেছে। সেলিম সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৭নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাবেক সভাপতি।

সূত্র জানায়, দুই বছর আগে সেলিম মাঝি আন্ধারমানিক গ্রামের ৩৫০ পরিবারের কাছ থেকে প্রায় ১০ লাখ টাকা চাঁদা নেয়। ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা করে প্রতিটি পরিবার থেকে নেওয়া হয়। কিন্তু দুই বছর পার হয়ে গেলেও পরিবারগুলো বিদ্যুতের সংযোগ পায়নি। পরে স্থানীয় কয়েকজন যুবক লক্ষ্মীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে। এ সময় জানতে পারে মিটার ফি বাবদ কোনো টাকা সেলিম মাঝি অফিসে জমা দেয়নি। পরে ওই যুবকরাই উদ্যোগ নিয়ে গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে। এনিয়ে সেলিম বিভিন্নভাবে ওই যুবকদের হুমকি ধমকি দেয়। কালের কণ্ঠ

---

## ফটো রিপোর্ট | স্কুল-কলেজ পরিদর্শনে তালেবানের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল

তালেবান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ইমারতে ইসলামি। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি তালেবানের কালচারাল অ্যাফেয়ার্স কমিশনের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল বালখ প্রদেশের রাজধানী চরবোলাক, চামতল ও বালখের স্কুল-কলেজগুলো পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা শিক্ষার্থীদের মুক্ত মতামত রেকর্ড করেন। এ ছাড়াও শিক্ষার হালচাল বিষয়ে শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

https://alfirdaws.org/2020/09/23/42472/

---

## আমিরাতে গেলো সুদানের প্রতিনিধি দল,ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের আভাস

আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করার জন্য সুদানের শাসক পরিষদের প্রধানের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল সংযুক্ত আরব আমিরাত পৌঁছেছেন। এ সময় তারা আমেরিকা কর্তৃক 'সন্ত্রাসে মদদদাতা'র তালিকা থেকে নাম কাটার ব্যাপারে আলোচনা করবেন বলে সুদানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে।

গতো ২০ সেপ্টেম্বর সুদানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সুনা জানিয়েছেন,দেশটির নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্বে থাকা জেনারেল আব্দুল ফাত্তাহ আল বুরহান আমিরাতের নেতাদের সাথে সুদান সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিষয়গুলো নিয়ে বৈঠক করবেন।

এতে আরো বলা হয়, সুদানের বিচারমন্ত্রী নাসের উদ্দিন আব্দুল বারি আবুধাবিতে অবস্থানরত আমেরিকান কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন। এ সময় তারা সন্ত্রাসের মদদদাতার তালিকা থেকে সুদানের নাম কাটার

ব্যাপারে আলোচনা করবেন। এছাড়া রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল ও সুদানকে আমেরিকার ঋণ প্রদান বাতিল করার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।

তবে মার্কিন ওয়েবসাইট 'এক্সিওস' তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, আমেরিকা-আমিরাত ও সুদানের কর্মকর্তারা সোমবার আবুধাবিতে ইসরায়েলের সাথে সুদানের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের একটি সিদ্ধান্তমূলক বৈঠক করবেন।

নাম প্রকাশ না করা সূত্রে ওয়েবসাইটটি জানিয়েছেন, ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বদৌলতে সুদান সন্ত্রাসের তালিকা থেকে নিজেদের নাম কাটা ছাড়াও ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মানবিক সাহায্য এবং সরাসরি বাজেট সহায়তা আদায়ের চেষ্টা করবে।

এছাড়া পরবর্তী তিন বছর অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে আমিরাত ও আমেরিকার কাছ থেকেও একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চাইছে সুদান। রোববারের প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছেন এক্সিওস।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও গতো আগস্টে খার্তুম সফরের সময় ইসরায়েলের সাথে সুদানের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি সামনে আনেন।এ সময় পম্পেও ইসরায়েলের সাতে সম্পর্কের বিনিময়ে সন্ত্রাসের তালিকা থেকে নাম কাটার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ঐ সময় সুদানের প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লাহ হামদোক বলেন, এ ব্যাপারে তার সরকারের জনসমর্থন নেই। অন্তর্বর্তীকাল শেষে ২০২২ সালের নির্বাচনের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে।

বেশকিছু আরব দেশকে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরালের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে রাজি করতে সফরের অংশ হিসেবে পম্পেও সেখানে যান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন, ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ব্যাপারে অন্য আরব দেশগুলোও আরব আমিরাত ও বাহরাইলের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তবে ফিলিস্তিন বলছে, এটা তাদের সাথে আরব দেশগুলোর বিশ্বাসঘাতকতা।

সূত্র : আলজাজিরা

---

## ইসরায়েলের কারাগারে যৌন নির্যাতনের শিকার ফিলিস্তিনের বন্দী নারীরা

ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের কারাগারে প্রতিনিয়ত যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন ফিলিস্তিনের নারী বন্দীরা। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি'র সাথে আলাপকালে এমন অভিযোগ করেছেন কয়েকজন ভুক্তভোগী মা-বোন।

দীনা কারমী (৪১) নামে এক ফিলিস্তিনি মহিলা ইসরায়েলের কারাগারে ১৬ মাস বন্দী ছিলেন। তিনি বলেন, ইসরায়েলের কারাগারে যৌন নির্যাতনের কথা মনে হলে গা শিউরে ওঠে। প্রতিদিন রাতে জিজ্ঞাসাবাদের নামে আমার উপর জঘন্য যৌন নির্যাতন চালাতো দখলদার ইসরায়েলী পুলিশ অফিসাররা। একপর্যায়ে তারা আমার কাপর খোলে ফেলতো। অনুসন্ধানের নামে আমার উপর যৌন নির্যাতন চালাতো। আমি সবসময় কাঁদতে থাকতাম।পাষবিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম।

দীনা কারমীর মতো আরো অনেক ফিলিস্তিনী মা-বোন ইসরায়েলের কারাগারে তল্লাশীর ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

এ ব্যাপারে ফিলিস্তিনের প্রিজনার সাপোর্ট এন্ড হিউম্যান রাইটস গ্রুপ 'আদামীর' এর পরিচালক সাহার ফ্রান্সিস বলেন, কারাগারে জিজ্ঞাসাবাদের সময় নারী ও শিশু বন্দীদের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য যৌন হয়রানিকে বেছে নিয়েছে দখদার ইসরায়েলী পুলিশ।

ফ্রান্সিস আরো বলেন, ইসরায়েলী বিচার ব্যবস্থা যৌন হয়রানির সাথে সম্পর্কিত অভিযোগগুলি গুরুত্বের সাথে নেয় না। আমরা ইসরায়েলী আদালত এবং জাতিসংঘে অনেক অভিযোগ নথিভুক্ত করেছি কিন্তু এখন অবধি তারা এ ব্যাপারে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

২০১৮ সালে ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরস্থ হেবরন শহরের নিজ বাড়ি থেকে দীনাকে ধরে নিয়ে যায় অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলী সৈন্যরা। এরপর ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সাথে যুক্ত হয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার তথাকথিত অভিযোগে তাকে ১৬ মাসের কারাদণ্ড দেয় দখলদার আদালত।

২০১০ সালে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সময় তার স্বামী নাশাত কারমী শহীদ হন। তাই তার একা থাকার পরিস্থিতিকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা বারবার তাকে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চাপ প্রয়োগ করতো বলে অভিযোগ করেন দীনা কারমী।

ফিলিস্তিনের পরিসংখ্যান অনুসারে, ইসরায়েলের কারাগারে বর্তমানে ৪১ জন মহিলা ও ১৬০ জন শিশুসহ প্রায় সাড়ে ৪ হাজার ফিলিস্তিনি আটক রয়েছেন।

সূত্র: ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

---

## আল-আকসা চত্বরে নাপাক ইহুদিদের অনুপ্রবেশ

জেরুসালেম বা আল কুদস শহরের মূল স্থাপনা আল আকসা চত্বরে জোর করে অনুপ্রবেশ করে ইহুদি নববর্ষ উদযাপান করেছে সন্ত্রাসী ইহুদিরা।

গতো ২০ সেপ্টেম্বর এই ঘটনা ঘটে।জেরুজালেম ওয়াকফ বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ৭০ এরও বেশি পুলিশী প্রহরায় পবিত্র মসজিদ আল-আকসা চত্বরে প্রবেশ করে ওই ইহুদিরা।

জানা যায় দখলদার ইহুদিরা নতুন বছরের 'রোশ হাশানাহ' উদযাপন করছে। রোববার শুরু হওয়া এ আয়োজন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে বলেও জানা যায়।

নাপাক ইহুদিরা নাপাক জুতো পড়ে মুসলিমদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় প্রবেশ মুসলিম জাতির হৃদয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

## মসজিদের সীমানা নির্মাণ কাজে বাধা আওয়ামী লীগ নেতার

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় একটি মসজিদ ও এতিমখানা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজে বাধা দিয়েছে এক আওয়ামী লীগ নেতা। সম্প্রতি মসজিদ কর্তৃপক্ষ সিমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ শুরু করলে তাদের বাধা দেন স্থানীয় ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেন্টু খান।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের লোহালিয়া গ্রামের পাঁচরাস্তা এলাকায় সুহাইব-রুমী জামে মসজিদ ও এতিমখানাটি গত ৩০ বছর আগে স্থানীয়দের দানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দান করা ২০ শতাংশ জমিতে মসজিদ ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে এলাকার মুসল্লীরা সেখানে নামাজ আদায় করে আসছেন।

মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. শামসুল হক জানান, ৩০ বছর আগে স্থানীয়দের দান করা ২০ শতাংশ জমির মধ্যে ২ শতাংশ জমি নিজের স্ত্রীর দাবি করে নির্মাণ কাজে বাধা দেয় আওয়ামী লীগ নেতা সেন্টু খান। এতে স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

আওয়ামী লীগ নেতা সেন্টু খান বলেন, তিনি মসজিদের জমিদাতা সোবাহান শিকদারের ছেলে দুলাল সিকদারের কাছ থেকে পৌনে ২ শতাংশ জায়গা কিনে নিয়েছেন, যা মসজিদ কমিটির দখলে রয়েছে।

ওই জমির দখল বুঝিয়ে দিতে তিনি আদালতে গেছেন। এ কারণে মসজিদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিডি প্রতিদিন

---

## ফটো রিপোর্ট | বালখের স্কুল ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করছেন তালেবানদের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন তালেবান সরকার। এরই লক্ষ্যে তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকার মাদ্রাসাগুলোর পাশাপাশি স্কুল-কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছেন তালেবান।

যার ধারাবাহিকতায়, এবার ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রিত বালখ প্রদেশের রাজধানী চরবোলাক, চামতল ও বালখের স্কুল ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করতে শুরু করেছে তালেবানদের 'কালচারাল অ্যাফেয়ার্স' কমিশনের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল। এই বিশেষ দলটি স্কুল-কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক অবস্থা দেখাশোনার পাশাপাশি শিক্ষক ও ছাত্রদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

https://alfirdaws.org/2020/09/23/42455/

## সোমালিয়া | মসজিদে অবস্থান নেওয়া ১০ জন যাত্রীকে শহিদ করেছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী

সালাতের জন্য মসজিদে অবস্থান নেওয়া যাত্রীদের উপর হামলা চালিয়ে ৮ জন মুসল্লিকে শহিদ করেছে ক্রুসেডার আমেরিকা ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দক্ষিণ-পশ্চিমে তোরেটো শহরের একটি মসজিদে সালাতের জন্য অবস্থান নেয় সফররত একটি যাত্রীবাহী গাড়ির যাত্রীরা। এসময় ক্রুসেডার আমেরিকান ও সোমালীয় স্পেশাল ফোর্স যৌথভাবে মসজিদটিতে হামলা চালায়।

শাহাদাহ্ নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২২ সেপ্টেম্বর এই জঘন্যতম অপরাধটি করেছে ক্রুসেডার মার্কিন সোমালীয় বিশেষ বাহিনী। এসময় তারা ৮ জন যাত্রীকে মসজিদের ভিতর শহিদ করেছে, এছাড়াও মসজিদের বাহিরে গাড়িতে অপেক্ষমাণ গাড়ির চালাক ও একজন মহিলাকেও ক্রুসেডার সৈন্যরা গুরুতর আহত করে।

এখানেই ক্ষান্ত হয়নি ক্রুসেডার সৈন্যরা, যাওয়ার সময় তারা মসজিদটিকেও ধ্বংস করে দেয়।

---

## খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৯৫ সৈন্য নিহত, ২ টি সেনানিবাস ও ২১টি কেন্দ্রসহ ১৯টি এলাকা বিজয়

গিজাব জেলায় কাবুল বাহিনীর উপর তালেবান মুজাহিদিনের হামলা, নিহত ও আহত ৯৫ সৈন্য, ২ টি সেনানিবাস ও ২১টি কেন্দ্রসহ ১৯টি এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন মুজাহিদিন। আল্লাহু আকবার কাবিরা

আল-ইমারাহ কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ৯দিন যাবৎ ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদিন দাই-কান্ডি প্রদেশের গিজাব জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে আসছেন। এসকল এলাকায় কাবুল বাহিনীর সামরিক কাফেলা, চৌকি ও সামরিক ঘাঁটিগুলোতে তীব্র অভিযান এখনো অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছে তালেবান।

সর্বশেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত, তালেবান মুজাহিদিন জেলাটিতে অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ২ টি সেনানিবাস ও ২১টি কেন্দ্র বিজয় করে নিয়েছেন, এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ১৯টি এলাকাসহ বিস্তীর্ণ ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

এখন পর্যন্ত এই অভিযানে মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে কাবুল বাহিনীর ৬০ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৩৫ সৈন্য, মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে আরো ৩ সৈন্য। ধ্বংস করা হয়েছে ট্যাঙ্ক ও গাড়িসহ অনেক সামরিক সরঞ্জামাদি।

মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ১টি রেঞ্জার গাড়ি, ২৪টি মোটরসাইকেল, ১টি রকেটলাঞ্চার, ২টি দূরপাল্লার মেশিনগান, ৩৭টি ক্লাশিনকোভ সহ বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জামাদি।

বিপরীতে কাবুল বাহিনীর হামলায় আহত হয়েছেন ২ জন মুজাহিদ, শহাদাত বরণ করেছেন আরো ২ জন মুজাহিদ।
تقبلهم الله تعالى

---

## ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### সোমালিয়া | মার্কিন প্রশিক্ষিত সৈন্যদের উপর হামলা, ৪৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত-আহত

সোমালিয়ার তুষামরিব শহরে শাবাব মুজাহিদদের তিন দফা হামলায় ২৪ সৈন্য নিহত, আহত আরো ২০ সৈন্য।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত দু'দিন ধরে সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের তুষামরিব শহরে তীব্র অভিযান চালাচ্ছেন। ক্রুসেডার মার্কিন কমান্ডোদের দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ এই অভিযানটি পরিচালনা করছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী থেকে এখন পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২১ সেপ্টেম্বর শহরটিতে শাবাব মুজাহিদগণ দুই দফা হামলা চালিয়েছেন, এতে সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের ১২ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছিল।

একই বাহিনীর উপর ২২ সেপ্টেম্বর মুজাহিদদের পরিচালিত তৃতীয় পর্বের হামলায় নিহত হয়েছে আরো ১২ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ১৫ সেনা সদস্য। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শহরটিতে এখনো মুজাহিদদের অভিযান চলমান রয়েছে।

---

### ইয়ামান | হুথি বিদ্রোহীদের অবস্থানে 'একিউএপি'র মর্টার হামলা, একটি ভবন ধ্বংস

ইয়ামানে মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীদের অবস্থান লক্ষ্য করে তীব্র মর্টার হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে একটি ভবনের উল্লেখযোগ্য অংশ ধ্বসে পড়েছে।

'একিউএপি'র অফিসিয়াল 'আল-মালাহিম' মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের শাওকান এলাকায় ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীদের অবস্থান লক্ষ্য করে ভারি মর্টার দ্বারা হামলা চালানো হয়েছে। যার দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্।

মুজাহিদদের উক্ত মর্টার হামলায় মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীদের একটি ভবনের অনেকাংশই ধ্বসে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এতে অনেক হুথি বিদ্রোহী হতাহতও হয়েছে।

---

## ইয়ামান | হুথি নেতা আবু ত্বহা ও তার ২ সহযোগী নিহত, মুজাহিদদের হাতে বন্দী আরো ৩ এরও অধিক

ইয়ামানে হুথি বিদ্রোহী নেতা আবু ত্বহা এর বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন আনসারুশ শরিয়াহ্ এর একজন জানবায মুজাহিদ, এতে আবু ত্বহাসহ তার ২ সহযোগী নিহত হয়েছে, বন্দী করা হয়েছে তার ভাই সহ আরো ৩ এরও অধিক ব্যক্তিকে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার ইয়ামানের বায়দা প্রদেশের জ্বি-নাঈম এলাকায় আবু ত্বহা নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে একাই একজন বুন্দুকধারী আভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে আবু ত্বহা সহ তার দুই সহযোগী নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে তার ভাই ও একজন মহিলা। পরে হামলাকারী আহতদের সহ আরো কয়েকজনকে ঐ বাড়ি থেকে বন্দী করে নিয়ে যান।

এদিকে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর অফিশিয়াল 'আল-মালাহিম' মিডিয়া থেকে এই হামলার দায় স্বীকার করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, আবু ত্বহা ছিল ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীদের প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন সিনিয়র অধিনায়ক, তার বাসায় আরো বেশ কিছু হুথি বিদ্রোহী নেতা ঐদিন একত্রিত হয়েছিল। আর ঠিক তখনই একজন জানবায মুজাহিদ উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন।

---

## পাকিস্তান | টিটিপির স্নাইপার হামলায় ২ নাপাক সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে ঘটনাস্থলেই দুই সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সার্কাই-কান্ডো সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন নাপাক সৈন্যদের টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালানো হয়েছে। অধিকাংশ সৈন্যরাই নিজেদেরকে বাঁচাতে স্থান ত্যাগ করলেও স্নাইপার হামলার শিকার হয় ২ সৈন্য। যারা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এদিকে পাকিস্তান ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় জিহাদি দল তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ উমর মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেন।

---

## খোরাসান | বিমান হামলায় নিজেদের ত্রিশ সৈন্য হত্যা করেছে কাবুল বাহিনী

আফগানিস্তানের তালেবানদের হাতে আটকা পড়া সৈন্যদেরকে সাহায্য করতে বিমান হামলা চালিয়েছে কাবুল বাহিনী। কিন্তু তালেবানদের বিপরীত সেই হামলায় প্রাণ হারিয়েছে কাবুল বাহিনীরই ৩০ সৈন্য ।

আফগানিস্তানের ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশের রাজধানী ময়দানের একটি এলাকায় গত কিছুদিন যাবৎ কাবুল বাহিনীর একটি সেনা বহরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন তালেবান মুজাহিদগণ। এসময় দফায় দফায় হামলা চলে উভয় বাহিনীর মাঝে।

এদিকে কাবুল প্রশাসনের সৈন্যরা তালেবানদের অবরুধ থেকে কোনভাবেই রেহাই না পাওয়ায়, তারা বিমান বাহিনীর নিকট সাহায্য কামনা করে। তালেবানদের হাতে আটকা পড়া সৈন্যদেরকে সাহায্য করতে পাঠানো হয় বিমান বাহিনী। তারা বিমান থেকে তীব্র হামলাও চালায়।

কিন্তু 'দুর্ভাগ্যজনক' হল- তারা নিজেদের সৈন্যদেরকেই তালেবান ভেবে বোমা হামলা চালায়। যার ফলে নিজেদের বিমান বাহিনীর হাতেই নিহত হয়েছিল কাবুল বাহিনীর ৩০ সৈন্য। ধ্বংস করে দেওয়া হয় তাদের সকল সামরিকযান।

---

## খোরাসান | কাবুল প্রশাসনের উপর তালেবানের হামলা, ৪৩ সৈন্য নিহত, বন্দী ২৩

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন, এতে কমপক্ষে ৪৯ সৈন্য নিহত হয়েছে। বন্দী হয়েছে আরো ২৩ সৈন্য।

আল-ইমারাহ কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত রবিবার সকাল ৭টায় আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের লাগবাগ জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে শক্তিশালী বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। মুজাহিদগণ প্রথমে বোমা ভর্তি একটি সামরিক ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণ করেন। এরপর তালেবান মুজাহিদগণ ঘাঁটিতে থাকা মুরতাদ সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, যতক্ষণ না সামরিক ঘাঁটিট মুজাহিদগণ বিজয় করেন ততক্ষণ এই অভিযান চলতে থাকে।

এই অভিযানের সময় মুজাহিদদের হাতে মুরতাদ বাহিনীর ১৯ সৈন্য নিহত হয়, মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছিল আরো ২৩ সেনা সদস্য। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সরঞ্জামাদি ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

অপরদিকে গজনী প্রদেশের মাকার জেলায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটি ও ৪টি চৌকিতে তীব্র সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ১৭ সৈন্য নিহহত এবং ৭ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছেন মুজাহিদিন, এসময় ট্যাঙ্কের ভিতর থাকা সকল সৈন্য নিহত হয়।

---

## ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### ফিরে দেখা | যেদিন ২৬৮ ইহুদী ও মার্কিন ক্রুসেডারকে হত্যা করেছিলেন শাবাব মুজাহিদিন

সোমালিয়ার বাহিরে ইহুদীদের মালিকানাধীন বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে প্রথমবারের মত হারাকাতুশ শাবাবের মাত্র ৪ জন মুজাহিদের ঐতিহাসীক হামলায়, নিহত ও আহত হয়েছিল ২৬৮ ইহুদী ও মার্কিন ক্রুসেডার।

আজ ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের আজকের এইদিনে প্রথমবারের মত আল-কায়েদা সোমালীয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার বাহিরে গিয়ে বীরত্বপূর্ণ কোন সফল অভিযান পরিচালনা করলেন।

ঐদিন মুজাহিদগণ কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অবস্থিত "West gate" নামক একটি বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যেটি দখলদার ইহুদীদের মালিকানাধীন একটি বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে ছিল। ইহুদী মালিকানাধীন এই কমপ্লেক্সেটি অবরুদ্ধ করেছিলেন মাত্র ৪ জন শাবাব মুজাহিদ। যারা লাগাতার ৬দিন যাবৎ কমপ্লেক্সেটি অবরুদ্ধ করে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

হারাকাতুশ শাবাবেরর উক্ত ৪ জানবায মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানে নিহত হয়েছিল ৬৮ ইহুদী ও ক্রুসেডার মার্কিনী। আহত হয়েছিল আরো ২ শতাধিক ক্রুসেডার। সর্বশেষ হারাকাতুশ শাবাব এর উক্ত লড়াকু ৪ যোদ্ধারা কমপ্লেক্সটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

## সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত ৪ সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সি প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, সোমবার জালাজদুদ রাজ্যের তুষামরিব শহরে মার্কিন কমান্ডো দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালীয় বাহিনীর একটি টিমের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। অভিযানে ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। গুরুতর আহত হয়েছে অপর এক সৈন্য। এসময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযানও ধ্বংস হয়েছে।

## আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলায় সহযোগিতা করায় কুয়েতের আমীরকে ট্রাম্পের সম্মাননা প্রদান

আফগানিস্তানের তালেবান ও ইরাকের মুসলিমদের উপর আমেরিকার হামলায় সহযোগিতা করায় কুয়েতের আমির শেখ সাবাহ আল-আহমাদ আল-জাবের আল সাবাহকে সামরিক সম্মাননা দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

গতো ১৮ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে শেখ সাবাহ আল-আহমাদকে 'দ্য লিজন অব মেরিট, ডিক্রি অব চিফ কমান্ডার' সম্মাননা দেওয়া হয়। মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদ সংস্থা খালিজ টাইমস এই খবর দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে কুয়েতের আমিরের প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, আল সাবাহ আমেরিকার অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি ইরাক ও সিরিয়ায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সাহায্যে করেছেন। এছাড়া ইরাকে 'ইরাকি ফ্রিডম' ও আফগানিস্তানে 'অপারেশন এনডিরিং ফ্রিডম' সফল করতে তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

বর্তমানে আমেরিকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন কুয়েতের এই আমীর। অসুস্থ থাকায় তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করতে পারেননি। তার পক্ষ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন তার ছেলে শেখ নাসের সাবাহ আল-আহমদ আল-সাবাহ।

সংবাদ সংস্থাটি বলছে, আমেরিকা এই সম্মাননাটিকে খুবই মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। ১৯৯১ সালের পর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে এই প্রথম কাউকে 'দ্য লিজন অব মেরিট, ডিক্রি অব চিফ কমান্ডার' সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে।

---

## ফটো রিপোর্ট | তালেবানদের নবনির্মিত একটি ক্লিনিক

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত কাপিসা প্রদেশে একটি নতুন ক্লিনিক নির্মাণ কাজ শেষ করেছেন।

নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর বর্তমানে ক্লিনিকটি থেকে জনসাধারণকে নানাধরণের সেবা দেওয়া হচ্ছে, গত কিছুদিন পূর্বে ক্লিনিকটি পরিদর্শনে যান তালেবানদের সংস্কৃতি বিষয়ক কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল।

https://alfirdaws.org/2020/09/21/42400/

---

## পাকিস্তান | মুজাহিদদের বোমা হামলায় ৩ সেনা সদস্য নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির সেনা সদস্যদের টার্গেট করে একটি বোমা হামলা চালানো হয়েছে, এতে ৩ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মাকিন সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৩ সেনা সড়স্যকে লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো হয়েছে। যখন ঐ ৩ সেনা সদস্য পায়ে হেটে টহল দিচ্ছিল।

এদিকে পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ ও শীর্ষস্থানীয় জিহাদি দল তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। দলটির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, মুজাহিদগণ নাপাক বাহিনীর পদাতিক ৩ সেনা সদস্যকে লক্ষ্য করে রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এতে উক্ত ৩ সেনা সদস্য নিহত হয়। পরে দীর্ঘ সময় যাবৎ উক্ত সেনাদের লাশ ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

---

## খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় কাবুল বাহিনীর ২৩ সেনা সদস্য নিহত

আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক ২টি হামলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর কমপক্ষে ২৩ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-ইমারাহ কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত রবিবার মধ্যরাতে দাইকান্ডি প্রদেশের কাজরান জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ২টি সামরিক চৌকিতে সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৬ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। অন্য সৈন্যরা জীবন বাঁচাতে উক্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিল।

মুরতাদ বাহিনীর পলায়নের পর মুজাহিদগণ উভয় সেনা চৌকি নিজেদের দখলে নেন এবং অনেক গনিমত লাভ করেন।

একই রাতে হেলমান্দ প্রদেশের নাওয়াহ জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর আরো ২টি সেনা চৌকিতে হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ১১ সৈন্য নিহত এবং ৬ সৈন্য আহত হয়েছিল।

সর্বশেষ মুজাহিদগণ উভয় সেনা চৌকি বিজয় করেন, এবং ৪টি ক্লাশিনকোভ, ১টি মেশিনগান, ১টি রকেটলঞ্চার এবং ১টি মোটরসাইকেল গনিমত লাভ করেন।

---

## ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৩১ কাবুল সেনা সদস্য নিহত ও আহত, সামরিক বেস বিজয়

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের পৃথক ২টি হামলায় কাবুল বাহিনীর ৩১ সৈন নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-ইমারাহ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত ১১ টার সময় আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের লাগবাগ জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক ইউনিট টার্গেট করে সফল হামলা চেলান তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে সামরিক ইউনিট বিজয়, ৬টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ৮ সৈন্যকে হত্যা ও ১০ সৈন্যকে আহত করতেও সক্ষম হয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ একটি গাড়িও গনিমত লাভ করেছেন।

একইদিন সকালে ইয়াহ ইয়াহ খান জেলায় মুরতাদ কাবুল সৈন্যদের একটি সামরিক বহরের উপর একটি সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ৮ সৈন্য নিহত ও ৫ সৈন্য আহত হয়।

---

### পাকিস্তান | টিটিপির সফল হামলায় ২ নাপাক সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর টুটিয়ানো-কুন্ডু সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি সফল অভিযানে দুই নাপাক সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে বাজুর এজেন্সীর টুটিয়ানো-কুন্ডু সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে ২ সৈন্য নিহত হয়।

এদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হা.) এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, সৈন্যদের উপর তখনই হামলা চালানো হয়েছে যখন বেসামরিক পোশাকে এক সৈন্য অন্যান্য সৈন্যদের নির্দেশ দিচ্ছিলো। যার ফলে ঘটনাস্থলেই নির্দেশদাতা সৈন্যসহ আরো এক সৈন্য নিহত করা হয়েছে।

---

### খোরাসান | মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিমান হামলায় ৪০ জন বেসামরিক নাগরিক হতাহত

আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কুন্দুজ প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিমান হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছে। গত শনিবার দুপুর বেলায় এই হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছে আফগান তালেবান।

কাবুল সরকারের নিযুক্ত কুন্দুজের প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে , কাবুল বাহিনীর একাধিক বিমান হামলায় কমপক্ষে ১১ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। এছাড়া কমপক্ষে আরো ১০ জন আহত হয়েছে।

তবে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিমান হামলায় মহিলা ও শিশুসহ কমপক্ষে ২৩ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো ১৭ জন।

انا لله وانآ اليہ راجعون

আফগানিস্তানের দীর্ঘ ১৮ বছরের যুদ্ধে অবসানে যখন আমেরিকার গোলাম কাবুল সরকার তালেবানের সঙ্গে আন্তঃআফগান আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই এই মর্মান্তিক হামলা চালালো কাবুল বাহিনী। অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, এই হামলার ফলে তালেবান এখন কঠিন সিদ্ধান্তই নিবে, ভেস্তে যেতে পারে কাবুল হুকুমতের সাথে তালেবানদের আন্তঃআফগান সংলাপ।

---

## পাকিস্তান | দুই মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সদস্যকে হত্যা করেছে টিটিপি

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মোটরসাইকেল আরোহী দেশটির মুরতাদ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স (এমআই) এর দুই সদস্যকে গুলে করে হত্যা করা হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার দুপর বেলায় উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিলগা সীমান্তে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই দেশটির মুরতাদ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স (এমআই) এর উক্ত দুই সদস্য নিহত হয়েছে।

এদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, নিহত ব্যক্তিরা সামরিক গোয়েন্দা কর্মী ছিল, যাদেরকে মুজাহিদদের গোপন ইউনিটের জোড়াল তথ্যের ভিত্তিতে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে, মুজাহিদগণ নিহত গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে একটি পিস্তল জব্দ করেছেন এবং তাঁরা অভিযান শেষে নিরাপদে ফিরে এসেছেন।

সর্বশেষ তিনি 'এমআই' সহ সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তারা উপজাতিদের উপর অত্যাচারকারী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে এবং মুজাহিদদের বিরোধিতা করে কোন সফলতা পাবেনা, মহান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় অচীরেই তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হবে।

---

## সোমালিয়া | শাবাব যোদ্ধাদের হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ৪ সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

'শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী' কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর রোজ শনিবার, সোমালিয়ার হাইরান ও যুবা রাজ্যে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর অবস্থানে দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এরমধ্যে হাইরান রাজ্যের বালদুইন শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

অপরদিকে যুবা প্রদেশের কাদা এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি অবস্থানে হামলা চালালে ১ সোমালীয় সৈন্য নিহত হয়।

---

## সাবরা ও শাতিলায় ৩ দিনে ৫ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে ইসরায়েল

১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর লেবাননে ফিলিস্তিনিদের ওই দু'টি শরণার্থী শিবিরে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম এ ভয়াবহ গণহত্যা চালানো হয়েছিল। তিনদিন ধরে চালানো ওই গণহত্যায় বহু ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয় যাদের বেশিরভাগই ছিল নিরীহ নারী, শিশু ও বয়স্ক মানুষ। নিহতদের মধ্যে ততকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবাননের অনেক নাগরিকও ছিলো।

১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরায়েলি হামলা এবং তারা বৈরুত দখল করে নেয়ার পর সাবরা ও শাতিলা ফিলিস্তিন শরণার্থী শিবিরে ওই গণহত্যা চালানো হয়। সে সময় এরিয়েল শ্যারন দখলদার ইসরায়েলের যুদ্ধমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলো। শ্যারন লেবাননের সামির জাজা ও ইয়ালি হাবিকের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী খ্রিস্টান ফ্যালাঞ্জিস্ট আধা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় সাবরা ও শাতিলা শরণার্থী শিবির দু'টিতে গণহত্যা চালিয়েছিলো। এ গণহত্যায় নিহত হয় অন্ততঃ ৫ হাজার ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশু। নিহতদের মধ্যে ১৪০ জন ছিল লেবাননের নাগরিক।

ওই গণহত্যার পর তৎকালীন যুদ্ধমন্ত্রী সন্ত্রাসী এরিয়েল শ্যারন মানুষের কাছে সাবরা ও শাতিলার কষাই হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করে। অবশ্য ওই গণহত্যার ঘটনা ইহুদিবাদী ইসরায়েলের প্রথম কিংবা শেষ অপরাধযজ্ঞ ছিলো না। সাবরা ও শাতিলা শরণার্থী শিবিরে গণহত্যার আগেও ইহুদিবাদী ইসরাইল দেইর ইয়াসিন ও গ্বাফ্ফর কাসেম এলাকায়ও ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্মম গণহত্যা চালিয়েছিল। সাবরা ও শাতিলার ঘটনার পরও ইসরায়েলের

অপরাধযজ্ঞ অব্যাহত থাকে। ইসরায়েলি সেনারা লেবাননের কানা এলাকার নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা ছাড়াও ফিলিস্তিনে জেনিন ও রাফা এলাকায়ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলো।

লেবাননের সাবরা ও শাতিলা ফিলিস্তিন শরণার্থী শিবিরে মাত্র তিন দিনে প্রায় ৫০০০ লোককে হত্যা করা হলেও এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমাজের নীরবতার তীব্র প্রতিবাদ জানায় বিশ্বের সাধারণ জনগণ। জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদ সমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যসহ বিভিন্ন দেশের আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে সাবরা ও শাতিলা শরণার্থী শিবিরে গণহত্যার জন্য তারা ইহুদিবাদী ইসরাইলকে দায়ী করে। প্রতিবেদনে এ ঘটনাকে মানবতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধ হিসেবে অভিহিত করে বলা হয় এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আন্তর্জাতিক সমাজ ইসরায়েলের ও তার অনুচরদের শাস্তির দাবি জানালেও আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা পাশ্চাত্যের দেশগুলো আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কোন মুসলিম রাষ্ট্র এগিয়ে আসেনি এর বিচার বা প্রতিশোধ নিতে। এ কারণে দখলদার ইসরায়েল আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং ফিলিস্তিনসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে একই ধরনের অপরাধযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে।

---

## ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

### অনুষ্ঠিত হলো আল্লামা আহমাদ শফীর জানাযার সালাত

আল্লামা শাহ আহমাদ শফী রহিমাহুল্লাহর জানাযার সালাত আজ শনিবার বাদ জোহর চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। লাখো মুসল্লির উপস্থিতিতে জানাযার সালাত পড়িয়েছেন মরহুমের বড় ছেলে মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ ইউসুফ।

দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে আলেম-উলামা, মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং সাধারণ মুসলিমদের ঢল নামে আল্লামা আহমাদ শফী রহিমাহুল্লাহের জানাযায়। প্রবীণ এই আলেমে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসায় উপস্থিত মুসল্লিরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

এর আগে শুক্রবার (১৮ই সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকার আজগর আলী হাসপাতালে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন আল্লামা আহমাদ শফী রহিমাহুল্লাহ। পরে আজ সকালে চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয় তাঁর লাশ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দুপুর ২টায় হাটহাজারীতে জানাযার সালাত অনুষ্ঠিত হয়।

---

## ফটো রিপোর্ট | শিশুদের জন্য একটি স্কুল ও মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ শেষ করেছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে শিক্ষার জন্য জোড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, শহর ও গ্রামে গ্রামে নির্মাণ করছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

এরই ধারাবাহিকতা মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত ফারাহ প্রদেশের বালু-বালুক জেলার শিওয়ান ও গ্রানী গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকার শিশুদের জন্য একটি স্কুল ও মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ শেষ করেছেন।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে তা পরিদর্শনে যান ইমারতে ইসলামিয়ার একটি প্রতিনিধিদল।

https://alfirdaws.org/2020/09/19/42370/

---

# ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

## বুর্কিনা-ফাসো | মুজাহিদদের হামলায় ১১ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত

পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের এক হামলায় বুর্কিনি ক্রুসেডারদের ১১ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

'সাবাত নিউজ' এর খবরে বলা হয়েছে, ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল বেলায় বুর্কিনা-ফাসোর উত্তর সিমো রাজ্যে দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের লক্ষ্য করে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন 'জিএনআইএম' এর মুজাহিদিন। এতে দেশটির ৫ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরো ৬ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে ক্রুসেডার সৈন্যদের ২টি সামরিযানও।

অভিযান শেষে আল-কায়েদা মুজাহিদিন ক্রুসেডার বাহিনী থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, ইয়ামান ও মালির পর পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোও এখন আল-কায়েদা যোদ্ধাদের মজবুত এক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

দেশটির বিস্তীর্ণ এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শরিয়াহ্ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। মুরতাদ ও ক্রুসেডার বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে একের পর এক এলাকা বিজয়ের মাধ্যমে যার সীমানা এখন বৃদ্ধি পেয়েই চলছে, আলহামদুলিল্লাহ।

## পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল এক পুলিশ সদস্য

পাকিস্তানে একের পর এক টার্গেট করে হত্যা করা হচ্ছে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর সদস্যদের, বিশেষ করে দেশটির জিহাদি গ্রুপগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর এধরণের হামলা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরি ধারাবাহিকতায় ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, করাচির কোরঙ্গি জেলার গোডাম চৌরঙ্গি এলাকার কাছে 'আরিফ খান' নামক এক মুরতাদ পুলিশ সদস্যকে টার্গেট করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় উক্ত পুলিশ সদস্য।

হামলার পর তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ হামলার দায় স্বীকার করেন।

---

## সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় মন্ত্রীসহ ১১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ২টি সামরিযান ধ্বংস

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক হামলায় সোমালীয় এক মন্ত্রীসহ ১১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে ২টি সামরিকযান।

খবরে বলা হয়েছে, শাবেলী সুফলা রাজ্যের আউদাকলী শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে সোমালীয় ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ সৈন্য আহত।

শাহাদাহ্ নিউজ থেকে জানা গেছে, ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর সামরিক সরঞ্জামবাহী একটি সামরিক ট্রাক লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালালে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে, এসময় সরঞ্জামবাহী ট্রাকটিও ধ্বংস হয়।

এইদিন একই রাজ্যের জোহার শহরে অন্য একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে হর্ষবিলি প্রশাসনের 'নূর হাশী' নামক এক মন্ত্রী নিহত হয়।

এর আগে অর্থাৎ গত ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল, ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটি।

---

## সোমালিয়া | ফের মার্কিন ড্রোন আটক করল শাবাব মুজাহিদিন

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী জানিয়েছে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন একটি মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করেছেন। ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দক্ষিণ-পশ্চিম তোরাটো শহরে বিমানটি উড়তে দেখা গিয়েছিল। এই ঘটনার পর ততক্ষণাৎ শাবাব মুজাহিদিন ড্রোনটি ভূপাতিত করার চেষ্টা শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে তাঁরা সফলতাও লাভ করেন।

পরে ড্রোনটি আটক করে নিয়ে যান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

---

## আল্লামা আহমাদ শফী রহ. আর নেই

দেশ বরেণ্য আলেম আল্লামা আহমদ শফী রহ. ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি রাজধানীর আজগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

এর আগে শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় হেফাজত ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীর শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় তাকে ঢাকায় আনা হয়েছিল। এরপরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে থাকা আল্লামা শফীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে শুক্রবার সন্ধ্যার আগে ঢাকায় এনে আজগর আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উল্লেখ্য, শতবর্ষী আল্লামা আহমদ শফী রহ. দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার পাশাপাশি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

বর্ষীয়ান এই আলেমের প্রয়াণে দেশের দীনী অঙ্গন একজন অভিভাবক হারালো।

---

## হাটহাজারীর ছাত্র-আন্দোলন : ছাত্রদের সব দাবি মেনে নিয়েছেন মাদরাসার শূরা কমিটি

দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদরাসায় দুর্নীতিবাজ ও দালালদের বিরুদ্ধে ছাত্র-আন্দোলনের দুই দিনের মাথাতেই ছাত্রদের সকল দাবি মেনে নেওয়া হলো। মাদরাসাটির শূরা সদস্যদের জরুরি বৈঠক শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

দীর্ঘদিন ধরে কওমী অঙ্গনে আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা.বা. এর ছেলে মাওলানা আনাস ও তার কিছু সহযোগীদের নিয়ে গঠিত সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এই সিন্ডিকেটের বেশকিছু অপকর্ম প্রকাশ্যে আসলে কওমী ছাত্রদের মাঝে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেই থেকে দেশের প্রধানতম দ্বীনি শিক্ষাঙ্গন কওমী মাদরাসাগুলোকে এসকল দুর্নীতিবাজ দালালগোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সচেতন উলামা-তলাবাগণ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে লেখালেখি করে আসছেন। অনলাইনের মাধ্যমে জানানো এই প্রতিবাদ সর্বশেষ হাটহাজারী মাদরাসায় ছাত্র-আন্দোলনের মাধ্যমে দালালগোষ্ঠীর উৎখাতের পর একটা নতুন মাত্রা পেলো।

মাদরাসার ছাত্রদের আন্দোলনে সাড়া দিয়ে মাদরাসার শূরা কমিটির কয়েকজন সদস্য প্রাথমিকভাবে বুধবার এবং পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার জরুরি বৈঠকে বসেন। বুধবারের বৈঠকে মাওলানা আনাস মাদানীকে বহিষ্কার এবং ছাত্রদেরকে কোনোভাবেই হয়রানি না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি শনিবারে পূর্নাঙ্গ শূরা বসার কথা জানানো হয়। কিন্তু, বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে মাদরাসা বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়ার আভাস পেয়ে ছাত্ররা ঐদিনই শূরা বৈঠকের আহ্বান জানান। ছাত্রদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে শূরা সদস্যগণ বৈঠকে বসেন। দীর্ঘক্ষণ বৈঠক শেষে বুধবারের গৃহীত সিদ্ধান্তসহ ছাত্রদের সকল দাবি মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত দেন তাঁরা। সিদ্ধান্তগুলো হলো-

১. মাওলানা আনাস মাদানীকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার।

২. ছাত্রদেরকে কোনোভাবে হয়রানী করা যাবে না।

৩. আল্লামা আহমদ শফী দা.বা. মুহতামিমের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। মাদরাসার মজলিসে শূরার পরামর্শে তাঁকে সদরে মুহতামিম বা উপদেষ্টা পদে রাখা হয়েছে।

৪. মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব এখন শূরা কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

৫. মাদরাসার আরেকজন শিক্ষক নুরুল ইসলাম কক্সবাজারীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

শূরা কমিটির এই সিদ্ধান্তে আনন্দিত হয়েছেন মাদরাসার শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে বলে আন্দোলনকে সমাপ্ত ঘোষণা করেছেন তারা।

এদিকে ছাত্রদের এই দুর্নীতিবিরোধী ন্যায্য আন্দোলনকে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব বলে অপপ্রচার করছে ইসলামবিদ্বেষী পত্রিকা বিবিসি বাংলাসহ অন্যান্য হলুদ মিডিয়াগুলো। কথিত বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার নামে তারা সবসময় কৌশলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তাদের এমন নিকৃষ্ট অপপ্রচারের ব্যাপারে ছাত্ররা নিন্দা জানিয়েছেন।

---

## আমাদের মাদ্রাসা সরকারি নয়, মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত সরকার দিতে পারে না: আন্দোলনরত ছাত্ররা

চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসা বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করেছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

মাদ্রাসাটি যেহেতু সরকারি নয়— সেজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমন ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার নেই জানিয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

মাদ্রাসার শুরা কমিটিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই ঘোষণাকে প্রত্যাখান করেছে বলে খবর মিললেও সেটা তাৎক্ষণিক যাচাই করা যায়নি।

বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে আটটার দিকে মাদ্রাসার মসজিদের মাইক থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

মাইকে শিক্ষার্থীরা বলেন, 'আমাদের মাদ্রাসা সরকারি নয়। তাই এই মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত সরকার দিতে পারে না।'

---

## সীমান্তে উত্তেজনা ও সেনা মৃত্যুর পরেও চীনের কাছ থেকে মোটা ঋণ নিয়েছে ভারত

সীমান্তে বাজছে যুদ্ধের দামামা। চার দশক পর চীন সীমান্তে আবারও রক্ত ঝরেছে ভারতীয় সেনাদের, প্রাণ হারিয়েছেন ২০ জন। দেশপ্রেমের জিগির তুলে শতাধিক চীনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছে ভারত সরকার। তবে সেগুলো কি শুধুই লোকদেখানো? প্রশ্নটা এবার সবার মুখেই। কারণ, সীমান্তে এই উত্তেজনার মধ্যেই চীনের একটি ব্যাংক থেকে নয় হাজার কোটি রুপি ঋণ নিয়েছে ভারত।

বুধবার ভারতীয় পার্লামেন্টে চীনের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দেশটির কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তিনি জানিয়েছেন, অবঠামো খাতে উন্নয়নের জন্য চীনের এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) সঙ্গে দু'টি ঋণচুক্তি করেছে ভারত সরকার। প্রায় ৩ হাজার ৬৭৬ কোটি রুপির প্রথম চুক্তিটি সই হয় গত ৮ মে।

দ্বিতীয় ঋণচুক্তিতে প্রায় ৫ হাজার ৫১৪ কোটি রুপি পেয়েছে ভারত। এই চুক্তিটি হয়েছিল গত ১৯ জুন, অর্থাৎ ১৫ জুন সীমান্ত সংঘর্ষে ভারতীয় সেনারা প্রাণ হারানোর চারদিন পরেই।

এই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। তাদের দাবি, যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের চোখে ধুলো দিচ্ছে। কারণ, সীমান্তে যতই উত্তেজনা থাক, চীনের সঙ্গে আর্থিক-কূটনৈতিক সব সম্পর্কই বজায় রেখেছে মোদি সরকার। বলা হচ্ছে, চীনের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে বলেই দেশটির বিরুদ্ধে সুর নরম ভারত সরকারের।

---

# ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

## ইয়ামান | মুরতাদ হুতি বিদ্রোহীদের উপর আল-কায়েদার হামলা, নিহত অন্তত ৩

মুরতাদ হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছেন আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা আনসারুশ শরিয়াহর(একিউএপি) মুজাহিদিন।

সাবাত নিউজ ও ইয়ামান ভিত্তিক আল-কায়েদা সমর্থিত গণমাধ্যমগুলো জানায়, বুধবার থেকে ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে ইরানের মদদপুষ্ট মুরতাদ হুতি বিদ্রোহীদের উপর পুনরায় হামলা চালাতে শুরু করেন একিউএপি মুজাহিদিন। এরই ধারাবাহিতায় এদিন হুতিদের অবস্থান টার্গেট করে চালানো এক হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবারও হামলা-অভিযান অব্যাহত রেখেছেন মুজাহিদিন।

---

## পাকিস্তান | টহলরত মুরতাদ সৈন্যদের টার্গেট করে টিটিপির হামলা, নিহত ২

মুরতাদ পাক সরকারের টহলরত বাহিনীর উপর টিটিপির মাইন হামলায় ২ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত আরো ১। বুধবার পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মিরআলী সীমান্তে এ হামলা চালানো হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

---

## ফটো রিপোর্ট | খালিদ বিন ওয়ালিদ সামরিক ক্যাম্প থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করা অর্ধশত তালেবান মুজাহিদ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সামরিক কমিশনের অধীনে খালিদ বিন ওয়ালিদ মুয়াসকার ক্যাম্প(সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) থেকে কয়েক ডজন তালেবান মুজাহিদ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। এসকল তালেবান মুজাহিদিন কমান্ডো প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে সামরিক দক্ষতা অর্জন করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/09/17/42331/

---

## হাটহাজারী মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা, দুর্নীতিবাজদের প্রতিরক্ষায় সরকারি হস্তক্ষেপ

চট্টগ্রামের মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা অনির্দিষ্টকালীন বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেয়া হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব সৈয়দ আসগর আলী স্বাক্ষরিত ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'গত ২৪ আগস্ট কওমি মাদ্রাসাসমূহের কিতাব বিভাগের কার্যক্রম শুরু ও পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু আরোপিত শর্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসাটি পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নির্দেশক্রমে বন্ধ করা হলো।'

এই প্রজ্ঞাপন শতভাগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আন্দোলন স্তিমিত করে দিতেই সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা।

এর আগে হাটহাজারী মাদরাসার দুর্নীতিবাজ দালাল চক্রও একই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ছাত্রদের অনড় অবস্থা দেখে মাদরাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় তারা। তাই এবার করোনার অজুহাত দেখিয়ে ঘোষণাটা আনা হলো সরকারের পক্ষ থেকে। এই প্রজ্ঞাপন জারি করানোর জন্য যে দালালচক্র সরকারের ধরনা দিয়েছে তা বুঝা বাকি থাকার কথা নয়।

সরকারের এই প্রজ্ঞাপন স্পষ্টভাবে দুর্নীতিবাজদের পক্ষাবলম্বন। দালালদের বাঁচাতেই মাদরাসা বন্ধের এই ঘোষণা।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সরকারের এই সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে ভারতীয় ইন্ধন। আন্দোলন নস্যাতে দিল্লি থেকে কলকাঠি নাড়ছে হিন্দুত্ববাদীরা।

---

## কাশ্মীরকে হিন্দু রাজ্য বানাতে ৫০ হাজার মন্দির নির্মাণ করবে মোদি সরকার

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মীরকে খুব দ্রুত হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে রূপ দিতে ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি।

এ লক্ষ্যে প্রদেশটিতে প্রায় ৫০ হাজার মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেছে মোদি সরকার।

কাশ্মীরি সংবাদমাধ্যমের সূত্রে ডেইলি জং উর্দু জানিয়েছে, জরাজীর্ণ মন্দিরসমূহ পুনর্নির্মাণের নামে ঐতিহাসিক মসজিদ ও মাজারগুলোকে টার্গেট করেছে মোদি সরকার।

এর দ্বারা কার্যত আরএসএস ও বিজেপি সুপরিকল্পিত প্রদেশটিকে হিন্দুত্ববাদী অঞ্চলে পরিণত করতে চায়।

ভারত সরকার দাবি করেছে, এসব মসজিদ হিন্দুদের পুরনো ধর্মীয় স্থানসমূহে স্থাপন করা হয়েছিল।

কাশ্মীরি বিভিন্ন গণমাধ্যম জানিয়েছে, সম্প্রতি দখলকৃত অঞ্চলসমূহে বিশেষ সেনা টহল বাড়ানো হয়েছে।

---

## হাটহাজারিতে দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ার দাবিতে আন্দোলন, আনাস মাদানীকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত

চট্টগ্রামের দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় দুর্নীতিবাজদের উৎখাতে আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার জোহরের পর ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলনের ডাক দেন তারা।

বৃদ্ধ পিতার অসুস্থতার সুযোগে দীর্ঘদিন ধরে হাটহাজারী মাদরাসা ও কওমী অঙ্গনে ত্রাস সৃষ্টি করে আসছেন আল্লামা আহমদ শফীর (দা.বা.) ছেলে আনাস মাদানী। তার পৃষ্ঠপোষকতা ও নেতৃত্বে একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে কওমী অঙ্গনে। বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িত এই সিন্ডিকেটের সদস্যরা। প্রশ্নপত্র ফাঁস, অন্যায়ভাবে অর্থসম্পদ আত্মসাৎ, সত্যনিষ্ঠ শিক্ষকদের হয়রানি, বিনা দোষে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করা, অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজদের হাতে ক্ষমতা ও শিক্ষা কার্যক্রমের দায়িত্ব দেওয়া, সাধারণ শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করাসহ আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর মতো প্রখ্যাত মুত্তাকি আলেমকে নানাভাবে অবজ্ঞা ও হয়রানি করার অভিযোগও রয়েছে এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে।

এসকল অপকর্মের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই ফুঁসছিলেন কওমি অঙ্গনের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এরই প্রেক্ষিতে বুধবার হাটহাজারী মাদরাসার ছাত্রবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নামেন। ফটক বন্ধ করে তারা মাদরাসার ভেতরে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করতে থাকেন। আন্দোলনকালীন ক্যাম্পাসের বাইরে সরকারের র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতি আলাদা শঙ্কা তৈরি করে। যদিও সরকারি বাহিনী এখন পর্যন্ত আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করেনি, তবে তাদের উপস্থিতিতে শংকিত হয়ে অনেকে ৫ই মে-র কালোরাতের কথা স্মরণ করছেন। ২০১৩ সালের ৫ই মে ঢাকায় সরকারের পোষ্য বাহিনী ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের উপর নির্মম গণহত্যা চালায়। এরকম কোনো গণহত্যার পুনরাবৃত্তি চান না তারা। তাই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সরকারি বাহিনীকে বার বার অনুরোধ করেছেন যেন তাদের এই ন্যায্য আন্দোলনে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করা হয়।

এদিকে, সারাদেশের সচেতন ছাত্র-শিক্ষক হাটহাজারীর এই ছাত্র আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। ইসলামি অঙ্গনের লেখক, বরেণ্য আলিম, সচেতন মুসলিম—সকলে এই আন্দোলনকে যৌক্তিক আখ্যা দিয়েছেন। হাটহাজারী এলাকার সচেতন জনসাধারণও শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মাদরাসায় আন্দোলনরত ছাত্রদেরকে জরুরি খাবার সরবরাহ করেছেন।

এসময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা প্রাণের শিক্ষাঙ্গনকে দালাল ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে ৫ দফা দাবি ঘোষণা করেন। দাবিগুলো হলো,

১. মাওলানা আনাস মাদানীকে অনতিবিলম্বে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করতে হবে।
২. ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে এবং সকল প্রকার হয়রানি বন্ধ করতে হবে।
৩. আল্লামা আহমদ শফী সাহেব অক্ষম হওয়ায় মহাপরিচালকের পদ থেকে তাঁকে সম্মানজনকভাবে অব্যাহতি দিয়ে উপদেষ্টা হিসেবে রাখতে হবে।

৪. শিক্ষকদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ-বিয়োগকে শুরার কাছে পূর্ণ ন্যস্ত করতে হবে।
৫. বিগত শুরার হক্কানী আলেমদেরকে পুনর্বহাল ও বিতর্কিত সদস্যদের পদচ্যুত করতে হবে।

এদিকে চলমান আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গতকালই কয়েকজন সদস্য নিয়ে শুরার জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে তারা দুটি দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন এবং আগামী শনিবার বাকি শুরা সদস্যদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানান। রাত ১০টা নাগাদ শুরার অন্যতম সদস্য মাওলানা নোমান ফয়েজী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সামনে শুরার এ সিদ্ধান্ত পাঠ করে শোনান। এখন পর্যন্ত যে দাবিগুলো মানার ঘোষণা এসেছে তা হলো-

১ মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আনাস মাদানীকে মাদরাসা থেকে অব্যাহতি দেওয়া।
২ আজ থেকে হাটহাজারীতে অধ্যয়নরত কোনো শিক্ষার্থীকে হয়রানী না করা।

তবে সবগুলো দাবি মেনে নেওয়ার আগ পর্যন্ত মাদরাসার ক্লাস ও পরীক্ষাসহ সকল একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এছাড়া এরকম ন্যায্য আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করা হলে দেশের সকল মাদরাসায় আন্দোলনের দাবানল জ্বলে ওঠবে এবং দাবি আদায়ে জেল-জুলুমসহ সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্যও ছাত্ররা প্রস্তুত বলেও জানিয়ে রেখেছেন আন্দোলনকারীরা।

অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের এমন ন্যায্য আন্দোলন ঘিরে উদ্দেশ্যপ্রোণিতদিতভাবে মিথ্যাচার করছে দেশের হলুদ মিডিয়াগুলো। ইসলামবিদ্বেষী পত্রিকা *বিবিসি বাংলা* এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। দালাল ও দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ার ছাত্র-আন্দোলনকে তারা নেতৃত্ব বা ক্ষমতা দখলের লড়াই বলে উপস্থাপন করছে। হলুদ মিডিয়ার এমন নিকৃষ্ট আচরণের নিন্দা জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

সর্বশেষ তথ্যমতে, আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে হাটহাজারী মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করার আভাস পেয়ে ছাত্ররা আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে আবারো আন্দোলনে নেমেছেন। তারা এখন শনিবারে অনুষ্ঠিতব্য শুরা বৈঠকের জন্য অপেক্ষা করতে নারাজ; বরং আজই শুরা সদস্যদের হেলিকপ্টারে নিয়ে এসে শুরা বৈঠক আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন।

---

## সৌদি আরব 'ঠিক সময়ে' ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিবে: ট্রাম্প

বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পর সৌদি আরবও দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এমন কথা বলেন। খবর এএফপি'র।

মধ্যপ্রাচ্যের দুই আরব দেশের পদক্ষেপ সৌদিও অনুসরণ করবে কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, আমি সৌদি আরবের সঙ্গে কথা বলেছি। সঠিক সময়ে এই সিদ্ধান্ত আসবে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, সাত, আট বা নয়টির বেশি দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে।

এরইমধ্যে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সই করেছে দুই গাদ্দার রাষ্ট্র বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

হোয়াইট হাউসে মঙ্গলবার দুপুরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতিতে বহুল বিতর্কিত ইসরাইল-বাহরাইন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ান ও বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল লতিফ আল জায়ানি নিজ নিজ দেশের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে এদিন এক জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ট্রাম্প। সংশ্লিষ্ট তিনটি দেশের প্রায় ৭০০ অতিথি উপস্থিত ছিল অনুষ্ঠানে।

---

## সন্ত্রাসী আওয়ামী বাহিনীর আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৩৫

ঝিনাইদহে সন্ত্রাসী আওয়ামী বাহিনীর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু'দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছে। আজ সকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সোহাগপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুল ইসলাম ও রুজদার আলীর মধ্যে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। আজ সকালে আশরাফুল ইসলাম বিরোধপূর্ণ স্থানীয় গজারিয়া বিলে মাছ ধরতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়।

আহতদের উদ্ধার করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিডি প্রতিদিন

---

## কয়েক ঘণ্টায় পেঁয়াজের দামে সেঞ্চুরি

পেঁয়াজের বাজারে নৈরাজ্যের পুনরাবৃত্তি হলো। গত বছর ভারত রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ার খবরে রাতারাতি যেভাবে দাম চড়ে গিয়েছিল, এবারও তাই হলো। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে শতক পার করেছে পেঁয়াজের কেজি। সোমবার ভারত হঠাৎ পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের কথা জানায়। এরপর দফায় দফায় দাম বেড়ে গতকাল পর্যন্ত খুচরা বাজারে দেশি পেঁয়াজ ১০০ টাকা পার হয়ে গেছে। আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজের দামও বাড়িয়ে খুচরা বিক্রেতারা ৮০ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি করেন।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, দাম বৃদ্ধির পাইকারি ও খুচরা সব বাজারেই রয়েছে। এর পেছনে একমাত্র কারণ হলো ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, দেশে পেঁয়াজের চাহিদার ৮০ শতাংশ আসে ভারত থেকে। গত বছর ১৩ সেপ্টেম্বর ভারত টনপ্রতি পেঁয়াজের দাম ন্যূনতম ৮৫০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করে দেয়। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর রপ্তানি বন্ধ করে। এরপর দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বাড়তে বাড়তে তিন শ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে।

কৃষি বিভাগের তথ্য অনুসারে, দেশে পেঁয়াজের চাহিদা বছরে ২৫ লাখ মেট্রিক টন। এর বিপরীতে ২৫ লাখ টনের বেশি উৎপাদন হয়েছে। পেঁয়াজ একটি পচনশীল পণ্য, প্রায় ২৫ শতাংশ পচে যায়। সেই হিসাবে পেঁয়াজের প্রকৃত উৎপাদন ১৯ লাখ টনের বেশি।

বাংলাদেশে ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) তথ্য অনুসারে, গত অর্থবছরে (২০১৯-২০) পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে ৪ দশমিক ৫৯ লাখ মেট্রিক টন। এর আগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে ১০ দশমিক ৯১ লাখ টন। গত জুলাই ও আগস্ট মাসে আমদানি হয়েছে এক লাখ ৮৪ হাজার টন।

বাজার পরিস্থিতি : গতকাল দুপুরে কারওয়ান বাজারের পাইকারি বাজারে গিয়ে দেখা যায়, পেঁয়াজের বাজার বেশ চড়া। ক্রেতা-বিক্রেতারা চরম অস্থির। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি বুঝি বাজারের সব পেঁয়াজ শেষ হয়ে যাবে। তাই দামেও বারবার পরিবর্তন আসছিল। নতুন কেউ এসে বিক্রেতাদের কাছে দাম জানতে চাইলেই কেজিতে ৫-১০ টাকা বেশি চাইছেন। দুপুর ১২টায় বাজারে ঢুকে দেশি পেঁয়াজ ৪০০ টাকা পাল্লা (৮০ টাকা কেজি) দেখা গেল। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৪৫০ টাকায় (৯০ টাকা কেজি) বিক্রি শুরু করলেন বিক্রেতারা। ২.৩০টায় বের হওয়ার সময় এক বিক্রেতার কাছে জানতে চাইলে ৫০০ টাকা পাল্লা (১০০ টাকা কেজি) দাম চাইলেন। একই অবস্থা আমদানি করা পেঁয়াজের দামেও। বিকেল পর্যন্ত কারওয়ান বাজারে আমদানি করা পেঁয়াজের দাম ওঠে ৩০০ টাকা পাল্লা বা ৬০ টাকা কেজি।

টিসিবির হিসাবে গত এক মাসে দেশি পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ১৪০ শতাংশ। আর আমদানি করা পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ১৮১ শতাংশ।

পেঁয়াজের বাজারে এমন অস্থিরতার মধ্যে গতকাল রাজধানীর ঢালি বাজার থেকে আলম নামের এক ক্রেতাকে দুই ব্যাগে মোট ১৫ কেজি পেঁয়াজ নিয়ে বাসায় ফিরতে দেখা গেল। আলম বলেন, 'গত বছরও সরকার বলেছিল মজুদ পর্যাপ্ত। কিন্তু তার পরও দাম বেড়ে ২৫০ টাকায় উঠেছিল। তাই এবার আর ভুল করব না।'

ঢাকার বাইরের পরিস্থিতি : রাজধানী ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায়ও পেঁয়াজের বাজার চড়া। দেশি পেঁয়াজ ৯০-১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। নাটোরের গুরুদাসপুরের চাঁচকৈড় হাটসহ বিভিন্ন বাজারে ৫০ টাকা কেজির পেঁয়াজ এক দিনে এক লাফে ১০০ টাকা হয়ে গেছে।

আমাদের নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, গাইবান্ধা, বেনাপোল (যশোর), ভালুকা (ময়মনসিংহ) ও গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি এসব তথ্য জানিয়েছেন। বেনাপোল স্থলবন্দরের উপপরিচালক (ট্রাফিক) মামুন কবীর তরফদার বলেন, দুই দিন ভারত থেকে কোনো পেঁয়াজ আমদানি হয়নি। কালের কণ্ঠ

## ৪ দশকের মধ্যে বড় অর্থসঙ্কটে ভারত

৪১ বছর পর ভারতের গোটা আর্থিক বছরে আবার ফিরছে নেগেটিভ আর্থিক বৃদ্ধিহার। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার পর চলতি আর্থিক বছরে বৃহত্তম অর্থনৈতিক মন্দায় পড়তে চলেছে ভারত। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই পূর্বাভাসই শুনিয়েছে তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে। ২০২০-২১ আর্থিক বছরে আর্থিক বৃদ্ধির হার হতে পারে মাইনাস ৯ শতাংশ। শেষবার ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিহার নেগেটিভ হয়েছে ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে। ওই বছর একদিকে ছিল চরম অনাবৃষ্টি এবং অন্যদিকে ইরানে বিপ্লবের কারণে তেলের আকাশছোঁয়া দাম। এই দুই সঙ্কটের কারণেই ওই বছর আর্থিক বৃদ্ধিহার হয়েছিল মাইনাস ৫.২ শতাংশ। যা ভারতের অর্থনীতিকে চরম সঙ্কটে ফেলেছিল। জনতা সরকারের অবশ্য তারপরই পতন ঘটে।

তবে সেটা ছিল দেশীয় অর্থনীতির আমল। ১৯৯১ সালে উদারীকরণের পর আজ পর্যন্ত কখনো নেগেটিভ জিডিপি গ্রোথের মন্দায় পড়তে হয়নি ভারতকে। করোনা ও লকডাউনের আগেই ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিহার ছিল নিম্নগামী। যা সামলাতে নানাবিধ ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। কিন্তু লাভ হয়নি। ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে আর্থিক বৃদ্ধিহার কমে হয়ে যায় ৪.২ শতাংশ। তার আগের বছর যা ছিল ৬.১ শতাংশ। করোনা ও লকডাউনের পর অর্থনীতি একপ্রকার বিপর্যস্ত। নতুন আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধিহার হয়েছে মাইনাস ২৩.৯ শতাংশ। আনলক পর্ব শুরু হলেও এখন পর্যন্ত সামগ্রিক জীবিকা, আর্থিক লেনদেন এবং শিল্প-বাণিজ্য স্বাভাবিক হয়নি। ফলে বিশেষ উন্নতির আশা করছে না কোনো অর্থনৈতিক রেটিং সংস্থা। এসঅ্যান্ডপি অথবা ফ্লিচ—সকলেই মাইনাস ১০ শতাংশের আশপাশে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিহার থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) রিপোর্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও উদ্বেগজনক। কারণ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে নানাবিধ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও প্রকল্পে অর্থ দেয়। সুতরাং ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিহার যদি উদ্বেগজনকভাবে নেগেটিভ হয়ে যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক লগ্নি বিপুল ধাক্কা খাবে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি চরমতম আকার নেবে। আর্থিক ঘাটতিও বাড়বে দ্রুত। এই সবকিছুর যোগফল, প্রভাব পড়বে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জাপানের জাইকা ইত্যাদি ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর লগ্নিতেও। জানা গিয়েছে, জাপানের সংস্থার সঙ্গে ইতিমধ্যেই বুলেট ট্রেন প্রকল্প নিয়ে মতান্তর শুরু হয়েছে। এবং মুম্বাই থেকে আমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্প অন্তত পাঁচ বছর পিছিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক ২০২০ শীর্ষক একটি রিপোর্টে এডিবি বলেছে, লাগাতার ও বিক্ষিপ্ত লকডাউনের ফলে ভারতে অর্থনৈতিক কাজকর্ম যেভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, সেটা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে। বিপুল ক্ষতি হয়েছে অনেক সেক্টরে। এডিবি রিপোর্টে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে অনুৎপাদী ঋণের পরিমাণ বিপুল বেড়ে যাওয়ার। অর্থাৎ এই লকডাউন ও অর্থনৈতিক স্তব্ধতার কারণে ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থাগুলো থেকে গ্রহণ করা ঋণ পরিশোধ যথেষ্ট ধাক্কা খাবে। সরকার লকডাউনের সময় যেভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে নানাবিধ আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, তার অবশ্য প্রশংসা করেছে এডিবি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামীণ জীবিকাকে কিছুটা সহায়তা করেছে ওই প্যাকেজ, কিন্তু অর্থনীতির ঝুঁকি এমন পর্যায়ে গেছে যে, দেশি-বিদেশি লগ্নি প্রবল ধাক্কা খাবে। এডিবি সুপারিশ করেছে কম আয়ের শ্রেণী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের

(লো ইনকাম গ্রুপ অ্যান্ড স্মল বিজনেস) বিশেষ সহায়তা আবশ্যক। সব মিলিয়ে আর্থিক গতিপ্রকৃতি দেখে এডিবির ধারণা, মাইনাস ৯ শতাংশের আশেপাশে থাকবে জিডিপি।

ভারতে প্রথম নেগেটিভ জিডিপি গ্রোথ হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। এরপর ১৯৬৬ ও ১৯৭৩ সালেও হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে শেষবার। কিন্তু কখনো এতটা খারাপ অবস্থা আসেনি। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরেই সবচেয়ে বেশি মন্দা দেখেছে ভারত, মাইনাস ৫.২ শতাংশ। এবার এডিবি ও অন্য আর্থিক রেটিং সংস্থা মনে করছে, বৃহত্তম আর্থিক বিপর্যয় আসছে—মাইনাস ৯ শতাংশ! নয়া দিগন্ত

---

## বাপেক্সে সমস্যা না থাকলেও উচ্চব্যয়ে কাজ পাচ্ছে রাশিয়ান গ্যাজপ্রম

দ্বিগুণেরও বেশি ব্যয়ে বাপেক্সের তিনটি গ্যাসকূপ খননের ঠিকাদারি পাচ্ছে রাশিয়ান কোম্পানি গ্যাজপ্রম। বাপেক্সের প্রতিটি কূপ খনন করতে যেখানে সর্বোচ্চ ব্যয় হয় ৮০ কোটি টাকা, সেখানে গ্যাজপ্রমকে দেয়া হবে ২ কোটি ১০ লাখ ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় ১৮০ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ৮৫ টাকা হিসেবে)।

অর্থাৎ তিনটি কূপ খনন করতে যেখানে বাপেক্সের ব্যয় হতো ২৪০ কোটি টাকা, সেখানে গ্যাজপ্রমকে দেয়া হবে ৬ কোটি ৩৬ লাখ ডলার, বা ৫৪০ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের আওতায় এই কাজ দেয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে জ্বালানি সচিবের নেতৃত্বাধীন প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিসি)।

এ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য এখন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় হয়ে ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে যাবে। সেখানকার অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন প্রধানমন্ত্রী। পিপিসির সিদ্ধান্তের পর উচ্চপর্যায়ের এই অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

কূপ তিনটি হচ্ছে- শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের অনুসন্ধান কূপ টবগি-১ এবং ভোলা নর্থের অনুসন্ধান কূপ ইলিশা-১ ও উন্নয়ন কূপ ভোলা নর্থ-২।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় গ্যাসসমৃদ্ধ এলাকা দ্বীপজেলা ভোলা। এখানকার শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে বর্তমানে দৈনিক পাঁচ কোটি ঘনফুট গ্যাস তোলা হচ্ছে। ভোলা নর্থ নামে এখানে আরেকটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গ্যাসক্ষেত্রগুলোর মালিক রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানি বাপেক্স। দেশের স্থলভাগে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বাপেক্স সাশ্রয়ী ও সফল বলে স্বীকৃত। এরপরও বাপেক্সের ভোলার দুই গ্যাসক্ষেত্রের তিনটি কূপ খননের কাজ বেশি ব্যয়ে দেয়া হচ্ছে রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান গ্যাজপ্রমকে।

বাপেক্সের এক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, গ্যাজপ্রমকে এখন যে তিনটি কূপ খননের কাজ দেয়া হচ্ছে সেগুলোও বাপেক্সের ভূতাত্ত্বিক কারিগরি নির্দেশনা (জিওলজিক্যাল টেকনিক্যাল অর্ডার বা জিটিও) অনুসরণ করে দেয়া। অর্থাৎ বাপেক্সের নির্ধারণ করে দেয়া স্থানেই (লোকেশন) গ্যাজপ্রম খনন করবে।

তা ছাড়া, বাপেক্স ওই সব এলাকায় দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ করায় কূপ খননের জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্যই তাদের কাছে রয়েছে। কূপ খননের জন্য রিগসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং জনবলও বাপেক্সের আছে। এর একেকটি কূপ খনন করতে বাপেক্সের ব্যয় হবে সর্বোচ্চ ১ কোটি ডলার বা ৮৫ কোটি টাকা। (রিগ ভাড়া, জনবলের পিছনে ব্যয়, থার্ড পার্টির সেবাগুলোর ব্যয় প্রভৃতিসহ)।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিশ্বের জ্বালানি খাতে গ্যাজপ্রমের অনেক অভিজ্ঞতা থাকলেও এ কোম্পানি বাংলাদেশে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে। এতে মানসম্মত কাজ হয় না বলে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

গত ১০ বছরে গ্যাজপ্রম বাংলাদেশে অনুসন্ধান ও উন্নয়ন মিলিয়ে ১৭টি কূপ খনন করেছে। এর মধ্যে ভোলার দু'টি কূপ রয়েছে। কূপপ্রতি রাশিয়ার কোম্পানিটি গড়ে ১৫২ কোটি টাকা করে নিয়েছে পেট্রোবাংলার কাছ থেকে। যেখানে বাপেক্স নিজে কূপ খননে ব্যয় করে সর্বোচ্চ ৮০ কোটি টাকা।

ভোলার গ্যাসক্ষেত্র বেঙ্গল বেসিনভুক্ত। সেখানে যে ভূকাঠামোয় গ্যাস পাওয়া গেছে, তার ভূতাত্ত্বিক নাম 'স্টেটিগ্রাফিক স্ট্রাকচার'। দেশের অন্যসব গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সুরমা বেসিনে। এই বেসিনের ভূতাত্ত্বিক নাম 'অ্যান্টি ক্লেইন স্ট্রাকচার'। ভোলার দুই গ্যাসক্ষেত্রে দুই ট্রিলিয়ন ঘনফুটের মতো গ্যাস রয়েছে। গ্যাসের মজুদ আরো বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২০০৯ সালের ১১ মে থেকে শাহবাজপুর ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু করে বাপেক্স। শাহবাজপুর ক্ষেত্র থেকে বর্তমানে ভোলায় দু'টি বিদ্যুৎকেন্দ্রে (২২৫ ও ৩৫ মেগাওয়াট) গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ছাড়া স্থানীয় শিল্প ও আবাসিক গ্রাহকদেরও গ্যাস দেয়া হচ্ছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, গ্যাজপ্রম গত বছরের ২৫ মে ভোলার ওই তিনটি (টবগি-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২) খননের জন্য ৬ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার দর প্রস্তাব করে। প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করার জন্য একটি কারিগরি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এই উপ-কমিটি কয়েক দফা আলাপ-আলোচনা ও দর কষাকষি শেষে ৬ কোটি ৩৬ লাখ ডলার দর চূড়ান্ত করে তা পিপিসির কাছে উপস্থাপন করে। গত ২৭ আগস্ট জ্বালানি সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পিপিসির সভায় এই দাম সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। গত ৯ সেপ্টেম্বর সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে।

ওই সূত্র আরো জানায়, এই কূপ তিনটি খননে অস্বাভাবিক ব্যয়ের যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে ভোলা ক্ষেত্রে গ্যাসের চাপ (রিজার্ভার প্রেসার) বেশি, ৪৫০০ থেকে ৫০০০ পিএসআই থাকায় সেখানে কূপ খনন করা ঝুঁকিপূর্ণ। তা ছাড়া, এই কাজের জন্য গ্যাজপ্রমকে ড্রিলিং কন্ট্রাক্টরসহ ৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা (ডিএসটি, সিমেন্টিং, মাড লগিং, ওয়ারলাইন লগিং, টেস্টিং অ্যান্ড কমপ্লিশন) বিভিন্ন স্থান হতে সংগ্রহ করতে হবে। কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে সমুদ্র ও আকাশপথে চলাচল স্বাভাবিক না থাকায় মালামাল ও জনবল আনা- নেয়ার ব্যয়ও বাড়বে।

তবে ওই সূত্র জানিয়েছে, কূপ তিনটি বাপেক্স খনন করলেও ওই ইঞ্জিনিয়ারিং সেবাগুলো তাদেরও একই প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করতে হয়। আর এই কাজের জন্য বিদেশ থেকে হাজার হাজার টন মালামাল আনা কিংবা শত শত লোক আনা-নেয়ারও কোনো বিষয় নেই যাতে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় বেড়ে যাবে। নয়া দিগন্ত

## এবার গুলি করে তুলে নিয়ে গেল সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফ

সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্তের ওপারে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশি এক গরুর রাখাল গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ সুমন (২৫) কলারোয়া উপজেলার গয়ড়া গ্রামের মুজিবর রহমানের ছেলে।

আহত সুমনের খালাতো ভাই লাল্টু জানান, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে গরু আনতে গিয়ে সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফ'র গুলিতে আহত হয়েছেন সুমন।

লাল্টু বলেন, 'কলারোয়ার চান্দুড়িয়ার বিপরীতে ভারতের কালিঞ্চি ক্যাম্পের বিএসএফ জওয়ানদের হাতে সুমন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে মোবাইলে ওপারের লোকজনের কাছ থেকে জেনেছি। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর প্রথমে বিএসএফ ক্যাম্পে ও পরে হাসপাতালে নিয়ে যায় বিএসএফ।'

তবে সুমন মারা গেছে না জীবিত আছে, তাৎক্ষণিক সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আমাদের সময়

---

## পাকিস্তান | টিটিপির জানবাজ মুজাহিদদের হামলায় ৩ এরও অধিক নাপাক সৈন্য নিহত

পাকিস্তান ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় জিহাদি দল তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন।

খবরে বলা হয়েছে, গত ১৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সির হাশেম-সারপট্টি এলাকায় শরিয়তের দুশমন পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর উপর স্নাইপার হামলার ঘটনা ঘটে, এতে এক সৈন্য নিহত। পরে নিহত সৈন্যের লাশ নিতে ঘটনাস্থলে আসে নাপাক বাহিনীর আরো একটি দল, ফের মুজাহিদগণ উদ্ধারকারী সৈন্যদের টার্গেট করেও স্নাইপার হামলা চালান। যার ফলে আরো কতক সৈন্য মুজাহিদদের স্নাইপার হামলার শিকার হয়।

একই প্রদেশের মাজুড়ুব এলাকায় ১৬ সেপ্টেম্বর নাপাক বাহিনীর উপর আরো একটি হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ২ সৈন্য নিহত হয়, বাকি সৈন্যরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

---

## শাম | ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করলেন আল-কায়েদার শীর্ষ নেতা শাইখ সাইয়াফ আত-তিউনিসি রহ.

সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইদলিবে ড্রোন (চালকবিহীন বিমান) হামলায় শাহাদাত বরণ করলেন আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের শীর্ষস্থানীয় একজন দায়িত্বশীল।

সিরিয়া ভিত্তিক একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, সুন্নি মুসলিমদের দখলে থাকা সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইদলিব প্রদেশে গত সোমবার একটি গাড়ি লক্ষ্য করে এ ড্রোন হামলা চালানো হয়। পরবর্তীতে জানা যায় যে, ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া গাড়িটি ছিলো শাইখ সাইয়াফ আত-তিউনিসি (রহিমাহুল্লাহ) এর। আর শাইখ সাইয়াফ আত-তিউনিসি (রহ.) ছিলেন আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের শীর্ষস্থানীয় উমারাদের মধ্যহতে একজন। যার হাত ধরে বিজয় হয়েছিলো শামের অনেক শহর ও শহরতলি। অবশেষে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে পরিচালিত উক্ত ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ধারণা করা হচ্ছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী এই ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

এদিকে আল-কায়েদা সমর্থিত সিরিয়ান ভিত্তিক গণমাধ্যমগুলো দাবি করছে, এটা নিছক কোন ঘটনা নয়, কারণ শামের জিহাদকে বিতর্কিত করতে গাদ্দার দলগুলো শাইখকে বন্দী করার জন্য দীর্ঘদিন চেষ্টা চালিয়ে আসছিলো, কিন্তু তারা তাতে সফল হয়নি, ধারণা করা হচ্ছে এসকল গাদ্দারদের সহযোগিতায় শাইখের উপর এই ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। কেননা ইতিপূর্বেও এধরণের অনেক ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে সিরিয়ায় আন্তর্জাতিক জিহাদি সংগঠন আল-কায়েদার অনুগত অনেকগুলো সংগঠন রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে তুলনামূলক ছোট কিন্তু খুবই প্রভাবশালী একটি সংগঠন হচ্ছে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন। বর্তমানে দলটি ছোট হলেও ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর পাশাপাশি সিরিয়ার সর্ববৃহৎ বিদ্রোহী গ্রুপ হায়াত তাহরির আশ-শামও দলটিকে নিজেদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দল মনে করছে। দলটি একসময় আল-কায়েদার সাবেক সিরীয় শাখা জাবাত আল-নুসরা হলেও পরবর্তিতে দলটির মাঝে বড়ধরণের পদস্খলন দেখা দিলে দলটি থেকে পৃথক হতে থাকে জাবাত আল-নুসরার সত্যিকারের অনুসারীরা। এরপর তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করেন তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এবং ওয়া হাররিদীল মু'মিনিন অপারেশন রুম।

উল্লেখ্য যে, শাইখ সাইয়াফ আত-তিউনিসি (রহ.)ও আল-নুসরার একজন শীর্ষস্থানীয় সাবেক নেতা ছিলেন। শাইখ ছিলেন তিউনিসিয়ান একজন নাগরিক। যে ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন, সেটির বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশ বা দল।

এদিকে অবজারভেটরির নেতা রামি আবদেল রহমান বলেছে, শাইখ সাইয়াফ আত-তিউনিসি (রহ.) এর গাড়িটা ঘায়েল হয়েছে 'নিনজা' R9X নামে পরিচিত একটি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের মাথায় বিস্ফোরকের পরিবর্তে অনেকগুলো ব্লেড ব্যবহার করা হয়। যা 'সমান্তরাল ক্ষতি' কমিয়ে আনে। সিরিয়ায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিমান হামলায় এর আগেও R9X ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

---

## সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত একাধিক

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ৭ সৈন্য নিহত এবং একাধীক সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর বরাতে জানা গেছে, ১৬ সেপ্টেম্বর সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর একটি এলাকায় সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর উপর একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৭ সৈন্য নিহত এবং একাধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

---

# ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

## প্রস্তুতিহীন বাংলাদেশের পেঁয়াজে ভারতের ‘আগুন’

ভারত আকস্মিকভাবে রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দেয়ায় অতীতে যা হয়েছে, এবারও ঠিক সেই পরিস্থিতি। এবারও বাংলাদেশের কোনো প্রস্তুতি ছিল না।

রপ্তানি বন্ধের ঘোষণার পর সীমান্তে আসা ভারতীয় পেঁয়াজের ট্রাক আটকে দেয়া হয়। এলসির বিপরীতে পাইপলাইনে থাকা পেঁয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না। সীমান্তের ওপারে বিভিন্ন পয়েন্টে পাঁচশর মতো ট্রাক আটকে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের আমদানিকারকরা। তারা জানান, প্রতি টন ২৫০ ডলার দরে এলসি খোলা হলেও এখন ওই ট্রাকগুলো ছাড় করাতে ৭৫০ ডলার করে দাবি করছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

বেনাপোলে আমদানিকারক সোনালী ট্রেডার্সের মালিক রায়হান উদ্দিন বলেন, 'যেসব ট্রাক আটকে দেয়া হয়েছে সেগুলো আসলে কাগজে-কলমে আমাদের এখানে রপ্তানি হয়ে গেছে। তারপরও আমাদের পেঁয়াজ দেয়া হয়নি। আমাদের আগে কিছু জানানোও হয়নি।'

তিনি জানান, গোজাডাঙায় দুইশ, বেনাপোলে দেড়শ, হিলিতে একশ, সোনা মসজিদে দুইশ এলসি করা পেঁয়াজের ট্রাক আটকে দেয়া হয়েছে। ভারত রপ্তানি বন্ধের প্রধান কারণ হিসেবে তাদের অভ্যন্তরীণ ঘাটতির কথা বলছে।

বাংলাদেশে নতুন দেশি পেঁয়াজ উঠে নভেম্বরে। তার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশকে প্রধানত আমদানির ওপরই নির্ভর করতে হয়। আর প্রায় পুরোটাই আমদানি হয় ভারত থেকে। গত বছর একই পরিস্থিতিতে মিয়ানমার, তুরস্কসহ কয়েকটি দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করা হয়। তারপরও দেশি পেঁয়াজ বাজারে আসা এবং ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি শুরুর আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।

টিসিবি পেঁয়াজের যে বাজার দর আজ (মঙ্গলবার) দিয়েছে তাতে দেখা যায়, দেশি পেঁয়াজ কেজি ১০০ টাকা। গত মাসে একই সময়ে এর কেজি ছিল ৬০ টাকা। আর আমদানি করা পেঁয়াজের এখন বাজার দর প্রতি কেজি ৮৫ টাকা। গত মাসে একই সময়ে ছিল ৫০ টাকা।

কলাবাগানোর খুচরা বিক্রেতা মিন্টু মিয়া জানান, দেশি পেঁয়াজ এখন ১১০ টাকা কেজি বিক্রি করছেন। একদিন আগেও ছিল ৬৫ টাকা। তারা এখন দেশি পেঁয়াজ পাইকারি কিনছেন ৯০ টাকা দরে। আর ভারতীয় পেঁয়াজ তারা এখন বিক্রি করছেন ৯০ টাকা কেজি দরে। একদিন আগে ছিল ৫০ টাকা কেজি। তিনি বলেন, 'ভারতীয় পেঁয়াজ বাংলাদেশে রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দাম আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা করছি।'

আব্দুর রহিম নামে আরেকজন দোকানদার বলেন, 'আমি আপাতত পেঁয়াজ বিক্রি বন্ধ রেখেছি। দেখি বাজার কোন দিকে যায়।'

পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ তুরস্ক থেকে আমদানির পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি বাজারে অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এখন পেঁয়াজের কোনো ঘাটতি নেই বলে মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব ড. মোহাম্মদ জাফর উদ্দীন। তিনি বলেন, 'দাম বাড়ানো একটা কারসাজি। ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি যে বন্ধ করবে এটা নিয়ে আমাদের কিছু জানায়নি। মন্ত্রণালয় এরইমধ্যে পেঁয়াজ অন্য দেশ থেকে যাতে দ্রুত আমদানি করা যায় তার জন্য এলসি খোলা সহজ করে দিয়েছে। আর পেঁয়াজের ওপর আমদানি শুল্ক শতকরা পাঁচ ভাগ প্রত্যাহারের জন্য

এনবিআরকে চিঠি দিয়েছে। পেঁয়াজের মজুত ও সরবরাহ মনিটরিং করে যাতে কোনো কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা হয় তা নজরদারির জন্য জেলা প্রশাসকদের চিঠি দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে টিসিবি ৩০ টাকা কেজি দরে ট্রাকে করে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করেছে। তবে তা চাহিদার তুলনায় কম '

তবে পুরান ঢাকার পেঁয়াজের আড়ৎদার আব্দুল মাজেদ বলেন, 'ভারত পেঁয়াজ না দিলে তার প্রভাব বাজারে পড়বেই। কারণ, বছরে এই সময়ে আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়। আর আমরা যা পেঁয়াজ আমদানি করি তার প্রায় পুরোটাই ভারত থেকে আসা। তাই বিকল্প আমাদানি ছাড়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার অন্য কোনো উপায় নেই।'

এ বছর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ২৩ লাখ ৬৭ হাজার মেট্রিক টন। পেঁয়াজের চাহিদা ধরা আছে ২৫ লাখ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন। এই দুই লাখ মেট্রিক টন ঘাটতির সাথে আরো সাত-আট লাখ টন ঘাটতি হয়। কারণ, উৎপাদিত পেঁয়াজের ৩০ ভাগ পচে যায় বা নানা কারণে নষ্ট হয়ে যায়। এই পুরো ঘাটতি আমদানির মাধ্যমেই মেটানো হয়। গত বছর বাংলাদেশ প্রায় ১১ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করে।

এবার এ পর্যন্ত আমদানি করা হয়েছে চার লাখ ৫৯ হাজার মেট্রিক টন। এখন চাহিদা মেটাতে আরো কমপক্ষে সাত লাখ টন পেঁয়াজ আমানি করতে হবে। সেটা কোথা থেকে আনা যায় এবং কত দ্রুত আনা যায় তাই ভাবনার বিষয়। কারণ, দেশি নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসবে আগামী নভেম্বর নাগাদ। -ডয়েচ ভেলে

---

## পশ্চিমবঙ্গে বোরকা পরায় মুসলিম নারীকে শপিং মলে ঢুকতে বাধা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বোরকা পরায় শপিং মলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হল এক মুসলিম নারী ও তার মেয়েকে। এ ঘটনায় স্থানীয় রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই নারী।

জানা গেছে, রামপুরহাট পৌরসভার ভাড়শালার মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা সামিনা বেগম, তার মেয়ে ও চার আত্মীয় মিলে সোমবার রাত ৮ নাগাদ রামপুরহাট দেশ বন্ধু রোডের একটি অত্যাধুনিক শপিং মলে যান।

কিন্তু অন্যান্য আত্মীয়দের ঢুকতে দেওয়া হলেও সামিনা বেগম ও তার মেয়েকে ঢুকতে বাধা দেওয়া দেয় মল কর্তৃপক্ষ।

তাদের জানানো হয়, এখানে বোরকা এলাওড না। তারা বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর ওই ভদ্র মহিলার স্বামী কাউসার শেখ তাদের ফের শপিং মলে পাঠান। ফের তাদের একইভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় মাস্ক পরে আসতে।

মহিলাটি বলেন, বোরকা মুসলিম নরীদের ধর্মীয় লেবাস। তাই এভাবে বাধা দেওয়া যায় না। তাহলে বোরকা পরলে শপিং মলে যাওয়া যাবে না? আমি চাই, এভাবে যেন কাউকে অপমানিত হতে না হয়। উনি কি করে জানলেন যে বোরকার নিচে মাস্ক নেই? আর বোরকা থাকলে মাস্কের কী দরকার?

সূত্র: পুবের কলম

---

## যুক্তরাজ্যে বেকার হচ্ছেন তরুণেরা

দিশেহারা যুক্তরাজ্যের শ্রমবাজার। দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থানে উঠে এসেছে বেকারত্বের হার। সরকারি তথ্য অনুযায়ী মে থেকে জুলাই এই তিন মাসে দেশটির বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ১ শতাংশ। যা তার আগের তিন মাস ছিল ৩ দশমিক ৯ শতাংশ।

উল্লেখযোগ্য সবচেয়ে বেশি বেকার হয়ে পড়েছে তরুণ জনগোষ্ঠী। অন্য বয়সের তুলনায় ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম তরুণেরা সবচেয়ে বেশি কাজ হারিয়েছেন। চাকরি ধরে রাখার জন্য সরকারের ফারলো প্রকল্প শেষ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী ছাঁটাই করেই যাচ্ছে।

নতুন তথ্য অনুসারে, মে জুন জুলাই এই তিন মাসে অন্য সময়ের তুলনায় মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীতে ১ লাখ ৫৬ হাজার তরুণ কম ছিল। দেখা গেছে এই তিন মাসে অন্য বয়সের কর্মী চাকরিতে আবার ফিরে আসলেও তরুণদের ফিরে আসার হার কম।

মার্চ মাস থেকে যুক্তরাজ্যে কোম্পানিগুলোর বেতন কাঠামোতে প্রায় ৬ লাখ ৯৫ হাজার কর্মীর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। মার্চ থেকে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন শুরু হয়েছিল যুক্তরাজ্যে।

এদিকে গতকাল বিবিসি অনলাইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়,অন্য মন্দার চেয়ে এবারের মন্দায় দ্বিগুণ ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা হয়েছে। কর্মী ছাঁটাই-অর্থনৈতিক মন্দার মাত্রা নিরূপণে এক অব্যর্থ সূচক। দেখা যাচ্ছে, ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার সময় যে পরিমাণ কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে, এবার মন্দায় তার দ্বিগুণের বেশি কর্মী ছাঁটাই হতে যাচ্ছে।

২০০৯ সালের জানুয়ারি-মার্চে যুক্তরাজ্যে ১ লাখ ৮০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, আর এ বছরের মে থেকে জুলাই পর্যন্ত ৩ লাখ ৮০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গবেষকেরা বলছেন, এবার শরৎকালের মধ্যে ছাঁটাই কর্মীর সংখ্যা ৭ লাখ ৩৫ হাজারে পৌঁছাতে পারে। ছাঁটাই হওয়া এই মানুষদের ভরণপোষণে সরকার নানা রকম পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তাতে সরকারের ঋণ জিডিপিকে ছাড়িয়ে গেছে-দুই লাখ কোটি পাউন্ডের বেশি। প্রথম আলো

---

## নদীতে বেড়া দিয়ে আওয়ামী নেতাদের মাছ চাষ

প্রবহমান নদীকে ‘বদ্ধ জলাশয়’ দেখিয়ে ইজারা নেওয়া হয়েছে। নদীর তিন কিলোমিটার অংশে মাছ চাষ করতে দেওয়া হয়েছে আড়াআড়ি বেড়া। স্থানীয় লোকজনের নদীতে নামা নিষেধ। নদী দখল করে মাছ চাষের এমন

আয়োজন যশোর শহরের অদূরে মুক্তেশ্বরী নদীতে। তিন মাস ধরে আওয়ামী ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় কয়েকজন নেতা ও জনপ্রতিনিধি মিলে এভাবে মাছ চাষ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

যশোর শহরের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত মুক্তেশ্বরী নদী। শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলার বালিয়া ভেকুটিয়া বাজার থেকে নদীতে বেড়া দেওয়া শুরু হয়েছে। সেখান থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে আবরপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় সেতুর পাশে আরেকটি আড়াআড়ি বেড়া দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, মুক্তেশ্বরীর প্রবহমান ধারাটি সরু হয়ে গেছে। প্রস্থে কোথাও ১২০, কোথাও-বা ১৫০ ফুটের মতো। ইজারাদারের লোকজনকে ডিঙিনৌকা নিয়ে পাহারা দিতে দেখা যায়।

‘মুক্তেশ্বরী বাঁচাও আন্দোলন’ নামে স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি কমিটি আছে। নদীটি দখলমুক্ত করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কমিটির সদস্যসচিব আবদুল মাজেদ বলেন, প্রবহমান নদী কখনো ইজারা হতে পারে না। এটা জনগণের সম্পদ। এতে একমাত্র জনগণের অধিকার। সরকার কোনোভাবেই এটা ইজারা দিতে পারে না। অবিলম্বে ইজারা বাতিল করে নদীটি উন্মুক্ত রাখার দাবি জানান তিনি।

মুক্তেশ্বরী নদীকে ‘প্রবহমান নদী’ উল্লেখ করে ইজারা না দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর চিঠি দিয়েছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) যশোরের নির্বাহী প্রকৌশলী। গত বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি চিঠিটি দেওয়া হয়। কিন্তু সেই চিঠির তোয়াক্কা না করে তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শফিউল আরিফ গত ৪ জুন জেলা জলমহাল কমিটির সভায় পাকদিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে তিন বছরের জন্য ভেকুটিয়া থেকে মন্ডলগাতি পর্যন্ত ১০৩ একর ৬৬ শতক নদী ইজারা দেন, যার বার্ষিক ইজারামূল্য ধরা হয় ৭ লাখ ১২ হাজার ৫০০ টাকা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে নদীতীরবর্তী একাধিক বাসিন্দা বলেন, নদীটি উন্মুক্তই ছিল। অনেকেই মাছ ধরতেন। তা ছাড়া গোসল, সেচ, পাট জাগ দেওয়াসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে নদী ব্যবহার করতেন তারা। গত জুন থেকে নদীটা আর জনগণের নেই। ইজারাদারেরা মাইকে প্রচার করেছেন, ‘নদী ইজারা নেওয়া হয়েছে, জনসাধারণ কেউ যেন নদীর পানিতে না নামে।’ এরপর দু-একজন নদীতে নামলে তাদের মারধর করা হয়েছে। ভয়ে এখন কেউ নদীর ধারে যান না।

স্থানীয় বাসিন্দা ও মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পাকদিয়া মৎস্যজীবী সমিতিতে ৪০ জন মৎস্যজীবী সদস্য আছেন। তাঁদের বেশির ভাগ নদী ইজারা নেওয়ার কথা জানেনই না। সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা নদীর ওই অংশ ইজারা নিয়েছেন।

ইজারা নেওয়া অংশে মাছ চাষের মোট অংশীদার ১৩ জন। এর মধ্যে মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি সরজিৎ বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক ঠাকুর দাস বিশ্বাসের দুটি অংশ। অপর ১১টি অংশ ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতারা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আবরপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি উজ্জ্বল রহমান, ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, মীর ফিরোজ ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলামের একটি করে অংশ রয়েছে।

জানতে চাইলে ইউপি সদস্য উজ্জ্বল রহমান বলেন, 'মাছ চাষের জন্য অনেক টাকাপয়সা লাগে। মৎস্যজীবীরা ওই টাকা দিতে পারেন না। এ জন্য আমরা তাঁদের সঙ্গে অংশীদার হয়েছি। ১৩টি শেয়ারের মধ্যে মৎস্যজীবীদের দুটি রয়েছে।'

আরবপুর ইউপির সদস্য ও ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বলেন, 'মৎস্যজীবী সমিতি নদীতে মাছ চাষ করলে স্থানীয় মানুষ ঝামেলা করে। এ জন্য আমরা পাঁচ-সাতজন তাদের একটু দেখভাল করি।'

সাধারণ মানুষকে নদীতে নামতে না দেওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পাকদিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি সরজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'মানুষকে নদীতে নামতে দেব কেন? আমরা তো সরকারের কাছ থেকে লিগ্যালি (বৈধভাবে) নদী ইজারা নিয়ে অনেক টাকা খরচ করে মাছ ছেড়েছি। নদীতে কেউ যাতে না নামে, এ জন্য মাইকে প্রচার চালানো হয়েছে।'

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) যশোর জেলার আহ্বায়ক খন্দকার আজিজুল হক বলেন, নদী মুক্ত, নদীর পানি যে পর্যন্ত যাবে, সে পর্যন্ত নদীর সীমানা। নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষের কোনো সুযোগ নেই।

জানতে চাইলে বর্তমান জেলা প্রশাসক তমিজুল ইসলাম খান বলেন, নদীর এই অংশ আগেও ইজারা হয়েছে। ইজারা না দেওয়ার জন্য পাউবোর দেওয়া চিঠি ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে কোনো নির্দেশনা আসেনি। যে কারণে মৎস্যজীবীদের অনুকূলে নদী ইজারা দেওয়া হয়। প্রথম আলো

---

## জেরুসালেমে মসজিদ ভেঙে ফেলার ইসরায়েলি আদালতের নির্দেশ

ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুসালেম বা আল কুদস শহরের একটি মসজিদ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনের স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, মসজিদটি নির্মাণের ক্ষেত্রে ইসরায়েলের অনুমতি ছিলনা বলে দাবি করছে দখলদার আদালত ।

এদিকে গাজার ওয়াকফ এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের এমন হীন দাবিকে প্রত্যাখান করেছেন। তারা ওই আদেশের নিন্দা জানিয়েছে ইসরায়েলকে সতর্ক করেন।

গণমাধ্যমে খবরে বলা হয়েছে, এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য সিলওয়ান শহরের বাসিন্দাদের ২১ দিন সময় বেঁধে দিয়েছে দখলদার কর্তৃপক্ষ। অন্যথায় 'কাকা বিন আমর' নামের ওই মসজিদ ভেঙে ফেলার হুমকি দেয় সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

২০১২ সালে মসজিদটি তৈরি করা হয়। যেখানে শত শত মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারে। এর আগে ২০১৫ সালেও মসজিদটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল ঘৃন্য ইহুদিরা। তবে তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি দখলদার ইসরায়েল।

সূত্র : আল-আরাবি নিউজ

---

## ১১ দিনেও বাংলাদেশির মরদেহ ফেরত দেয়নি সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার তেলকুপি সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাদশাহ (২৭) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হন। ১১ দিন পরও তার মরদেহ ফেরত দেয়নি বিএসএফ। নিহত বাদশাহ শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের তেলকুপি গ্রামের রফিউদ্দিনের ছেলে।

শাহবাজপুর ইউপি চেয়ারম্যান মো. তোজাম্মেল হক এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, গত ৫ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার গোপালনগর ২৪ ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে বাদশাহ মারা যান। পরদিন ৬ সেপ্টেম্বর সকালে সীমান্ত থেকে বাদশাহ'র মরদেহ নিয়ে যায় বিএসএফ। এরপর বাদশাহ'র মরদেহ আর ফেরত দেয়নি তারা।

আমাদের সময়

---

## ভুয়া পরিচয়পত্রে ১ লাখ টাকা নিতো ইসির কর্মী

ঋণ নিয়ে আর ফেরত দেননি, কিংবা ক্রেডিট কার্ডের টাকা পরিশোধ করেননি—এমন লোকজন ছিল চক্রটির গ্রাহক। তাঁদের নতুন করে ঋণ পাইয়ে দিতে নতুন করে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দিতো তারা।

লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার রাজীব আল মাসুদ বলেন, সুমন পারভেজ ও মজিদ ব্যাংকঋণ পাইয়ে দেবেন, এই শর্তে একেকজনের কাছ থেকে ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা নিতেন। ঋণ হাতে পাওয়ার পর তাঁদের দিতে হতো মোট টাকার ১০ শতাংশ পর্যন্ত।

তদন্তে যুক্ত কর্মকর্তারা বলেছেন, যাঁরা দ্বিতীয় আরেকটি পরিচয়পত্র করিয়েছেন তাঁদের মধ্যে চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিরা রয়েছেন। এখন পর্যন্ত ২০-২৫টি পরিচয়পত্র জব্দ করা হয়েছে।

এসব পরিচয়পত্র ব্যবহার করে তাঁরা সিটি ব্যাংক, ইউসিবি ব্যাংক, এনআরবি ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছেন। মো. মিল্টন নামের এক ব্যক্তি নর্থ সাউথ সড়কের সাউথ বাংলা ব্যাংক থেকে ৩ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন।

সুমন পারভেজ সাত-আট বছর আগে 'ভেরিফিকেশন ফার্মে' কাজ করতেন। ওই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল কেউ ঋণ পাওয়ার যোগ্য কি না, তা যাচাই-বাছাই করা। পরে চাকরি ছেড়ে এই কাজে যুক্ত হন।

এই চক্রের অপর সদস্য মজিদের ঋণের দরকার পড়ায় তিনি সুমন পারভেজের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর দুজন মিলে এই কারবারে নামেন।

কারও ঋণ প্রয়োজন হলে তাঁরা নির্বাচন কমিশনের খিলগাঁও অফিসের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সিদ্ধার্থ শংকর সূত্রধর ও গুলশান অফিসের মো. আনোয়ারুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। এই দুজন জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দিতেন।

একটি জাতীয় পরিচয়পত্র থাকার পরও আরেকটি জাতীয় পরিচয়পত্র কী করে তৈরি করা যায়, এমন প্রশ্নের জবাবে আসামিদের উদ্ধৃত করে পুলিশ জানায়, অপারেটররা এ জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করেন।

যাঁরা দ্বিতীয় পরিচয়পত্র করিয়েছেন, তাঁরা জন্মসনদ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে নাগরিকত্বের সনদ ও বিদ্যুৎ বিল ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের হাতে পৌঁছে দিতেন। তাঁরা অফলাইনে সব তথ্য, আঙুলের ছাপ নিয়ে পরিচয়পত্র অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। অনুমোদন হতে সময় লাগত সর্বোচ্চ ১৫-২০ মিনিট। তারপরই নতুন আরেকটি জাতীয় পরিচয়পত্র চক্রটির ঋণ নিতে ইচ্ছুক এমন লোকজনের হাতে তুলে দিতেন।

যে ব্যক্তির নামে নতুন জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হলো, তাঁর নামে আগে কোনো পরিচয়পত্র আছে কি না, তা যাচাই-বাছাই হতে মাস দুয়েক সময় লেগে যায়। ব্যাংকও টের পায় ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময়। তারা নতুন জাতীয় পরিচয়পত্রের সূত্র ধরে খোঁজখবর করে আর তাঁকে (নতুন করে যিনি ঋণ নিয়েছেন) খুঁজে পায় না।

নির্বাচন কমিশন অফিসের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সিদ্ধার্থ ২০০৭ সাল থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির কাজ করে আসছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বলেছেন গত বছর থেকে এই চক্রে জড়িয়েছেন।

গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন, দ্বৈত জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে তিনি একবার ব্র্যাক ব্যাংকের গুলশান শাখা থেকে ৯ লাখ ২৫ হাজার টাকা ও সিটি ব্যাংক থেকে সাড়ে ৯ লাখ টাকা তুলেছিলেন। এরপর স্ত্রী রোজিনা রহমানের নামেও আরেকটি জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির কাজ করাচ্ছিলেন। প্রথম আলো

---

## পাকিস্তান | ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ ও পিটিআই এর সহ-সভাপতি তাহির ইকবাল কে হত্যা করেছেন মুজাহিদিন

পাকিস্তান সরকার ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ ও পিটিআই খাইবার পাখতুনখুনির সহ-সভাপতি তাহির ইকবাল এক হামলার নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের হরিপুর জেলায় তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) খাইবার পাখতুনখার সহ-সভাপতি মালিক তাহির ইকবালকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই লোক ছিলো পাকিস্তানের বর্তমান সরকার ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ লোক।

এদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ গতকাল নিহত হওয়া 'পিটিআই' সহ-সভাপতি তাহির ইকবালের হত্যার দায় স্বীকার করেছেন।

তিনি বলেন যে, এই ব্যক্তি ইসলাম ও শরিয়াহ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত দলসমূহ এবং পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক রেখে কাজ করত, আর একারণে সে মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয়।

পাকিস্তানী হুকুমতের সাথে যুক্ত লোকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আমরা সকল সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, মুজাহিদদের বিরোধী নীতি তৈরি করা এবং যারা তা বানিয়েছে তাদের সমর্থন করা থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় এ জাতীয় ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

---

## পাকিস্তান | পাক সৈন্য ভর্তি সামরিক ট্রাক লক্ষ্য করে টিটিপির হামলা, নিহত ও আহত অনেক

মার্কিন সহচর পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি ট্রাকে ২টি শক্তিশালী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ট্রাকটি উপড়ে গিয়ে খাদে পড়ে যায়।

খবরে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মাকিন সীমান্তের একটি এলাকায় পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি ট্রাক লক্ষ্য করে দুটি দূরবর্তী শক্তিশালী রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা দ্বারা হামলা চালানো হয়েছে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর মাকিন সীমান্তের সেরনারাই এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছিলো।

এদিকে পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদি গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) এর মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি এই হামলার দায় স্বীকার করেন।

তিনি বলেন, মুজাহিদদের শক্তিশালী বোমা হামলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ট্রাকটি উপড়ে গিয়ে খাদে পড়ে যায়, এসময় ট্রাকটি সৈন্যদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, এরফলে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি শিকার হয়েছে।

হামলার কারণ হিসাবে তিনি জানান, মনে রাখবেন যে এই আক্রমণটি ওয়াজিরিস্তানে আমাদের ভাই এহসানউল্লাহ রহ. এর শাহাদাতের প্রতিশোধ হিসাবে পরিচালনা করা হয়েছে।

---

## পশ্চিম আফ্রিকা | আইএস নিয়ন্ত্রিত ঘাও রাজ্যসহ ১৮টি শহর ও গ্রাম নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে আল-কায়েদা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির ঘাও রাজ্য ও নাইজার সমুদ্র সংলগ্ন প্রচুর শহর এবং গ্রাম থেকে আইএস সন্ত্রাসীদের-কে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন আল-কায়দার মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা সমর্থিত 'সাবাত নিউজ এজেন্সী'র বরাত দিয়ে আফ্রিকা ভিত্তিক গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গত আগস্ট মাসে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জিএনআইএম) এর মুজাহিদিন মালির ঘাও রাজ্যে আইএস নিয়ন্ত্রিত ৫টি এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন, এর মধ্য দিয়ে মালির ঘাও রাজ্য সম্পূর্ণরূপে আইএস মুক্ত করেছেন 'জিএনআইএম' এর মুজাহিদিন।

এমনিভাবে নাইজার সমুদ্র সংলগ্ন সন্ত্রাসী আইএস নিয়ন্ত্রিত আরো ১২টি শহর ও গ্রাম নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এর মাধ্যমে নাইজার সমুদ্র সংলগ্ন সকল এলাকা ও শহরের নিয়ন্ত্রণ হারালো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএস।

আল-কায়েদা মুজাহিদিন কতৃক মুক্ত এইসব গ্রাম এবং শহরগুলো হল- বোরিম, থাবুয়, থিন-আউকার, ফরগো-সোনহাই, ডিজেবক, ওয়াবারিয়া, বারা, আনসঙ্গো, থিন-হাম, থিসিগ-বউরা, এনথ্রীলিথ, থেসিট, উট্টাগৌণা।

এদিকে গত জুলাই মাসে আইএস সন্ত্রাসীরা তাদের পুরানো সভাব অনুযায়ী বন্দুকের নলগুলো ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত মালির বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাতে শুরু করেছিলো। এমন পরিস্থিতেও আল-কায়দা মালি শাখার মুজাহিদিন প্রতিরোধ যুদ্ধ ব্যতিত অন্যসব এলাকার মতো আফ্রিকায়ও আইএসের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাননি।

তাই আল-কায়েদা মুজাহিদিনরা আইএস-কে নিজেদের মধ্যকার লড়াই বন্ধ করতে আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলও গঠন করা হয়, যাতে অংশগ্রহণ করে আইএসদের পক্ষ হতে ৬ সদস্য, আল-কায়েদার পক্ষ হতে ৮ জন এবং অন্যান্য আরো ২ জন। পরে উভয় দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চুক্তির বিষয়গুলো পুরোপুরিভাবে নিজেদের মনমতো না হওয়ায় আইএস এই চুক্তি মানতে অস্বীকার জানায় এবং তারা পূণঃরায় মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হামলা চালাতে শুরু করে।

সর্বশেষ, আল-কায়েদা মুজাহিদগণ বাধ্য হয়ে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আইএস নামক খারেজীদের ফেতনা নির্মূল করতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। দীর্ঘ একমাসের যুদ্ধে আইএস সন্ত্রাসীরা মালি ও বুর্কিনা-ফাসোতে তাদের নিয়ন্ত্রিত সকল এলাকাগুলো হারায়, পরে তারা আশ্রয় নিতে থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা নাইজারের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাগুলোতে। কিন্তু সেখানেও মুজাহিদগণ এই খারেজি গোষ্ঠী আইএসদেরকে ছাড় দেননি, সেখান থেকেও তাদেরকে তাড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ। বর্তমানে নাইজারের অন্যান্য স্থানেও খারেজি গোষ্ঠী আইএসদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

---
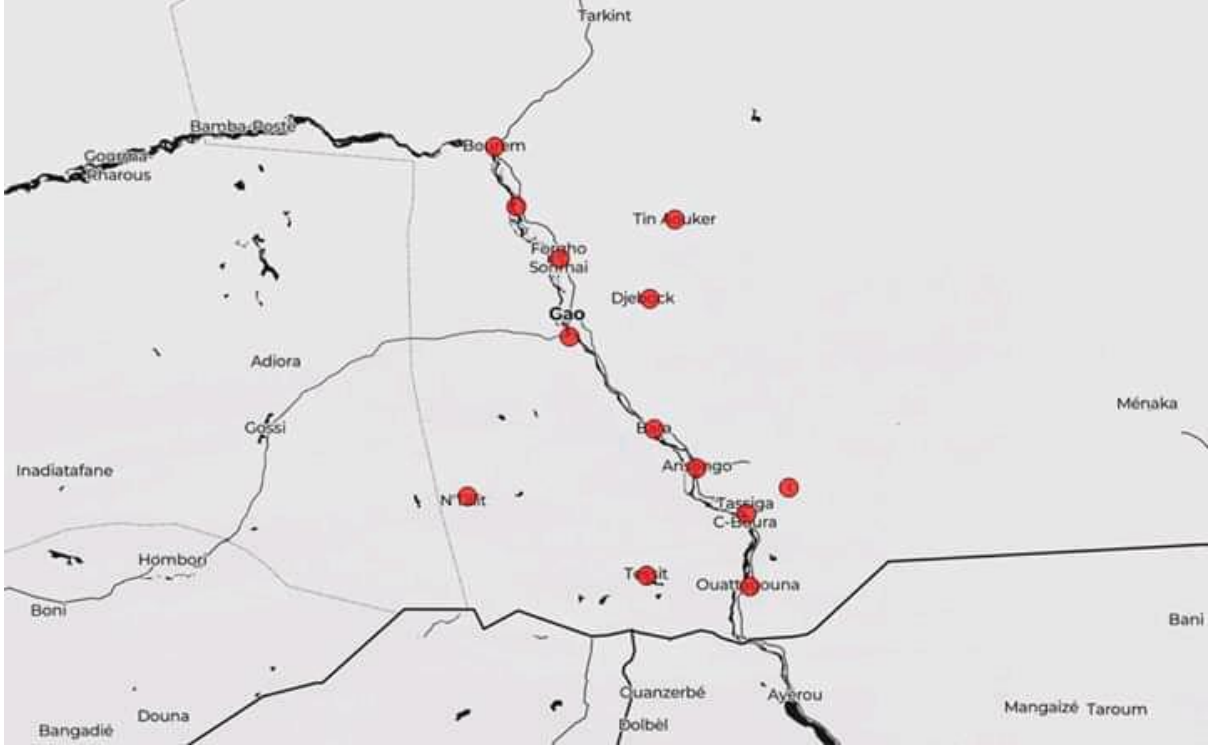
## ইলিশ পাঠানোর দিনই পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করলো ভারত

ভারতে ইলিশ রফতানির দিন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বেনাপোল স্থলবন্দরসহ দেশের বিভিন্ন স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ ঘোষণা করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার।

সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেয় ভারত। তবে এদিন বাংলাদেশ থেকে ভারতে রফতানি হয়েছে ১২ মেট্রিক টন ইলিশ।

পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ ঘোষণা করায় বেনাপোলের ওপারে পেট্রাপোলে আটকা পড়েছে পেঁয়াজভর্তি প্রায় ১৫০টি ট্রাক। একই অবস্থা অন্যান্য স্থলবন্দরেও। ভারতের শুল্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোমবার কিছু নীতিগত পরিবর্তন হওয়ার কারণে পেঁয়াজের রফতানি বন্ধ করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে সাতক্ষীরার ভোমরা বন্দর দিয়ে কোনো পেঁয়াজের গাড়ি বাংলাদেশে প্রবেশ করেনি। বেনাপোল বন্দর দিয়ে সকালে ৫০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ প্রবেশের পরই দেশের সবগুলো বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেয় ভারতের পেঁয়াজ রফতানিকারকদের সংগঠন। বিকেলে দুই ট্রাক পদ্মার ইলিশ ভারতে রফতানি হলেও পেঁয়াজ বাংলাদেশে রফতানি করেনি ভারত।

পেট্রাপোল রফতানিকারক সমিতির ব্যবসায়ী কার্তিক ঘোষ বলেন, পেঁয়াজ রফতানিকারক সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৭৫০ মার্কিন ডলারের নিচে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি করবে না। সে কারণে অনেকগুলো পেঁয়াজভর্তি ট্রাক বর্ডারে দাঁড়িয়ে আছে।

বেনাপোলের পেঁয়াজ আমদানিকারক রফিকুল ইসলাম রয়েল বলেন, ভারতের সঙ্গে আমদানি বাণিজ্য শুরুর পর থেকে ২৫০ মার্কিন ডলারে পেঁয়াজ আমদানি হয়ে আসছে। ভারতে বন্যার কারণে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ায় রফতানিকারকরা স্থানীয় বাজার দর হিসাবে ৭৫০ ডলারের নিচে বাংলাদেশে পেঁয়াজের রফতানি করবে না। এজন্য পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দিয়েছে ভারত।

ভারতের বনগাঁ এলাকার পেঁয়াজ ব্যবসায়ী অনিল মজুমদার বলেন, বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি করতে আমাদের আপত্তি নেই। বাজার দরে এলসি পেলে পুনরায় রফতানি শুরু হবে। সেক্ষেত্রে পুরোনো যেসব এলসি দেয়া আছে সেগুলো ২৫০ মার্কিন ডলার সংশোধন করে সংশোধিত মূল্যে এবং নতুন এলসি ৭৫০ মার্কিন ডলার করা হলে পেঁয়াজ রফতানি শুরু হবে।

বেনাপোল কাস্টম হাউসের কমিশনার আজিজুর রহমান বলেন, ভারত কোনো ঘোষণা ছাড়াই মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দিয়েছে। পারস্পরিক বাণিজ্যে সমঝোতার বিকল্প নেই। তারা রফতানি বন্ধ না করে পেঁয়াজের আমাদানিকারকদের সময় বেঁধে দিতে পারতেন। হঠাৎ করে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি।

এদিকে পেঁয়াজের আমদানি বন্ধের খবরে নড়েচড়ে বসেছে বেনাপোলসহ বিভিন্ন স্থানের পেঁয়াজের আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা। সন্ধ্যার পরপরই খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা বেড়ে ৮৫ টাকা দরে বিক্রি শুরু হয়েছে।

---

## ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

### ৯/১১ অভিযানে আল্লাহর নিদর্শনাবলী

বিখ্যাত সেপ্টেম্বরের অভিযানে আল্লাহর যে সমস্ত নির্দশনাবলীর প্রকাশ ঘটেছিল, তার কিছু নিয়ে আলোচনা করা হবে। যার মধ্যে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষা থাকবে, যারা বিবেকবান ও(উপদেশ) মনোযোগসহ গ্রহণ করে।

এখানে উক্ত অভিযানের বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ এ বিষয়ে আলোচনা ইতিমধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অভিযানের ঘটনাও অতীত হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে। এখানে আমি চাচ্ছি, তার কিছু ফল ও প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করতে। আর এখানে যা উল্লেখ করবো, কোন ইনসাফগার লোক তার বিরোধিতা করবে না।

প্রথম নিদর্শন:

আল্লাহর বাণী- (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)

আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে; বস্তুতঃ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ! (সূরা বাকারা, ২৪৯)

মাত্র উনিশজন মুজাহিদ এই অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাদের অস্ত্র ছিল কয়েকটি চাকু ও বক্সকাটার। তথাপি তারা কুফরের অর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামোর ভিত্তি চুরমার করে দিয়েছেন। সেই আমেরিকায়, যাকেবলা হয় একমাত্র পরাশক্তি এবং আধুনিক বিশ্ব-শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক! নিশ্চয়ই এর মধ্যে মহা নিদর্শন রয়েছে। দু'জন ভাইয়ের মাঝে এ বিষয়ে একটি চমৎকার কথোপকোথন হয়েছে। আমি এখানে তার কথাগুলো তুলে ধরছি:
দু'জনের একজন বলল: একটি রাষ্ট্রকে বেসামরিক বিমান দিয়ে আক্রমণ করার মাঝে কী কৃতিত্ব আছে, যে বিমানকে আদৌ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়নি?

অপরজন বলল: তাহলে আফগানিস্তান, ইরাক ও অন্যান্য দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আমেরিকার যুদ্ধগুলো কেমন?

প্রথমজন: তুমি কী বুঝাতে চাচ্ছো?

দ্বিতীয়জন: এই প্রতিটি স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধগুলো কি এই প্রকারেরই নয়? আফগানিস্তান, ইরাক, সুদান ও অন্যান্য দেশে তারা ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলার মাধ্যমে কি ঐ সকল লোকদেরকেই নাস্তানাবুদ করছে না, যাদেরকে তারা বেসামরিক ও নিরপরাধ বলে অভিহিত করে থাকে, তথা বৃদ্ধ, নারী ও শিশু? আর এক্ষেত্রে তাদের দাবি হল, সবগুলোই আকাশযুদ্ধ। বিমানযুদ্ধ।

প্রথমজন: কিন্তু এগুলো তো যুদ্ধবিমান আর ওগুলো তো বেসামরিক বিমান।

দ্বিতীয়জন: তাহলে কি কোন একটি বিমানের নাম এফ-১৫ বা টর্নেডো রাখা হলে এর জন্য তাদের কথিত বেসামরিক লোকদেরকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে, আর যখন এর নাম 'বোয়িং বা এয়ারবাস রাখা হবে, তখন তার জন্য এটা বৈধ হবে না? তাই প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ দুই পদ্ধতির কোন একটি পদ্ধতিতে হয়: হয়ত সম্মুখ সমর তথা মুখোমুখি লড়াই। এক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্ববাসীর সাক্ষমতে আমেরিকাই আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক কাপুরুষ এবং সম্মুখ সমর থেকে হতে দূরে অবস্থানকারী। এজন্য তারা চায় বিমান যুদ্ধ করতে। অতএব সবগুলোই উপর হতে আঘাত। তাই তাদেরটার মোকাবেলায় এদেরটা। আর প্রথমে যে শুরু করে সেই জালিম। কথোপকোথনটি সংক্ষিপ্তভাবে এখানেই শেষ হল।

কেউ কেউ বলতে পারে: এই আক্রমণের দ্বারা কী ফায়দা হয়েছে?

উত্তর হল, যদি অন্য কোনও লাভ না হয়, শুধু এতটুকুই যে, এর দ্বারা তাদের ইতিহাস, শক্তির পাল্লা, কূটনৈতিক-সামরিক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা সমূলে পাল্টে যায়, তবে এটুকুই যথেষ্ট। এ অভিযান বিরাট ঐতিহাসিক ধারা পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। অনেক চিন্তা-গবেষনার রূপ পাল্টে দিয়েছে। কারন পারস্পরিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞগণ আধুনিক বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থাকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করেছে:

১৬৪৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত সময়কাল। এটা হল ওয়েস্টফালিয়া চুক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর ধাপ। যা ইউরোপে মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। এটাই ছিল আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৫ এর ধাপ। এটা হল দুই বিশ্ব যুদ্ধের যুগ।
১৯৪৫ থেকে ১৯৯০ এর ধাপ। এটা হল জাতিসংঘ গঠন, বিশ্বের উপর দুই পরাশক্তি- সেভিয়েত-আমেরিকার কর্তৃত্ব, তাদের মধ্যকার শীতল যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার ধাপ।
১৯৯০ থেকে তার পরের কাল। এ ধাপের সূচনা হয়েছে সেভিয়েত ইউনিয়নের পতন, কমিউনিজম ব্যবস্থার ধ্বংস, শীতল যুদ্ধে সমাপ্তি, আমেরিকার একক প্রভাব ও ক্ষমতা অর্জন এবং আধুনিক বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার ব্যবস্থার সূচনা থেকে।

এ ধাপের ব্যাপারে আমেরিকান বড় বড় চিন্তাবিদরা মনে করে, এটাই বড় ধরণের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও লড়াইয়ের সমাপ্তি এবং পশ্চিমা পূজিবাদের বিজয়ের চূড়ান্ত ধাপ। তাদের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বিজয়কে সুদৃঢ় করে ইতিহাস এখানেই থেমে গেছে।

একারণেই ফুকুইয়ামা 'ইতিহাসের সমাপ্তি' নামে একটি কিতাব লিখে তাতে এ ধারণা পেশ করে যে, বিশ্ব ইতিহাসের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে । কেননা তাদের মতে পুজিবাদ থেকে উত্তম কোন ব্যবস্থা নিয়ে আসা মানবজ্ঞানের সাধ্যের বাইরে। কারণ এর বিকল্প কমিউনিজম, যেটাকে মানব সফলতা বাস্তবায়নের আশার স্থল মনে করা হত, সেটা ৭২ বছর কার্যকর থাকার পর ব্যর্থ হয়ে গেছে। একারণে এখন পুজিবাদই মানুষের ভাগ্যের লিখন হয়ে গেছে। যা থেকে পলায়নের কোন পথ নেই। এর অধীনেই শেষ পর্যন্ত বসবাস করতে হবে। জনৈক আমেরিকান চিন্তাবিদ বলেছে: বিগত পঞ্চাশ বছরে আমেরিকান বহি:রাজনীতি ছিল, দেশের শত্রুদের থেকে আগত হুমকিসমূহের মোকাবেল করা। একারণে পার্ল হারবার থেকে শুরু করে প্রতি বছরই আমেরিকা কোন না কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়েছে। যুদ্ধ কিংবা মোকাবেলা করেছে।
অর্ধ যুগ ধরে নতুন বৈশ্বিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এখনই সর্বপ্রথম আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র তাদের বহি:রাজনীতিকে

শীতল যুদ্ধের চাপ ও প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত-স্বাধীনভাবে নতুন করে ঢেলে সাজানোর সুযোগ পেয়েছে। আর এ সুযোগ পাওয়ার ফলেই (যেমনটা সে বলল) তার অনিষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ভয়াবহতা তীব্র হয়েছে। তার সমস্যা সীমাতিক্রম করেছে। ফলে সে পৃথিবীব্যাপী বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। মুসলমানদের যাদেরকে ইচ্ছা হত্যা করছে, যাদেরকে ইচ্ছা বন্দী করছে, যাদেরকে ইচ্ছা অবরোধ করছে এবং যাদেরকে ইচ্ছা আঘাত করছে। যেন মুসলিমরা কীট-পতঙ্গের একটি দল, তাদের রক্তের কোন মূল্য নেই, তাদের ইজ্জতের কোন মূল্য নেই। তাই তাদের মোকাবেলায় পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি যোদ্ধা দলের মাত্র ১৯ জন অল্পবয়স্ক মুজাহিদ আসলেন। তারা তাদের উপর কড়া নজরদারি করলেন। তাদের ধারণাকে ব্যর্থ করে দিলেন। তাদের শাসনব্যস্থা ও রাজনীতির পট পরিবর্তন করে দিলেন। তাদের গবেষণা ভুল প্রমানিত করলেন এবং তাদের পুজিবাদ, বিশ্বায়ন, গণতন্ত্র, কথিত মানবাধিকার এবং রূপকথার 'সি আই এ' এর ভঙ্গুরতা প্রকাশ করে দিলেন। আর তাদের চিন্তাবিদরা যেটাকে ইতিহাসের শেষ বলে অভিহিত করেছে, তারা আল্লাহর হুকুম ও সাহায্যে সেটাকেই তাদের ধ্বংসের সূচনা বানিয়ে দিয়েছেন।

আর আধুনিক ইতিহাসে প্রথমবারের মত মুসলিমগণ ঘটনার ভূক্তভোগী না হয়ে ঘটনার জন্মদাতা হয়!

এ ঘটনার মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় পাঁচটি অক্ষে:

প্রথম অক্ষ: এ ঘটনা ইসলামকে পুনরায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্মুখভাগে নিয়ে এসেছে। অথচ এতদিন জাতীয়তা, দেশাত্ববোধ ও বিভিন্ন স্বার্থই ছিল যুদ্ধ ও লড়াইয়ের প্রেরক। ফলে এর মাধ্যমে ক্রুসেডীয় শত্রুতা গোপনীয়তা থেকে প্রকাশ্যে চলে আসে এবং হুমকি থেকে বাস্তবতায় চলে আসে।

দ্বিতীয় অক্ষ: এটা আন্তর্জাতিক হিসাব-নিকাশ পরিবর্তনে জিহাদের বিরাট অবদানের কথা স্পষ্ট করেছে।

তৃতীয় অক্ষ: জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক রাজনীতিতে এবং যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণায় একচ্ছত্র কর্তৃত্বের চিন্তা খতম করে দিয়েছে। কারণ এই লড়াইয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল এমন লোকদের হাতে, যাদের নির্দিষ্ট জাতীয়তা বা দেশীয় তন্ত্রের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বরং যেমনটা আমেরিকানরা বলে থাকে- তারা পঞ্চাশটিরও অধিক রাষ্ট্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সালাফী জিহাদী ইসলাম বা যেটাকে তারা ওয়াহাবী ইসলাম বলে, এটা ব্যতিত অন্য কোন কিছু তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেনি। বরং যে চারটি অভিযান আমেরিকার উপর চরম আঘাত হেনেছিল, তা পরিচালনা করেছিল এমন চারজন লোক, যারা সকলে এক রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিল না। তাদের একজন ছিল কেনানার, একজন উপসাগরীয় অঞ্চলের, তৃতীয়জন সিরিয়ার এবং চতুর্থজন হিজাজের।

চতুর্থ অক্ষ: এ অভিযান, আমেরিকা কর্তৃক যেকোন মুসলিম দেশের উপর কোন ধরণের প্রতিশোধবিহীন আঘাত করার যুগের এমনভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে, যা কখনো ফিরে আসবে না ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চম সাইড: এটাই আধুনিক বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা চিন্তাধারার পতনের সূচনা। যা আমেরিকা মাত্র কয়েক বছর উপভোগ করতে পেরেছে। আর এটাই আমেরিকার চূড়ান্ত পতনেরও সূচনা ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় নিদর্শন:

আল্লাহর বাণী-(وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب)

আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ ('র কবল) থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এমন দিক থেকে পাকড়াও করলেন যা তারা ভাবতেও পারেনি। তিনি তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন। (সূরা হাশর, ২)

এটি আল্লাহর একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। যা সেপ্টেম্বরের ঘটনায় বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ আয়াতের তিনটি অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন!

১. (وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله)

আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ ('র কবল) থেকে রক্ষা করবে। আমেরিকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্যকারী মাত্রই দেখতে পাবে যে, আমেরিকা ভৌগলিক ও সামরিক কারণে নিজে কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। যে দু'টি সাগর দু'দিক থেকে আমেরিকাকে বেষ্টন করে রেখেছে, তা তাকে বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, যাদেরকে সে চাইলেই নিস্পেষণ চালাতে পারে। কিন্তু তার কোন প্রতিবেশি থেকে আশঙ্কা ছিল না। অপরদিকে তার মহাসাগর অতিক্রমকারী ক্ষেপণাস্ত্র, তার পারমাণবিক শক্তি, বিমানবাহী জাহাজ; যা সমুদ্রের পর সমুদ্র অতিক্রম করে যায়, তার তারকাযুদ্ধের প্ল্যান, যার মাধ্যমে সে তার বিরোধী পারমাণবিক শক্তিগুলোকে অকেজো করে দিত চায়, এ সকল শক্তিগুলোর কারণে সে নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, সে কোন আদেশ করলে কেউ 'না' বলতে সাহস করবে না এবং সে কিছু করলে কেউ 'কেন; বলতে সাহস দেখাবে না। এমনিভাবে তারা তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের গোয়েন্দাশক্তি, তাদের কৃত্রিম উপগ্রহ, তথ্য তাদের উদঘাটনের সক্ষমতা এবং গুপ্তচরবৃত্তিতে তাদের দক্ষতা... ইত্যাদি বিষয়ে বহু কল্প-কাহিনী তৈরী করে রেখেছে। তাই তারা তাদের সামরিক শক্তির কারণে নিশ্চিতভাবেই মনে করেছিল যে, এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যা তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের দু:সাহসিকতা দেখাবে। আর তাদের গোয়েন্দা শক্তির কারণে ধারণা করেছিল, তারা সকল সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে, ফলে তারা সামান্য নড়া-চড়াও করতে পারবে না।

২. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبو
কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এমন দিক থেকে পাকড়াও করলেন যা তারা ভাবতেও পারেনি। এই আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মতৃপ্তি, দাপট ও অহংকার সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা এমন দিক থেকে আসলেন, যেটা তারা কল্পনাও করতে পারেনি এবং মাত্র দুই ঘন্টার ভেতরে তার উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনে পঞ্চাশ বছর যাবত তৈরীকৃত তাদের সকল কল্প-কাহিনী চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। প্রাথমিক কিছু উপকরণের মাধ্যমে তাদের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। যার প্রতিরোধ করতে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র, তাদের বিমানবাহী জাহাজ এবং তাদের পরমাণবিক শক্তিও সক্ষম ছিল। কোথা থেকে এসেছিল এই আঘাত? তার সেই বড় শত্রু থেকে, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যই সে গোয়েন্দাবাহিনী, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং দাসত্বকারী দালালচক্রকে তৈরী করে রেখেছিল। আমার মনে হচ্ছে, যেন আমিই সেই অভিযানের সদস্যদের সাথে আছি, যারা আমেরিকান দূর্গগুলোর উপর আঘাত হানতে হানতে বিমানের জানাগুলো দিয়ে দেখছিল আর বলছিল: হে কাফেরের দল! তোরা তোদের পারমাণবিক শক্তি, কৃত্রিম উপগ্রহ, সিআইএ এর উপর প্রশ্রাব কর।

৩. وقذف في قلوبهم الرعب
তিনি তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন। তাই এ আক্রমণের সাথে সাথেই তাদের অন্তরের গভীরে ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় যেকোন দর্শকই আমেরিকানদের চেহারার দিকে তাকালে তা দেখতে পেত। আর তাদের সবার উপরে আছে, তাগুত বুশ। যে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত লাগাতার এক স্থান থেকে আরেক স্থানে আত্মগোপন করছিল। আত্মগোপনের তরিৎগতির একটি আনুমানিক রেকর্ডও নির্ধারণ করা হয়ে যেত, যদি তার সহকারী চেনিও প্রতিযোগীতায় লিপ্ত না হত!

তৃতীয় নিদর্শন:
আল্লাহর বাণী- (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)

আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন...(সূরা আনফাল, ১৭)
ঐ সকল আক্রমণগুলোর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফলাফলগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাতকারীই বুঝতে পারবে যে, এর পিছনে মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে ভিন্ন শক্তি রয়েছে। যার ফলে একজন মুমিনের, আল্লাহর এ আয়াতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যায়-(وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)
এছাড়া যে সকল প্রত্যক্ষ ফলাফলগুলো আমেরিকান অর্থনীতির প্রসাদ চুরমার করে দেওয়ার কারণে প্রকাশ পেয়েছে, তা মানুষের কল্পনারও উর্ধ্বে। আর যখন আপনি এই তথ্য জানতে পারবেন যে, ঐ সকল গগণচুম্বি স্থাপনাগুলো "বুয়েঞ্জ-৭০৭" এর আঘাত মোকাবেলা করার মত মজবুত ছিল, যেমনটা প্রকৌশলীরা বলেছে- তখন তো আপনার সামনে এ বিষয়টা আরো পরিস্কারভাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি জানতে পারেন যে, মূল স্থাপনাটির সাথে সাথে গগণচুম্বি স্থাপনার আরেকটি সারিও ঝুকে যায় এবং তার সাথে ভূপাতিত হয়, তাহলে কতটা বিস্ময়বোধ করবেন?!
তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হল, এ আক্রমণের পরোক্ষ ফলাফলগুলো। কারণ এর পরোক্ষ ফলাফল থেকেই আমরা আজও ফল লাভ করছু। সে সমস্ত ফলাফলগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল:
১. আমেরিকান অর্থনীতির যে ধ্বস ও মন্দা সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানীগুলোর যে ধারাবাহিক পতন এখনো অব্যাহত আছে, এছাড়া তাদের ডলারের মান কমে যাওয়া এবং মুনাফাগুলো তাদের দেশের পরিবর্তে এখন অন্য দেশে চলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো অতিসত্তর এই রাষ্ট্রটির পতনের ঘোষণা দেয়। কারণ এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিতই আছে অর্থনীতির উপর।
২. অনেক কাফেরদের ইসলামে প্রবেশ করা। এমনকি চারবার এমন এই অভিযান হওয়ার পর থেকে ইসলামে প্রবেশকারীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। যা তাদের সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছে। এমনকি সি এন এন এর ভাষ্যমতে শুধু আমেরিকাতেই ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা ৩৪ হাজারে পৌঁছে গেছে। আফ্রিকার অনেক কাফেরও ইসলামে প্রবেশ করেছে। যেটা সম্পর্ক সেখানকার কিছু কিছু দায়ী ভাই আমাকে তথ্য দিয়েছে।
৩. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে জানার কৌতুল ছড়িয়ে পড়া। এমনকি শুধু আমেরিকাতেই ১৬ হাজারেরও অধিক পাবলিক লাইব্রেরী ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে অনেক কিতাব সংগ্রহ করেছে। ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কাজ করার জন্য অনেকগুলো বিশেষজ্ঞ কোর্স চালু করেছে, তাদেরকে ইসলাম ধর্মের পরিচয় তুলে ধরার জন্য। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে কুরআনের কপি শেষ হয়ে যায়। কিছু কিছু দেশে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষভাবে এক সপ্তাহ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। জাপানে এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ইসলামের প্রতি ঝোক বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল দেশগুলোর পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনি যদি এই ফলাফল আনার জন্য দায়িদের বিশাল একটি বাহিনীও প্রেরণ করতেন, তবু তা আসত না। তবে যদি আল্লাহ চাইতেন। এটার কারণেই এই আক্রমণের অনেক কঠিন বিরোধিতাকারীরাও একথা স্বীকার করেছে যে, এই আক্রমণের পর ইসলাম মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এত সংখ্যক ইসলাম গ্রহণকারী লাভ করেছে, যা সাধারণ দাওয়াত চল্লিশ বছরে লাভ করে।
এ পর্যন্ত আলোচনা ছিল মুসলমানদের অন্তরে 'ওয়ালা-বারা'র রূহ জীবিত করা এবং তাদেরকে কাফেরদের সাথে শত্রুতা শিক্ষা দেওয়ার দিক থেকে। কারণ এ হামলাগুলো ক্রুসেডারদের অন্তরের গোপন শত্রুতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। তাই মুসলমানদের মধ্যে যারা উদাস ছিল বা উদাসীনতার ভান করেছিল, তাদেরকে সজাগ করে দিয়েছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদের রূহকে পুনর্জীবিত করেছে। এছাড়াও আরো বহু ফলাফল রয়েছে, যা অবিরত প্রকাশ পেতেই থাকবে। এখনো তার কয়েকটির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হল মাত্র।

চতুর্থ নিদর্শন:
আল্লাহর বাণী-(ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله)
আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজকে বিকিয়ে দেয়। (সূরা বাকারা, ২০৭)
আরবগণ প্রাচীনকাল থেকে সামুয়েলের আত্মত্যাগের গান গেয়ে থাকে। একারণে তারা তাদের উদাহারণগুলোতে বলে: "সে সামুয়েল থেকেও বিশ্বস্ত বা আত্মোৎসর্গী।"
আরবের জনৈক কবি বলেছেন: (আরবি কবিতার অর্থ)
তুমি সেই ব্যক্তির সাথে দৌঁড়িয়েছো, যে তোমাকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছে এবং তোমার তরে সেই ত্যাগ স্বীকার করেছে, যা সামুয়েলও করেনি।
আরেক কবি বলেছেন:
সে আমাকে ভালবাসার সেই প্রতিদান দিয়েছে, যা সিনিম্মারকে দেওয়া হয়। অথচ সে আমাকে সামুয়েলের ন্যায় ত্যাগ স্বীকারের আশা দিত।
সামুয়েল তার ছেলের তরে আত্মোৎসর্গ করেছিল, তার কাছে যে আমানত রাখা হয়েছে তা উদ্ধার করার জন্য। তথাপি সে আরবদের চোখে বড় হয়ে গেছে।
আল্লাহর শপথ! এটা আত্মত্যাগ। কিন্তু আপনি যখন মোল্লা ওমরের আত্মত্যাগের সাথে এটাকে তুলনা করবেন, তখন এটা ম্লান হয়ে যাবে, এমনকি প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন!
তার ধারে কাছেও কি পৌঁছতে পারবে সামুয়েলের আত্মত্যাগ? সে তো ছিল একটি মাত্র ছেলে। এটা কি নিজের শাসনক্ষমতা, রাজত্ব, পরিবার, দেশ, নিরাপত্তা এবং সকল সহায়-সম্পদ ত্যাগ করার সমান হতে পারে?!
যদিও আমাদের এই যামানা খেয়ানত ও মুনাফিকির যামানা, কিন্তু মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের মত বিরল ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে আবার সাহাবায়ে কেরামের যামানায় নিয়ে এসেছেন। তার অবস্থার ভাষা বলছে:
তুমি যদি মিষ্ট হও, আর জীবন হয় তিক্ত - তুমি যতি তুষ্ট হও, আর সকল মানুষ হয় ক্রুদ্ধ - যদি তোমার মাঝে আর আমার মাঝে সম্পর্ক আবাদ হয় আর আমার মাঝে ও বিশ্ববাসীর মাঝে সম্পর্ক হয় বিরান - তথাপি যদি তোমার খাটি ভালবাসা পেয়ে যাই, তবে আমার জন্য সবই হবে সহজ। মাটির উপর যা আছে, সবই মাটি।
তাই এই বিরল আত্মত্যাগ এবং বিশাল অবিচলতা পাওয়া গেছে এমন সময়, যখন অসংখ্য তাগুতগোষ্ঠী বড় তাগুতের নৈকট্য অর্জনের জন্য ব্যস্ত। কেউ যদি সামান্য একটি সালামের মাধ্যমেও যেকোন একজন সন্ত্রাসির(!) সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তবে আমেরিকার স্বার্থে তাকেও তাগুত শিকার করে দিতে সিদ্ধহস্ত। যেন তারা চাচ্ছিল, ফ্যাক্সে যেমন কাগজ পাঠানো যায়, তেমনি যদি লোক পাঠানো যেত, তবে কোন বিলম্ব না করে তাৎক্ষণিক তাদেরকে বড় তাগুতের নিকট পাঠিয়ে দিত!
তাই আমরা মনে করি, মোল্লা ওমর ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহর এই বাণী প্রযোজ্য হয়-(ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله)

পঞ্চম নিদর্শন:
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী- (نصرت بالرعب)
"আমাকে আতঙ্ক দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।"
যে রাষ্ট্রকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরাশক্তি বলা হয়, সে রাষ্ট্রটি তার আকাশে সাত হাজার যুদ্ধবিমান জড়ো করে, আফগানিস্তানের গিরি-গুহায় অবস্থানকারীদের ভয়ে। তাদের সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে প্যাট্রিয়ট ও স্টিংগার স্থাপন করে। সন্ত্রাসী আক্রমণের ভয়ে একাধিকবার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। আক্রমণের পর তার

অধিবাসীদের একচতুর্থাংশেরও বেশি মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। বিশ্ব-আত্মগোপনকারী দলের নেতা চেনি এক গুপ্তস্থান থেকে বের হয়ে আরেক স্থানে প্রবেশ করতে থাকে। এভাবে আতঙ্কের ধারাবাহিকতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

আমরা মনে করি, এ সবই আল্লাহ ঘটিয়েছেন শায়খুল মুজাহিদীন আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেনের সেই কসম পুরা করার জন্য যে, আমেরিকানরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করতে পারবে না। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন! আমাকে জান্নাতে তার সঙ্গে স্থান দান করুন! কারণ আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে এমন কতিপয় বান্দা আছেন, যারা আল্লাহর নামে কসম করলে, আল্লাহ তা পূরণ করেন।

ষষ্ঠ নিদর্শন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী- জেনে রেখ, যদি সমস্ত উম্মতও তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তথাপি তারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যা আল্লাহ তোমার ব্যাপারে লিখে রেখেছেন। এই নিদর্শনের বিশালতা নিয়ে কে আপত্তি করতে পারবে?

শায়খুল মুজাহিদ আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ এর বিরুদ্ধে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল দেশের, সকল ধর্মের ও সকল বর্ণের- খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতকরা তাদের হাতে যা কিছু আছে এবং যে পর্যন্ত তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান পৌঁছেছে, এমন সকল অস্ত্র, বিমান, কৃত্রিম উপগ্রহ, গোয়েন্দাবাহিনী ও নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। অথচ তার ছবি পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যেভাবে খড়কুটোর মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাকে দূরবর্তী-নিকটবর্তী, ছোট-বড়, মুসলিম-কাফের, নারী-পুরষ সকলে চিনত। এত সব কিছু সত্ত্বেও তারা তার চিহ্নও খুজে পাইনি, তার ব্যাপারে কোন তথ্য উদঘাটন করতে পারেনি। তিনি কোন আকাশের নিচে আছেন, তাও জানতে পারেনি!

আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করি, আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন! তার বাহিনীকে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন এবং আমেরিকা ও তার মিত্রদের পরাজয়ের মাধ্যমে আমাদের চক্ষু শীতল করুন!

--

'সেপ্টেম্বরের অভিযানে আল্লাহর নিদর্শনাবলী

শায়খ নাসির ইবনে হামদ আল-ফাহদ' নামক রিসালা থেকে সংগৃহীত।

---

## খোরাসান | বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করছেন তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত পারওয়ান প্রদেশের সায়াগ্রিড জেলার একটি এলাকায় বন্যার্ত পরিবারগুলোর মাঝে ত্রানসামগ্রী বিতরণের কাজ করছেন।

গত মাসে আফগানিস্তানে বন্যা ও পাহাড় ধ্বসে পড়ার ঘটনা ঘটলে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারান। গৃহহীন হয়ে পড়েন কয়েক হাজার মানুষ।

এমন পরিস্থিতিতে ইমারতে ইসলামিয়া তার সাধ্য অনুযায়ী এসকল পরিবারগুলোর নিকট নিজেদের সাহায্যের হাত বাড়ি দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তালেবান সরকার। সামর্থ অনুযায়ী বন্যায় আক্রান্ত অসহায়দের মাঝে ত্রানসামগ্রী বিতরণ করেছেন, যার কার্যক্রম এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদিন এবার পারওয়ান প্রদেশের সায়াগ্রিড জেলায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণের কার্যক্রম শুরু করেছেন। যার বেশ কিছু ছবি ইতিমধ্যে তালেবানদের আল-ইমারাহ স্টুডিও কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

---

## পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক পোস্টে টিটিপির হামলা, নিহত এক

পাক মুরতাদ বাহিনীর সামরিক পোস্টে হামলার ঘটনায় ১ সৈন্য নিহত ও অনেক ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ জানা যাচ্ছে।

খবরে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর ডাবরি এলাকায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক পোস্টে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ১০টায় এই হামলা সংঘটিত হয়।

এদিকে পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদি দল তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী উক্ত হামলার দায় স্বীকার করে বলেন, টিটিপির জানবাজ মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ১ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, বাকি সৈন্যরা নিজেদের রক্ষা করতে পোস্ট থেকে সরে পড়ে। এছাড়াও এই অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর ভারি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

## হাতে ৭৮৬ লেখা থাকায় মুসলিম যুবকের হাত কেটে দিয়েছে হিন্দু সন্ত্রাসীরা

সাধারণত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিমরা ৭৮৬ সংখ্যাকে বিসমিল্লাহ হিসেবে বিশ্বাস করেন। যদিও এর দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য 'বিসমিল্লাহ' এর আরবি সংখ্যার মান বুঝানো । এই ট্যাটুর কারণে এক মুসলিম যুবকের হাত কেটে দিয়েছে কট্টর হিন্দু দুর্বৃত্তরা।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানায়, ভারতের পানিপথে ইখলাখ সালমানি নামে এক যুবকের হাত কেটে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ইখলাখের ভাই বলেন, হাতে উল্কি করে বিসমিল্লাহ। কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি, এই কারণে হাতটাই কেটে ফেলবে ওরা। ও জাতিতে মুসলিম শুনেই ওর হাতটা কেটে দেয় ওরা।

২৮ বছর বয়সী ইখলাখ পেশায় নাপিত। লকডাউনে কাজ নেই তাই গত ২৩ আগস্ট সাহারানপুর থেকে দুই চেনা ব্যক্তির সঙ্গে পানিপথে রওনা হন। ৩৩ কিলোমিটার চলার পর কৃষ্ণপুর অঞ্চলের মাথাগোজার ঠাঁই না পেয়ে আশ্রয় নেন এক পার্কে। রাতের অন্ধকারে তার নাম পরিচয় জানতে চায় দুই যুবক। অভিযোগ, নাম বলতেই ব্যাপক মার খান তিনি। এখানেই শেষ নয়। অভিযোগ মারের চোটে দীর্ঘক্ষণ অচৈতন্য থাকার পর সামনের এক বাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থাতেই পানি চাইতে যান তিনি। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এমনই যে, সেই বাড়ির দরজা খোলে ওই দুই যুবকই। এবার আরেক প্রস্থ অত্যাচারের পালা। প্রাণভিক্ষা চেয়েও লাভ হয়নি। ইখলাখকে তুমুল অত্যাচার করে ওই দুই যুবক।

তাদের চোখে পড়ে ইখলাখের হাতে একটি ট্যাটুতে লেখা ৭৮৬। দেখেই ওই দুই যুবক সিদ্ধান্ত নেয় তার হাত কেটে দেয়ার। ইখলাখকে ফেলে আসা হয় কিষাণপুর রেল স্টেশনের ধারে। পরদিন জ্ঞান ফিরতে ইখলাখ পথচারীদের সাহায্যে বাড়িতে খবর দেন।

অভিযোগ দায়ের করা হয় পানিপথের চাঁদনি বাগ স্টেশনে। ইখলাখের ভাইয়ের বক্তব্য, আমার ভাইয়ের জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেল। ওরা আমার হাতই কাটেনি। ওর সমস্ত স্বপ্ন মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। হয়তো কোনোদিনই আর কোনো কাজ করতে পারবে না ও। আমি এর বিচার চাই। তিনি জানিয়েছেন, ওই ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকাবাসীর থেকে ঘটনার সত্যতা জেনেছেন তিনি।

---

### ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

## আওয়ামী সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে বন্ধ হচ্ছে না নদীর বালু উত্তোলন

সৌন্দর্য এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অমূল্য সম্পদ ঠাকুরগাঁওয়ের নদীগুলো আজ অস্তিত্ব সংকটে। প্রশাসনের নজরদারি না থাকায় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্যে বন্ধ হচ্ছে না নদীর বালু উত্তোলন। ফলে এক সময়ের

খরস্রোতা নদীগুলোর দু'পাড় সঙ্কুচিত হয়ে পরিণত হচ্ছে মরা খালে, হারাচ্ছে গতীপথ। তবে জেলা প্রশাসনের দাবি, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স জারি করা হয়েছে।

এক সময়ে ঠাকুরগাঁওয়ের শহর সংলগ্ন টাংগন, শুক, সেনুয়া নদীগুলো ছিলো জেলার প্রাণ। কিন্তু প্রতিনিয়ত এসব নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে নদীগুলো আজ তাদের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। ক্ষমতাসীন স্থানীয় আওয়ামী প্রভাবশালী চক্র নির্বিচারে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে বাড়ছে নদীভাঙন, নদী গতীপথ হারাচ্ছে দিন দিন। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে নিজ বসতভিটা ও সহায়-সম্পদ হারানোর আতঙ্কে থাকে হাজারো নদী পাড়ের মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে অবাধে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে যাচ্ছে। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তারা এই অবৈধ বালু উত্তোলন প্রতিরোধ করতে পারছেন না। স্থানীয় জেলা প্রশাসন মাঝে-মধ্যে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বালু উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা দিলেও কিছুতেই থামছে না বালু উত্তোলন।

সদর উপজেলা শ্রীকৃষ্টপুর এলাকার শিবলাল হাজদা জানান, শহরের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি তাদের গ্রামের বালু উত্তোলন করে জমা করে রাখেন। সেই বালু সারাবছর বিক্রি করে কোটি টাকা আয় করেন।

আকচা ইকোপার্ক এলাকার নগেন রায় জানান, প্রতিদিন এ নদী থেকে বালু ওঠাচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী চক্র। এর ফলে নদী তার নিজস্ব গতীপথ হারিয়েছে। বছরের পর বছর এই এলাকায় বালু উত্তোলনের ফলে নদীতীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বর্ষাকালে ভাঙনের কারণে ঘরবাড়ি হারিয়েছেন অনেকে। অনেকেই তাদের বসতবাড়ি স্থানান্তর করেছেন। একইভাবে ভাঙনের কারণে হুমকিতে রয়েছে আশে পাশের কৃষিজমি। একই কথা জানান ওই গ্রামের আরো অনেকে।

সালান্দর এলাকার সাইফুল ইসলাম জানান, চক্রটি এভাবে বালু উত্তোলন করে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। অবৈধ বালু উত্তোলন করে স্থানীয় প্রভাবশালীরা অনেকেই লাভবান হলেও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে নদী, ফসলি জমি ও নদীর তীরবর্তী মানুষ। এ চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে নদী থেকে ইচ্ছেমতো মাটিকাটা ও বালু উত্তোলন করে আসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চক্রটি প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে এলাকাবাসী কেউ-ই মুখ খুলতে সাহস পান না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ট্রাক্টরচালক ও বালু শ্রমিকরা জানান, টাঙ্গন নদীতে বালু উত্তোলনের প্রায় ১৫টি, শুক নদীর ১২টি, সেনুয়া নদীর ১০টি ঘাট রয়েছে। এগুলো থেকে প্রতিদিন ট্রাক্টরে করে বালু ওঠানো হয়। এই বালু সদর উপজেলার বিভিন্ন পাড়া মহল্লা ও ঠিকাদারদের সরবরাহ দেয়া হয়। প্রতিটি ঘাটে প্রায় ১৫ থেকে ২০টি ট্রাক্টরে করে নদী থকে বালু উত্তোলন করে শহরের বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করা হয়। একেকটি গাড়ি প্রতিদিন ৬ থেকে ৭ ট্রিপে বালু উত্তোলন করে থাকে। প্রতি গাড়ি বালু ১০০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকায় বিক্রি হয়। এর মধ্য থেকে চালক ও তিন শ্রমিক পান ৪০০ টাকা। আর বাকি ৬০০ টাকা পায় গাড়ির মালিক। প্রতিদিন ৭ গাড়ি বালু বিক্রয়ের ৭ হাজার টাকার মধ্যে শুধু মালিক একাই পান ৪ হাজার টাকা। বাকি ৩ হাজার টাকা শ্রমিক ও চালকরা ভাগাভাগি করে নেন।

ট্রাক্টর মালিক ও বালু ব্যাবসায়ি ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা এরশাদ জনান, তিনি সালান্দর ইউনিয়নের বরুনাগাঁও এলাকার মন্দির ও মসজিদ কমিটির কাছ থেকে প্রতিবছর সেনুয়া নদীরবালু উত্তোলনের ইজারায় নিয়েছেন। এ বিষয়ে সালান্দনর ইউনিয়নের পরিষদের অনুমতিও রয়েছে। এছাড়া তিনি শুধু একাই নন, আকচা, বরুণাগাঁও, বটতলি, বখশের হাট, শ্রীকৃষ্টপুর এলাকায় অনেকেই বালুর ব্যাবসা করে লাখ লাখ টাকার মালিক হয়েছেন।

সালান্দর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মাহবুব রহমান মুকুল জানান, নদী থেকে বালু তোলার বিষয়ে তিনি অবগত নন। বালু উত্তোলনের বিষয়ে তিনি বা পরিষদ থেকে কোনো অনুমতি দেয়া হয় নাই। কেউ পরিষদের নাম ভাঙিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জেলা প্রশাসক ড. কেএম কামরুজ্জামান সেলিম জানান, সরকারিভাবে কোনো বালুমহল ইজারা দেয়া হয়নি। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করার বিষয়ে জিরো টলারেন্স জারি করা হয়েছে। জেলার সকল উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদে এবিষয়ে অবগত করা হয়েছে। এছাড়া মাইকিং ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা করা হয়েছে। এরপরও যদি কেউ আইন অমান্য করে বালু উত্তোলন করে থাকেন, তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া জেলার নদীগুলোতে নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে সরকারিভাবে নদীখনন কাজ চলমান রয়েছে।

জেলায় ছোটবড় মিলিয়ে ১৫টি নদী রয়েছে। এর মধ্যে সবগুলোই মৃতপ্রায়। এ অবস্থায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন্ধ করতে হবে নদী থেকে বালু উত্তোলন আর অবৈধ বালু ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যাবস্থা করা হলে এই নদীগুলোর অস্তিত্ব বাঁচাতে বলে মনে করেন সচেতন জেলাবাসী। কালের কণ্ঠ

---

## নির্মাণের ৯ মাসের মধ্যেই ৯০ লাখ টাকার সড়কে ধস

৯০ লাখ টাকা ব্যয়ে বগুড়ার ধুনট উপজেলার সোনামুয়া হাট থেকে হাসাপোটল গ্রাম পর্যন্ত পাকা সড়কটি নির্মিত হলেও মাত্র ৯ মাসেই তা ধসে গেছে। সড়কের কান্তনগর গ্রামের ভেতর অন্তত ৫০ মিটার অংশ ভেঙে খালের ভেতর পড়েছে। ফলে জনগুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটেছে। এদিকে সড়ক নির্মাণের ৯ মাসেই তা ভেঙে পড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অর্থায়নে ২০১৯ সালের নভেম্বরে সড়কটি পাকা করার কাজ শেষ করা হয়েছে। এক হাজার ৭৭০ মিটার দীর্ঘ সড়কটির নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৯০ লাখ টাকা। উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দরপত্রের মাধ্যমে কাজ পেয়ে মেসার্স শুকরা কনস্ট্রাকশন নামের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সড়কটি নির্মাণ করে।

সরেজমিন দেখা গেছে, নবনির্মিত পাকা সড়কের পাশ দিয়ে চলে গেছে কান্তনগর খাল। সড়কটি পাকা করার কাজের সময় ভাঙনরোধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। খালের পাশে সুরক্ষা বাঁধ (গাইডওয়াল) ছাড়াই

অপরিকল্পিতভাবে কাজ করায় সড়কটি টিকসই হয়নি। কোথাও আবার পাকা সড়কের কিছু অংশ ধসে খালের পেটে চলে গেছে। এই সড়কের পাশে কয়েক দিন ধরে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। ফলে ভাঙন স্থানে সড়কটি সরু হয়ে গেছে। ওই সড়ক দিয়ে বর্তমানে যান চলাচল করতে পারছে না। তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রামের কিছু মানুষ পায়ে হেঁটে চলাচল করছেন। এর পরও ওই সড়কের আরো প্রায় ১৫০ মিটার অংশ খালের পেটে ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, এই সড়কপথে অন্তত ১০ গ্রামের প্রায় ২০ হাজার মানুষ চলাচল করে। আমাদের সময়

---

## বিয়ের আসর থেকে কনেকে অপহরণচেষ্টা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতার

পিরোজপুর শহরে ওয়ার্ডের এক বাড়িতে পিস্তল ও চাকু নিয়ে ফিল্মি কায়দায় বিয়ের আসর থেকে কনেকে অপহরণের চেষ্টার চালিয়েছে জেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অনিরুজ্জামান অনিক। শুক্রবার বিকেলে শহরের শিক্ষা অফিস সড়কের আওয়ামী লীগের পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসেনের বাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শনিবার ওই ছাত্রলীগ নেতা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কনের বাবা ও পিরোজপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন। অভিযোগে অপর নামীয় আসামিরা হলেন শহরের ধুপপাশা এলাকার আবুল কালামের দুই ছেলে আব্দুল আলিম ও মো. শাওন।

অভিযোগ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার বাদ আছর দেলোয়ার হোসেনের মেজ মেয়ের (২২) আকদ অনুষ্ঠান ছিল। বিকেলে জেলার ইন্দুরকানী উপজেলার বরপক্ষ দেলোয়ারের বাড়িতে বরসহ আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আসেন। আকদ অনুষ্ঠান শুরুর আগেই জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অনিরুজ্জামান অনিক কিছু সন্ত্রাসী নিয়ে তাদের বাড়িতে ঢুকে অনুষ্ঠান থেকে তার মেয়েকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় মেয়ে ফারহানা আক্তার আইভিকে জাপটে ধরে তার শ্লীলতাহানী ঘটায় এবং পিস্তল বের করে ভয় দেখায়।

তখন উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা বাধা দিলে তারা মেয়েকে অপহরণ করতে না পেরে বর পক্ষকে নানা হুমকি দেয়। এ ঘটনার পর গ্রাম থেকে আসা বর পক্ষের লোকজন ভয়ে বিয়ে বন্ধ করে তাদের বাড়িতে চলে যান।

এ সময় অনিরুজ্জামান অনিক তার সঙ্গে থাকা আব্দুল আলীম ও শাওনকে নিয়ে কনের বাবাকে হুমকি দিয়ে বলে, তার মেয়েকে আবুল কালামের ছেলে আব্দুল আলীম ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যাবে না। যদি বিয়ে দেওয়া হয় বাসর ঘরে মেয়ের স্বামীকে হত্যা করে লাশ গুম করা হবে এবং তার মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের সময়

---

## আমিরাতের পর এবার বাহরাইন-ইসরায়েল সম্পর্ক: ট্রাম্পের ঘোষণা

আমিরাতের পর এবার গাদ্দার রাষ্ট্রের তালিকায় নাম লেখালো বাহরাইন। দেশটি কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়তে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে।

গতো শুক্রবার ১১ সেপ্টেম্বর ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দেয় বাহরাইন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই রাতে এক টুইটার বার্তায় বাহরাইন সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়টি জানান।

এ ব্যাপারে আমেরিকা-ইসরায়েল ও বাহরাইন একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছে।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাহরাইনের রাজতান্ত্রিক সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সম্মত হয়েছে।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়, 'এটি একটা ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ।'এ সম্মতিতে পৌঁছানো সম্পর্কে ট্রাম্পের জামাতা ও সিনিয়র হোয়াইট হাউজ উপদেষ্টা জারেড কুশনার বলেছেন, 'ট্রাম্প প্রশাসনের চার বছরের দারুণ সব কাজের ফসল এটি। নতুন এক মধ্যপ্রাচ্যের শুরু দেখতে যাচ্ছি আমরা।'

গতো মাসে একই ধরনের সম্মতিতে পৌঁছায় ইসরায়েল-সংযুক্ত আরব আমিরাত। সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউজে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে সই করবে তারা। বাহরাইন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ট্রাম্প এই চুক্তি নিয়ে বলেছেন, 'এটা যে হতে পারে জানতাম কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি হবে এটা অকল্পনীয়।'

এদিকে বাহরাইন-ইসরায়েল চুক্তিকে 'ফিলিস্তিনি জাতির পিঠে আরও একবার ছুরিকাঘাত' বলে মন্তব্য করেছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলো।

---

# ১৩ই সেপ্টেম্বর , ২০২০

## খোরাসান | তালেবানে যোগ দিয়েছে ৩৯ জন কাবুল বাহিনীর সেনা সদস্য

খবরে বলা হয়েছে, কাবুল সরকারী বাহিনীর ৩৯ সৈন্য চারটি প্রদেশ থেকে তালেবানদের সাথে যোগ দিয়েছে। প্রদেশগুলো হল: নানগারহার, ময়দানে ওয়ার্দাক, পাকতিয়া এবং গজনি।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একজন কেন্দ্রীয় তালেবান মুখপাত্র, মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ রবিবার তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন যে, পূর্ব নানগার প্রদেশের পাচিরাগাম জেলা হতে কাবুল প্রশাসনের ২৫ সেনা এবং একজন পুলিশ সদস্য সত্যতা উপলব্ধি করে কাবুল বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছে এবং মুজাহিদিনের সাথে যোগ দিয়েছেন।

তিনি অন্য টুইটে আরো লিখেছেন যে, ময়দানে ওয়ার্দাক থেকে ৮ জন, পাকতিয়ার চামকানি জেলা থেকে ৪ জন এবং গজনী হতে আরো ৩ জন সৈন্য ও পুলিশ কাবুল বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছেন।

---

## সোমালিয়া | একটি মার্কিন ড্রোন আটক করেছেন শাবাব মুজাহিদিন

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর একটি ড্রোন আটক করার কথা জানিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর একটি ড্রোন আটক করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর সামরিক ঘাঁটির নিকট থেকে ড্রোনটি আটক করেছেন মুজাহিদগণ।

---

## আন্তঃ আফগান আলোচনা | ইসলামী ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমেই আফগানিস্তানে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে- তালেবান

প্রায় দুই দশক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর কাতারের রাজধানী দোহায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন ও আমেরিকার মদদপুষ্ট কাবুল সরকার এবং অন্যান্য আফগান প্রতিনিধিদের মধ্যে আন্তঃ আফগান আলোচনা শুরু হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তালেবানের অন্যতম প্রধান নেতা মোল্লা আবদুল গনি ব্রাদার, আমেরিকার মদদপুষ্ট কাবুল সরকারের জাতীয় পুনর্মিলনী পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ ও আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও। এছাড়াও উপস্থিত ছিল ৩৪টি দেশের আমন্ত্রিত অন্যান্য প্রতিনিধিরাও।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমেরিকার মদদপুষ্ট কাবুল সরকারের প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আমরা যদি একটি মর্যাদাপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে হাত মেলাই এবং সততার সাথে কাজ করি, তাহলে দেশে চলমান দুর্দশার অবসান হবে। এর জন্য সে তালেবানকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়।

তালেবানের অন্যতম প্রধান নেতা মোল্লা আবদুল গনি ব্রাদার বলেন, আমি বৈঠকে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের এই আহ্বান জানাই যে, তারা যেন দল ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে ত্যাগ করে পবিত্র ধর্ম ইসলাম এবং দেশের উচ্চতর স্বার্থকে বিবেচনায় নিয়ে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেন। আফগান জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ইমারতে ইসলামিয়া তার ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণকে এই আশ্বাস দেয় যে, ইমারতে ইসলামিয়া আন্তঃ-আফগান সংলাপের সময় আন্তরিকভাবে মুসলিম জাতির জন্য শান্তি, স্থিতিশীলতা ও প্রশান্তির পথ তৈরির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

আর আমি ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে বলছি, আমরা চাই আফগানিস্তান একটি স্বতন্ত্র, স্থায়ী, ঐক্যবদ্ধ, উন্নত ও মুক্ত-স্বাধীন দেশ হোক, এখানে এমন একটি পূণাঙ্গ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে জাতির সকল শ্রেণীর মানুষ নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তারা একটি সুখী পরিবেশে বাস করবেন। যার অধিনে মানুষ নিজেদের আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাবে।

---

## খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় কাবুল বাহিনীর ৪২ সেনা সদস্য নিহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন বাদগিশ ও কুন্দুজ প্রদেশে কাবুল বাহিনীর দুটি ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন। এতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর কমপক্ষে ৪২ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-ইমারাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, গত ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত সাড়ে সাতটায়, কান্দাহার প্রদেশের লাগবাগ জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি টার্গেট করে শক্তিশালী বোমা হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন।

যার ফলে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উক্ত সামরিক ঘাঁটিটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ঘাঁটিতে থাকা ২৫ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

একই রাত আটটার সময় বাদগিশ প্রদেশের কাদেস জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত এবং ১৬ সৈন্য আহত হওয়া ছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর ৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে। সর্বশেষ মুজাহিদগণ সামরিক চৌকিটি বিজয় করতে সক্ষম হন।

উল্লেখ্য যে, এই অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ২ জন মুজাহিদ আহত এবং আরো ২ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন, তাকাব্বালাহুমুল্লাহু তা'আলা।

---

## পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ২ নাপাক সৈন্য নিহত, আহত আরো ১

মুরতাদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি কাফেলাকে টার্গেট করে মাইন হামলা চালানো হয়েছে, এতে ৩ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছিল।

স্থানীয় সূত্রের খবরে বলা হয়েছে, গত ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দাত্তা-খেইল সীমান্তের 'ল্যান্ড ম্যামেদ' এলাকায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে তিন সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহম্মদ খোরসানী (হাফিজাহুল্লাহ) এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন, এই হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর দু'জন সেনা নিহত ও একজন আহত হওয়ার কথাও নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে গত দশ দিন ধরে, পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনী দাবি করে আসছে যে, তারা ওয়াজিরিস্তান জুড়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চলচ্ছে।

---

## সোমালিয়া | জোপাল্যান্ড প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টাসহ এক বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নিহত

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় জোপাল্যান্ড প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টাসহ এক বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে 'শাহাদাহ নিউজ এজেন্সী'।

বিস্তারিত তথ্য অনুযায়ী, গত ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে জোপাল্যান্ড প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

প্রাথমিক তথ্যমতে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় জোপাল্যান্ড প্রশাসনের প্রধান আহমেদ মাদূবির প্রধান উপদেষ্টা 'শফী রাবি কাহিন' নিহত হয়েছে, হতাহত হয়েছে আরো অনেকেই।

অপরদিকে ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের বরাভি শহরে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। ফলে মুজাহিদদের ফিট করা বোমা বিস্ফোরণে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নিহত হয়েছে।

## খোরাসান | আফগান জনগন শরিয়াহ্‌ এর ছায়াতলে বসবাস করতে চায় নাকি গণতন্ত্রের...

আন্তঃ আফগান আলোচনা শুরুর পর কাবুল-কান্দাহার হাইওয়ে গুলোতে বিপুল সংখ্যক যাত্রীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে তালেবানদের আল-ইমারাহ স্টুডিও এর কর্মীগণ।

এসময় আফগান জনগন সকলেই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতি নিজেদের সন্তুষ্টির কথা জানান এবং তারা আফগানে পূর্ণ শরিয়াহ্‌ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য দো'আ বাক্য উচ্চারণ করেন। এছাড়াও তারা সাক্ষাৎকারে কাবুল সরকারের বিভিন্ন অপকর্মের বিষয়েও অভিযোগ করেছিল। সর্বশেষ তারা আফগানিস্তানের শাসক হিসাবে তালেবানকেই দেখতে চায় বলে নিজেদের মনে কথা ব্যক্ত করেছেন।

ইনশাআল্লাহ, খুব শীঘ্রই সাক্ষাৎকারটি নিয়ে একটি ভিডিও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে বলেও জানিয়েছেন আল-ইমারাহ স্টুডিও এর কর্মকর্তাগণ।

## সোমালিয়া | রাতের আধারে শহর ছেড়ে পালিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকা ও সোমালীয় স্পেশাল ফোর্স

সোমালিয়ায় মুজাহিদদের হামলায় বিপর্যস্ত কুফ্ফার বাহিনী, মুজাহিদদের ভয়ে শহর ও এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে ক্রুসেডার মার্কিন ও সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যরাও।

এরই ধারাবাহিতায় এবার জানি-আবদুল্লাহ শহর ছেড়ে পালিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকা ও সোমালীয় মুরতাদ সরকারের স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যরা।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো জেলা ও তার আশপাশের শহরগুলোতে অভিযান চালাচ্ছিলেন। সর্বশেষ গত ৮ সেপ্টেম্বর মুজাহিদগণ কাসমায়ো শহরে ক্রুসেডার আমেরিকা ও সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের একটি যৌথ সামরিক কাফেলায় শহিদী

হামলা পরিচালনা করেন। যাতে ৪ মার্কিন সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছিল। অপরদিকে সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের ১৬ সৈন্য নিহত এবং ১২ সৈন্য আহত হয়েছিল।

মুজাহিদদের এই বরকতময়ী হামলার দু'দিন পরেই গত ১০ সেপ্টেম্বর রাতের আধারে জানী-আবদুল্লাহ শহর ছেড়ে পলায়ন করে ক্রুসেডার আমেরিকান ও সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের যৌথ সেনা কাফেলাটি।

---

## ফটো রিপোর্ট | কাতারে আন্তঃ আফগান আলোচনা শুরুর আগের ও চলমান সময়ের দৃশ্য

৫ হাজার কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদের মুক্তির পরই ১২ সেপ্টেম্বর কাতারের রাজধানী দোহায় শুরু হয়েছে আন্তঃ আফগান আলোচনা। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন ২১ সদস্যের একটি তালেবান প্রতিনিধিদল। আলোচনা শুরুর আগের ও চলমান সময়ের কিছু দৃশ্য দেখুন

https://alfirdaws.org/2020/09/13/42187/

---

# ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

## পাকিস্তান | টিটিপির স্নাইপার হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সির চাচা-গে এলাকায় টিটিপির স্নাইপার হামলায় এক পাক সেনাসদস্য নিহত হয়েছে।

সূত্র জানায়, শুক্রবার পাক মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক দল টার্গেট করে এই হামলা চালায় টিটিপি মুজাহিদিন। হামলায় ঘটনাস্থলেই ওই সৈন্য নিহত হয়।

এ হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান(টিটিপি)। ঘটনার পর এক বিবৃতিতে দায় স্বীকার করে দলটি।

---

## যুক্তরাষ্ট্রের ১২ অঙ্গরাজ্যেই ভয়াবহ দাবানল

ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে যুক্তরাষ্ট্র। এরইমধ্যে ১২টি অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়েছে আগুন। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ছোট ছোট কয়েকটি শহর। দাবানলে এ পর্যন্ত প্রাণ গেছে ২৩ জনের।

তীব্র বাতাস এবং উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে শুরু হওয়া এ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি অঙ্গরাজ্যে। শতাধিক দাবানলে বিপর্যস্ত বিপুল বনাঞ্চল।

ক্যালিফোর্নিয়ায় তাণ্ডব চালাচ্ছে অন্তত ২৫টি বড় ধরনের দাবানল। দাবানলের পাশাপাশি ভয়াবহ তাপপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। দাবানলে এখন পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়ায় ২০ লাখ একর বনভূমি পুড়ে গেছে। বিডি প্রতিদিন

---

## দেশে চাহিদা থাকলেও ভারতকে এবার ৩ গুণ বেশি ইলিশ দেবে বাংলাদেশ

গত বছরের মতো এবারও পূজার মৌসুমে ইলিশ রফতানির দরজা খুলছে বাংলাদেশ। তবে এবার ভারতকে গতবারের চেয়ে ৩ গুণ বেশি ইলিশ দেবে বাংলাদেশ।

বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ইলিশ রফতানি-সংক্রান্ত অনুমতিপত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর হাতে পৌঁছেছে। দিল্লি থেকে 'স্যানিটারি ইমপোর্ট পারমিট' আদায় করে মাছ দ্রুত আমদানির তোড়জোড় চলছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, পূজা উপহার হিসেবে ১০ অক্টোবরের মধ্যে ১৪৫০ মেট্রিক টন ইলিশ পাঠানো যাবে। ২২ অক্টোবর, দুর্গাপূজার সপ্তমী। গতবার ৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ পাঠানোর ছাড়পত্র মিলেছিল। এবার মোট নয়টি সংস্থাকে কম করে ১৫০ মেট্রিক টন করে ইলিশ রফতানির অনুমতি দিয়েছে ঢাকা।

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ শুক্রবার বলেন, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে ইলিশ নিতে সব রকম সহযোগিতা করছে রাজ্য সরকার।

হাওড়ার পাইকারি মাছ কারবারি সংগঠনের কর্তা সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ জানিয়েছেন, মাঝে শুক্রবার বাংলাদেশে এবং রবিবার ভারতে ছুটি। এই বাধা কাটিয়ে আগামী সপ্তাহেই ইলিশ আমদানির চেষ্টা চলছে।

তিনি জানান, পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়েই ইলিশ ঢুকে কলকাতা, হাওড়া ও শিলিগুড়ি যাবে। এখন এক কেজি-১২০০ গ্রামের বড় ইলিশের দাম কম-বেশি ১৩০০ টাকা। পদ্মার ইলিশের দাম তার আশপাশেই থাকবে বলে ধারণা পশ্চিমবঙ্গের ইলিশ ব্যবসায়ীদের।

বিডি প্রতিদিন

---

## জায়েজ বিয়ে বন্ধ করা চলছেই, এবার টাঙাইলে

টাঙাইলে উপজেলার ঘাটাইল ইউনিয়নের বাইচাইল গ্রামে আব্দুর রহমান তাঁর কন্যা জান্নাতুল ফেরদৌসীকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মেয়েটি স্থানীয় বাইচাইল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার নবম শ্রেণির ছাত্রী। একই উপজেলার

দেউলাবাড়ি ইউনিয়নের পশ্চিম পাকুটিয়া (খালপাড়া) গ্রামের সাজু মিয়ার ছেলে শাকিলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের আয়োজন করা হয়।

বাইচাইল গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মোতাহের হোসেনের বাড়িতে বিয়ের আয়োজনটি করা হয়। রান্নাসহ বিয়ের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। শুধু বর আসার অপেক্ষা। এমন সময় পুলিশ নিয়ে বিয়েবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্জন কুমার সরকার ও ইউপি চেয়ারম্যান হায়দর আলী।

এ সময় তাগুত বাহিনীর গোলাম ইউএনও বিয়ের প্যান্ডেল ভেঙে দেন এবং বরযাত্রীসহ বিয়েবাড়ির আত্মীয়-স্বজনের জন্য রান্না করা খাবার স্থানীয় এতিমখানায় পাঠিয়ে দেন। মেয়ে ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবে না মর্মে কনের পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে কথিত বাল্যবিয়ে বন্ধ করে দেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বাল্যবিয়ে আয়োজন ও সহায়তা করার জন্য মোতাহের হোসেনের কন্যা মৌসুমীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কালের কণ্ঠ

---

## মাছ ধরতে যাওয়া বাংলাদেশিকে হত্যা করে লাশ ফেরত দিলো সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফ

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বেউরঝারী সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত শরিফুল ইসলামের (৩০) মরদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গতোকাল শুক্রবার বিকেলে তার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ তথ্য নিশ্চিত করেন বালিয়াডাঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুল হক প্রধান।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার বেউরঝারী সীমান্ত এলাকায় ভারতী সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গুলিতে নিহত হন শরিফুল। নিহত শরিফুল ইসলাম উপজেলার ছোট্ট চড়ই গেদী গ্রামের আবদুল হকের ছেলে।

আমজানখোর ইউপির চেয়ারম্যান মো. আকালু জানান, মরদেহ পাওয়ার পর জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত শরিফুল ইসলামসহ আরও কয়েকজন সকালে বাড়ির অদূরে নাগর নদীতে মাছ ধরতে যান। একপর্যায়ে তারা নদী থেকে উঠে সীমান্ত এলাকায় গেলে বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। দুই সন্তানের বাবা শরিফুলের সঙ্গীরা কোনোরকমে প্রাণে রক্ষা পেলেও শরিফুলের জীবন রক্ষা হয়নি।

আমাদের সময়

---

## এবার রাজধানীর ডাস্টবিনে মানুষের খণ্ডিত পা

রাজধানীর দারুস সালাম টাওয়ারের পাশের একটি ডাস্টবিন থেকে ব্যান্ডেজে মোড়ানো অবস্থায় মানুষের খণ্ডিত পা উদ্ধার করা হয়েছে। গতোকাল শুক্রবার বিকেলে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ খবর পেয়ে খণ্ডিত পা উদ্ধার করা হয়।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দারুস সালাম থানার এসআই সাইফুর রহমান। তিনি জানান, ব্যান্ডেজে মোড়ানো পা উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, দেহের বাকি অংশ কোথাও পাওয়া যায় কি না, সে বিষয়টি জানার চেষ্টা চলছে। কী করে খণ্ডিত পা এখানে এলো, সেটি নিয়েও অনুসন্ধান চলছে। আমাদের সময়

---

## ইয়েমেনি দ্বীপে ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠায় আমিরাতি পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে আল-কায়েদা শাখার বিবৃতি

ইয়েমেনের সুকুত্রা দ্বীপে গোয়েন্দা ও সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

প্রস্তাবিত গোয়েন্দা ঘাঁটিটি দক্ষিণ ইয়েমেন থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দূরে আরব সাগরের সুকুত্রা দ্বীপে স্থাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে ইসরায়েল ও আমিরাত প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করছে। সম্প্রতি ইসরায়েল ও আমিরাতের গোয়েন্দা প্রতিনিধি দল দ্বীপটি সফর করেছে এবং পরিকল্পিত গোয়েন্দা ও সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থান যাচাই করেছে।

আমিরাত ও দখলদার ইসরায়েল ইয়েমেনের সুকুত্রা দ্বীপে গোয়েন্দা ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে মিডিয়ার খবরের প্রেক্ষিতে আল-কায়েদা ইয়েমেন শাখা এরাবিয়ান পেনিনসুলা এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে হামদ ও সালাতের পর,মহান আল্লাহ্‌ তায়া'লার বাণী উল্লেখ করেন।

আল্লাহ্‌ তায়া'লা বলেছেন, 'হে মুমিনগণ তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে নিজের বন্ধু ও রক্ষাকারী হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু এবং রক্ষাকারী।তোমাদের মধ্যে যে তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে (বন্ধুত্বের জন্য)সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না'। [আল-মায়েদা ৫ : ৫১]

'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের দিকে (বন্ধুত্বের জন্য ইয়াহূদী, নাসারা মুশরিকদের) ছুটছে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোনো বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে। সম্ভবত হতে পারে আল্লাহ্‌ দান করবেন বিজয় কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে অনুশোচনা করবে।'

[আল-মায়েদা ৫ : ৫২]

ঠিক এভাবেই 'ইসরায়েলী আমিরাত' দখলদার ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখছে। আমিরাত শুধুমাত্র ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ঘৃণ্য অপরাধই নয় বরং, পুরো মুসলিম ভূখণ্ডের বিপক্ষে ইহুদি ও আমেরিকার স্বার্থে কাজ করছে।

মিডিয়া সংস্থাগুলো জানিয়েছে যে, 'আমিরাত ইয়েমেনি দ্বীপ সুকুত্রায় একটি গোয়েন্দা ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে পরিকল্পনা করেছে। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমিরাতের এ কাজে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিশ্বস্ত দালাল আমিরাত ইতিপূর্বে 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি'র মাধ্যমে ইসরায়েলকে ক্ষমতাবান করেছে, মুসলিম ভূমি বিক্রি এবং ইরিত্রিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে ইসরায়েলের জন্য মঞ্জুরের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের উপর ইসরায়েলকে ক্ষমতা দিয়েছে। আগেও নিজ দেশ ইসরায়েলকে ব্যবহার করতে দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে।

ইসরায়েল-আমিরাতের সম্পর্ক বহুকাল থেকেই ছিল। সম্প্রতি প্রকাশ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। এমনকি আমিরাত এই চুক্তি নিয়ে গর্ববোধও করেছে।

আমরা প্রত্যক্ষ করছি, আমিরাত সুকুত্রা দ্বীপ ইহুদিদের ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। আমিরাত ট্রানজিশনাল কাউন্সিল গাদ্দারদের মতো সুকুত্রা দ্বীপ দখল করার পর ব্রিটেনের কুখ্যাত ক্রুসেডার বেলফোর নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। ব্রিটেন ফিলিস্তিন দখল করার পর ইহুদিদের দিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অথচ তারা এটার অধিকারী ছিল না।

আমিরাতও একই নীতি অবলম্বন করে সুকুত্রা দ্বীপ দখল করে ইহুদীদের দিতে চাচ্ছে। ইহুদীদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিশ্বাসঘাতক ইবনে জায়েদ।

সম্প্রতি আমরা জানতে পারছি দালাল আমিরাত-দখলদার ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ঘোষণা দিয়েছে। আমিরাতের এই ঘৃণ্য পদক্ষেপ এবং এ অঞ্চলে এর মতলব উম্মাহর কাছে স্পষ্ট। ইসরায়েল ও আমেরিকা প্রকাশ্যে বা গোপনে বহু গাদ্দার শাসকদের মাধ্যমে কাজ করছে। তারা শুধুমাত্র আড়ালেই নয়, প্রকাশ্যেই অবিরত মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা উম্মাহর শত্রু অভিশপ্ত ইহুদি এবং ক্রুসেডারদের শক্তিশালী করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে। এই ষড়যন্ত্রে আজ যা ঘটছে তার সবই কুফর ও ক্রুশের পতাকাতলে সংঘটিত হচ্ছে।

আমরা এই বিবৃতিতে ঘোষণা করছি যে, ইয়েমেনের জনগণ ইয়েমেনকে স্বার্থান্বেষী ষড়যন্ত্র এবং ইসলামবিরোধী এজেন্ডার বাস্তবায়ন কখনোই মেনে নেবে না। আমরা ইয়েমেনের সুন্নি মুসলিম ভাইদের আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন সংঘবদ্ধভাবে অথবা এককভাবে আমিরাত ও ইহুদি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আর যারাই আমিরাত ও ইহুদি দখলদারদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে চান, তাদেরকে যেন তা করতে দেন। আমাদের মনে রাখতে হবে মুসলিমদেরকে এবং মুসলিমদের ভূমিগুলোকে হেফাজত করার কথা, আর মনে রাখতে হবে আল্লাহর ওয়াদার কথা।

আমরা ইহুদিদের স্বাগত জানাচ্ছি যে, ফিলিস্তিনে তোমরা আমাদের বন্দুকের নল থেকে অনেক দূরে থাকলেও তোমরা যদি সুকুত্রা দ্বীপে এসে পৌঁছাও তবে তোমরা এবং তোমার আমিরাতি বন্ধু আমাদের দ্রোহের কবলে

পড়বে। আমাদের দুর্বার সাহসী শাহাদাতপিয়াসী মুজাহিদিন থেকে তোমরা নিরাপদ থাকতে পারবে না ইনশাআল্লাহ্।

আমরা আল্লাহ্ তায়া'লার কাছে প্রার্থনা করছি, তিঁনি যেন আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে সক্ষম করেন এবং তোমাদের প্রতিটি পাওনা যেন পরিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি সেই ক্ষমতা দান করেন।

আল্লাহ তাঁর কাজকর্মের উপর সর্বশক্তিমান এবং নিয়ন্ত্রণ রাখেন, কিন্তু আমার অধিকাংশই জানিনা। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা আল্লাহ তায়ালার কাছেই যিনি সমস্ত বিশ্বের পালনকর্তা।

উল্লেখ্য যে, ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের আগ্রাসন শুরুর তিন বছর পর অর্থাৎ ২০১৮ সালের ৩০ এপ্রিল সংযুক্ত আরব আমিরাত ইয়েমেনের সুকুত্রা দ্বীপ দখল করে নেয়। এরপর গত ১৩ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পর প্রথমবারের মতো গত ৩১ আগস্ট সৌদি আরবের আকাশ পথ ব্যবহার করে বিমান চলাচল ও টেলিফোন যোগাযোগ শুরু করেছে আমিরাত ও ইসরায়েল। প্রসঙ্গত, ইয়েমেন আল কায়েদা শাখা প্রায় ৫ বছর ধরে হুতি সন্ত্রাসীদের পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। এই জোটবাহিনী যে মুসলিমদের শত্রু এবং ইসরায়েলের দালাল তা এখন মুসলিমদের কাছে সুস্পষ্ট।

---

## ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলে মৃত্যু ১০ জনের

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলে কমপক্ষে ১০ জন মারা গেছেন এবং ১৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা।

নিখোঁজদের সন্ধানে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আর এ বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ এ দাবানলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে এপি।

চলতি বছরের দাবানলে পুড়ে গেছে বিপুল পরিমাণ বনাঞ্চল। এখনও অন্তত ২৪টি স্থানে দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ক্যালিফোর্নিয়ার কয়েক হাজার অগ্নিনির্বাপণ কর্মী।

দাবানলের পাশাপাশি ভয়াবহ তাপপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়াতে। আগামী সপ্তাহ থেকে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হলেও তীব্র বাতাসে দাবানল আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর।

তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে জ্বলতে থাকা এ দাবানল বাতাসের প্রবল গতির কারণে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। এক দিনের ব্যবধানেই প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকা গ্রাস করেছে দাবানলের ভয়াবহ আগুন। পুড়ে ছাই হয়েছে হাজার হাজার বাড়িঘর।

লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল সোয়াইন বলেন, 'এ আগুন অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়ছে। এটা ঐতিহাসিক, আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি।'

ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলে এখন পর্যন্ত ২০ লাখ একর বনভূমি পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টারএজেন্সি ফায়ার সেন্টার। নয়া দিগন্ত

---

## সীমান্তে হত্যা বন্ধের দাবিতে কুড়িগ্রাম পদযাত্রায় হানিফ

সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের হত্যা বন্ধের দাবিতে ঢাকা থেকে কুড়িগ্রাম অভিমুখে প্রতিকী লাশ নিয়ে একক পদযাত্রা শুরু করেছেন হানিফ বাংলাদেশী নামের এক ব্যক্তি। গত শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কিছু সময় মানববন্ধন শেষে থেকে কুড়িগ্রামের অনন্তপুর সীমান্ত অভিমুখে তিনি এই একক যাত্রা শুরু করেন।

হানিফ বাংলাদেশী বেসরকারি একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন। তার বাড়ি নোয়াখালীতে। তিনি নয়া দিগন্তকে বলেন, ভারত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। অথচ প্রতিনিয়ত ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশের নিরহ মানুষদের গরু চোর ও চোরাকারবারি হিসেবে গুলি করে হত্যা করছে।

কিন্তু এটা কখনো কাম্য হতে পারে না। যারা প্রকৃত অপরাধীরা তাদের গ্রেফতার করে যেন আইনের আওতায় আনা হয় সে দাবি করছি। কিন্ত, নিরীহ জনগণকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা কাম্য হতে পারে না। এই লক্ষ্যেই আমি কুড়িগ্রামের অনন্তপুর সীমান্ত অভিমুখে একক পদযাত্রা শুরু করেছি। নয়া দিগন্ত

---

## দায় চাপানোর চক্রে তিতাস-ডিপিডিসি

নারায়ণগঞ্জের তল্লায় মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণের কারণ হিসেবে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এবং ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিমিটেডের গঠিত পৃথক তদন্ত কমিটি পরস্পরের কাঁধে দোষ চাপাতে চাইছে। তিতাসের তদন্ত কমিটি বলছে, বিদ্যুতের স্পার্কিংই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী। আর ডিপিডিসির তদন্ত কমিটি বলছে, মসজিদে জমে থাকা গ্যাসের কারণেই অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত।

তিতাসের তদন্ত কমিটির এক সদস্য গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, মূলত বিদ্যুতের স্পার্কিং থেকে আগুন লেগে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নামাজের সময় লোডশেডিং হওয়ায় মসজিদের মধ্যে থাকা দ্বিতীয় বিদ্যুৎ লাইন চালু করার চেষ্টা করায় এমনটি হয়েছে। মসজিদের পাশে থাকা গ্যাসপাইপের লিকেজ থেকে অনেকদিন ধরেই মসজিদের ভেতরে গ্যাস প্রবেশ করছিল। মসজিদ কমিটি বা মুসল্লিদের মধ্যে কেউ এ নিয়ে সচেতন ছিল না। তারা অনেকদিন ধরে গ্যাসের গন্ধ পেলেও বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নেয়নি।

দুর্ঘটনার সময় মসজিদের ভেতরটা গ্যাসে ভরা ছিল। দ্বিতীয় বিদ্যুৎলাইন চালু করার সময় বিদ্যুতের স্পার্কিং হওয়ায় আগুন লেগে যায় এবং এতগুলো মানুষ প্রাণ হারায়।

অন্যদিকে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিমিটেড গঠিত তদন্ত কমিটির এক সদস্য বলছেন, গ্যাসপাইপের লিকেজ দিয়ে বের হওয়া গ্যাস থেকেই মূলত আগুন লেগেছে। বিদ্যুতের স্পার্কিং অগ্নিকান্ডের কারণ কিনা- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, বিদ্যুতের স্পার্কিং তো হতেই পারে। বিদ্যুতের কাজ করতে গেলে স্পার্কিং হয়, হতেই পারে। তিনি বলেন, সুইচ অন করার সময় বিদ্যুতের স্পার্কিং হওয়াই বৈদ্যুতিক ধর্ম। সেখানে যদি গ্যাসের উপস্থিতি না থাকত, তবে আগুন লাগার মতো দুর্ঘটনা ঘটত না।

এদিকে মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ৭ দিন পর গতকাল মসজিদটিকে নিরাপদ করতে এর দুপাশে থাকা গ্যাসের সংযোগ লাইন এবং বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট কোম্পানির লোকজন দিনব্যাপী এ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণ ও উত্তর পাশের গ্যাসের সংযোগ মসজিদের পাশ থেকে সরিয়ে ৩ ফুট দূরে এবং মসজিদের পূর্ব পাশে থাকা বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারটি ঘটনাস্থল থেকে ২শ গজ দূরে অপর একটি খুঁটিতে স্থাপন করা হয়।

এদিকে বিস্ফোরণের ঘটনায় চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে আরও সাত দিন সময় চেয়েছে জেলা প্রশাসন গঠিত তদন্ত কমিটি। গতকাল চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার কথা ছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত বুধবার রাতে তিতাসের তদন্ত দল নিশ্চিত হয়, মসজিদের উত্তর পাশ দিয়ে যাওয়া তিতাসের একটি সংযোগ লাইন মসজিদ নির্মাণের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত সেই লাইনে ৬টি ছিদ্র হয়। ওই ৬টি ছিদ্র দিয়ে নির্গত গ্যাস ফ্রি স্পেস তৈরি করে মসজিদের ভেতরে ঢুকতে থাকে। তা থেকেই গত শুক্রবার রাতে ঘটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। এতে গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মারা যান ৩১ জন।

ঘটনার পর পরই ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফিন জানিয়েছিলেন, তারা ঘটনার পর পরীক্ষা করে মসজিদের ভেতরে গ্যাসের লিকেজ পেয়েছেন। মসজিদের ভেতরে জমে থাকা গ্যাস বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে এসে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়।

মসজিদ কমিটির অভিযোগ ছিলো, তিতাসকে গ্যাস লিকেজের কথা জানানোর পরও তারা তা মেরামত করেনি। বরং ৫০ হাজার টাকা ঘুষ চেয়েছে।

এদিকে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ডিপিডির গঠিত তদন্ত কমিটির একজন কর্মকর্তা বলেছেন সেখানে লিকেজ হওয়া গ্যাস থেকেই মূলত আগুন লেগেছে। বিদ্যুতের স্পার্কিং থেকে আগুন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিদ্যুতের স্পার্কিং তো হতেই পারে। যে কোনো বাসাবাড়ি, দোকানপাট বা বিদ্যুতের কাজ করতে গেলে স্পার্কিং হয়। তিনি বলেন, যে কোনো সুইচ দিতে গেলে স্পার্কিং হবে, এটাই বৈদ্যুতিক ধর্ম। সেখানে যদি গ্যাসের উপস্থিতি না থাকত তবে আগুন লাগার মতো ঘটনা ঘটত না। আমাদের সময়

---

## চলতি মাসে আবারও সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বেউরঝারী সীমান্তে সফিকুল ইসলাম (৩০) নামে এক বাংলাদেশি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)। গত বৃহস্পতিবার বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১টায় সীমান্তের ৩৮০/৪-এস নম্বর পিলার এলাকার বিপরীতে ভারতের বড়বিল্লা বিএসএফ ক্যাম্পের টহলরত সদস্যরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়লে ঘটনাস্থলে তিনি নিহত হন। সফিকুল ইসলাম উপজেলার ছোট্ট চড়ই গেদী গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে ।

স্থানীয়রা জানায়, নিহত সফিকুলসহ আরও কয়েকজন সকালে নাগর নদীতে মাছ ধরতে যায়। একপর্যায়ে তারা নদী থেকে উঠে সীমান্ত এলাকায় গেলে বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। সঙ্গীরা কোন রকমে প্রাণে রক্ষা পেলেও ঘটনাস্থলেই নিহত হন দুই সন্তানের বাবা সফিকুল।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বালিয়াডাঙ্গী থানা ওসি হাবিবুল হক প্রধান বলেন, সে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও-৫০ বিজিবি'র অধিনায়ক লেফন্যান্ট কর্নেল সহিদুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। আমাদের সময়

---

## কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন দমাতে ভারত যেন প্যালেট গান ব্যবহার না করে: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পক্ষ থেকে ভারতীয় হাই কমিশনকে বলা হয়েছে, জম্মু-কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন দমাতে তারা যেন প্যালেট গানের ব্যবহার আর না করে।

মুহাররম মাসে চলমান স্বাধীনতা আন্দোলনে সিকিউরিটি ফোর্স কর্তৃক প্যালেট গান চালালে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং এতে দশম শ্রেণির এক ছাত্র চক্ষু হারায়। এর প্রতিক্রিয়ায় হিউম্যান রাইটস এই বিবৃত প্রদান করে।

হিউম্যান রাইটসের দক্ষিণ এশিয়ার মহাপরিচালক মিনাক্ষি গাঙ্গুলি বলেন, 'ভারতের আইন প্রণেতাদের পক্ষ থেকে বারবার কাশ্মীরীদের ওপর শর্টগান ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে করে আন্দোলনকারীরা ভয়ংকরভাবে আহত হচ্ছেন। ভারতীয় হাইকমিশনের জানা উচিত, এর চেয়ে তীব্র আন্দোলন রুখতেও এই জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ।'

তিনি আরো বলেন, 'ভারতের নেতৃবৃন্দ জোর গলায় দাবি করেন, তাদের পলিসিতে কাশ্মীরবাসী উন্নত হচ্ছে। যদি তাই হয় তবে সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে মানুষ হত্যা, চক্ষুহরণ ও নিয়মিত আক্রমণের দায় তারা কী করে এড়াবেন!' মিনাক্ষি আরো বলেন, 'ভারত সরকারের উচিত, আন্দোলন দমন নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক আইন মেনে তা পুনর্গঠন করা।'

তিনি আরো বলেন, 'বিগত এক দশকে -যখন থেকে ভারত সরকার স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে প্যালেট গান ও শর্ট গান ব্যবহার করছে- হাজারো কাশ্মীরী হতাহত হয়েছেন। বহুজনের চক্ষু হারানোর মতো অঙ্গহানি ঘটেছে।'

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'ভারত সরকার দাবি করে তারা প্যালেট গানের ব্যবহার কেবল চরম মূহুর্তেই করে থাকেন। অথচ আন্তর্জাতিক আইনে চরম আন্দোলন রুখতেও এই গান ব্যবহার করার অনুমতি নেই।'

মিনাক্ষি আরো বলেন, 'কাশ্মীরে প্যালেট গান ব্যবহারের ফলে মানুষ যেমন আহত হচ্ছেন, ঠিক তেমনই নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। নিহতদের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান যদিও আমাদের হাতে নেই। তবে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছিলো যে, ২০১৫-২০১৭ সালের মাঝে কাশ্মীরে প্যালেট গানের দ্বারা ১৭ জন নিহত হয়েছে।'

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'এক সূত্র মতে জুলাই ২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত প্যালেট গানের দ্বারা ১৩৯ জন কাশ্মীরী চক্ষু হারিয়েছেন।'

বিবৃতি মতে, 'কাশ্মীরের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাহবুবা মুফতি ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বলেছিলো, জুলাই ২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত কাশ্মীরে প্যালেট গানের আঘাতে ৬ হাজার ২শত একুশ জন আহত হয়েছেন। তন্মধ্যে ৭শত বিরাশি জন চোখ হারিয়েছেন।'

অবশেষে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা কাশ্মীরে ব্যবহৃত এই হাতিয়ারকে ভয়ংকর সাব্যস্ত করলো এবং এর ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জোর দাবি জানালো।

মিল্লাত টাইমস

---

## ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

### মালি | আল-কায়েদা মুজাহিদিনের হামলায় ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর আল-কায়েদা মুজাহিদিনের এক হামলায় অন্তত ৯ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৬।

আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা সমর্থিত সংবাদমাধ্যম ও বেসরকারি একটি গণমাধ্যম জানিয়েছে, শুক্রবার দেশটির মধ্য সাইগু অঞ্চলে এ হামলা চালায় আল-কায়েদাভিত্তিক জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুজাহিদিন। হামলায় মালি মুরতাদ বাহিনীর ৯ সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো ৬। এছাড়াও হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি।

## ইয়ামান | আল-কায়েদা মুজাহিদিনের হামলায় ৫ হুতি বিদ্রোহী নিহত

ইয়ামানে মুরতাদ হুতি বিদ্রোহীদের উপর আল-কায়েদা মুজাহিদিনের এক হামলায় ৫ হুতি শিয়া নিহত হয়েছে।

মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সংবাদ মাধ্যম এবং এনওআরএসের বরাতে জানা গেছে, গতকাল ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের শুকান অঞ্চলে এই হামলা চালানো হয়েছে। হামালায় শিয়া বিদ্রোহীদের ৫ সৈন্য নিহত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি গাড়ি।

---

## ৯/১১ কি সাজানো নাটক?

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলীর পর নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বিশ্ববাসীর চিন্তা ও কল্পনার জগতে স্থান করে নিয়েছে।ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ঘোষণা করে দিয়েছেন সন্দেহাতীত ভাবে নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের হামলাগুলো ছিল "ইনসাইড জব"। অর্থাৎআমেরিকার সরকারই এই হামলা গুলোর পেছনে ছিল।যেহেতু এই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব গুলোতে কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হয়েছিল, তাই সাধারন মানুষের কাছে এই তত্ত্বগুলো গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

ধীরে ধীরে আমরা দেখলাম যেসমস্ত ব্যক্তিরা, অ্যালেক্স জোন্স এর মতো তাদের প্রিয় বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকদের আঁকড়ে আছেন তারা একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে উৎসারিত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু তথ্য-উপাত্ত, যা এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলোর সাথে সাংঘর্ষি*ক সেগুলো দেখেও না দেখার ভান করছেন অথবা ব্যর্থ হচ্ছেন। এই তথ্য-উপাত্তগুলো এই ষড়যন্ত্রগুলোর ভিত কাঁপিয়ে দেয় এবং এগুলোর প্রেক্ষিতে তাত্ত্বিক এবং তাদের উৎসাহী অনুসারীদের একমাত্র জবাব হয়ে দাঁড়ায় যে এগুলো আসলে "সিআইএ-র প্ল্যান" অথবা "জনগণকে বোকা বানানোর জন্য সরকারের চাল"। বিভিন্ন দুর্বল যুক্তির মাধ্যমে এভাবে তারা নিজেদের ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে চেস্টা করেন। এই উৎসটি, যার ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ এবং যার পরিবেশিত তথ্য-উপাত্ত এইসব তাত্ত্বিকদের গলায় কাঁটার মতো বিঁধে আছে তার নাম হল আস-সাহাব মিডিয়া।

যায়নবাদী অথবা নির্বোধরা কোন ভিত্তিহীন উপসংহার টানার আগেই যেসব কুফফার ও মুনাফিকরা এ লেখা পড়বে তাদের জন্য আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে চাইঃ

১) আমি আস-সাহাব মিডিয়ার সাথে কোন ভাবেই সম্পৃক্ত নই

২) আমি আস-সাহাব মিডিয়ার কোন সদস্যকে চিনি না। আমি এমন কাউকেও চিনি না যারা আস-সাহাব মিডিয়ার কোন সদস্যকে চেনেন।

৩)আস-সাহাব মিডিয়ার ব্যাপারে আমি তাই জানি, যা আমি জেনেছি, ক) তাঁদের নিজেদের প্রকাশিত ভিডিও ও বক্তব্য থেকে, খ)অন্যান্য দলের মুজাহেদীন তাঁদের নিজেদের অফিশিয়াল রিলিযের মাধ্যমে আস-সাহাবের ব্যাপারে যা যা বলেছেন তা থেকে, এবং গ) কাফিররা তাদের নিজদের ইন্টারভিউ ও ডকুমেন্টারিগুলোতে আস-সাহাবের ব্যাপারে যা বলে থাকে, সেগুলো থেকে।

৪)আমি কোন জিহাদী দল, আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানের সদস্যা না। আমি একজন স্বাধীন লেখক যিনি বিশ্বাস করেন ৯/১১ এর ব্যাপারে কিছু বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

আমি এ-ও পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আমি কোন ভাবেই আমেরিকা সরকারের সাথে যুক্ত নই এবং আমি তাদের সাহায্য করার জন্য এই লেখা লিখছি না। বরং আমি আল্লাহ-র জন্য আমেরিকা ও আমেরিকার সরকারকে ঘৃণা করি এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি এবং যতোদিন তারা তাগুতের ইবাদাত করবে এবং মুসলিমদের নিজস্ব বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করতে থাকবে ততোদিন এই ঘৃণা ও শত্রুতা বলবৎ থাকবে।

এই ব্যাপারগুলো পরিষ্কার করে নেয়ার পর আমি এখন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

১) আস-সাহাব মিডিয়া যে সিআইএর কোন চাল না এ ব্যাপারে আমরা কিভাবে নিশ্চিত হব?

২) আমরা কিভাবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হব যে শাইখ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ ৯/১১ এর ঘটনা ঘটিয়েছিলেন? অ্যালেক্স জোন্স এবং তার মতো অন্যান্য যারা দাবি করে ৯/১১ একটি “ইনসাইড জব” ছিল, অথবা ইস্রাইলী মোসাদ ৯/১১ ঘটিয়েছে – তাদের প্রতি আমাদের জবাব কি হবে?

আমি আল্লাহ-র কাছে সাহায্য চাই এই কাজে আমাকে সহায়তা করার জন্য এবং আমার সত্যকে মানবজাতির কাছে পরিস্কার করে তোলার জন্য আমার লেখনীকে উপযুক্ততা দানের জন্য।

কিভাবে আমরা নিশ্চিত হবো আস-সাহাব মিডিয়া সিআইএর কোন চাল না এবং তথ্যসূত্র হিসেবে নির্ভরযোগ্য?

আমরা জানি আল্লাহ তা’আলা বলেছেনঃ

মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।

[আল হুজুরাত, আয়াত ৬]

এই আয়াতটির দ্বারা আমাদের আলোচনা শুরু করার কারণ হল, আমি মনে করি এই আয়াতের আলোকেই আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। একদল মুসলিমের প্রতি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খারাপধারণা করার পরিবর্তে আমাদের দায়িত্ব হলউপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমাদের বিভিন্ন প্রমাণগুলো পরখ করা। কারণ আমরা যদি এই মূলনীতি না অনুসরণ করি তবে আমরা হয়তো তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, “যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও” – এবং হয়তো আমরা তাওবাহ করার সুযোগ পাবো না।

তাই আসুন আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে এই মূলনীতি অবলম্বন করেই অগ্রসর হই।

সাধারণত মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমাদের সরাসরি জানার সুযোগ নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য ও মুত্তাকী মুসলিম ভাইদের কথা সত্য বলে গ্রহন করা। যদি একই

বিষয়ে কোন কাফির বিপরীত কোন দাবি করে তবে সুপস্ট প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কাফিরের দাবিকে আমলে নেব না। এটা এমন একটি মূলনীতি যা মুসলিম হিসেবে অনুসরন করা বাঞ্ছনীয়। যদি কাফির তার দাবির সপক্ষে কিছু প্রমান উপস্থাপন করে , যেমন ৯/১১ নিয়ে কিছু ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ক্ষেত্রে ঘটেছে, সেক্ষেত্রে মুসলিম হিসেবে আমাদের করণীয় হল এই দাবির প্রেক্ষিতে মুসলিমরা কি জবাব দিয়েছে, সেটা জানার চেস্টা করা। আর যদি কাফিরদের দাবির বিপরীতে মুসলিমরা কোন জবাব না দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের উচিত আমাদের মুসলিম ভাইদের বক্তব্য বিশ্বাস করা। অবশ্যই আমরা আমাদের নিজেদের মনে প্রমাণের ভিত্তিতে জন্ম নেয়া এসব প্রশ্নকে স্থান দিতে পারি। কিন্তু মুসলিম ভাইদের কাছ থেকে জবাব পাওয়া ও যাচাই করে নেয়ার আগে তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখান করা বা সন্দেহ সৃষ্টি করা একেবারেই অনুচিত। এরকম করার কারন হল অনেক ক্ষেত্রেই কৌশলগত কারণে আমাদের মুসলিম ভাইরা কিছু তথ্য পাবলিকলি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন পারেন।এ অবস্থানের ব্যাপারে আমাদের সবার স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার।

এবার তাহলে আস-সাহাব মিডিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। প্রথমে আস-সাহাব মিডিয়া কি, এতা পরিষ্কার করে নেয়া দরকার।

১) আস-সাহাব মিডিয়া হল আল-কা'য়িদার অফিশিয়াল মিডিয়া উইং। প্রথম দিকে তাদের রিলিযগুলোর মান অতোটা ভালো না হলেও পরবর্তীতে তাঁরা জিহাদী মিডিয়ার ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হন।

২) তাঁদের মিডিয়া রিলিযগুলো মূলত ভিডিও, লিখিত ও অডিও বক্তব্য এবং সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৩)আস-সাহাব মিডিয়ার মূল উদ্দেশ্য উম্মাহ-র মধ্যে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র ফারযিয়্যাত পালনের আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহাকে পুনরুজ্জীবিত করা।আস-সাহাব মিডিয়া জিহাদের মহান ফরয দায়িত্ব পালনের সুন্নাহ অনুযায়ী যে বিশুদ্ধ পদ্ধতি উপস্থাপন করার লক্ষ্যে কাজ করে। অহংকার, জাতীয়তাবাদ, শিরক, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, রিদ্দা, জাহিলিয়্যাত, এবং কাপুরুষতার বেড়াজাল ছিন্ন করে এই মহান ইবাদাত ও দায়িত্ব পালনের ডাক উম্মাহ-র কাছে পৌঁছে দেয়া আস-সাহাবের লক্ষ্য। তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও শার'ঈ উভয় দিক থেকেই জিহাদ পালনের এই ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান।

৪) তাঁদের অধিকাংশ ভিডিওর বিষয়বস্তু হল আফগানিস্তানে ন্যাটো-আমেরিকার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে এবং যেসব মুরতাদ কাফিরদের এই কাজে সাহায্য করে, তাঁদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন সামরিক অভিযান।

৫) শাইখ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ আইমান আল যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ কিম্বা অন্যান্য মুজাহিদীন নেতারা যখন কোন বক্তব্য দিতে চান তখন আস-সাহাব মিডিয়া তাঁদের জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে থাকে।

৬) তাঁরা শতাধিক ভিডিও প্রকাশ করেছে। শুধুমাত্র ২০০৭ এই তাঁরা নব্বইটির বেশী ভিডীও প্রকাশ করেছে। এগুলোর অধিকাংশের বিষয়বস্তু আল-কা'য়িদা ও তালিবানের বিভিন্ন সামরিক অপারেশান।

এবার দেখা যাক আস-সাহাব মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আমরা কি কি জানি। ইতিমধ্যে আমরা বলেছি যে সব বিষয়ে সরাসরি জানা বা অনুসন্ধান করা আমাদের আয়ত্তের বাইরে, সেইসব ক্ষেত্রে আমাদের নীতি হবে আমাদের দৃশ্যত বিশ্বাসযোগ্য ও মুত্তাকী ভাইদের বক্তব্যকে গ্রহণ করে নেয়া।

আস-সাহাব মিডিয়ার দৃশ্যত মুত্তাকী* হবার প্রমাণ কি?

[*আমরা এখানে মুত্তাকী হবার ব্যাপারে দৃশ্যত বলছি কারণ কোন ব্যক্তির তাকওয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন। আমাদের পক্ষে সম্ভব না একজন ব্যক্তির বুক চিরে তাঁর তাকওয়ার প্রকৃত পরিমাণ পরিমাপ করা। তাই এ ব্যাপারে শারীয়াহ-র নীতি হল বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করা। এজন্য আমরা "মুত্তাকী"-র পরিবর্তে "দৃশ্যত মুত্তাকী" শব্দযুগল ব্যবহার করছি।*]

আস-সাহাব মিডিয়াকে দৃশ্যত মুত্তাকী করার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে।

১) আস-সাহাব মিডিয়ার ভিডিও গুলোতে আমরা সেসব ইসলামী বিষয়ে আলোচনা দেখি যা উম্মাহ-র জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আস-সাহাব মিডিয়া কঠোরভাবে ইস্লামী বিধিনিষেধ মেনে চলে। তাঁরা যেকোন ধরনের হারাম সঙ্গীত-বাজনা এবং দৃশ্য দেখানো থেকে বিরত থাকেন। এমনকি তাঁরা নারীদের অবয়ব ঝাপসা করে দেন। এছাড়া তাঁদের বক্তব্য ও বিবৃতিতে তাঁরা কুফর, শিরক ও বিদ'আ মুক্ত সঠিক আকী'দা কথা বলে থাকেন। অবশ্যই কিছু বিষয়ে তাঁদের অবস্থানের সাথে কোন কোন মুসলিমের দ্বিমত থাকতে পারে। যেমন আমালী ইস্তিশাদী বা ফিদায়ী হামলা এবং আমেরিকাকে আক্রমন করার ব্যাপারে তাঁরা কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে যেসব দালীল উপস্থাপন করে থাকেন সেগুলোর ব্যাপারে। এই বিষয়গুলো গুলো নিয়ে মতপার্থক্য থাকা জায়েজ। তাই আমরা অন্যত্র আলোচনা বা বিতর্ক করতেই পারি। কিন্তু সব মিলিয়ে আমরা তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে উম্মাহ-র জন্য ক্ষতিকর এবং শারীয়াহ-র দৃষ্টিতে বাতিল কিছু দেখি না। বরং তাঁদের ভিডিওগুলোতে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র প্রতি ভালোবাসা ও জিহাদ করার ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে পুনরায় মর্যাদা ও ক্ষমতার আসনে আসীন করার একান্ত প্রচেষ্টাই আমরা দেখতে পাই।

২) আমরা জানি আস-সাহাব হল আল কা'য়িদা। কারণ আস-সাহাব হল আল-কা'য়িদার মিডিয়া শাখা। এটা কোন আলাদা স্বাধীন সংগঠন না। তাই আস-সাহাব যখন যুদ্ধরত যোদ্ধাদের ফুটেজ দেখিয়ে থাকে – যেমন শায়খ আবু ইয়াহিয়া আল লিবী রাহিমাহুল্লাহ, নাসির আল কাহতানী প্রমুখ ব্যক্তির – তখন প্রকৃত পক্ষে তাঁরা জিহাদরত আল-কা'য়িদার মুজাহেদীনদের ফুটেজ দেখাচ্ছেন। এখন আসুন দেখা যাক এসব ভিডিও থেকে এসব মুজাহেদীনের তাকওয়ার বাহ্যিক প্রকাশ সম্পর্কে আমরা কি দেখতে পাইঃ

ক) তাঁরা সালাত আদায়কারী। আমরা তাঁদের যোদ্ধাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পাশাপাশি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেও দেখি।

খ) তাঁরা কুর'আন তিলাওয়াতকারী। আমরা তাঁদের যোদ্ধাদের কুর'আন তিলাওয়াত সহ অন্যান্য দ্বীনি কিতাব অধ্যায়নরত অবস্থায় দেখি।

গ) তাঁরা 'ইলম অন্বেষণকারী। আমরা তাঁদের যোদ্ধাদের তাজউয়ীদ, ফিকহ সহ দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে 'ইলম অন্বেষণ ও চর্চারত অবস্থায় দেখি।

ঘ) আমরা তাঁদের যোদ্ধাদের ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ মেনে চলতে দেখি। তাঁদের যিকর, তিলাওয়াত, নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা ও খেলাধুলার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি আল্লাহ-র ওয়াস্তে ভালোবাসা দৃশ্যমান হয়।

ঙ) আমরা তাঁদের মধ্যে দেখি দ্বীনের জন্য গীরাহ, জযবা এবং তীব্র ভালোবাসা। তাঁদের কেউই নিজেদের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে, আত্মহত্যার জন্য এই পথে আসেন নি। বরং তাঁরা এসেছেন কারণ তাঁরা বিশ্বাস রাখেন তাঁদের রাব্ব-এর উপর এবং বিচার দিবসের উপর। তাঁরা এসেছেন ইজ্জাহ ও কু'আহ এর একটি সম্মানিত জীবন ও শহীদ হিসেবে সর্বোত্তম মৃত্যু লাভের আশায়।

চ) তাঁরা উম্মাহকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তাঁরা চান এই উম্মাহ যেন আবার মানবজাতির নেতৃত্বের পদে অধিস্টিত হতে পারে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, তাঁরা উম্মাহকে ভালোবাসে না কারণ তাঁরা স্বেচ্ছায় মুসলিমদের হত্যা করেন। এই অভিযোগের ব্যাপারে আমাদের উত্তর হল, প্রথমত, মুসলিম বলতে আপনি কি বোঝান সেটা পরিষ্কার করুন।কারণ মুসলিম বলে আপনি গুপ্তচর বা আফগান আর্মির মত, ঐসব লোকদেরকে বুঝিয়ে থাকেন যারা মুজাহেদীনের বিরুদ্ধে কুফফারকে সহায়তা করে, তাহলে না, আল্লাহ-র কসম ! এই লোকেরা মুসলিম না। আপনি যদি বেসামরিক জনগণকে বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে জেনে নিন যে তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁদের হত্যা করেন না। হয়তো এমন হতে পারে কোন একটি অপারেশান চলাকালীন সময়ে কোন একজন মুসলিম সেই জায়গা অতিক্রম করছিলেন এবং দুর্ঘটনাবশত মারা গেছেন। কিন্তু এটাকে কোনভাবেই স্বেচ্ছায় মুসলিমদের হত্যা করা বলা যায় না। এর প্রমাণ হল তাঁরা যদি আসলেই মুসলিমদের স্বেচ্ছায় হত্যা করতো তবে তাঁদের বক্তব্যে তাঁরা কুর'আন, সুন্নাহ ও সামরিক কৌশলের আলোকে খালেস ভাবে তাঁদের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করার মতো কস্ট করতেন না। এবং এরকম অনেক ভিডিও আছে যেখানে আমরা দেখেছি তাঁরা একটি বম্ব বিস্ফোরণ ঘটাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কাছাকাছি একজন মুসলিম চলে আসায়, শেষ মুহূর্তে তাঁরা তা থেকে বিরত হয়েছেন।

বাকি থাকে ৯/১১ এর কথা। এ বিষয়টি অপেক্ষাকৃতভাবে কিছুটা জটিল এবং আমরা পরবর্তীতে এই আলোচনা করবো। আমেরিকায় আল-কা'য়িদার হামলা, বিশেষ করে টুইন টাওয়ারের হামলা গুলোর পেছনে বিস্তৃত ফিকহী ইতিহাস আছে। শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ বেশ কিছু শুয়ুখের সাথে এই হামলার পূর্বে আলোচনা করেছিলেন। এবং আপনি উনার সাথে একমত হোন বা না হোন এক্তহা অনস্বীকার্য যে এই হামলার বৈধতা সম্পর্কে আল-কা'য়িদার শার'ঈ দালীল ছিল। আমরা এখানে শার'ঈ হুকুম ও দালায়ীল নিয়ে আলোচনা করছি না কারণ আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য হল আস-সাহাব মিডিয়া এবং ৯/১১ এর আক্রমন কারা পরিচালনা করেছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করা। তবে কাফিরদের কোন সামরিক বা অর্থনৈতিক ঘাঁটিতে তাদের সাথে কিছু মুসলিমও বিদ্যামান থাকলে বাস্তব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী হুকুম নির্ধারিত হবে। যদি বাস্তবতা এমন হয় যে মুসলিমদের ক্ষতি না করে আক্রমন কয়রা সম্ভব, তাহলে একরকম হুকুম। আর যদি বাস্তবতা এমন হয় যে কোন ভাবেই মুসলিমদের ক্ষতি না করে আক্রমন করা সম্ভব না, তখন হুকুম অন্যরকম। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের এই লেখার বিষয়বস্তু না।

ছ) তাঁদের শহীদদের দেহ থেকে মেশক আম্বারের সুঘ্রাণ নিঃসৃত হয়। ভিডিও দেখে প্রতীয়মান হয় মৃতদেহের পাশে দাঁড়ানো সহযোদ্ধাদের মেশকের সুঘ্রাণ পান এবং আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন।

জ)তাঁরা যথাসম্ভব সুন্নাহ-র অনুসরণ করেন।

ঝ)তাঁরা সর্বদা আল্লাহ-র নিকটবর্তী হবার চেসটা জারি রাখেন। তাঁদের সামরিক অভিযানের ভিডিও আপনি দেখতে পাবেন অপারেশান শুরু আগে, চলাকালীন সময়ে এবং শেষে; সব অবস্থাতেই তাঁরা দু'আ ও যিকর করছেন।

ঞ) সঠিক ভাবে আল্লাহ-র ইবাদাতের উদ্দেশ্যে তাঁরা ক্রমাগত একে অপরকে এবং উম্মাহকে কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত স্মরন করিয়ে দিতে থাকেন।

ট) তাঁরা আল ওয়ালা ওয়াল বা'রা (আল্লাহ-র জন্য ভালোবাসা এবং আলাহ-র ওয়াস্তে ঘৃণা করা) কায়েম করেন।

ঠ)তাঁরা কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। আল্লাহ সূড়া নিসার ৯৫ ও ৯৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, তিনি মুজাহেদীনকে কাইদিনের (যারা জিহাদ ছেড়ে পেছনে বসে থাকে)উপরে পছন্দ করেন।তাই আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন, আমাদেরও তাঁদের ভালবাসতে হবে।

এগুলো হল আস-সাহাব তথা আল-কা'য়িদার মুজাহেদীনের বাহ্যিক তাকওয়ার উদাহরন।

এবার আসুন আস-সাহাব মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা/ অথেনটিসিটি নিয়ে আরেকটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

এটা পরিষ্কার যে এই মুজাহেদীনরা দ্বীনদার মুসলিম। এবং তাঁরা জিহাদ করছেন আল্লাহ-র শত্রুদের বিরুদ্ধে, আল্লাহ-র আউলিয়াদের বিরুদ্ধে না। এটা হল মনে রাখার মতো আরেকটি বিষয়।

এখানে আল-কা'য়িদা এবং তালিবানের সম্পর্ক নিয়ে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। এই দুটো দল সমঝোতার ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পাশাপাশি কাজ করছেন। তালিবান কখনৈ আল-কা'য়িদার ব্যাপারে অথবা আল-কা'য়িদার কোন মিডিয়া রিলিযের ব্যাপারে অভিযোগ করে নি। বাস্তবতা হল এই দুতো দল, আমীরুল মু'মিনীন মুল্লাহ মুহাম্মাদ উমার রাহিমাহুল্লাহ-এর নেতৃত্বে "ইমারাতে ইসলামিয়্যা আফগানিস্তানের" ব্যানারে একটি সম্মিলিত আন্দোলন হিসেবে কাজ করছে।* [*বর্তমানে আমিরূল মু'মীনীন মুল্লাহ মুহাম্মাদ আখতার মানসুর হাফিযাহুল্লাহ –এর নেতৃত্বে]

এবং তালিবান অসংখ্য বার আল-কা'য়িদা ও শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-র প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, তালিবানের কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

এই প্রশ্নের উত্ত হল, অবশ্যই তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য। এবং তাঁদের বিশ্বাসযোগ্য মুসলিম হবার বিভিন্ন প্রমাণ আমদের কাছে আছে। যেমনঃ

১) শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক উপড়ে ফেলার ব্যাপারে তালিবানের আন্তরিকতা

২)তালিবান আন্দোলনের সূচনার ইতিহাস তাঁদের সপক্ষে আরেকটি বড় প্রমাণ।এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল কিছু দস্যু-লুটেরাদের দমন করার জন্য মাদ্রাসা ছাত্রদের এক্ট আন্দোলনের মাধ্যমে। আল্লাহ-র ইচ্ছায় এক সময় তাঁরা আফগানিস্তানের ৯০% এর বেশী অঞ্চলের উপর কতৃত্ব অর্জন করেন। এবং তাঁদের শাসন আমলে অপরাধের হারের ব্যাপক ভাবে হ্রাস পায়।* [কুফফার তালিবানের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক আকারের প্রপাগ্যান্ডা মেশিন চালিয়ে আসছে। এই প্রপাগ্যান্ডা মেশিনের কাজ হল মিথ্যাচারে পূর্ণ বই, ভিডিও আর প্রবন্ধের মাধ্যমে তালিবানকে একটি পৈশাচিক অশুভ শক্তি

হিসেবে তুলে ধরার চেস্টা করা। তাই আমরা বিনয়ের সাথে আমাদের পাঠকদের অনুরোধ করবো তালিবানের ব্যাপারে বিভিন্ন ভুল ধারণা নিরসনের জন্য মুজাহেদীন এবং তাঁদের সমর্থকদের বক্তব্য পড়ার জন্য। যেমন এ ব্যাপারে আত-তিবিইয়ান পাবলিকেশানস এবং 'আযযাম পাবলিকেশানস এর বইগুলোতে তালিবানের ব্যাপারে উলেমা ও চাক্ষুস সাক্ষীদের বক্তবয আছে।]

৩) তাঁদের তাকওয়া, তাউয়াক্কুল এবং দ্বীন পালন

তো এইলেখায় এখন পর্যন্ত উল্লেখিত সবগুলো পয়েন্টের আলোকে আসুন কিছু প্রশ্ন করা যাকঃ

১) কিভাবে কোন মুসলিমের পক্ষে আস-সাহাবের কোন রিলিযকে মিথ্যা বা বানোয়াট বলে অস্বীকার করা সম্ভব যখন এই ভিডিওগুলো হল খাটি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র ফুটেজ?

২) কিভাবে কোন মুসলিম আস-সাহাবের রিলিযকে অস্বীকার করতে পারে যখন তাঁরা কোন শিরক, কুফর বা বিদ'আ প্রদর্শন করে না। অধিকন্ত তাঁরা দ্বীনের উপর থাকা এবং উত্তম আমল করা প্রদর্শন করেন?

৩) কিভাবে কোন মুসলিমের পক্ষে আস সাহাবে কোন রিলিযকে বানোয়াট বলে অস্বীকার করা সম্ভব যখন তাঁরা তালিবানের সাথে মিলে কাজ করেন এবং তালিবান তাঁদের ভালোবাসে এবং নিজেদের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে?

৪) কিভাবে কোন মুসলিম আস সাহাবের কোন রিলিয অস্বীকার করে, যখন সিআইএ তথা কুফফার আল কা'য়িদাকে নিয়ন্ত্রন করে এরকম কথার সপক্ষে এক ধূলিকণা সমপরিমাণ প্রমাণ নেই?

৫) কিভাবে কোন মুসলিমের পক্ষে আস-সাহাবের একটি রিলিযও উপেক্ষা কিম্বা অস্বীকার করা অসম্ভবভ যখন এসব ভিডিও তে আমেরিকা এবং ন্যাটোর বিরুদ্ধে সামরিক অপারেশানের ফুটেজ দেখানো হয়। এই ভিডিও গুলোতে দেখানো হয় মুজাহেদীন আমেরিকান সেনাদের হত্যা করছেন। এসব মৃত সেনাদের রক্তাক্ত লাশ দেখানো হয় এবং আইইডি, আরপিজি পিকে এবং অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে আমেরিকানদের উপর অতর্কিতে হামলা করতে এবং অ্যান্টি এয়ার-ক্র্যাফট উইপেন দিয়ে আমেরিকানদের হেলিকপ্টারগুলোকে আক্রমণ করার ফুটেজ দেখানো হয়। এ কথাগুলো বলার মাধ্যমে আমি যাবুঝাতে চাচ্ছি তাহল – যে কিভাবে কোণ মুসলিম এটা মনে করতে পারে যে আস-সাহাবকে একটি সিআইএ এর চাল বা প্লট, যখন তাঁরা ক্রমাগত আমেরিকানদের উপর হামলা করেই যাচ্ছেন?

কেউ হয়তো বলবেন, "আমি আস সাহাব মিডিয়াকে অস্বীকার করছি না, তবে "বিন লাদেন টেইপস" নামের রিলিযগুলোকে আমি বিশ্বাস করি না...এগুলোর ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে। আর কয়েকটা তো শুধু অডিও।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলঃ আপনার এই কথার কোণ অর্থ হয় না। কারণ আস-সাহাবের একটা রিলিয নিয়ে প্রশ্ন তোলা আর সব রিলিয নিয়ে প্রশ্ন তোলা একই কথা। আর এটা করার অর্থ আল-কা'য়িদা যে আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। আর আস-সাহাবের নামে কোন বানোয়াট ভিডিও প্রকাশ করা হলে আস-সাহাব, তথা আল কা'য়িদা কি এই ব্যাপারে কোণ বক্তব্য না দিয়ে চুপ করে থাকতো? যারা জানেন না তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলছি ইখলাস এবং হিসবাহ-র মতো ফোরামগুলো মুজাহেদীনের ফোরাম এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান থেকে মুজাহেদীন এই সব ফোরামে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন অপারেশানের খবর পোস্ট করেন।

সুতরাং আস –শাব তো এসব ফোরাম ব্যবহার করেও কিছু বলতে পারতো যদি এই ভিডিওগুলো বানোয়াট হতো। অথচ তাঁরা এরকম কিছু করে নি।

এই ফোরামগুলোত মুজাহেদীন কিভাবে যোগযোগের জন্য ব্যবহার করেন তার একটা উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছিঃ আস সাহাবের একটি রিলিয নিয়মের ব্যতিক্রম করে প্রথমে ফরামের মাধ্যমে প্রকাশ না করে সরাসরি আল জাযিরাতে চ্যানেলে পাঠানো হয়েছিল। তখন ফোরামের কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন তোলেন – কেন আমরা না পেয়ে আল-জাযিরা প্রথমে এই টেপ পেল?

আস-সাহাব এর জবাবঃ

“কৌশলগত কারণে এই ভিডিওটি অনলাইনে প্রকাশ করার আগে টিভি চ্যানেলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে। কিছু কিছু ওয়েবসাইট ভিন্ন কোন পন্থায় এই ভিডিওটি পাবার ব্যাপারে যা বলছে তা সত্য না।“

যদি এই ভিডিওটি তাঁদের না-ই হতো, তবে তাঁরা কিন্তু সেটা বলে দিলেই পারতেন। যা তাঁরা করেন নি। আর আপনি যদি দাবি করেন যে এই ভিডিও গুলো সিআইএর বানানো বা তাদের চাল তাহলে আমরা আপনাকে বলবো আপনার এই দাবির সপক্ষে প্রমান আনতে। আপনার কাছে কি কোন প্রমান আছে যে আস সাহাব সিআইএ এজেন্টদের সাথে গোপনে কোন মিটিং করেছে? আপনা কাছে কি কোন প্রমান আছে যে আল কা’য়িদা মুসলিমদের মতো দেখতে হলেও আসলে তাঁরা হল কিছু যায়নবাদী ইহুদি (যদিও তাঁরা মুরতাদ এবং আমেরিকানদের হত্যা করছে)?

আসলে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে পুরো ব্যাপারটাই অনেক সহজ হয়ে যায়। তবে কাফিরের কাছে পুরো ব্যাপারটা খুব দুর্বোধ্য মনে হবে কারণ সে বাহ্যিক আমল ও মুখলেস হবার গুরুত্ব বোঝে না। একারণে কাফিরদের প্রতি আমাদের বক্তব্য হলঃ

আস সাহাব মিডিয়া (তথা আল কা’য়িদা)সিআইএর কোন চাল হবার ব্যাপারে যদি তোমাদের কাছে কোন সুস্পস্ট এবং অকাট্য প্রমান না থাকে তাহলে নিজেদের হাসির খোরাক বানানোর চাইতে মুখ বন্ধ রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।অ্যালেক্স জোনস এবং তার মতো কাফিরদের প্রতি এটাই আমাদের জবাব। শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ-র বিরুদ্ধে এদের “প্রমান” হল আল কা’য়িদার ব্যাপারে কোন এক অজানা কাফির ওয়েবসাইটের “রিপোর্ট” ! অথচ অনেক মুসলিম অ্যালেক্স জোনসকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ।

সুতরাং আওচনার প্রথম অংশের শেষে উপসংহার হিসেবে আমরা বলতে চাইঃ

তাঁদের আমল, আখলাক এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র মাধ্যমে সুস্পস্টভাবে প্রমানিত হয় যে আস সাহাব একটি বিশ্বস্ত জিহাদী মিডিয়া প্রতিষ্ঠান। কিছু মুসলিম তাঁদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে কারণ মুসলিমদের ভেতর কেউ এতোটা ভাল হতে পারে এটা তাঁরা নিজদের বিশ্বাস করাতে পারেন না। একারনে তাঁরা বলে বেড়ান “ আল কা’য়িদা হল আমেরিকার তৈরি, সিআইএর তৈরি। সিআইএ এ মুসলিমদের জিহাদের জন্য রিক্রুট করতে চায় যাতে করে তারা এসব মুসলিমদের জেলে ভরে নির্যাতন করতে পারে। একারণে সিআইএ-র এজেন্টরা বসে ইসলামি ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা এবং গবেষণা করে আল-কা’য়িদা-কে তৈরি করেছে। এবং সব দিক দিয়ে আল

কা'য়িদাকে এতো অসাধারন, অসামান্য রকমের ভাল মনে হবার পেছনে কারণ এটাই। এটা হল মুসলিমদের বোকা বানানোর চাল। কেউ কি এতো ভাল হতে পারে নাকি?! মানে আল কা'য়িদার এই মুসলিমরা পাহাড়ের প্রচন্ড শীতের মধ্যেও তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়ছে না, তাঁরা শারীয়াহ কায়েম করছে, তাঁরা গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করছে, তাঁরা আল্লাহ-র জন্য জীবনের আরাম আয়েশ ত্যাগ করেছে, তাঁরা দ্বীন শিক্ষা করে, তাঁরা ইসলামী ইস্যু নিয়ে কথা বলে, উম্মাহকে এবং মুসলিমদের বিভিন্ন দলকে নাসীহাহ করে, তাঁরা কাফিরদের হত্যা করেন এবং মুরতাদ ও কাফিরদের কাছ থেকে গানীমাহ ছিনিয়ে নেন, তাঁরা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্ব জুড়ে তাঁদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে, প্রকাশ্যে ও গোপনে অনেক মুসলিমই তাঁদের সমর্থন করেন এবং তাঁদের আমীর হলেন এমন এক ব্যক্তি যার মতো মুত্তাকী ব্যক্তি আমরা আমাদের বর্তমান সময়ে খুব কমই দেখেছি – একটা দল কিভাবে এতোটা ভালো হতে পারে? নিশ্চয় এটা মুসলিমদের বোকা বানানো আর জেলে ভরার জন্য সিআইএর একটা চাল।"

আমি জানি এই কথাগুলো কথাটা হাস্যকর শোনায়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের কিছু মুসলিম ভাইরা এরকমই চিন্তাভাবনা পোষণ করেন। এরকম মুসলিমদের আমরা পুনরায় অনুরোধ করবো সূরা হুজুরাত যে আয়াতটি আমরা উদ্ধৃত করেছি তার আলোকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তোলার। আমাদের এই দ্বীনের নিয়ম হল আমরা সন্দেহ, অনুমান এগুলোর উপর বাহ্যিক এবং সুস্পষ্ট প্রমাণকে প্রাধান্য দেই। এরকম সন্দেহপোষণকারী মুসলিমরা আরেকটি কথা বলে থাকেন। তাঁরা বলেন – "এমন একটি মেশিন বা সফটওয়্যার আছে, আপনার কাছে যদি কোন একজন মানুষের ৩০ মিনিটের মতো কথার রেকর্ডিং থাকে তাহলে ঐ মেশিন/সফটওয়্যার এর সাহায্যে আপনি ঐ ব্যক্তির কণ্ঠের যেকোন রেকর্ডিং নিজে থেকে তৈরি করতে পারবেন...সুতরাং ৯/১১ সম্পর্কিত উসামা বিন লাদিনের সব অডিও টেপ ভুয়া..."

যদিও আসলেই এরকম প্রযুক্তি আছে, কিন্তু এরকম বলা আসলে আস-সাহাব মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কিত মূল বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার একটি অজুহাত। যারা এই বক্তব্যগুলো কোন উৎস থেকে আসছে এটা গভীরভাবে চিন্তা করে না, তারাই এধরণের কথা বলতে পারে। এরকম একটা কথা বলার অর্থ হল আস সাহাবের ভিডিও গুলোতে আমরা জিহাদের যেসব ফুটেজ দেখছি সেগুলো সব ভুয়া। আর অজ্ঞ এবং মূর্খ ছাড়া আর কেউ এটা অস্বীকার করবে না যে এই ভিডিওগুলোতে জিহাদের ফুটেজ আছে। এই কথা ঐসব লোকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা বলেন – "আরে এসব ভিডিওতে যা দেখছো এগুলোতে আসল জিহাদ না। এগুলোতে বানোয়াট ভিডিও...এগুলো হল অভিনয়, হলিউডের মতো।" এটা পরিষ্কার যে এরকম বলা ব্যক্তিরা আস-সাহাবের ভিডিও তেমন একটা দেখেননি। এই যুক্তি অনুযায়ী আমাদের আসলে তালিবানদের অস্তিত্বও অস্বীকার করা উচিত। কারণ আস সাহাবের ভিডিওতে আমরা তালিবানদের অপারেশানও দেখতে পাই।

যাই হোক, আসুন এখন আমরা পরবর্তী প্রশ্নের দিকে আগাই।

২। শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-ই যে ৯/১১ এর অভিযানের পেছনে ছিলেন আমরা কিভাবে এই ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবো? অ্যালেক্স জোনস এবং তার মতো অন্যরা যে বলে ৯/১১ আসলে ইস্রাইলী মোসাদ করেছে বা অ্যামেরিকা নিজেই করেছে, এটার জবাব কি?

আমরা এই প্রশ্নটিকে প্রথমে কয়েকটি পয়েন্টে বিভক্ত করবো এবং তারপর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। পয়েন্টগুলো হলঃ

ক)আস সাহাব মিডিয়া এবং ৯/১১ নিয়ে তাদের প্রকাশিত ভিডিও গুলোর সত্যতা, নির্ভেজাল হওয়া এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে এবং ভিডিওগুলো প্রকাশের ব্যাপারে তাঁদের কৌশল সম্পর্কে আমরা যা জানতে পেরেছি সেগুলো পুনরায় মনে করিয়ে দেয়া।

খ) ৯/১১ এর হামলার ব্যাপারে শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-র অফিশিয়াল বক্তব্য।

গ) টুইন টাওয়ারে বোমা বিস্ফোরণ এবং পেন্টাগনে কোন প্লেন আঘাত না হানা সম্পর্কিত ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলোর জবাব

ঘ) পেন্টাগনে হামলার পর এফবিআই কতৃক ঐ এলাকার হোটেল-গ্যাস স্টেশান থেকে ভিডিও ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে আলোচনা

ঙ) টুইন টাওয়ারে হামলা হয়েছে দেখার পর কিছু ইহুদির উল্লাস করা নিয়ে আলোচনা

চ) ৯/১১ এর আক্রমনের আগে অ্যামেরিকা যে ওয়ার্নিং পেয়েছিল সেই সম্পর্কে আলোচনা।

ছ) ৯/১১ এর আগে অ্যামেরিকা মুল্লাহ উমার রাহিমাহুল্লাহ-কে যে চিঠি পাঠিয়েছিল, সেটা নিয়ে আলোচনা।

আমি আবারো মনে করিয়ে দিতে চাই আমি আস সাহাব মিডিয়ার পক্ষ থেকে বা তাঁদের মুখপাত্র হয়ে এখানে কিছু বলছি না। আমি এই কথাগুলো বলছি আমার নিজের বিবেক-বুদ্ধি এবং মুসলিমদের ব্যাপারে অকারণে সন্দেহ উত্থাপন না করা এবং তাঁদের ব্যাপারে অজুহাত তৈরি করার নীতির আলোকে।

আসুন শুরু করা যাক।

ক) আস সাহাব মিডিয়া এবং ৯/১১ নিয়ে তাদের প্রকাশিত ভিডিও গুলোর সত্যতা, নির্ভেজাল হওয়া এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে এবং ভিডিওগুলো প্রকাশের ব্যাপারে তাঁদের কৌশল সম্পর্কে আমরা যা জানতে পেরেছি সেগুলো পুনরায় মনে করিয়ে দেয়াঃ

৯/১১ কে করেছে। এটা নিয়ে আলোচনা করার আগে আস-সাহাব মিডিয়ার (তথা আল-কা'য়িদা)সম্পর্কে আমাদের আলোচনা আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমরা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছি আল কা'য়িদা অ্যামেরিকা বা সিআইএ-র সৃষ্টি না। এমনকি আস সাহাব মিডিয়া ৯/১১ এর ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছে এবং এটাও বলেছে যে, তাঁরাই, অর্থাৎ আল কা'য়িদাই ৯/১১ এর আক্রমণ করেছে (ইনশা আল্লাহ এই ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো)। সুতরাং তাঁদের বক্তব্য যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে আমাদের আস সাহাব মিডিয়ার সত্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভেজাল হওয়া নিয়ে আলোচনায় ফেরত যেতে হবে। আর গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ছাড়া যদি কেউ আস সাহাবের বক্তব্য এবং সত্যতা অস্বীকার করতে চান তবে তার এই ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কে ভয় করা উচিত। কোন মুসলিমকে সিআইএ এজেন্ট বা এধরণের কিছু বলা তাকফির* করার সমতুল্য। এবং তাঁদের সিআইএ এজেন্ট হবার ব্যাপারে যদি আপনার কাছে কোন প্রমাণ না থাকে তাহলে তো আপনি বিনা প্রমানে আপনার মুসলিম ভাইকে তাকফির করছেন। সুতরাং যারা এরকম বলেন তাদের উচিত আল্লাহ-কে ভয় করা এবং তারা যা বলছেন তা কতোটা গুরুতর এটা অনুধাবন করার চেস্টা করা।

[*এটা তাকফির বলে গন্য হবে কারণ, সিআইএ অথবা এফবিআই এর হয়ে কাজ করা সুস্পষ্ট রিদ্দা। আত তিবইয়্যান কতৃক প্রকাশিত দেখুন শায়খ নাসির বিন হামাদ আল ফাহদ-এর লেখা “The Exposition Regarding the Disbelief of the one that assist the Americans,” ]

৯/১১ এর ব্যাপারে আস সাহাবের প্রকাশিত ভিডিওগুলো হলঃ

১। আবু আল-আব্বাস আল জানুবীর শেষ ওয়াসিয়্যাতঃ

http://www.archive.org/details/hijackers1

২। আল ‘উমারীর শেষ ওয়াসিয়্যাতঃ

http://www.archive.org/details/wasiyat-shaheed-alumari

৩। সাইদ আল ঘামদীর শেষ ওয়াসিয়্যাতঃ

http://www.archive.org/details/motaz

৪। ‘ইলম হল আমল করার জন্য -১

http://www.archive.org/details/high-hopes1

৫। ‘ইলম হল আমল করার জন্য -২

http://www.archive.org/details/high-hopes

৬। সত্যের শক্তি

http://www.archive.org/details/Power-Truth

৭। শায়খ উসামার পক্ষ থেকে বার্তা এবং আবু মুস’আব ওয়ালীদ আল শিহরীর শেষ ওয়াসিয়্যাত

http://al-boraq.info/showthread.php?t=53835

৮। ২০ জন হাইজ্যাকার ছিল – এই মিথ্যা খন্ডন করে শায়খ উসামার বক্তব্য http://www.youtube.com/watch?v=rGTKBDqnpIM

৯। ইউরোপের প্রতি শায়খ উসামার বার্তা, তিনিই ৯/১১ এর পেছনে ছিলেন এই ঘোষণা http://www.youtube.com/watch?v=zM0VdyhtQKo

১০। ৯/১১ এর অভিযানের পরে জিহাদের ইমামগণের বার্তাঃ শায়খ উসামা বিন লাদিন, ডঃ আইমান আল যাওয়াহিরী, শায়খ আবু হাফস আল মিসরি এবং শায়খ সুলাইমান আল ঘাইত

http://www.archive.org/details/LaDeN7

১১। শায়খ উসামা বিন লাদিনের তোরাবোরা থেকে বক্তব্য [এখানে মূল বক্তব্যের শুধু ঐ অঙ্গঘ আছে যা আমাদের আলোচনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, এটা দেখা অবশ্য প্রয়োজনীয় ]

http://youtube.com/watch?v=dls5JTD-uG0&fmt=18

১২। উম্মাহ-র বর্তমান অবস্থা ১

http://www.archive.org/details/stateoftheummah1

১৩। উম্মাহ-র বর্তমান অবস্থা ২

http://www.archive.org/details/stateoftheummah2

১৪। অ্যামেরিকার নাগরিকদের প্রতি শায়খ উসামা বিন লাদিনের বার্তা [এই শিরোনামের বেশ কিছু ভিডিও আছে, তবে একটি দেখাই আপাতত যথেস্ট হবে]

http://www.archive.org/details/laden_new_29_10_2004

সেপ্টেম্বর ১১ এর ব্যাপারে আস সাহাবের আরো কিছু ভিডিও আছে। কিন্তু আমাদের আলোচনার জন্য একয়টিই যথেস্ট। অধিকাংশ ভিডিওতেই ইংরেজী সাবটাইটেল দেয়া আছে। যদি আপনি এগুলো না দেখে থাকেন তাহলে আস সাহাবের ব্যাপারে জানার জন্য অবশ্যই এগুলো দেখুন।

৯/১১ এর ঘটনার পরপরই কিন্তু আস সাহাব হাইজ্যাকারদের ওয়াসিয়্যাত প্রকাশ করে নি। তাঁরা কৌশলগত কারণে পর্যায়ক্রমে এগুলো প্রকাশ করেছে। ভিডিও গুলো প্রকাশের তারিখের ব্যাপারে আমার ধারণা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে ৯/১১ এর আক্রমনের পর প্রতি বছরে একবার বা দু বার করে আস সাহাব হাইজ্যাকারদের ওয়াসিয়্যাত প্রকাশ করছে। যদি আমরা ধরে নেই যে ১৯ জন হাইজ্যাকারের সবারই এরকম একটি করে ওয়াসিয়্যাতের ভিডিও আছে, তাহলে এর অর্থ হল আস সাহাব ইচ্ছাকৃত ভাবে একটি একটি করে ভিডিও প্রকাশ করছে অ্যামেরিকানদের কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেয়ার জন্য। হয়তো কুফফার যেন কোনভাবেই ৯/১১ এর দিনটি ভুলতে না পারে এবং ইসলামের প্রতি তাঁদের ঘৃণা লুকোতে না পারে এজন্য তাঁরা এভাবে একটি একটি করে ভিডিও প্রকাশ করছেন। অথবা তাঁরা এরকম করছেন যাতে রাগের বশবর্তী হয়ে কুফফার ইরাক আক্রমণের মতো কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে যা তাদের ক্ষতির কারণ হবে। অথবা তাঁরা হয়তো এজন্য এভাবে প্রকাশ করছেন যাতে তাঁরা মুসলিমীনকে এর মাধ্যমে শহীদদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। অথবা হয়তো তাঁরা উম্মাহ যেন ৯/১১ এর শহীদদের মনে রাখে এজন্য দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমান্বয়ে ভিডিও গুলো প্রকাশ করছে। হয়তো উপরের কোনটিই সঠিক না। তবে তাঁরা কোন একটি কৌশলের অংশ হিসেবেই এভাবে ভিডিওগুলো প্রকাশ করছেন। এবং আল্লাহ-র সবচেয়ে ভালো জানেন।

আসুন এখন পরবর্তী পয়েন্টে যাওয়া যাক।

খ) ৯/১১ এর হামলার ব্যাপারে শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-র অফিশিয়াল বক্তব্য।

৯/১১ এর পেছনে শায়খ উসামার ভূমিকার ব্যাপারে আস সাহাবের মাধ্যমে বেশ অনেকগুলো প্রমাণই আছে। এরকম একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হল " ইউরোপের জনগণের প্রতি বার্তা" শীর্ষক বক্তব্যটিঃ

"...এবং তাঁদের ঘা গুলো শুকানো এবং দুঃখ শেষ হবার আগেই তাঁরা অন্যায়ভাবে তোমাদের সরকারগুলোর আক্রমণের শিকার হল। "এই আক্রমণ হল সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনার প্রতিউত্তর" – বুশের এই দাবির ব্যাপারে কোন বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা ছাড়াই তোমাদের সরকারগুলো আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তোমাদের সরকারগুলো আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৯/১১ এর ঘটনাগুলো ছিল ফিলিস্তিন ও লেবাননে মুসলিমদেরউপর চালানো ইস্রাইলী-অ্যামেরিকান জোটের হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ।

৯/১১ এর ঘটনাসমূহ আমার নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিল। এবং আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, সরকার বা নাগরিক, কোন আফগানের এই ঘটনার ব্যাপারে কোন পূর্বধারণা ছিল না। এবং অ্যামেরিকা এই কথার সত্যতা সম্পর্কে অবগত আছে। তালিবানদের কিছু মন্ত্রী তাদের কাছে বন্দী হয়েছিল এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় অ্যামেরিকানদের কাছে পরিষ্কার হয় যে তালিবান এবং আফগানরা ৯/১১ এর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিল না। এজন্যই তালিবান সরকার অ্যামেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ করার আগে তাদের কাছে ৯/১১ এর ব্যাপারে প্রমাণ চেয়েছিল। কিন্তু অ্যামেরিকা কোন প্রমান উপস্থাপন করে নি এবং তারা আক্রমণ করতে অধিকতর আগ্রহী ছিল। আর ইউরোপ অ্যামেরিকার পদচিহ্ন অনুসরণ করলো এবং অ্যামেরিকার অনুচর হওয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোন উপায় ছিল না।"

৯/১১ এর ব্যাপারে অন্যান্য যেসব ভিডিও-র লিঙ্ক আমি ইতিমধ্যে দিয়েছি সেগুলোতেও বারবার এই একই দাবি করা হয়েছে।

যেহেতু আস-সাহাব মিডিইয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমানিত হয়েছে সুতরাং এটাও প্রমানিত হয় যে আস সাহাব মিডিয়ার বক্তব্য নিয়েই সন্দিহান হবার অবকাশ নেই। সুতরাং এর মাধ্যমে প্রনাইত হয় ৯/১১ এর আক্রমণের জন্য আল কা'য়িদাই দায়ী ছিল। শুধু মাত্র আমার বিশ্বাস করতে কস্ট হচ্ছে এই কারণে আমি আস সাহাবের এই বক্তব্য অস্বীকার করতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এই বক্তব্য মিথ্যা হবার ব্যাপারে নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি। যদি আমার কোণ বিষয় নিয়ে খটকা লাগে, সন্দেহ জাগে (যেমন টুইন টাওয়ারে বোমা বিস্ফোরণ, পেন্টাগনে কোন প্লেন হামলা না হওয়া; যেগুলো নিয়ে আমি ইনশা আল্লাহ পরবর্তীতে আলোচনা করবো) তবে আমি সাবরের সাথে এই ব্যাপারগুলো আমার কাছে স্পস্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। এবং আমি আমার মুসলিম ভাইদের জন্য অজুহাত তৈরি করবো এবং সব সম্ভাব্য ব্যাখ্যার ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তা করবো। আমি আশা করি আমার অন্যান্য মুসলিম ভাইরাও এই ভাবেই চিন্তা করবেন।

অনেকে বলেন, শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ তো প্রথমে ৯/১১ এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছিলেন। যারা এরকম বলেন আমি তাদের আহবান করবো প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য। এই বিষয়টি নানা লোকে নানা কথা বলেছে তাই সন্দেহ নিরসনের সবচেয়ে ভালো উপায় হল, প্রমাণ উপস্থাপন করা। যার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হতে পারবো শায়খ উসামা আসলে কি বলেছিলেন আর কি বলেননি। তখন উত্তর আসেঃ " শায়খ উসামা তোরাবোরার বক্তব্যে সম্পৃক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছিলেন।" কিন্তু কেউ যদি তোরাবোরার বক্তব্যটি দেখেন তাহলে এমন কিছু পাবেন না যেখানে শায়খ উসামা ৯/১১ এর হামলার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কথা অস্বীকার

করেছেন। এমনকি তিনি ৯/১১ হামলার হাইজ্যাকারদের গভিরভাবে প্রশংসা করেছেন। যদি তিনি এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত না- ই হন তাহলে প্রশংসা করলেন কেন?

কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরেও নেই যে তিনি প্রথমে ৯/১১ এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছিলেন, তবে এরকম করার বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে।

১। সামরিক কৌশলঃ হতে পারে আক্রমণ করার আগে আমেরিকা যেন তাদের সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করে এজন্য তাঁর গৃহীত সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। অবশ্য আমেরিকা কোন বিবেচনার ও প্রমানের ধার ধারে নি এবং আক্রমণ করেছে। যা তাদের ইসলামের প্রতি অন্তর্নিহিত ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। এবং এই সুযোগ গ্রহন করে শায়খ উসামা সঠিক ভাবেই দাবি করেছিলেন যিনি ৯/১১ এর ঘটনা কোণ কাফির রাষ্ট্রের অধিবাসী কোন কাফির ব্যক্তি ঘটাতো, তবে সেই দেশের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে যথোপযুক্ত সতরকতা গ্রহণ করতো এবং সাক্ষ্য প্রমানের অপেক্ষা করতো। তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে সেই কাফির দেশের সাথে মিলেমিশে এই সমস্যার সমাধান করার সর্বোচ্চ চেস্টা চালাতো। এবং যদি সেই কাফির রাস্ট্রের কাছে কাফির ব্যক্তির অপরাধী হবার পক্ষে সাক্ষী-প্রমান পেশ করে, সেই লোকের অপরাধ প্রমাণ করে তাকে বিচারের জন্য অ্যামেরিকা নিয়ে যেতো।

কিন্তু যেহেতু অ্যামেরিকার নেতারা ইসলাম ও মুসলিমদের ঘৃণা করে তি তারা নিজেদের এই নিয়মগুলো নিজেরাই মানা প্রয়োজন মনে করে নি। তালিবান অ্যামেরিকানদের অ্যামেরিকাকে বলেছিল শায়খ উসামা-র বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করতে। কিন্তু অ্যামেরিকা কোন কিছুতে কান না দিয়ে ঔদ্ধত্যের সাথে তাদের আক্রমণের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখে। এই সিদ্ধান্তের মূল্য আজকে অ্যামেরিকাকে দিতে হচ্ছে। তারা এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আক্রমণের সামনে নিজেদের উন্মুক্ত করে ফেলেছে।

এটা ছাড়াও অন্য কোন সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে শায়খ উসামা ৯/১১ এর সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে থাকতে পারেন।

২। হয়তোবা শায়খ উসামা বোঝাতে চাচ্ছিলেন তিনি নিজে শারীরিক ভাবে এই হামলা সাথে জড়িত ছিলেন না। যদি তিনি ৯/১১ এ জড়িত থাকার কথা থাকা অস্বীকার করে আদৌ কোণ বক্তব্য দিয়ে থাকেন তাহলে হয়তো তিনি সেই বক্তব্যে এটাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন। কুফফার নিজেরাও দাবি করে ৯/১১ এর হামলার আমীর ছিলেন শায়খ খালিদ শেইখ মুহাম্মাদ ফাকাল্লাহু আসরাহ। এবং এই দাবির পেছনে সম্ভবত কিছু সত্যতা আছে, কারণ আস সাহাব এই ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করছে। আমি কিন্তু বলছি না ৯/১১ এর পেছনে শায়খ উসামার হাত ছিল না, বরং বযাপারটা এরকম যে শায়খ উসামা ছিলেন মূল আমীর যার নির্দেশনায় অন্যান্য মুজাহেদীন স্বশরীরে এই হামলার পরিকল্পনা করেছে এবং অংশ নিয়েছে।

তবে আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে শায়খ উসামা ৯/১১ এর হামলার পেছনে ছিলেন। তিনি সুপস্টভাবে বেশ কয়েক জায়গায় এই দাবি করেছেন। এবং কয়েকটি বক্তব্য তিনি ৯/১১ হামলাকারীদের তাকওয়া, এবং গুণ নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন। আর যদি আসলেই এমন কোণ বক্তব্য থেকে থাকে যেখানে শায়খ উসামা ৯/১১ এর সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে থাকেন, তাহলে এই হাদিসটির কথা স্মরণ করুনঃ

"যুদ্ধ হল ধোঁকা।" আমরা জানি যে আস সাহাব বিশ্বাসযোগ্য, আমরা তাদের রিলিযগুলোকে নির্ভরযোগ্য মনে করি এবং আমরা এটাও জানি তারা একটা সামরিক দল যাদের মিডিয়া রিলিযগুলোর সাথে সামরিক কৌশল জড়িত থাকে।

পরবর্তী পয়েন্টে যাওয়া যাক।

গ)টুইন টাওয়ারে বোমা বিস্ফোরণ এবং পেন্টাগনে কোন প্লেন আঘাত না হানা সম্পর্কিত ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলোর জবাব

এই তত্ত্বের ব্যাপারে লোকেদের বক্তব্য হলঃ

" শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ না বরং অ্যামেরিকা ৯/১১ এর হামলার জন্য দায়ী এই তত্ত্বের প্রমাণ হল, টুইন টাওয়ারে বোমা রাখা ছিল। সেগুলো বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং টাওয়ারগুলো ধ্বসে পড়ার পেছনে এই বোমাগুলোর ভূমিকা ছিল। এছাড়া টাওয়ার গুলো এমনভাবে ধ্বসে পরে ছিল যা থেকে মনে হয় এগুলোকে নিয়ন্ত্রিতভাবে নিচ থেকে ধসিয়ে দেয়া হয়েছিল। এছাড়া কেউ যদি ৯/১১ এর হামলার পর পেন্টাগনের কোন ছবি দেখে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় কোন প্লেন সেইদিন পেন্টাগনে আঘাত হানে নি, কারণ ছবিতে কোন প্লেনের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে না। এবং পেন্টাগন বিল্ডিং এর দেয়াল দেখে কোণ ভাবেই মনে হয় না দুটো পাখা সেখানে আঘাত হেনেছে। বরং শুধু মাঝ বরাবর একটা বড় গর্ত ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়।"

এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর আমাদের আগের উত্তরের মতোই হবে। এটা সামরিক কৌশলের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। এটা ছিল অন্যান্য এবং অভূতপূর্ব এক হামলা যার পেছনে ছিল ইউনিক একটি সামরিক পরিকল্পনা। বিভিন্ন সামরিক কৌশল ৯/১১ এর হামলাগুলোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। তবে এই আলোচনায় যাবার আগে আল কা'য়িদার সামরিক সক্ষমতা নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার।

অনেকেই আল কা'য়িদা সম্পর্কে বলেছেন যে এটা হল একটা সামরিক প্রতিষ্ঠান যা অনেকটা হার্ভার্ডের মতো। সবাই এটাতে ঢুকতে চায় কিন্তু হাতেগোণা কয়েকজনই সফল হয়। আমি বলছি না যে উম্মাতের সব লোক আল কা'য়িদায় যোগ দিতে চায়। বরং আমি বলছি তাদের প্রতিষ্ঠান এবং কার্যক্রম অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং সুক্ষ ধাঁচের। আল কায়িদা নিছক চপ্পল-পাগড়ী পড়া, কালাশনিকভ ধারী একদল মুসলিম না যারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে বেড়ায়। বরং তাদের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন অভিজ্ঞ সামরিক জেনারেল, যোদ্ধা, অস্ত্র তৈরিকারক এবং বিক্রেতা, আইটি স্পেশালিস্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী এবং আরো অনেকে। এবং এই ব্যক্তিরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রথম সারির বিশেষজ্ঞ।এই সব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা আল কায়িদার সাথে জড়িত। ঠিক যেমন হার্ভার্ডের সাথে জড়িত বিভিন্ন শিক্ষাগত বিষয়ের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞরা।অবশ্য তাঁদের সাথে এরকম অনেকেই যোগ দেন যারা সামরিক দিক দিয়ে অনভিজ্ঞ, কিন্তু সাধারণ মুসলিমরা যেরকম ধারনা করেন সংগঠন হিসেবে আল কায়িদা এবং তাঁদের কার্যক্রম তার চাইতে অনেক বেশী সুক্ষ এবং জটিল। এই ধারণার পেছনে ভিত্তি হিসেবে প্রমানগুলো হলঃ

১। শায়খ উসামার চরঃ শায়খ উসামার একজন গুপ্তচর সিআইএর ভেতর অনুপ্রবেশ করতে এবং বিশ বছর সেখানে কাটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই চরের নাম আলি মুহাম্মাদ। উনি কোন পর্যায়ের সামরিক প্রতিভা

ছিলেন এটা উনাকে নিয়ে একটু অনালাইনে খোঁজাখুঁজি করলেই বুঝতে পারবেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে শায়খ উসামার হয়ে সিআইএ-র উপর গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন। সুতরাং কি পরিমাণ গোপনীয় তথ্য তার মাধ্যমে আল কা'য়িদা পেরেছে সেটা বোধগম্য। আলি মুহাম্মাদ সম্ভবত ৯/১১ এর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতেন না, কিন্তু তাঁর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৯/১১ এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল, বা পরিকল্পনায় তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহৃত হয়েছিল, এরকম সম্ভাবনা আছে। কারণ ৯/১১ এর মতো এতো বিশাল, জটিল এবং পরিকল্পিত হামলার জন্য কিছু গোপন বিষয় জানা দরকার ছিল,বিশেষ করে পেন্টাগনে হামলার ব্যাপারে।

একবার চিন্তা করুন, খোদ সিআইএর ভেতর থেকে যদি শায়খ উসামার গুপ্তচর এতোদিন ধরে আল কা'য়িদার কাছে তথ্য পাচার করে থাকে তাহলে কে জানে তাঁর এরকম আর কতো চর, কোন কোন জায়গায় বসে আছে। আলি মুহাম্মাদ এর ঘটনা থেকে এটা বোঝা যায় যে আল কা'য়িদা কোন জায়গায় এমনভাবে উপস্থিত থেকে কাজ চালাইয়ে যেতে পারে যাতে মনে হয়ে তারা অদৃশ্য। এবং যেহেতু তাঁদের কাজের ধরণ অত্যন্ত সুক্ষ সুতরাং কিভাবে তারা তথ্য যোগাড় করলেন এবং আক্রমণ চালালেন এটার হাজারো সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। যেমন ৯/১১ এর আগে পেন্টাগন নিশ্চিত ছিল যে চীন কম্পিউটার ডাটাবেস হ্যাক করার চেস্টা করেছিল। কিন্তু এমনো তো হতে পারে এরা ছিলেন চীন সরকারের হয়ে কাজ করা "অদৃশ্য মুজাহেদীন" যারা প্রকৃত পক্ষে শায়খ উসামার চর এবং তাঁরাই এই হামলা চালিয়েছিলেন। হয়তো বা আসলে তা না। আসলে হয়তো চীন-ই হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু এখানে বিবেচ্য বিষয় এরকম হবার সম্ভাবনা থেকে যায়, যেহেতু আল কা'য়িদা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে তাঁরা তাঁদের উপস্থিতি গোপন করে বিভিন্ন দেশের সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ভেতরেও অনুপ্রবেশ করতে পারে।

২। ৯/১১ ছাড়াও আল কায়িদা বেশ কিছু বোর মাপের বোমা হামলার সাথে যুক্ত ছিল। যেমন, রিয়াদ হামলা, আফ্রিকাতে অ্যামেরিকান এম্বেসিতে হামলা, ইরাকে জাতিসংঘের গোপন মিটিংএ হামলা, জর্ডানে ইস্রাইলী যায়নবাদীদের গোপন মিটিংয়ে হামলা (শেষ দুটি আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবু মুস'আব এক যারকাওয়ী)। এরকম আরও অনেক হামলার নজীর আছে যা প্রমাণ করে আল কা'য়িদা কোন সাধারণ সামরিক সংগঠন না। তাঁরা প্রশিক্ষিত,সংঘবদ্ধ এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের শত্রুদের চাইতে দুই কদম এগিয়ে থাকেন (যেটা অনেক পশ্চিমা বিশ্লেষক ও সাংবাদিক বলেছেন)।

তাঁদের এরকম বড় মাপের আক্রমণ সফল ভাবে চালানোর সক্ষমতা থেকে বোঝা যায়, আমরা এমন একটি বাহিনীর কথা বলছি যেটার মধ্যে আছে বিজ্ঞানী, সামরিক কৌশলবিদ ও জেনারেল, বোমা বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইটি স্পেশালিস্ট, অস্ত্র প্রশিক্ষক, মিডিয়া স্পেশালিস্ট সহ আরো অনেকে। এছাড়াও তাঁদের এমন অনেক সেনা রয়েছে যারা "অদৃশ্য", তাঁদের পরিচয় প্রকাশ পায় না কিন্তু কাজ চলতে থাকে। আল কা'য়িদা নিজেকে গোপন করে রাখে এবং শুধু তখনই আপনি তাঁদের দেখতে পাবেন যখন তাঁরা চায় আপনি তাঁদের দেখুন, যেমন আফগানিস্তানে কাফিরদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধের সময়। সুতরাং আমরা এমন একটা সংগঠনের কথা বলছি যাদের রয়েছে এমন সব সদস্য যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, এবং এই সংগঠন এমন ভাবে কাজ করে যাত মনে হয়ে তাঁরা পালকের চেয়েও হালকা, মাছির চাইতেও দ্রুতগামী, দমকা বাতাসের মতো শক্তিশালী এবং এবং বাজপাখির মতো সতর্ক এবং সুযোগসন্ধানী।তাঁদের কোণ নির্দিষ্ট জাতীয়তা, বরং কিম্বা পোশাক নেই, বরং তাঁরা পৃথিবীর সকল কোণা থেকে একই আদর্শে ঐক্যবদ্ধ।এবং বাহ্যত তাঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে আফগানিস্তান থেকে ইরাক, বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তীন, সাউদী আরব, আলজেরিয়া, সোমালিয়া, থাইল্যান্ড,

ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, উযবেকিস্তান, তাযিকস্তান, তুরস্ক, মালদ্বীপ, ইরিত্রিয়া, চীন, মিশর, ওমান, সুদান, নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া, মরক্কো, ইরান, চাদ, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, অ্যামেরিকা, জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে*।
[*এই দেশগুলোর নাম উল্লেখ করা হল কারণ এসব জায়গায় আল কা'য়িদার উপস্থিতির শক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে তাঁদের নিজস্ব মিডিয়া থেকে, তাঁদের সমর্থক মিডিয়া থেকে, অন্যান্য মুজাহেদীনের মিডিয়ার মাধ্যমে এবং কাফিরদের মিডিয়ার মাধ্যমেও]

আপনি যদি "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে"-এ অংশগ্রহণকারী একজন কাফির সেনা হন, তাহলে একবার চিন্তা করুন আপনি কি রকম একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। এটা হল এমন একটি দল যেটা এতোটা বিস্তৃত এবং প্রশিক্ষিত কিন্তু একই সাথে অদৃশ্য, এটা প্রচন্ড আঘাত হানতে পারে এবং কারো কাছে সশরীরে না গিয়েই নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে পারে।তাহলে চিন্তা করুন আপনার "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে" যুদ্ধ কতোটা অর্থহীন। কিভাবে এরকম একটি দলকে আপনি হারাবেন?যদি একইসাথে সবগুলো দেশের আকাশে স্পাই স্যাটেলাইট মোতায়েন করা হয় তাও এই আর্মিকে আপনি পুরোপুরি বন্ধ করতে পারবেন না।

আল কা'য়িদার দৃশ্যের আড়ালে, দৃষ্টির অগোচরে থাকার এই নীতির একমাত্র কুফল হল, যারা খুব সহজে পশ্চিমা প্রপাগ্যান্ডা বা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, তাঁদের জন্য এই নীতি একটা সমস্যা সৃষ্টি করে। তাঁরা ভাবেন আল কা'য়িদা হল একদল অপরাধী যারা অ্যামেরিকাকে ঘৃণা করে অ্যামেরিকার ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শের জন্য। অথবা তারা মনে করেন আল কা'য়িদা সিআইএ-র সৃষ্টি। কিন্তু যারা বেসিক যুদ্ধ কৌশল নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন তাঁদের জন্য এটা কোন সমস্যা না।

এখানে উল্লেখ্য, ৯/১১ এর হামলা কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল এ ব্যাপারে কোন ডিটেল আস সাহাব কখনোই প্রকাশ করে নি। তাঁরা কিছু সফল যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে সাধারনভাবে কিছু মন্তব্য করেছেন*। এবং এর মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা যদি খুঁটিনাটি সব তথ্য প্রকাশ করে দিতেন তবে পরবর্তীতে এই কৌশলগুলোর কোনটি তাঁরা আর ব্যবহার করতে পারতেন না। এবং আল কা'য়িদার ব্যাপারে সবচেয়ে ভীতিকর বিষয় হল তাঁরা বারবার বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে তাঁরা বড় মাপের সফল হামলা চালাতে সক্ষম। সবাই জানে আল কায়িদা আফ্রিকাতে অ্যামেরিকান এম্বেসিতে সফলভাবে হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু আস সাহাব কখনোই এগুলো নিয়ে কোন ডিটেলস প্রকাশ করে নি।
[* "ইলম হল আমলের জন্য"/Knowledge is for acting upon নামক ভিডিওতে কিছু সাধারণ কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে]

যেহেতু আমরা সংগঠন হিসেবে আল কা'য়িদার বিশ্বব্যপী প্রভাব ও সক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি তাই এখন চলুন দেখা যাক, ৯/১১ এর হামলা সফলভাবে সংঘটিত করার জন্য তাঁরা কি কি সামরিক কৌশল ব্যবহার করে থাকতে পারে। পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তত্ত্বেরও জবাবও দেব।

টুইন টাওয়ারের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে সেটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে, এই প্রশ্নের অসংখ্য উত্তর হতে পারে। একটি সুসংঘটিত, প্রশিক্ষিত এবং যোগ্যতা সম্পন্ন বাহিনী যা গোপনীয়তার সাথে অপারেশান চালাতে পারদর্শী, এরকম একটি ক্ষেত্রে কি করে থাকতে পারে আমরা শুধু সেইরকম কিছু সম্ভাবনা এখানে আলোচনা করছি। সুতরাং যদি টুইন টাওয়ারে বম্ব থাকার কথা বলেন, তাহলে এমন হতে পারে যে এই আন্দোলনের সাথে জড়িত ইঞ্জিনিয়াররা,

যারা অনেক বার এই কম্পাউন্ড দুটি পরিদর্শন করেছিলেন তাঁরা টাওয়ার দুটি ধ্বসে পরার ব্যাপারে পরিকল্পনা করেছিলেন। এমনো হতে পারে যে তাঁরা হয়তো এই টাওয়ার গুলোতেই চাকরি করতেন। ধরা যাক, আল কা'য়িদার এক বা একাধিক গোপন সদস্য ৫-১০ বছর ধরে টুইন টাওয়ারের কোন একটিতে চাকরি করছিলো। এসময়ে নিশ্চয় তাঁরা এই টাওয়ার দুটির শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলো বের করেছিলেন। এবং কোথায় কোথায় বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখলে টাওয়ারে কর্মরত পরিচ্ছন্নতা কর্মী, কর্মচারী, পরিদর্শকদের কাছ সেগুলো খুঁজে পাবে না। হয়তো বা এভাবে গোপনীয়তার সাথে স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানে বিস্ফোরক বসাতে তাঁদের কয়েক বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু টাওয়ারগুলোর ধ্বসে পড়া সহজেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। একটি কৌতূহলউদ্দীপক ব্যাপার হল অ্যামেরিকান সরকার টাওয়ারগুলো ধ্বসে পড়া নিয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছে। এরকম করার বেশ কিছু সম্ভাব্য কারণ আছেঃ –

ক) এরকম বিশাল নিরাপত্তা বিচ্যুতি হয়েছে , তারা এটা স্বীকার করতে চায় না। যদি অ্যামেরিকা স্বীকার করে তাঁদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এতো বড় ফুটো আছে তাহলে অ্যামেরিকার একজন নাগরিকও তাঁদের অফিসে কিম্বা ঘরে নিরাপদ বোধ করবে না, যতোই হাইটেক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বসানো হোক না কেন। কারণ টুইন টাওয়ারে হাইটেক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না এটা মনে করা পাগলামি। টুইন টাওয়ারে সম্ভবত সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। মাত্র কয়েক জন লোক মিলে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে ফেলা অ্যামেরিকার সরকারর জন্য অনেক বড় লজ্জার কারণ, এবং এটা স্বীকার করা তাদের জন্য কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিতে দেয়ার মতো। তাই অ্যামেরিকার সরকার হয়তো নৈরাজ্য, আতঙ্ক ও অশান্তি এড়ানোর জন্য এই ব্যপারে নীরবতা অবলম্বন করছে।

খ) হয়তোবা টুইন টাওয়ার গুলো বানানোর সময়ই কোন ইমারজেন্সীর কথা চিন্তা করে কিছু বিস্ফোরক টাওয়ারদ্বয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার অবস্থা দেখে আর এটা প্রকাশ করে নি।

এগুলো হল অ্যামেরিকান সরকার কেন এ বিষয়ে চুপ ছিল, তাঁর কিছু ব্যাখ্যা। আল্লাহ-ই ভালো জানেন। কিন্তু অ্যামেরিকান সরকারের নীরবতা কোন ভাবেই আল কা'য়িদার ৯/১১ এর সাথে জড়িত না থাকার প্রমাণ না। কিম্বা অ্যামেরিকার নীরবতা এটাও প্রমাণ কজকরে না যে তারা নিজেরাই এই হামলা জন্য দায়ী। আস সাহাব মিডিয়ার নির্ভেজাল হওয়া এবং বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার পরও এরকম কোন কিছু উত্থাপন করা পাগলামির নামান্তর।

পেন্টাগনে প্লেন আঘাত হানার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেনঃ যেহেতু এটা পরিষ্কার কোন প্লেন পেন্টাগন ভবনে আঘাত হানে নি, তাই এটাই প্রমাণ করে যে ৯/১১ ছিল একটি ইনসাইড জব।*"
[*অর্থাৎ অ্যামেরিকাই ৯/১১ এর জন্য দায়ী]

এই ব্যাপারে কিছু সম্ভাবনা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছিঃ

ক) আস-সাহাব দাবি করেছে পেন্টাগনে আল কা'য়িদা হামলা করেছে। কিন্তু তারা কখনোই দাবি করে নি পেন্টাগনের হামলা প্লেনের মাধ্যমে করা হয়েছে।

খ) হয়তো বা কোন প্লেন আঘাত হেনেছিল কিন্তু প্লেনের ধ্বংসাবশেষগুলো সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে গলে গিয়েছিল (disintegration) যেকারনে কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নি। অথবা হয়তো প্লেনটা ছিল ছোট আকারের কোন এয়ার লাইনার বা জেট – যেমনটা কিছু কিছু প্রত্যক্ষ বলেছেন। [হাইপারলিঙ্ক]

গ) হয়তো বা আল কা'য়িদা সেখানে কোন বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল অথবা কোন ইস্তিশাদী হামলা চালানো হয়েছিল। কিম্বা হয়তো তাঁদের কোন সদস্য পেন্টাগনে কয়েক বছর পরিচ্ছন্নতা কর্মী বা এরকম পদে চাকরি করেছিল, যার সুবাদে তাঁরা এরকম একটি হামলা চালানোর জন্য কি কি সরঞ্জাম এবং কি রকম সময় লাগতে পারে তা জানতে পেরেছিল।

কিন্তু আমার মতে এই সম্ভাবনাগুলো নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা কঠিন, কারণ অ্যামেরিকান সরকারের এ বিষয়ে অফিশিয়াল বক্তব্য হল, একটি প্লেন পেন্টাগনে আঘাত হেনেছিল। এ বিষয়টা নিয়ে কেন তারা মিথ্যাচার করবে তা বোধগম্য না। যদি না পেন্টাগনের ক্ষেত্রেও তাঁদের আল কা'য়িদা কোন ভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়। যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে তা অ্যামেরিকার জন্য মারাত্মক লজ্জার বিষয় এবং তাদের চুপই থাকার কথা। একবার ভাবুন যদি তারা তাদের জনগণকে বলে – "কিছু মুসলিম কয়েক বছর পেন্টাগনে চাকরি করেছিল, তাঁরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে অনুপ্রবেশ করে, পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।" অ্যামেরিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাহলে হাসির খোরাকে পরিণত হবে। আর অ্যামেরিকানরা প্রতিবার তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করেই কুঁকড়ে যাবে, কিভাবে কিছু "ছন্নছাড়া", "উটের চালক" তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে ফেললো! চিন্তা করুন শুধু নিদের জনগণের সামনেই না, পুরো বিশ্বের সামনে তারা কি রকম অপমানিত হবে। কিছু মুসলিম পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী সামরিক শক্তিকে শুইয়ে ফেলেছে!

সম্ভবত এজন্যি শায়খ উসামা বাবার বলেছেন শুধুমাত্র "১৯ জন যুবক মিলে অ্যামেরিকাকে – পৃথিবীর সবচাইতে ভীতিপ্রদ সামরিক শক্তি – অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে মাটিতে হাঁটু গাড়তে বাধ্য করছে।" চিন্তা করুন আমাদের এই অ্যানালাইসিস যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে চিন্তা করুন ব্যাপারটা অ্যামেরিকার জন্য কিরকম লজ্জার?

আল কা'য়িদার সক্ষমতা এবং ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আমরা এই সম্ভাবনা গুলোর কথা বলছি।

পরবর্তী পয়েন্টঃ

ঘ) পেন্টাগনে হামলার পর এফবিআই কতৃক ঐ এলাকার হোটেল-গ্যাস স্টেশান থেকে ভিডিও ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে আলোচনা

আমরা পূর্ববর্তী পয়েন্টের আলোচনায় পেন্টাগনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে অনুপ্রবেশের যে সম্ভাবনা আলোচনা করেছি হয়তো সেটার কারণে ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যদি এই টেপগুলো বাজেয়াপ্ত করা না হতো তাহলে পুরো পৃথিবী এই ব্যাপারে জেনে যেতো।

পরবর্তী পয়েন্টঃ

ঙ)টুইন টাওয়ারে হামলা হয়েছে দেখার পর কিছু ইহুদির উল্লাস করা নিয়ে আলোচনা

কয়েক বছর আগে ইন্টারনেটে টুইন টাওয়ারে হামলা চলাকালীন সময়ে ভ্যানের উপর ডারিয়ে কিছু ইস্রাইলীর উল্লাস করার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমত আমাদের মনে রাখা উচিত এই ভিডিও এটা প্রমাণ করার জন্য যথেস্ট না, যে ইস্রাইল ৯/১১ এর জন্য দায়ী ছিল। এমন হতে পারে যে আল কা'য়িদার ইস্রাইল কে হুমকি দিয়েছিল* যদি তাঁরা ফিলিস্তীনে তাদের অত্যাচার বন্ধ না করে তাহলে নিউইয়র্কে তাদের প্রভুদের আক্রমণ করা হবে। আবারো এমনো হতে পারে ইস্রাইল চাচ্ছিলো এরকম কিছু ঘটুক এবং এর জন্য অপেক্ষা করছিল, কারণ তাঁরা ভেবেছিল এই ঘটনার পর তাদের পরতি বিশ্বের জনগণের এবং বিশেষ করে অ্যামেরিকান জনগণের সহানুভূতি বৃদ্ধি পাবে। টুইন টাওয়ারে বেশ ইস্রাইলী কোম্পানী থাকা সত্বেও হামলার দিন কোন ইহুদী কেন কাজে আসে নি তার ব্যাখ্যা এটা হতে পারে। আল্লাহ-ই সবচেয়ে ভালো জানেন। [* ইস্রাইলের ৯ম প্রেসিডেন্ট বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু একবার এটা দাবিও করেছিল ৯/১১ হামলার আগে তাঁকে এই ব্যাপারে জানানো হয়েছিল]

আমরা অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে চাই যে ইস্রাইল ৯/১১ এর পেছনে ছিল। কিন্তু ইস্রাইলের প্রতি আমাদের ঘৃণা প্রমাণ হিসেবে যথেস্ট না।

চ)৯/১১ এর আক্রমনের আগে অ্যামেরিকা যে ওয়ার্নিং পেয়েছিল সেই সম্পর্কে আলোচনা।

পূর্ববর্তী পয়েন্টে হামলা আগে ইস্রাইলকে হুমকি দেয়া সম্পর্কে আমরা যা আলোচনা করেছি তা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ছ)৯/১১ এর আগে অ্যামেরিকা মুল্লাহ উমার রাহিমাহুল্লাহ-কে যে চিঠি পাঠিয়েছিল, সেটা নিয়ে আলোচনা।

অ্যাডাম ইয়াহিয়া গাদান (আযযাম আল আম্রিকি) রাহিমাহুল্লাহ আস সাহাবের একটি রিলিযে, মুল্লাহ উমার রাহিমাহুল্লাহ কে অ্যামেরিকা বিভিন্ন সময়ে যেসব হুমকি পাঠিয়েছিল সেগুলোর ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। । অ্যাডাম বলেছিলেন এসব চিঠির জবাব ছিল ৯/১১। অবশ্য ৯/১১ এর হামলা চালানোর পেছনে মূল কারণ ছিল উম্মাহ-র উপর চালানো আম্রিকা ও ইস্রাইলের অত্যাচার এর প্রতিশোধ নেয়া- যা শায়খ উসামা বিভিন্ন বক্তব্যে বলেছেন।

৯/১১ নিয়ে আরও কিছু ছোট ছোট ইস্যু আছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় নি। কিন্তু আমরা আশা রাখি এই লেখার মাধ্যমে আমরা অন্তত এইটুক সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছি যে কোন সক্ষম ও চৌকস মুসলিম বাহিনীর সমর্থনে যদি আমরা চাই তাহলে চিন্তাশীলতার মাধ্যমে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা সম্ভব। এই কথার অর্থ হচ্ছে আমরা যদি চাই তাহলে মুসলিমদের উপর সন্দেহের বা অপবাদের বোঝা না চাপিয়ে আমরা ঘটনার বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যার কথা বিবেচনা করতে পারি। প্রমাণ ছাড়া অপবাদ দেয়ার চাইতে এটা উত্তম।

আমরা প্রমাণ করেছি আস সাহাব একটি নির্ভেজাল, বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য জিহাদী মিডিয়া। আমি আমার সাধ্যমত চেস্টা করেছি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও যুক্তির জবাব দিতে। আমি আমার সাধ্যমত চেস্টা করেছি ৯/১১ যে একটি ইনসাইড জব এই গল্পের অসাড়তা প্রমাণ করতে। আমি আশা করি কেউ এই লেখা পড়ে মনে করবেন না আমি কাফির তাওয়াগিতের সমর্থনে এই লেখা লিখেছি। এরকম ঘৃণ্য কাজ আমি কখনোই করবো না। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যেহেতু আমি অ্যামেরিকান সরকারের বক্তব্যই

পুনঃব্যক্ত করছি যে আল কা'য়িদা এবং শায়খ উসামা ৯/১১ এর হামলা করেছিলেন এর অর্থ হয়তো এই যে আমি তাগুত অ্যামেরিকাকে রক্ষা করছি।কিন্তু কোনক্রমেই আমি তাগুতকে সমর্থন কিম্বা সাহায্য করছি না। আমি একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে এই লেখা লিখেছি, যে কিনা দীর্ঘদিন ধরে কাফির ও মুসলিমদের কাছ থেকে আস সাহাব মিডিয়াকে নিয়ে ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব শুনে আসছে।যদি কেউ আস সাহাব মিডিয়ার সব ভিডিও দেখেন – এবং তাঁদের শত শত ভিডিও আছে – তবে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আস সাহাব মিডিয়া সাধ্যমত এই চেস্টাই করছে যেন মুসলিমদের চিন্তা ও চেতনায় জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি হয়। এবং এই কাজ একটি সুন্নাহ যার মাধ্যমে কুফফার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মুসলিমরা লাভবান হন। এবং আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

--
'৯/১১ কি সাজানো নাটক? -শহিদ শায়খ সামির খান রাহিমাহুল্লাহ'নামক রিসালা থেকে সংগৃহীত।

---

## ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

### ফটো রিপোর্ট | এক নজরে গাজওয়াতুল ম্যানহাটন বাহিনী

https://alfirdaws.org/2020/09/10/42127/

---

### গাযওয়াতুল ম্যানহাটন | ৯/১১ হামলার টাইমলাইন

**সকাল ৭:৫৯** – ৯২ জন যাত্রী নিয়ে বোস্টন থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে যাত্রা শুরু করলো আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১১। এটি ছিল একটি বোয়িং ৭৬৭ বিমান। বিমানে থাকা মুজাহিদিনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন গাযওয়াতুল ম্যানহাটনের আমীর মুহাম্মাদ আত্তা রাহিমাহুল্লাহ। এই দলে ছিলেন ৫ জন মুজাহিদ।

**সকাল ৮:১৪** – মুজাহিদ ভাইদের দ্বিতীয় দল ছিল ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৭৫ এ। এটিও ছিল একটি বোয়িং ৭৬৭ বিমান। বিমানটি বোস্টন থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে আসছিল। দলনেতা হিসেবে ছিলেন মারওয়ান আশশিহি রাহিমাহুল্লাহ। ৬৫ জন যাত্রীর মধ্যে ৫ জন ছিলেন মুজাহিদ।

**সকাল ৮:১৯** – কয়েকজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ফ্লাইট ১১ হাইজ্যাক হবার বিষয়টি কন্ট্রোলরুমে জানায়। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি এফবিআই-কে অবহিত করে।

**সকাল ৮:২০** – তৃতীয় ফ্লাইটটি ছিল আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৭৭। ওয়াশিংটনের বাইরে ডুলস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে যাত্রা শুরু করে ৬৪ জন যাত্রী নিয়ে। বিমানটি ছিল বোয়িং ৭৫৭। এই ফ্লাইটের মুজাহিদ ভাইদের নেতৃত্বে ছিলেন হানি হানজুর রাহিমাহুল্লাহ।

**সকাল ৮:২৪** – কন্ট্রোলরুম এই সময় ফ্লাইট ১১ এর পাইলটের আসনে থাকা মুহাম্মাদ আত্তার একটি মেসেজ শুনতে পায়।

**সকাল ৮:৪০** – ফ্লাইট ১১ হাইজ্যাক হবার বিষয়টি মার্কিন আকাশ প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। ফ্লাইট ১১-কে খোঁজার জন্য দুটি ফাইটার জেটকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেয়া হয়।

**সকাল ৮:৪১** - গাযওয়াতুল ম্যানহাটনের অধীনে শেষ ফ্লাইটটি ছিল ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৯৩। বিমানটি ছিল বোয়িং ৭৫৭। ফ্লাইটটি ৪৪ জন যাত্রী নিয়ে নিউজার্সির নেওয়ার্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সান ফ্রান্সিসকোর দিকে আসার কথা ছিল। এই ফ্লাইটে মুজাহিদগণের দলনেতা ছিলেন মুজাহিদ যিয়াদ জাররাহ রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর নেতৃত্বে ছিলেন আরো ৩ জন মুজাহিদ।

**সকাল ৮:৪৬** – ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারের ৯৩-৯৯ তলায় ফ্লাইট ১১ আঘাত হানে। আঘাত হানার সময় বিমানটির গতি ছিল ঘন্টায় ৭৯০ কি.মি.। গাযওয়ার আমীর মুহাম্মাদ আত্তা রাহিমাহুল্লাহ-সহ তাঁর দলের সকল সদস্য শহিদ হয়ে যান।

[caption id="" align="alignright" width="340"]

দাম্ভিক আমেরিকার অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুটি টাওয়ার পুড়ছে।[/caption]

**সকাল ৮:৪৭** – নিউইয়র্কের পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর লোকজন উত্তর টাওয়ার খালি করার উদ্যোগ নেয়।

**সকাল ৮:৫০** – হোয়াইট হাউসের চিফ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ-কে হামলা সম্পর্কে অবগত করে। বুশ তখন ফ্লোরিডাতে একটি স্কুল পরিদর্শন করছিল।

**সকাল ৯:০২** – প্রাথমিকভাবে উত্তর টাওয়ার খালি করার উদ্যোগের পর উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় টাওয়ার খালি করার নির্দেশ দেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। আনুমানিক ১০,০০০ থেকে ১৪,০০০ মানুষ ইতোমধ্যে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া জারি ছিল।

[caption id="" align="alignleft" width="187"] বিমান আঘাত হানছে[/caption]

**সকাল ৯:০৩** - এবার দ্বিতীয় আঘাত। দলনেতা মারওয়ান আশশিহি-এর নেতৃত্বে ফ্লাইট ১৭৫ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দক্ষিণ টাওয়ারের ৭৫-৮৫ তলায় আঘাত হানে। আঘাতের সময় বিমানের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৯৫০ কি.মি.। দ্বিতীয় মুজাহিদিন দলটি শাহাদাতবরণ করেন।

**সকাল ৯:০৮** – এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ নিউইয়র্কগামী সকল ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করে।

**সকাল ৯:২১** - বন্দর কর্তৃপক্ষ নিউ ইয়র্ক শহর অঞ্চলে সমস্ত সেতু এবং টানেল বন্ধ করে দেয়।

**সকাল ৯:২৪** - ফ্লাইট ৭৭ এর যাত্রীরা তাদের পরিবারের কাছে মোবাইলে মেসেজ পাঠাতে সক্ষম হয়। এর প্রেক্ষিতে ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিমান প্রতিরক্ষা সেক্টরকে ফ্লাইট ৭৭ হাইজ্যাক হওয়ার ব্যাপারটি জানায়।

**সকাল ৯:৩১** - ফ্লোরিডা থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের বক্তব্য, "দেশে আপাত সন্ত্রাসী হামলা"।

[caption id="" align="alignleft" width="253"] পেন্টাগন, আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের সদরদপ্তর[/caption]

**সকাল ৯:৩৭** – তৃতীয় আঘাতটির লক্ষ্যস্থল ছিল আমেরিকার সামরিক শক্তির কেন্দ্র – পেন্টাগন, ওয়াশিংটন ডিসি। ফ্লাইট ৭৭ টি ঘণ্টায় ৮৫৩ কি.মি. বেগে আঘাত হানে পেন্টাগনের পূর্বদিকে। হানি হানজুর ও সাথি ভাইয়েরা এই আঘাত হানার মাধ্যমে ১২৫ জন মিলিটারি ও সিভিলিয়ানকে হত্যা করতে সক্ষম হন। তৃতীয় মুজাহিদিন দলটিও শাহাদাতবরণ করেন।

**সকাল ৯:৪২** - ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমেরিকার সমস্ত ফ্লাইটকে বন্ধ করে। পরের আড়াই ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৩,৩০০ বাণিজ্যিক বিমান এবং ১,২০০ বেসরকারী বিমান কানাডা এবং আমেরিকার বিমানবন্দরে অবতরণের জন্য অর্ডার করা হয়।

**সকাল ৯:৪৫** - অন্যান্য হামলার ক্রমবর্ধমান গুজবগুলোর মধ্যে হোয়াইট হাউস এবং অন্যান্য ভবন খালি করা হয়(অনেক হাই-প্রোফাইল ভবন, ল্যান্ডমার্কস এবং পাবলিক স্পেসসহ খালি করে দেয়া হয়)।

**সকাল ৯:৫৯** - ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এর দক্ষিণ টাওয়ার ধসে পড়ে।

[caption id="" align="aligncenter" width="242"] দক্ষিণ টাওয়ার ধসে পড়ছে[/caption][caption id="" align="aligncenter" width="255"]

 দক্ষিণ টাওয়ার পুরোপুরি ধসে পড়েছে[/caption]

**সকাল ১০:০৭** – ফ্লাইট ৯৩ এর টার্গেট ছিল – ক্যাপিটল বিল্ডিং (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংসদ সদস্য ও সেনেটেরদের জন্য তৈরি বিল্ডিং)। কিন্তু ফ্লাইট ৯৩ এর যাত্রীরা ইতোমধ্যে তাদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে জেনে যায় যে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলা হয়েছে। ফ্লাইটের ৪০ এর বেশি যাত্রী মুজাহিদিনের কাছ থেকে বিমানের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়ার মরিয়া চেষ্টা চালায়। বিমানের নিয়ন্ত্রণ হাত ছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায় দলনেতা যিয়াদ যাররাহ রাহিমাহুল্লাহ, পূর্ব নির্ধারিত নির্দেশ অনুযায়ী মূল টার্গেটে পৌঁছানোর

আগেই বিমানটি অন্য কোনো স্থাপনায় ক্র্যাশ করার চেষ্টা করেন। অবশেষে পেনসিলভেনিয়ার সামারসেট কাউন্টিতে একটি মাঠে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

**সকাল ১০:২৮** – এবার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এর উত্তর টাওয়ার পুরোপুরি ধসে পড়ে। হামলার প্রায় ১ ঘন্টা ৪২ মিনিট পর এ ঘটনা ঘটে।

[caption id="" align="aligncenter" width="157"] উত্তর টাওয়ারের ভেঙ্গে পড়া[/caption][caption id="" align="aligncenter" width="437"]

টাওয়ার ধ্বংসের বিভিন্ন ধাপ[/caption]

### ৯/১১ এর পরবর্তী অধ্যায়

**সেপ্টেম্বর ১২, ২০০১** - তানজিম কায়েদাতুল জিহাদকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে আফগানিস্তানে আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা। বুশের ভাষায়- 'আল কায়েদা দিয়ে শুরু হলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ।'

**ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২০** - প্রায় দুই দশক ধরে চলে আসা যুদ্ধে ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয় যুক্তরাষ্ট্রের। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা তালিবানদের সাথে চুক্তি করে এবং ব্যর্থতার দায় ঘাড়ে নিয়ে পিছু হটে আফগানিস্তান থেকে।

৯/১১ এর বরকতময় হামলার ১৯ বছর পর আজ কায়েদাতুল জিহাদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ৩টি মহাদেশে। ৪টির বেশি শাখা কাজ করছে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা এবং আগ্রাসী কাফেরদেরকে প্রতিহত করার লক্ষ্য নিয়ে। আল্লাহর ইচ্ছায়, জিহাদী আন্দোলন আজ সম্প্রসারিত হচ্ছে। অন্যদিকে ইরাক ও আফগানিস্তানে মুজাহিদিনের কাছে উপুর্যপরি পরাজিত হবার পর আমেরিকা বিশ্বজুড়ে সামরিক কর্মকাণ্ড কমিয়ে আনছে, তার অর্থনীতি আরেক মন্দার দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, আর অভ্যন্তরীণভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আমেরিকা আজ গত একশো বছরের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

৯/১১ এর বরকতময় হামলার ফলাফল আজ স্পষ্ট।

নিশ্চয় সকল প্রশংসা কেবলই আল্লাহর।

---

## প্রকল্পের কাজ কমলেও ব্যয় অস্বাভাবিক

প্রকল্পের কাজ কমানোর পরও ব্যয় বাড়ে। আবার সেই ব্যয় বৃদ্ধিটাও অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। যে কাজ ২০১৯ সালের জুনে সমাপ্ত হওয়ার কথা সেই সময়ে তো শেষ করতেই পারেনি, সময় বাড়িয়ে ২০২০ সালের জুনেও ব্যর্থ হয়েছে। ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্যাকেজের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ঢিমেতালে কাজ চালিয়ে নির্ধারিত মেয়াদে শেষ করতে না পেরে এখন দায় চাপাচ্ছে করোনাভাইরাসের ওপর। সেই অজুহাতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন প্রকল্পটির মেয়াদ আবারো এক বছর বাড়ানোর আবদার করেছে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের উন্মুক্ত স্থানসমূহের আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সবুজায়ন শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয় ২০১৭ সালের ১৪ মার্চ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয় ২৭৯ কোটি ৫০ লাখ ৮০ হাজার টাকা। প্রকল্পের অধীনে কার্যক্রমগুলো হলো, উত্তর সিটি করপোরেশনের ২৬টি পার্ক ও খেলার মাঠের উন্নয়ন, ৭৩টি পাবলিক টয়লেট উন্নয়ন ও নির্মাণ, চারটি কবর স্থানের উন্নয়ন, ৪টি কসাইখানা নির্মাণ ও উন্নয়ন, ১৫টি ফুটওভার ব্রিজের উন্নয়ন এবং পার্কে বিভিন্ন ধরনের রাইড স্থাপন। কিন্তু বিদেশ থেকে মালামাল আমদানি, পরামর্শক নিয়োগ, পার্কের ডিজাইন চূড়ান্ত করা, বিভিন্ন স্থাপনা উচ্ছেদ ইত্যাদির করণে প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত ও বর্ধিত মেয়াদেও শেষ হয়নি। এখন অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক জানান, অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ২৬টি পার্কের মধ্যে বারিধারা পার্কটি বারিধারা সোসাইটি কর্তৃক উন্নয়ন বা ব্যবস্থাপনা করায়, ফার্মগেট আনোয়ারা উদ্যান মেট্রোরেল প্রকল্পের স্টেকইয়ার্ড স্থাপনের কারণে, ফার্মগেট ত্রিকোণ মেট্রোরেল প্রকল্পের কারণে এবং মিরপুর গুদারাঘাট পার্কটির মারিকানা নিয়ে জটিলতা থাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই চারটি পার্ক এর উন্নয়ন কার্যক্রম বাদ দিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব নগর উন্নয়নের অভিমত হলো, প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে কসাইখানা, কবরস্থান এবং পার্ক ও খেলার মাঠের সংখ্যা কমানোর পরও অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি, পরামর্শক ও কাজের খরচ বাড়ানো হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এসব ভালোভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

কমিশন বলছে, প্রকল্পের বিভিন্ন খাত বাস্তবায়ন না করায় প্রায় ৫২ কোটি ১৮ লাখ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। কিন্তু অন্য দিকে, প্রকল্পে প্রতিটি কবর স্থানের উন্নয়নের জন্য ১০ কোটি ২৩ লাখ টাকা, প্রতিটি কসাইখানা উন্নয়নে ২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা, পার্ক খেলার মাঠ উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ৮৯ লাখ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অস্বাভাবিক। এ ধরনের ব্যয় বৃদ্ধিতে ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যয় বাড়ানো যুক্তিযুক্ত নয়। নয়া দিগন্ত

---

## সিরাজগঞ্জে আওয়ামী ইউপি চেয়ারম্যান শূন্য থেকে কোটিপতি

অল্প সময়ের ব্যবধানে শূন্য থেকে কোটিপতি বনে যাওয়া উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমরুল ইউপি চেয়ারম্যান ও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা হেদায়েত আলম। সকাল ১০টা ২০ মিনিটে তিনি দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় পাবনায় উপস্থিত হন। ঘণ্টাখানেক সেখানে তাকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় পাবনার সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। অবৈধ সম্পদের হিসাব চেয়ে হেদায়েতুল আলমকে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় পাবনার সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান ২ সেপ্টেম্বর নোটিশ পাঠান। সেখানে তাকে ৮ সেপ্টেম্বর (গতকাল) সমন্বিত জেলা কার্যালয় পাবনায় হাজির হতে বলা হয়েছিল।

দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় পাবনার এক কর্মকর্তা জানান, চেয়ারম্যান হেদায়েতুল আলমের অবৈধ সম্পদ অর্জনের বিষয়ে সম্প্রতি টিভি, পত্রিকা ও অনলাইন মিডিয়ায় সংবাদ প্রচার হয়েছে। সেই সংবাদের সূত্র ধরে দুদক ঢাকা প্রধান কার্যালয় চেয়ারম্যানের সম্পদের হিসাব অনুসন্ধানে দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় পাবনাকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেছে। সেই মোতাবেক চেয়ারম্যানকে তলব করা হয়।

চেয়ারম্যান হেদায়েতুল আলম সোমবার দুপুরে জানান, তিনি কোনো অবৈধ সম্পদ অর্জন করেননি। গাড়ি-বাড়ি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ তার যা সম্পদ আছে, সবই বৈধ। সব কিছুর আয়কর ও ভ্যাট দেওয়া আছে। তিনি আরও বলেন, শুধু অভিযোগ দিলে তো হবে না, সেটার সত্যতাও থাকতে হবে। দুদক আমার সম্পদের হিসাব চেয়েছে, আমিও হিসাব দেব, সব রেডি আছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, সলঙ্গা থানার হাটিকুমরুল ইউনিয়নের চড়িয়াশিকা গ্রামের মোকছেদ আলীর মধ্যবিত্ত পরিবারে হেদায়েতুল আলমের জন্ম। টানা ৭ বছর সলঙ্গা থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০১১ সালে তিনি প্রথম হাটিকুমরুল ইউপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এর পর দলীয় প্রতীক নৌকা পেয়ে ২০২৬ সালে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বর্তমানে তার বিলাসবহুল বাড়ি, সুপার মার্কেট ও উন্নতমানের গাড়ি রয়েছে। নিজের পাল্লা ভারী করতে জামায়াত-বিএনপি থেকে লোকজনকে নিজ দলে ভেড়ানোর অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

এ বিষয়ে সলঙ্গা থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরাফাত জানান, চেয়ারম্যান হেদায়েতুল আলম চড়িয়াশিকায় ৩ বিঘা জমির ওপর নির্মাণ করেছেন দোতলা বিলাসবহুল বাড়ি, যার প্রতিটি রুম এসি করা, প্রতিটি রুমে রয়েছে দেড় লাখ টাকা মূল্যের এককেটি টিভি মনিটর, প্রতিটি জানালার পর্দার দাম ৮০ হাজার টাকা। দ্বিতীয় তলার ৬টি রুমে হাতিলের তৈরি প্রায় ৯০ লাখ টাকার নামিদামি ফার্নিচার রয়েছে, সঙ্গে আছে দামি কমোড ও বেসিন।

এ ছাড়া হাটিকুমরুল গোলচত্বরের উত্তর পাশে ১৬ শতক জমিতে চেয়ারম্যান নির্মাণ করছেন পাঁচতলা ভবন। নিজের ব্যবহৃত প্রাইভেটকারের দাম ৪৮ লাখ টাকা। স্ত্রীর রয়েছে প্রায় ২০০ ভরি ওজনের সোনার গহনা। এ ছাড়া ব্যস্ততম সিরাজগঞ্জ রোড গোলচত্বরের নিয়ন্ত্রণও তার হাতে রয়েছে। আমাদের সময়

---

## পুলিশের সহায়তায় হাতকড়া নিয়েই পালালো যুবলীগ নেতা

বরগুনা সদর উপজেলায় গাঁজাসহ ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি মিরাজ গাজী প্রিন্স ও তার সহযোগী কাশেমকে আটক করে ১০ নম্বর নলটোনা ইউনিয়নের বাবুগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি। পরে পুলিশের সহযোগিতায় হাতকড়াসহ পালিয়ে যান মিরাজ গাজী। আমাদের সময়

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরগুনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মফিজুল ইসলাম।

---

## আগামী সপ্তাহেই হচ্ছে ইসরাইল-আমিরাত আনুষ্ঠানিক চুক্তি

ইসরাইলের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তি আগামী সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আবাসিক ভবন হোয়াইট হাউজে অনুষ্ঠিত হবে বলে সেখানকার একজন কর্মকর্তা খবর দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ইসরাইলের ১৩ নম্বর টিভি চ্যানেলের একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, আগামী মঙ্গলবার ১৫ সেপ্টেম্বর তেল আবিব ও আবু ধাবির মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

ইসরাইলি গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ইসরাইলের ১৩ নম্বর টিভি চ্যানেল জানিয়েছে, আবু ধাবি-তেলআবিব চুক্তি স্বাক্ষরের আগে আরো কিছু আরব দেশকে ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে উৎসাহিত করার চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে বাহরাইন ও সুদানকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে ওয়াশিংটন ও তেল আবিব ব্যাপক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত ফিলিস্তিনি জাতি ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে গত ১৩ আগস্ট ইসরাইলের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সম্মত হয়।সে সময় বলা হয়েছিল, শিগগিরই দুই পক্ষের মধ্যে এ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। নয়া দিগন্ত

---

## রামাল্লায় ২২টি জলপাই গাছ উপড়ে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল

রামাল্লা নগরীর পশ্চিমে একটি গ্রামে কমপক্ষে ২২টি জলপাই গাছ উপড়ে ফেলেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

গতোকাল ৯ সেপ্টেম্বর এই ঘটনা ঘটে।

ওয়াফা নিউজ জানিয়েছেন, দখলদার সন্ত্রসীরা অবৈধভাবে রাস্তা নির্মাণের জন্য বুলডোজার দিয়ে গ্রামের উত্তর-পূর্বে রাস আবু জেইতুন এলাকায় নোমান নওফেল নামে কৃষকের জমি থেকে জলপাই গাছ উপড়ে ফেলে।

উল্লেখ্য যে, রাস্তাটি শুধুমাত্র ইহুদিরা ব্যবহার করতে পারবে।

---

# ০৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

## কেনিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৬ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত, আহত একাধিক

কেনিয়ান কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন একটি শক্তিশালী হামলা পরিচালনা করেছে। উক্ত হামলা নিহত হয়েছে ৬ ক্রুসেডার সৈন্য এবং বহু সৈন্য আহত হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়, পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ এক অভিযানে অবতীর্ণ হন। কেনিয়ার মান্দিরা শহরে শাবাব মুজাহিদদের বরকতময়ী এই অভিযানে ৬ কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয় এবং আহত হয়েছে আরো ২ এর অধিক ক্রুসেডার সৈন্য।

## সোমালিয়া | রাজধানী মোগাদিশুর গুরুত্বপূর্ণ বালআদ শহর বিজয় করে নিয়েছেন আল শাবাব মুজাহিদিন

আল-কায়েদা সোমালীয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন বীরত্বপূর্ণ এক অভিযানের মাধ্যমে সোমালিয়ার বালআদ শহর বিজয় করে নিয়েছেন। মুক্ত করেছেন শহরটির কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কয়েক ডজন মুজাহিদকে।

রাজধানী মোগাদিশু থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত বালাদ শহরটি। এটি রাজধানী মোগাদিশুর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে একটি, দীর্ঘদিন যাবৎ শহরটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখতে এখানে অবস্থান করেছিল ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী।

অবশেষে গত ৭ সেপ্টেম্বর সোমবার, মুজাহিদদের ব্যাপক আক্রমণাত্মক হামলার পরে কৌশলগত এই শহরটির নিয়ন্ত্রণ হারায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী। বর্তমানে বালাদ শহরের সমস্ত কেন্দ্র যেমন পুলিশ সদর দফতর, নগর কেন্দ্র এবং শহরের কেন্দ্রীয় কারাগার নিয়ন্ত্রণ করছেন মুজাহিদগণ। এই অভিযানের সময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে ৪ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৭ এরও অধিক। বাকি সৈন্যরা শহর ছেড়ে রাজধানী মোগাদিশুর দিকে পলায়ন করেছে।

শহরটি বিজয়ের পর মুজাহিদগণ কেন্দ্রীয় কারাগার হতে মুক্ত করেছেন কয়েক ডজন মুজাহিদকে এবং গনিমত লাভ করেছেন প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

---

## সোমালিয়া | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ধ্বংস ২টি সামরিকযান

**আল-কায়েদা পূর্ব**

আফ্রিকার শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন, এতে কমপক্ষে ১০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সির প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ৭ সেপ্টেম্বর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু ও মাদাক রাজ্যে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে মাদাক রাজ্যের শিবলো অঞ্চলে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় নিহত হয়েছে ২ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৫ এরও অধিক সৈন্য। অভিযান চলাকালীন মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর আফজাওয়ী শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় হতাহত হয়েছে আরো ৩ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য।

---

## নাইজার | আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলায় ৪ সৈন্য নিহত, আহত আরো ২ সৈন্য

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে দেশটির কুফ্ফার বাহিনীর উপর আল-কায়েদা যোদ্ধারা সফল হামলা পরিচালনা করেছেন, এতে হতাহত হয়েছে ৬ কুফ্ফার সৈন্য।

সাবাত নিউজ এজেন্সীর খবরে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন' (জিএনআইএম) এর জানবাজ মুজাহিদিন কুফ্ফার নাইজার সৈন্যদের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

গত ৭ সেপ্টেম্বর নাইজারের বুরুন্দী শহরে উক্ত সফল অভিযানটি চালিয়েছিলেন 'জিএনআইএম' এর জানবাজ মুজাহিদিন। এতে ৪ নাইজারীয় কুফ্ফার সৈন্য নিহত এবং আরো ২ কুফ্ফার সৈন্য আহত হয়েছে।

---

## ইরান | জাইশুল আদলের যোদ্ধাদের স্নাইপার হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত

ইরানী মুরতাদ সৈন্যদের উপর স্নাইপার হামলা পরিচালনা করেছে সুন্নী জিহাদী গ্রুপ 'জাইশুল আদল' এর মুজাহিদিন। এতে এক সৈন্য ইরানি সৈন্য নিহত হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, আল-কায়েদা সমর্থিত ইরান ভিত্তিক সুন্নী জিহাদী গ্রুপ 'জাইশুল আদল' এর মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ শিয়া সৈন্যদের টার্গেট করে একটি সফল স্নাইপার হামলা চালান।

গত ৭ সেপ্টেম্বর ইরানের ইসমাঈলাবাদ অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ সৈন্যদের টার্গেট করে উক্ত স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ, এতে এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছিলো।

---

## ইয়ামান | হুতী সন্ত্রাসীদের অবস্থানে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা মুজাহিদিন

ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন, এতে কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক অন্যতম শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ (একিউএপি) এর মুজাহিদিন ইরানের মদদপুষ্ট মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের অবস্থানে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন।

গত ৬ সেপ্টেম্বর ইয়ামানের বায়দা প্রদেশে 'একিউএপি' এর জানবাজ মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ হুতী বিদ্রোহী সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

---

## সোমালিয়া | শাবাব যোদ্ধাদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এর খবরে বলা হয়েছে, ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, সোমালিয়ার কাসমায়ো শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, একই শহরে এর একদিন পূর্বে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলায় হামলা চালিয়েছিলেন মুজাহিদগণ, যাতে ৪ মার্কিন ও ১৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছিলো, আহত হয়েছিলো ৩ মার্কিন ক্রুসেডারসহ ১২ সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য।

---

## ভারতে 'জয় শ্রীরাম' না বলায় মুসলিম ট্যাক্সিচালককে খুন

উত্তর প্রদেশে আবারো এক মুসলিমকে খুন। এবার ট্যাক্সিচালক আফতাব আলম। বয়স ৪৫ বছর। তিনি প্রথমে ট্যাক্সিতে একজন যাত্রী নিয়ে বুলন্দশহর যান। তাঁকে নামিয়ে রাতে ফেরার পথে দুই জন যাত্রীকে তোলেন। তাঁদের হাতেই খুন হন তিনি।

আফতাবের ছেলে সারিব জানিয়েছেন, রাত আটটা নাগাদ আফতাব তাঁকে ফোন করেন। তিনি তখন একটি টোল প্লাজার কাছে ছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, তিনি ভুল লোককে ট্যাক্সিতে তুলেছেন। তারপর ফোনটা চালু অবস্থাতেই পাশে রেখে দেন। সারিব কল রেকর্ড করতে শুরু করেন। সেখানেই শোনা যায়, একজন বলছেন, 'জয় শ্রীরাম বল'। আরেকজন বলছে, 'ভাই তু জয় শ্রীরাম বোল'। এর মিনিট পনেরো পরে আফতাবের ফোনের ব্যাটারি শেষ হয়ে যায়। সারিব প্রথমে দিল্লি পুলিশে ফোন করেছিলেন। তারা জানায়, নয়ডায় গৌতম বুদ্ধ নগর থানায় অভিযোগ জানাতে হবে। সেইমতো তিনি নয়ডা পুলিশকে ফোন করেন।

গ্রেটার নয়ডা পুলিশ তারপর গাড়িটি উদ্ধার করে। তখন আফতাব চালকের সিটে। তাঁর মাথায় ভারি জিনিস দিয়ে মারা হয়েছিল। চিকিৎসা করার সময়ই তাঁর মৃত্যু হয়। গাড়ির সওয়ারিরা কেউ ছিল না। সারিবের দাবি, 'জয় শ্রীরাম' না বলার জন্যই তাঁর বাবাকে মারা হয়েছে। অডিও ক্লিপ তাঁর কাছে আছে। সেই অডিও ক্লিপ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরালও হয়েছে।

পুলিশ অবশ্য সারিবের কথা মানতে চায়নি। তাদের দাবি, ওই দুই সওয়ারি মাতাল ছিল। তারা ট্যাক্সি চুরি করার মতলবে উঠেছিল। তাদের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশের ধারণা, দুই জনই পাকা অপরাধী। অপরাধ ছাড়া এর পিছনে অন্য কোনো মোটিভ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দুই অপরাধী যদি গাড়ি চুরি করার মতলবে উঠে থাকে, তা হলে তারা গাড়ি চুরি করল না কেন?

https://twitter.com/thewire_in/status/1302983333589127169

ওই দুই ব্যক্তি কাকে জয় শ্রীরাম বলতে বলছিল? পুলিশের ব্যাখ্যা, দুই অপরাধী অন্য কাউকে জয় শ্রীরাম বলতে বলছিল। আফতাবকে নয়। নয়ডার জোন ২-এর এসিপি রাজীব কুমার বলেছেন, "আমরা এ ব্যাপারে জানতে পারার পরই দাদরি পুলিশকে সতর্ক করে দেয়া হয়। দাদরির পুলিশই আফতাবের সুইফট ডিজায়ার গাড়ির সন্ধান পায়। চালকের মাথায় আঘাত ছিল। অভিযুক্তরা পলাতক। একটা অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে, জয় শ্রীরাম বলা নিয়ে। কিন্তু সেটা চালককে বলা হয়নি। গাড়ি যখন থেমেছিল তখন দুই অভিযুক্ত অন্য কাউকে ওই কথা বলছিল। এর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক বিষয় নেই।"

আফতাবের পরিবার অবশ্য মনে করে, সাম্প্রদায়িক কারণেই তাঁকে খুন করা হয়েছে।

জিএইচ/এসজি(ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, এনডিটিভি)

---

## কর্ণাটকের অনেক মন্দিরে প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয় গাঁজা

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এমন অনেক মন্দির আছে যেখানে প্রসাদ হিসেবে গাঁজা দেওয়া হয়। ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, কর্ণাটকের মন্দিরগুলোতে ভক্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গাঁজা। 'পবিত্র' প্রসাদ হিসেবে মাথায় ঠেকিয়েই তা সেবন করে থাকেন অন্ধ ভক্তরা। এতে নাকি আধ্যাত্মিক আনন্দকে স্পর্শ করা যাবে। এই বিশ্বাসেই বিভিন্ন উপজাতির ভক্তরা প্রসাদের গাঁজা সেবন করে থাকেন।

যদগির জেলার থিন্থিনিতে অবস্থিত মৌনেশ্বর মন্দিরে এমন দৃশ্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রতিদিনের প্রসাদে তো বটেই, প্রতি বছর জানুয়ারিতে মন্দির চত্বরে আয়োজিত পুজাতেও মেলে বিশেষ প্রসাদ। প্রত্যেককে প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয় এক প্যাকেট করে গাঁজা। মৌনেশ্বরকে পুজো দেওয়ার পর ওই বিশেষ প্রসাদ সেবন করেন ভক্তরা।

জানুয়ারি মাসের এই মেলায় সাধু-সন্ন্যাসীরা তো বটেই যে কোনও সাধারণ মানুষ এই প্রসাদ পেতে পারেন বলেই জানিয়েছেন মন্দির কমিটির এক সদস্য। মারিজুয়ানা কিংবা পাউডারও এই সময় প্রকাশ্যে সেবন করা যায়।

এক ইংরাজি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সেখানকার ভক্তদের উপজাতির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন এক অধ্যাপিকা। যিনি জানান, যারা প্রসাদ হিসেবে গাঁজা সেবন করেন, তারা কিন্তু অন্যসময় মাদকের নেশা করেন না। শুধুমাত্র ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতেই এই অভ্যাস তৈরি করেছেন তারা, বলেন অধ্যাপিকা।

## পশ্চিম তীরে ব্যাপক ইসরায়েলি অভিযান, গ্রেফতার ৪০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি

গতোকাল সকালে (৮ সেপ্টেম্বর) দখলদার ইসরায়েলের সেনারা ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে হেব্রন জেলাতে ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে কমপক্ষে ৪৩ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা সুত্রের তথ্যমতে, গ্রেফতারকৃতদের বেশিরভাগ প্রাক্তন বন্দী।

ওয়াফা নিউজ জানিয়েছেন, সন্ত্রাসীরা দুরা শহরে নয়জন প্রাক্তন বন্দী সহ ২২ জন ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে।

অন্যদের হেব্রন,ইয়াত্তা, আল-দাহরিয়্যাহ, বনি নাঈম, বেইত উম্মার, সাইর, সৌরিফ শহর ও আরব শরণার্থী শিবির থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই সময় ঘৃণ্য ইহুদি সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনি বাড়িঘরে তাণ্ডব চালায়।

---

### ০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

## সড়কের পাশে ট্রলি ব্যাগে তরুণীর লাশ উদ্ধার

কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় সড়কের পাশ থেকে ট্রলি ব্যাগে অজ্ঞাত পরিচয়ে এক তরুণীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার রাতে উপজেলার বিপুলাসার ইউনিয়নের বড়কাঁচি এলাকার কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে ওই মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত তরুণীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে তার বয়স আনুমানিক ৩০ বছর।

নাথেরপেটুয়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মো. জাফর ইকবাল জানান, রাতে স্থানীয়দের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক সড়কের পাশে ট্রলি ব্যাগ থেকে ওই তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। যুগান্তর

---

## বাংলাদেশি যুবককে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত থেকে মো. ইউছুফ (৩২) নামে এক বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী সন্ত্রাসী বাহিনী বিজিপি।

সোমবার সন্ধ্যায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ফুলতলী-জারুলিয়াছড়িস্থ নোম্যান্সল্যান্ডের ৪৭ নম্বর পিলার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মো. ইউছুফ উপজেলার ফুলতলী গ্রামের সোলেমানের ছেলে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাদিয়া আফরিন কচি জানান, এক বাংলাদেশী নাগরিককে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে সীমান্তের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হচ্ছে। বিডি প্রতিদিন

---

## ক্যালিফোর্নিয়ার ভয়াবহ দাবানলে রেকর্ড পরিমাণ এলাকা পুড়ে ছাই

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। এতে রেকর্ড পরিমাণ এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে যাচ্ছে দমকল বাহিনীর কর্মীরা।ক্যালিফোর্নিয়ার বনাঞ্চল এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তর জানিয়েছে, দাবানলে এর মধ্যেই ২০ একরের বেশি এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এল ডোরাদোতে এক পার্টি থেকে শুরু হওয়া একটি দাবানলে এক স্থানেই সাত হাজার একরের বেশি জায়গা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বর্তমানে রেকর্ড পরিমাণ তাপপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখন পর্যন্ত লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টিতে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি। রোববার সেখানে তাপমাত্রা ৪৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে।

তবে মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। দমকল বিভাগ জানিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার ২৪ টি এলাকায় দাবানল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ১৪ হাজারের বেশি দমকল কর্মী। সবচেয়ে বড় দাবানল দেখা গেছে সিয়েরা এলাকায়। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া দাবানলে সেখানে ৭৮ হাজারের বেশি একর জমি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সান ডিয়েগো কাউন্টিতে ১০ হাজারের বেশি একর জমি আগুনে পুড়ে গেছে। এদিকে, দমকল বিভাগ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত দাবানলে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আরও ৩ হাজার ৩শ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কালের কণ্ঠ

---

## ইয়াবাসহ ধরা খেলো সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়ন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি জিসানুল হককে ইয়াবাসহ ধরা হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের রেজু গর্জনবনিয়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া জিসানুল হক জিসান (২৯) ঘুমধুম ইউনিয়ন ছাত্রলীগের পর পর দুই বার সভাপতি। তিনি দক্ষিণ ঘুমধুম এলাকার এনামুল হকের ছেলে। ঘুমধুম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি খালেদ সরোয়ার হারেছ তার মামা।

জানা গেছে, রাজনীতির ছত্রছায়ায় থেকে জিসান কয়েক বছর ধরে ইয়াবা পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ছাত্রলীগের এই নেতাকে আটক করেছে বিজিবি। আমাদের সময়

---

## ‘যাকে দেখবে তাকে গুলি করবে’

রোহিঙ্গাদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) স্বীকারোক্তি দিয়েছেন মিয়ানমারের দুই সন্ত্রাসী সেনা সদস্য। ক্লিয়ারেন্স অপারেশন নামে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ওই মিশনে সৈনিকদের ওপর নির্দেশ ছিল ‘যাকে দেখবে তাকে গুলি করবে’। সেখানে হত্যা, গণকবর, ধর্ষণ ও গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন ওই দুই সেনা সদস্য।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ফরটিফাই রাইটসের বরাত দিয়ে আজ মঙ্গলবার এ খবর জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস। স্বীকারোক্তি দেওয়া মিয়ানমারের দুই সেনা সদস্য হলেন মিও উইন তুন (৩৩) ও জ নায়েং তুন (৩০)।

মিও উইন তুন জানিয়েছেন, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ পালন করে ৩০ জন রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যায় অংশ নিয়েছিলেন। সে সময় সেল টাওয়ার ও সামরিক ঘাঁটির কাছে একটি গণকবর দিয়েছেন।

মিও উইন তুন স্বীকারোক্তিতে বলেন, ‘কর্নেল থান থাকি রোহিঙ্গাদের সমূলে হত্যার নির্দেশ দেন। এরপর সৈনিকরা মুসলিমদের কপালে গুলি করে এবং লাথি মেরে কবরে ফেলে দেয়।’

বুথিডং অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম ধ্বংস করা ও আরও ৬০ থেকে ৭০ জন রোহিঙ্গা হত্যার সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার বিষয়েও স্বীকারোক্তি দেন মিও।

জ নায়েং তুন বলে, ‘মংদু টাউনশিপে ২০টি গ্রাম ধ্বংস এবং অন্তত ৮০ জনকে হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এ ছাড়া সার্জেন্ট পায়ে ফোয়ে অং এবং কিয়েত ইয়ু পিন তিনজন রোহিঙ্গা নারীকে ধর্ষণ করেছে, যার সাক্ষী আমি।’

স্বীকারোক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র এই দুজন কমপক্ষে ১৫০ জন রোহিঙ্গা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া কয়েক ডজন গ্রাম ধ্বংসের সঙ্গে জড়িত।

এদিকে ফরটিফাই রাইটসের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই স্বীকারোক্তির ফলে ধারণা করা হচ্ছে, ওই দুই সৈনিক কোর্টের কাছে নিজেদের দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হিসেবে ভবিষ্যতে মামলায় কাজ করবে। আইসিসির বিভিন্ন ধরনের সাক্ষী সুরক্ষার (উইটনেস প্রটেকশন) নিয়ম আছে এবং তার অধীনে এ ধরনের সাক্ষীদের সব ধরনের সুরক্ষা দেওয়া হয়।

ওই দুই সেনা সদস্য ১৯ জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে, যারা সরাসরি এ ধরনের নৃশংসতা করেছে। এ ছাড়া ছয়জন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা এসবের নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছে তারা।

---

## পুটি-পুশি ব্রিজ ধসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, নেই কোন উদ্যোগ

সম্প্রতি তিন দফা বন্যায় সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার মান্নারগাঁও ইউনিয়নের পুটি-পুশি ব্রিজ ধসে প্রায় দুই মাস ধরে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। জেলা শহরের সাথে দোয়ারাবাজার উপজেলার তিন ইউনিয়নের মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই সড়ক পথ। এই সড়কটি জেলা শহর থেকে সরাসরি দোয়ারাবাজার উপজেলার মান্নারগাঁও ইউনিয়নের আমবাড়ি-পুটি-পুশি হয়ে সুরমা নদীর পাড়ে নূরপুর সিএনজি স্টেশনে এসে সংযুক্ত হয়েছে।

উপজেলার মান্নারগাঁও ইউনিয়নসহ পার্শ্ববর্তী সুরমা, লক্ষীপুর ও বোগলা ইউনিয়নের প্রায় অর্ধলক্ষাধিক মানুষ নূরপুর সিএনজি স্টেশন থেকে প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে জেলা শহরে আসা-যাওয়া করেন।

সুনামগঞ্জে সম্প্রতি দ্বিতীয় দফা বন্যায় সড়কের পুটি-পুশি ব্রিজটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যার পানির তীব্র স্রোতের বেগে পিলার থেকে মাটি সরে গিয়ে গত ২৯ জুলাই এই ব্রিজটি সম্পূর্ণভাবে ধসে যায়। পুটি-পুশি ব্রিজ ধসে ব্রিজ ধসে পড়ার প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হলেও এখনো মেরামতের কোনো উদ্যোগ নেয়নি এলজিইডি।

বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এবং মেরামতের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে জনদুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ৪ ইউনিয়নের জনসাধারণের। ব্রিজটি ধসার পর থেকে এখনো স্থানীয় নূরপুর সিএনজি স্টেশনে অনির্দিষ্টকালের জন্য যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে সাধারণ যাত্রীসহ শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজীবীরা পড়েছেন বিপাকে। সময়মতো কর্মস্থলে যেতে পারছেন না তারা। জেলা শহরমুখী গাড়ি ধরতে অর্ধেক পথই হেটে পাড়ি দিতে হচ্ছে। জান চলাচল ব্যাহত থাকায় অসুস্থ ও বয়স্ক মানুষদের চিকিৎসা সেবার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে নানান ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। বাড়ছে জনদুর্ভোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা রিটন দাস জানান, ব্রিজটি ধসে পড়ার পর থেকে নূরপুর সিএনজি স্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সময়মতো কর্মস্থলে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় পারাপার হয়ে গাড়ির জন্য অনেক পথ হেটে যেতে হচ্ছে।

যাত্রীবাহী সিএনজি চালক কলমদর আলী জানান, প্রায় দুই মাস ধরে নূরপুর সিএনজি স্টেশন বন্ধ রয়েছে। গাড়ি ধরতে দীর্ঘপথ হেটে আসতে হয়। এ কারণে এখন যাত্রীদের আনাগোনা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। বেশিরভাগ সিএনজি চালক এখন বেকার সময় পার করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপক দাস জানান, পুটি-পুশি ব্রিজ ধসে যাওয়ার পর উপজেলা পিআইও অফিস এবং এলজিইডি অফিসকে অবহিত করেছি। কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজের ছবিও পাঠিয়েছি। কিন্তু এর প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কোনো ধরনের খোঁজখবর পর্যন্ত নেয়নি। দীর্ঘ দিন যাবৎ গাড়ি চলাচল বন্ধ রয়েছে। প্রতিদিন স্থানীয় বাসিন্দাসহ বাইরের এলাকার মানুষদের যাতায়াতে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ব্রিজটি দ্রুত মেরামতের দাবি জানান তিনি।

জনদুর্ভোগ লাঘবে ধসে পড়া পুটি-পুশি ব্রিজটি অবিলম্বে মেরামত করার দাবি জানিয়েছেন পথচারীসহ স্থানীয় বাসিন্দারা। নয়া দিগন্ত

## ফটো রিপোর্ট | আহমদাবাদে সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বাঁধ নির্মাণ করছেন তালেবান সরকার

তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের আহমদাবাদে সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এর জন্য বাঁধ নির্মাণ করছেন তালেবান সরকার। বাঁধের প্রকৌশলী জানান, এই বাঁধ নির্মাণ হলে এটি ২৩০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেবে এবং এটি ৬০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।

## খোরাসান | জাজি আর্যব জেলার দীর্ঘ ১৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণকাজ শুরু করেছে তালেবান সরকার

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত পাকতিয়া প্রদেশের জাজি আর্যুব জেলার দারিখোল থেকে তখতকী পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণকাজ শুরু করেছে।

শীতকালীন তুষারপাতের কারণে সড়কটির অনেকাংশই ভেঙ্গে যায়, যার ফলে সড়কটি পুনঃনির্মাণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এরপর ইমারতে ইসলামিয়া সড়কটি মজবুত করে নির্মাণ করার কাজ শুরু করেছে। ভবিষ্যতে রাস্তাটি যাতে আবারও ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য কয়েকটি সেতু ও সুরক্ষা প্রাচীর তৈরির কাজও করা হচ্ছে।

সড়ক নির্মাণ সংস্থার প্রতিনিধি সাহেব দীন আল-ইমারাহ সংবাদদাতাকে বলেন, তারা মুজাহিদিনের সহযোগিতায় সমস্ত কাজ চালাচ্ছেন এবং মুজাহিদিনরা সুরক্ষা খাতে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছেন। 👇📷

DYNAPAC

## সোমালিয়া | মুজাহিদদের শহিদী হামলায় ৭ মার্কিন সৈন্যসহ ৩৫ সেনা সদস্য নিহত ও আহত

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের এক শহিদী হামলায় ক্রুসেডার মার্কিন সৈন্যসহ ৩৫ এরও অধিক সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

'শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী' জানিয়েছে, ৭ সেপ্টেম্বর সোমবার, সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় যুবা রাজ্যের কিসমায়োর শহরতলিতে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী ও সোমালীয় মুরতাদ সরকারের বিশেষ বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলাকে লক্ষ্য করে সফল গাড়িবোমা হামলা চালানো হয়েছে। যার দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

মুজাহিদদের পরিচালিত শহিদী হামলায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর হতাহতের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত শহিদী হামলায় ৪ মার্কিন ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ মার্কিন ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়েছে, অপরদিকে সোমালীয় মুরতাদ সরকারের বিশেষ বাহিনীর ১৬ সৈন্য নিহত এবং ১২ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর ৩টি সামরিকযান।

---

## খোরাসান | কাবুল প্রশাসনের ১২০১ জন সেনা সদস্যের তালেবানে যোগদান

কাবুল প্রশাসনে শুরু হয়েছে পদত্যাগের হিড়িক। বিগত মাসে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের দায়িত্ব ত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের কাতারে মিলিত হয়েছেন কাবুল প্রশাসনের ১২০১ জন সেনা ও অন্যান্য কর্মকর্তারা।

খবরে বলা হয়েছে, ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ বিভাগ ও স্থানীয় তালেবান মুজাহিদদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত আগস্ট মাসে কাবুল প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ১২০১ জন সেনা ও কর্মকর্তা সত্যকে উপলব্ধি করে এই দুর্নীতিবাজ সরকারকে ত্যাগ করেছে, এবং তারা তালেবান মুজাহিদদের কাতারে এসে শামিল হয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদানকারী এসকল ব্যক্তিরা নিজেদের সাথে বিভিন্ন ধরণের বড় ও ছোট অস্ত্র, গাড়ি, সামরিক যানবাহন এবং বিপুল সংখ্যক গোলাবারুদ মুজাহিদদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

তালেবানদের সাথে যোগদানকারী এসকল ব্যক্তিরা ইমারাতে ইসলামিয়াকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা আর তাদের ধর্ম ও স্বদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেনা এবং ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর সাথেও কোন গোপনীয়তা রাখবে না। তারা তাদের নিপীড়িত জনগণ এবং ইমারাতে ইসলামিয়াকে শক্তিশালি করতে মুজাহিদিন ভাইদের সহযোগিতা করবে, যাতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আফগানকে তাওহিদী পতিকার ছায়াতলে নিয়ে আসেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ বিভাগ ও স্থানীয় তালেবান উমারাগণ তাদের স্বাগত জানিয়েছেন, তাদেরকে বিভিন্ন উপহার প্রধান করেছেন। ক্রুসেডার আমেরিকা ও পুতুল শাসনব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা এবং ইমারতে

ইসলামীয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদদের সাথে তাদের সংহতি ঘোষণা করার জন্য তাদের সহানুভূতিশীল পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন তালেবান উমারাগণ।

---

## জুম'আর খুতবায় ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পরামর্শ সুদাইসির

মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে আরবের গাদ্দার শাসকরা একের পর এক গাদ্দারি করেই যাচ্ছেন। ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে মুসলিম জাতিকে পিছন থেকে চুরি চালাচ্ছেন। বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর সম্মুখে যখন এইসব দালাল শাসকদের ঘৃণ্য মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে। ঠিক তখনই ইহুদিদের পক্ষে কথা বলছেন আরবের এক শায়েখ।

তিনি জুম'আর খুতবায় ইহুদি সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পরামর্শ দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম জেরুজালেম পোস্ট এ তথ্য দিয়েছেন।

খুতবায় কাবার ইমাম আব্দুর রহমান আল-সুদাইস বলেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম তার ইহুদি প্রতিবেশির প্রতি সদয় ছিলেন। পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি বলেন, ইসলাম ধর্মে অমুসলিমদের সন্মান ও তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

তার বক্তব্য মতে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম এক ইহুদি ব্যক্তির পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে অযু করেছিলেন এবং মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর ঢাল এক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখেন।

সুদাইসি আরও বলেন, ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও মিথ্যা সন্দেহ ও বিশ্বাস ত্রুটিমুক্ত করা প্রয়োজন। এর আগে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সংলাপের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

কাবার ইমামের এ ধরনের বক্তব্যের পর অনেকেই এটিকে কৌশলে সৌদি নাগরিকদের কাছে ইহুদি সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা করছেন।

ফিলিস্তিনিদের ওপর ইহুদিবাদী ইসরাইলের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিরোধিতা না করে উল্টো ইহুদীদের সাথে সুসম্পর্ক করার পরামর্শ মুসলিমদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। উল্লেখ্য সুদাইসি এর আগেও মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করছে বলে বক্তব্য দিয়ে বিতর্কিত হয়েছিলেন।

---

## শুধু নারায়ণগঞ্জেই অন্তত ২ লাখ গ্যাস সংযোগ অবৈধ

নারায়ণগঞ্জের ৭ থানায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ অন্তত ২ লাখ। এসবের কারণেই মূল লাইনে তৈরি হচ্ছে লিকেজ। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করা ও ত্রুটি মেরামতে ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে তিতাসের মাঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। আর এই পুরো ঘটনাই জানা আছে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর।

নারায়ণগঞ্জের যে মসজিদে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেখান থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে লাকি বাজার মোড়ের তিন জায়গায় ২৪ ঘণ্টা গ্যাস লিক হচ্ছে ৩ বছর ধরে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এ নিয়ে বেশ কয়েকবার তিতাসে অভিযোগ করেও কোনো কাজ হয়নি।

এদিকে গত কয়েক বছরে নারায়ণগঞ্জ সদর, ফতুল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জ, বন্দর, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার ও সোনারগাঁ এলাকায় ইচ্ছেমতো অবৈধ গ্যাস সংযোগ নিয়েছে অনেকে। অভিযোগ আছে, তিতাসের এক শ্রেণির কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগসাজশেই দেয়া হয়েছে এসব সংযোগ। আর এসব অবৈধ সংযোগ তিতাসের মূললাইন থেকে টানা হয়েছে নিম্নমানের পাইপে।

আর তিতাসের শীর্ষ কর্মকর্তাদের অভিযোগ, অবৈধ সংযোগে তিতাস কর্মচারীদের চেয়ে বেশি দায়ী স্থানীয় রাজনীতিবিদেরা। অবৈধ লাইন বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে নানা সময়ে স্থানীদের হামলার মুখেও পড়তে হয়েছে তাদের। তবে আগামী ৩ মাসের মধ্যে সব অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নে কথাও জানিয়েছেন তিতাসের এমডি আলী মো. আল-মামুন। দৈনিক সংগ্রাম

---

## ৫০ হাজার টাকা 'ঘুস' দাবি, বিনিময়ে ঝড়ে গেলো ২৭ টি জীবন

শুক্রবার রাতে নারায়ণগঞ্জ শহরের পশ্চিম তল্লা এলাকার বায়তুস সালাত জামে মসজিদে বিস্ফোরণে এ পর্যন্ত ২৭ জন নিহত হয়েছেন। আরো অনেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন বার্ন ইউনিটে। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিলো নামাজের সময় এসি (শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র) বিস্ফোরণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মসজিদটিতে ৬ টি এসি ছিলো। কিন্তু ফায়ার সার্ভিস প্রাথমিকভাবে বলেছে, মসজিদ লাগোয়া গ্যাস লাইনই এই দুর্ঘটনার কারণ। নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন সংবাদমাধ্যমকে শনিবার বলেছেন, 'আমরা আগুন নেভানোর জন্য পানি দেয়ার পর সেখানে বুদবুদ দেখতে পেয়েছি। এর অর্থ গ্যাস লিকেজ হচ্ছিলো। মূলত পাইপটি ছিদ্র হয়ে গ্যাস নির্গত হচ্ছিলো। এদিকে পুরো মসজিদ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় গ্যাস মসজিদের মধ্যেই আটকে ছিল।' তিনি আরো বলেন, 'মসজিদের কোনো ফ্যান চালানোর সময় সুইচবোর্ড থেকে আগুনের ফুলকি বের হয়ে মসজিদের ভেতরে থাকা ছয়টি এসিতে আগুন ধরেছে বলে ধারণা করছি।' মসজিদের সামনে গ্যাস লাইনে যে ত্রুটি ছিলো তা স্বীকার করেন মসজিদ কমিটির সভাপতি গফুর মিয়া। তিনি বলেন, 'আমরা মাঝে মাঝেই নামাজ পড়তে গেলে গ্যাসের গন্ধ পেতাম। আর এটা মেরামতের জন্য আমরা স্থানীয় তিতাস গ্যাস অফিসে যোগাযোগও করেছিলাম। তারপরও কাজ হয়নি।' মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি গ্যাসের লাইন মেরামতের জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে গ্যাস কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ করে আসছিলো বলে জানান তিনি। 'এক পর্যায়ে মেরামতের জন্য তিতাস গ্যাসের লোকজন ৫০ হাজার টাকা ঘুস দাবি করে। আমরা এই ঘুসের টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করছিলাম। স্থানীয়দের কাছ থেকে গ্যাস লাইন মেরামতের জন্য চাঁদা তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই দুর্ঘটনা ঘটে যায়,' বলেন তিনি।

নয়া দিগন্ত

---

## সেই ভয়ঙ্কর রাতের বর্ণনা দিলেন ইউএনও ওয়াহিদার বাবা

দিনাজপুর ঘোড়াঘাটের ইউএনও ওয়াহিদা খানমের আলমিরা থেকে কিছু একটা নিয়ে গেছে হামলাকারী দুর্বৃত্তরা। ঘটনার সময় চাবি না দিলে তার চার বছরের শিশু ছেলেকে হত্যা করার হুমকিও দিয়েছিলো ওই দুর্বৃত্ত। ঘরে একজনই ছিল দুর্বৃত্ত। যার পরনে ছিল শার্ট ও প্যান্ট, পিপিই নয়। বাথরুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে বেরিয়ে যান তিনি। ঘরের ভেতরে ঘটে যাওয়া ওই সময়ের তথ্য জানিয়েছেন হামলায় গুরুতর আহত ইউএনওর বাবা ওমর শেখ।

গতকাল রোববার বেলা ১টায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের ১৯ নম্বর সার্জারি ওয়ার্ডের ভিআইপি ১ নম্বর কেবিনে চিকিৎসাধীন বীরমুক্তিযোদ্ধা ওমর শেখ নয়া দিগন্তকে বলেন সে রাতের ঘটনার কথা। এ সময় ওয়াহিদা খানমের মা রমিছা বেগম, বড় ভাই ও মামলার বাদি বগুড়ার কাহালু থানার পরিদর্শক শেখ ফরিদ উদ্দিনসহ স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতলের পরিচালক ডা: ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী জানিয়েছেন, ইউএনও ওয়াহিদা খানমের বাবা এখন অনেকটা সুস্থ। তিনি কথা বলতে পারছেন। নিজ হাতে খেতে পারছেন। তবে তার কোমরের নিচ থেকে এখনো অবশ আছে। তার চিকিৎসাপত্র ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে তাকে রেফার্ড করার কথা বলা হলে তাকে এই হাসপাতাল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হবে। পুরো বিষয়টি তার পরিবার দেখভাল করছে।

তিনি বলেন, আমি প্রতিদিনই রাত সাড়ে ৪টার দিকে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্য উঠি। এরপর নাতিকে ফিডার খাওয়াই। কারণ নাতি বুকের দুধ পায় না। সে দিনও হয়তো আমার মেয়ে ফিডার বানিয়েছিল। ভাবলাম একটু শুই। তাহাজ্জুদ পড়ার পর খাওয়াবো। চোখেও ঘুম ধরে এসেছে। সাড়ে ৩টা মতো বাজে তখন। আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ভাবলাম একটু ঘুম হওয়ার পর উঠে তাহাজ্জুদ পড়বো।

হঠাৎ করে মেয়েটা চিৎকার দিয়ে উঠে বলল, বাবা দেখেন তো কোন বেয়াদব ঘরের ভেতর ঢুকছে। আমি আশ্চর্য হইছি। ঘরের ভেতরে ঢুকতে তো পারবে না। কারণ সব চাবি আমার কাছে আছে। কারণ ৫টা গেট ভেঙে কেউ কি আসতে পারে। আমি চোখে ঘুম থাকা অবস্থাতেই উঠে গেলাম ওর রুমে। দরজা সব সময় খোলা থাকে আমাদের। আমি ঘরে ঢোকামাত্রই আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা মেরেছে বদমাইশ। আমি তখন ওকে ধাক্কা মারছি, ঘুষাঘুষি করছি। একপর্যায়ে সে আমারে ঘাড়ে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে বাড়ি মেরে ফ্যাকচার করে ফেলে। আমি তবুও প্রটেকশন দিয়ে গেছি। আবারো বারি মারার পর আমি স্টিলের আলমিরাটার কাছে গিয়ে পড়ে গেছি। তবে তখন আমার সেন্স ছিল।

ওমর শেখ জানান, অনেকক্ষণ পর সে আমাকে বলে, এই সরে আয় ওখান থেকে। তখন আমি বলি বাবা আমার সরার বুদ্ধি নেই। তখন হাত ধরে হারামির বাচ্চাটা আমাকে টেনে নিয়ে এগিয়ে গেলো। নিয়ে গিয়ে ল্যাট্রিনের দিকে আমার মুখ করে আলনা থেকে দু'টি কাপড় নামিয়ে আমাকে ছুড়ে দিয়ে বলল, এই মুখ ঢাক। আমি তখন ওর কথামতো মুখ ঢাকলাম। আমার নাতিটা তখন সারা মেঝেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চার বছর বয়স ওর। এ দিকে বদমাইশটা বলছে, এই চাবি দে। চাবি দে। তখন আমি বললাম, বাবা চাবি কোথায় আছে আমি তো জানি না। জামাই-বেটির ঘর আমি কী করে জানবো।

তখন সে আমাকে বলে, চাবি না দিলে তোর নাতিকে মেরে দেবো। তখন আমি তাকে বললাম। আরে বাবা ওকে মারলে কি চাবি পাবা। আমি কি চাবির কথা বলতে পারবো। তখন ও বদমাইশটা সুইচ দিলো এবং ওয়ারড্রবের ওপরে থাকা ওর দু'টি ব্যাগে হাতড়াতে লাগলো। ইউএনও মানুষ। টাকা-পয়সা কত কী থাকে ওর ব্যাগে। ২০/২৫/৪০ হাজার টাকা অনেক সময় ওর ব্যাগে থেকেই যায়। ও কোনো দিন ব্যাগ ড্রয়ারের ভেতরে ঢুকায় না। অফিস থেকে নিয়ে আসে ওভাবেই রাখে। আবার ওভাবেই অফিসে যাওয়ার সময় নিয়ে যায়। এরই মধ্যে শুনি ভটভট শব্দ হচ্ছে। তখন মুখ ঢাকা অবস্থায় চোখ বের করে দেখি বদমাইশটা আলমিরা খুলছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ভটভট করতেছে। তবে চাবি খুলে ভেতর থেকে কিছু নিলো, কিছু পাইল কি পাইল না, সেটা ওই সময়ে বুঝতে পারি নাই। তবে আমার ধারণা কিছু একটা নিলো।

কিছুক্ষণ পরে ল্যাট্রিনের ভেন্টিলেটর দিয়ে বের হয়ে চলে গেল। ডান হাতে হাতুড়ি ছিল। একজন ছিল তখন ঘরে, গায়ে শার্ট প্যান্ট ছিলো, লুঙ্গি কিংবা পিপিই ছিল না। তখন আমি দেখি আমার মেয়ে শুয়ে আছে খাটে। আমি তখন মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাকলাম মারে, মা। অনেকক্ষণ পর সে জবাব দিলো। তখন সে (ওয়াহিদা) বলল, আমাকে মেরে রেখে গেছে আব্বা। ঘাড়ে মেরেছে। বুকে মেরেছে। আমাকে মেরে ফেলেছে আব্বা। আব্বা আমি ঘাড় ফেরাতে পারতেছি না, কথা বলতে পারছি না। এই টুকুনই আমার মেয়ের সাথে শেষ কথা হয়েছে। আর কোনো কথা বলেনি সে।

ওরা হয়তো ভেবেছিলো আমার মেয়ে মারা গেছে। সে কারণে তাকে বিছানায় ওরা শুয়েই রেখেছিলো। আমাদের সময়

---

## মুসলিম নারীদের জোরপূর্বক বন্ধ্যা ও নির্মম নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরলেন এক উইঘুর নারী

উইঘুর' চীনের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়। বহু দিন ধরেই নিজ দেশের সরকার কর্তৃক নির্যাতিত তারা। বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশ হলেও এবার উঠে এল নির্মম নির্যাতনের ভয়ঙ্কর চিত্র।

চীন সরকারের হাতে জোরপূর্বক বন্ধ্যার শিকার ও শিনজিয়াংয়ে বন্দিশিবিরে মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেছেন এক উইঘুর নারী। তার নাম কেলবিনুর সিদিক, যাকে শিনজিয়াংয়ে বন্দিশিবিরে আটকদের ক্লাস নিতে বাধ্য করা হতো। তিনি ৫০ বছর বয়সে চীনা সরকারের হাতে জোরপূর্বক বন্ধ্যা হতে বাধ্য হন।

কেলবিনুর সিদিক জানান, শুধু সন্তানসম্ভাবা নারীদের জোর করে বন্ধ্যা করা হয় না, যাদের সন্তান জন্মদানের বয়স পেরিয়ে গেছে তাদেরও বন্ধ্যা করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকের কাছ থেকে তিনি যে বার্তা পেয়েছেন সে সম্পর্কে বলেন, ১৯ থেকে ৫৯ বছর বয়সী নারীদের জরায়ুতে আইইউডি (অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদি গর্ভনিরোধক উপকরণ) স্থাপন করা হয় বা জোরপূর্বক বন্ধ্যা করতে বাধ্য করা হয়।

সিদিক জানান, ২০১৭ সালে যখন তার বয়স ৪৭ তার একমাত্র মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো তখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাকে আইইউডি নিতে বাধ্য করে। এরপর ৫০ বছর বয়সে তাকে ব'ন্ধ্যা করতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া এই

উইঘুর নারী জানান, বন্দিশিবিরে এবং পুরো অঞ্চলে যা ঘটছে তা সত্যি ভয়ানক। তিনি বলেন, আমি চুপ থাকতে পারি না।

তিনি আরও বলেন, আমি অবাক হই কেন পশ্চিমা দেশগুলো এখনও ওইসব শিবিরের মধ্যে কী ঘটছে তা বিশ্বাস করতে পারে না, কেন তারা নিশ্চুপ। কেলবিনুর সিদ্দিক দুটি ক্যাম্পে শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি জানান, সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পর্যাপ্ত খাবার নেই, শৌচাগার ও পানির অভাব। তিনি বন্দিশিবিরে আটকদের নির্যাতনের চিৎকারও শুনেছেন বলে জানান। সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

---

## ভারতে মুসলিমদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে ভাইরাস-কেন্দ্রিক মিথ্যা অভিযোগ

৬৩ বছর বয়স্ক আব্দুল্লাহ হারিস যখন মার্চ মাসে তাবলিগের সম্মেলনে অংশ নিতে মালয়েশিয়া থেকে ভারতে আসেন, তখন তার কল্পনাতেও ছিল না যে, তার সফর কয়েক মাসের একটা কঠিন পরীক্ষায় রূপ নিতে যাচ্ছে।

ভারতে সেটা তার দীর্ঘতম সফরে পরিণত হয়।

প্রায় ছয় মাস চলে গেছে এবং ভিসার মেয়াদ লঙ্ঘনের জন্য বিহার রাজ্যে মামলার মুখে পড়েছেন হারিস। এখন তিনি অপেক্ষায় আছেন, কবে তিনি দেশে ফিরতে পারবেন।

আনাদোলু এজেন্সিকে তিনি বলেন, "ছয় মাসের মধ্যে ৫৭ দিনই আমাকে জেলে থাকতে হয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই ফিরতে পারবো"।

অরাজনৈতিক ইসলামি মিশনারী সংগঠন তাবলিগ জামাতের ইজতেমায় অংশ নিতে ভারতে এসেছিলেন হারিস।

কিন্তু কোভিড-১৯ ছড়াতে শুরু করে, এবং নয়াদিল্লীতে মার্চে অনুষ্ঠিত তাবলিগ জামাতের ইজতেমা থেকে ভাইরাস ছড়ানোর খবর প্রকাশের পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযোগ তোলা শুরু হয়।

সরকার নিজেও তাবলিগের প্রধান মাওলানা মোহাম্মদ সাদ কান্দালভির বিরুদ্ধে মামলা করে। তাবলিগের ইজতেমায় অংশ নেয়া দেশি বিদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়।

সমস্যা এখনও চলছে

তবে এই সমস্যায় হারিস একাই ভুগছেন না।

বিদেশী ও ভারতীয় অনেক নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে আদালত। তবে অনেকের দুর্ভোগ এখনও জারি রয়েছে।

তাবলিগ জামাতের সদস্য ২৭ বছর বয়সী ভিয়েতনামের নাগরিক হাসান বাসরিও মার্চে ভারতে এসেছিলেন। এক মাস পরেই তার ফেরার কথা ছিল। কিন্তু হায়দ্রাবাদে অন্যান্যদের সাথে এখনও মসজিদেই বাস করতে হচ্ছে তাকে।

তিনি বলেন, "নয়াদিল্লীর নিজামুদ্দিনে দুই দিন থাকার পরেই আমরা হায়দ্রাবাদে চলে আসি। দেশে যখন লকডাউন শুরু হয়, তখন আমাদের বিরুদ্ধে ভিসা লঙ্ঘনের মামলা করায় বিস্মিত হয়েছি"।

গত মাসে, স্থানীয় আদালত তাকে গ্রেফতারের দাবি খারিজ করে দেয়, তাকে জরিমানা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। বাসরি বলেন, "সৌভাগ্যজনকভাবে, আমাকে জেলে পাঠানো হয়নি। এপ্রিল থেকে আমরা মসজিদেই আছি। বাড়ি যেতে চাই আমি, কিন্তু ভিসা নিয়ে সমস্যায় আছি। যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি যেতে চাই আমি"।

ভারতীয়দের বিরুদ্ধেও মামলা দিয়েছে পুলিশ। বেশ কয়েক মাস আটক থাকার পর অনেকেই এখন জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

ঝাড়খাণ্ডে আরও ১১ জনের সাথে আটক ছিলেন এক ব্যক্তি। মুক্তির পর তিনি বলেন, "আমি খুশি যে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে কোভিড-১৯ ছড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছিলো। খুবই মানসিক আঘাতের ছিল বিষয়টা"।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি ফুজাইল আহমেদ আইয়ুবি আনাদোলু এজেন্সিকে বলেন, "তাবলিগ সদস্যদের বিরুদ্ধে জীবন হরণকারী রোগ ছড়ানোর অভিযোগ আনা দেখে বিস্মিত হয়েছি, যেখানে তাদের অধিকাংশেরই কোভিড-১৯ পরীক্ষায় কোন রোগ ধরা পড়েনি"।

আরও অভিযোগ খারিজ হয়েছে

আইয়ুব বলেন, বিষয়টা যখন আদালতে গেছে, তখন প্রসিকিউশান তাদের অবস্থান প্রমাণ করতে পারেনি।

তিনি বলেন, "সে জন্য, বহু মামলায় আদালত বিবেচনায় নেয়নি। কিছু জায়গায় আদালত তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে। আওরঙ্গবাদের হাই কোর্ট বেঞ্চ অপরাধী মামলা খারিজ করে দিয়ে সরকার ও মিডিয়াকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছে। তবে অধিকাংশ মামলার এখনও আদালতে নিষ্পত্তি হয়নি, কারণ আদালত এখন পুরোদমে কাজ করতে পারছে না"।

"ভারতের সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি আর বিহারের প্রতি নির্দেশ দিয়ে যাতে মামলার প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হয় এবং আগামী আট সপ্তাহের মধ্যে সব মামলার নিষ্পত্তি করা হয়। উত্তর প্রদেশকেও চলতি সপ্তাহে এ ধরণের আদেশ দেয়া হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে"।

বোম্বে হাই কোর্ট গত মাসে শুধু মামলাই খারিজ করেনি, বরং আরও বেশ কিছু আদালত তাবলিগি সদস্যদের বিরুদ্ধে এ ধরণের মামলা বন্ধ করে দিতে শুরু করেছে। মুম্বাইয়ের একটি আদালত বৃহস্পতিবার আটজন ফিলিপাইনের নাগরিককে মুক্তি দিয়েছে, যাদেরকে ভিসা লঙ্ঘনের আইনে আটক করা হয়েছিলো।

বোম্বে আদালত বলেছে, “সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই বিদেশীদের বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে”। আদালত বলেছে যে, এমন একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ভারতে ভাইরাস ছড়ানোর জন্য বিদেশী মিশনারীগুলো দায়ি।

ভারতীয় এক তাবলিগ জামাতের সদস্য বলেন, “আমি এখনও বুঝতে পারিনি ভারতে ভাইরাস ছড়ানোর জন্য কেন শুধু একটি সম্প্রদায়কেই দায়ি করা হচ্ছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা”।

আনাদোলু এজেন্স

---

## মালি | এক মদ্যপায়ীর উপর হদ কায়েম করেছে মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আদালত

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জিএনআইএম) এর জানবাজ মুজাহিদিন মালির বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সেখানা শরিয়াহ ভিত্তিক রাষ্ট্রকার্য চালাতে শুরু করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

এরই ধারাবাকিতায় গত ২ সেপ্টেম্বর, আল-কায়েদা শাখা 'জিএনআইএম' মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ইমারতের একটি আদালত স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এক মদ্যপ ব্যক্তির উপর হদ কায়েমের নির্দেশ দেন।

পরে ইসলামি আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত টুম্বুকটো শহরে উক্ত মদ্যপ ব্যক্তির উপর বেত্রাঘাত করেন মুজাহিদগণ।

---

## সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় 'হাসান আবদী' বাহিনীর সেনাপতি নিহত, হতাহত ৫ এরও অধিক

মধ্য সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের এক বীরত্বপূর্ণ অভিযানে 'হাসান আবদী' বাহিনীর সেনাপতি নিহত হয়েছে, হতাহত হয়েছে আরো ৫ এরও অধিক সৈন্য।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ৬ সেপ্টেম্বর মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের আদধো শহরে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। মুরতাদ সোমালীয় সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক কাফেলা লক্ষ্য করে উক্ত অভিযানটি পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ।

এই অভিযানে সোমালীয় মুরতাদ সরকারের "রাজি হাসান আবদি" বিগ্রেডের সেনাপতি ঘটনাস্থলেই শাবাব মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে। হতাহত হয়েছে আরো ৫ এরও অধিক, যাদের মাঝে দলটির আরেক সেনা কমান্ডার 'আবদি তানবাল'ও রয়েছে।

## সোমালিয়া | বিনা যুদ্ধে শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন আল শাবাব মুজাহিদিন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কোন যুদ্ধ ছাড়াই সোমালিয়ার একটি শহর বিজয় করে নিয়েছেন।

আল-কায়েদা সোমালীয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ৬ সেপ্টেম্বর মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের পূর্বে অবস্থিত 'আদাকবার' শহর কোন যোদ্ধ ছাড়াই নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনী শহরের দিকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের আসার খবর পেয়েই সরকারী বাহিনী শহরটি ছেড়েই পালিয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই কাফেরদের অন্তরে তাঁর মু'মীন বান্দাদের ভয় ঢুকিয়ে দেন, আর এভাবেই তারা মহান রবের সাহায্যে বিনা যুদ্ধে কাফেরদের নিয়ন্ত্রিত শহরগুলোকে ইসলামি ইমারতের অন্তরভুক্ত করেন।

---

## খোরাসান | সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ জন্য বাঁধ নির্মাণ করছেন তালেবান সরকার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্নধরণের জনসেবামূলক কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাকিতায় তালেবান সরকার গত বছরের ডিসেম্বর মাসে আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের আহমদাবাদ জেলায় একটি বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর হামলার কারণে বাঁধ নির্মাণ কাজ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও চলিত বছরের মে মাস থেকে পূণরায় বাঁধটির নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন তালেবান সরকার। ধারণা করা হচ্ছে আগামী এক বছরের মধ্যেই এই বাঁধটির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হবে।

তালেবান সরকার জানিয়েছে যে, মূলত এই বাঁধটি সেচের জন্য ব্যবহৃত হবে, পাশাপশি এর সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

বাঁধের প্রকৌশলী, শ্রমিক ও তালেবান কর্মকর্তাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলে তারা জানান, এই বাঁধ নির্মাণ হলে এটি ২৩০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেবে এবং এটি ৬০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। যা আহমাদবাদ জেলা ছাড়াও সৈয়দকারাম জেলা ও তার আশপাশের এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। ইনশাআল্লাহ

গত ৬ সেপ্টেম্বর 'আজম টিবি ও আল-ইমারাহ স্টুডিও' এর সাংবাদিকগণ অঞ্চলটি পরিদর্শন করেছেন। এসময় বাঁধের প্রকৌশলী ইজতুল্লাহ আহমাদিও তাদের বলেছিলেন যে তারা গত পাঁচ মাস ধরে নতুন করে বাঁধটির নির্মাণ কাজ করে যাচ্ছেন, আর তালেবানরা তাদের সুরক্ষার জন্য এবং কাজের মান পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত তৎপর রয়েছে।

এদিকে শ্রমিকরা বলেন যে তারা রাত আটটার পরে কাজ শেষ করে ফিরার পথে অনেক সময়ই বিভিন্নধরণের হয়রানীর শিকার হতেন, কাবুল সরকারের কাছের একটি সামরিক ঘাঁটি থেকে তাদেরকে এসকল হয়রানীর সম্মুখীন হতে হতো, কিন্তু গত কয়েকমাস আগে তালেবান কাবুল বাহিনী ঘাঁটিটি দখল করে নিয়েছেন এবং আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এখানে তারা সার্বক্ষণিক বেশ কিছু তালেবান যোদ্ধাকে মোতায়েন করেছেন। এখন আমরা অনেকটাই নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারি।

বাঁধটির প্রকৌশলী আরো বলেছিলেন যে তারা তালেবানদের অন্যান্য আরো অনেকগুলো ক্ষেত্রে কাজ করেছেন, তারা তালেবানদের অধীনে কাজ করে নিরাপদ বোধ করছেন।

---

## ০৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

### খোরাসান | শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করল তালেবানদের সংস্কৃতি কমিশন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সংস্কৃতি বিষয়ক কমিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। আফগানিস্তানের ফারিয়াব প্রদেশের আলমার জেলায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যাতে অনেক মেধাবী তরুণ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান শেষে তালেবানদের সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিশনের প্রতিনিধি কর্তৃক বিজয়ীদের মাঝে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়।

https://alfirdaws.org/2020/09/07/41995/

---

### খোরাসান | সিএইচসি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করল তালেবানদের সাংস্কৃতিক কমিশন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত লাগমান প্রদেশের আলিঙ্গার জেলার সিএইচসি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করল তালেবানদের সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল। এসময় তাঁরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির সর্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

যার কিছু দৃশ্য ও ভিডিও ধারণ করেন 'আল-ইমারাহ স্টুডিও' এর দায়িত্বশীল মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2020/09/07/41991/

## সোমালিয়া | ক্রুসেডার বাহিনীর ৪ গুপ্তচরকে হত্যার নির্দেশ দিল ইসলামি আদালত

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামি আদালত ক্রুসেডার বাহিনীর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করা ৪ গুপ্তচরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ৫ সেপ্টেম্বর আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত যুবা রাজ্যের একটি ইসলামি আদলত ৪ রিদ্দাহগ্রস্ত গুপ্তচরের উপর হদের বিধান কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেছে।

এসকল রিদ্দাহগ্রস্ত গুপ্তচররা ক্রুসেডার আমেরিকা কেনিয়া ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করত, মুজাহিদদের গোপন খবর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সন্ধান তারা ক্রুসেডারদের কাছে পৌঁছে দিত। আর এর ভিত্তিতে ক্রুসেডার বাহিনী মুজাহিদদের এলাকায় ড্রোন ও বিমান হামলা চালাতো।

অবশেষে মুজাহিদগণ এই গুপ্তচরদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হন এবং ইসলামি আদালতের রায় অনুযায়ী তাদেরকে জনসম্মুখে হত্যা করেন।

---

## পাকিস্তান | টিটিপির জানবায মুজাহিদদের সফল হামলায় ১২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন উত্তর ওয়াজিরিস্তান ও বাজুর এজেন্সির চারটি বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে সফল আক্রমণ করেছেন। গত ৪ সেপ্টেম্বর মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ পাকি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল।

খবরে বলা হয়েছে, বাজুর এজেন্সির সীমান্তবর্তী কিটকোটে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তার উপর মুজাহিদগণ প্রথম আক্রমণটি চালিয়েছেন, যখন ঐ সৈন্য সামরিক পোস্টের যাওয়ার জন্য গাধার পিঠে মালামাল তুলছিল। এসময় মুজাহিদদের সফল হামলায় ঐ সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়।

অন্যদিকে বাজুর এজেন্সীর ওয়ারা ম্যামন্ড সীমান্তে আরেকটি হামলার ঘটনা ঘটে, যখন পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর বোমা নিষ্পত্তি স্কোয়াড বোমা নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে ওয়ারা এলাকায় পৌঁছে, আর তখনই মুজাহিদদের পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে ২ সেনা কর্মকর্তা মারা যায় এবং আরো ২ সেনা গুরুতর আহত হয়।

একই অঞ্চলের ঘাখি-কান্দু এলাকায় মুজাহিদদের স্নাইপার রাইফেলের গুলিতে নিহত হয়েছে আরো ১ সেনা অফিসার।

অন্যদিকে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মীর আলী সীমান্তে, পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পদাতিক টহলরত দলের উপর আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। এই হামলার ফলে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ২ সেনা নিহত ও ৪ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) চারটি হামলার দায় স্বীকার করেছে। টিটিপির মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছে যে হামলার পরে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনী আদিবাসী মানুষকে হয়রানি এবং অনেক নিরপরাধ মানুষকে বন্দী করেছে, যা স্পষ্ট পাকিস্তানি মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি কাপুরুষোচিত কাজ। তারা ক্রুসেডারদের মতই মুজাহিদদের কাছে পরাস্ত হলে সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালাতে শুরু করে।

---

## ০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

### সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফ'র গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে বাদশা (২২) নামে বাংলাদেশি এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে তেলকুপি সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বাদশা জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের তেলকুপি গ্রামের রফিক উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহা. তোজাম্মেল হক জানান, শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তেলকুপি সীমান্ত পিলার ৩এস ও ৪এস এলাকা দিয়ে বাদশা ভারতে যায়। এ সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার গোপালনগর ২৪ ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা গুলি চালালে বাদশা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহতের লাশ কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন ভারতীয় ভূখন্ডে পড়েছিল বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে ৫৯ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মাহমুদুল হাসান জানান, ঘটনাটি তিনি শুনেছেন। এ ব্যাপারে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানান তিনি। আমাদের সময়

---

### মালি | আল-কায়েদার হামলায় ২ ফরাসী ক্রুসেডার সেনা নিহত ও অপর ১ সেনা আহত

মালির উত্তর সীমান্তে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জিএনআইএম) এর জানবাজ মুজাহিদিন একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এতে ২ ফরাসী ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে অপর এক ক্রুসেডার সৈন্য।

গত ৫ সেপ্টেম্বর শানিবার সকালে মালির উত্তর সীমান্ত হয়ে সামরিক বহর নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক বাহিনী। ক্রুসেডার সৈন্যরা যখন ট্যাসালিট অঞ্চলে পৌঁছে তখনই মুজাহিদগণ সামরিক বহর লক্ষ্য করে শক্তিশালি বোমা হামলা চালান। যার ফলে ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায় এবং হতাহত হয় বহু ক্রুসেডার সৈন্য।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উত্তর মালিতে বিস্ফোরক যন্ত্রের বিস্ফোরণের ২ ফরাসী সেনা নিহত হয়েছিলো এবং তৃতীয় এক সেনা আহত হয়েছিলো। তবে মুজাহিদরা মনে করেন, এই সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে, কেননা ক্রুসেডার বাহিনী সবসময়ই তাদের হতাহতের প্রকৃত পরিসংখ্যান জনগণ থেকে গোপন করে থাকে।

এদিকে গত ১৮ ই আগস্ট মালিতে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে মুজাহিদগণ ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। 'আফ্রিকা ইনফো' তাদের এক প্রতিবেদনে জানায় যে, শুধু ২১ আগস্টেই ৩ টি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, এতে কমপক্ষে ৩০ সেনা নিহত ও আহত হয়েছিলো।

---

## সোমালিয়া | ক্রুসেডারদের যৌথ বাহিনীতে আল শাবাব মুজাহিদদের হামলা, ১০ এরও অধিক নিহত ও আহত

আল-কায়েদা সোমালীয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, এতে কমপক্ষে ১০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী জানিয়েছে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার, ক্রুসেডার আমেরিকার সাথে যৌথ অভিযানে অংশ নেওয়া সোমালি স্পেশাল ফোর্সের উপর সফল হামলা চালিয়েছেন। এতে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ৬ সৈন্য নিহত হয়েছে।

গত দু'দিন যাবৎ, এই যৌথ বাহিনীর উপর ৫টি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন, এবার ষষ্ঠভারের মত এই হামলা চালালেন মুজাহিদগণ।

একইদিনে রাজধানী মোগাদিশুর হারওয়া শহরে ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর বিরুদ্ধেও একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ৪ এরও বেশি ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

---

## 'ইসরাইলকে স্বীকৃতি দাও সন্ত্রাসীর খাতা থেকে নাম কাটাও'

মার্কিন সরকার সুদানকে এই প্রস্তাব দিয়েছে যে, দেশটি ইহুদিবাদী ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিলে সুদানের নাম সন্ত্রাসবাদে সমর্থনের দেশগুলোর তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে।

সুদানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উমর কামারুদ্দিন আমেরিকার এই ন্যাক্কারজনক প্রস্তাবের খবর ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি আরবি দৈনিক আত-তিয়ারকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও সম্প্রতি খার্তুম সফরে গিয়ে সুদান সরকারকে এই প্রস্তাব দিয়েছেন।

তিনি জানান, পম্পেও সুদান সরকারকে বলেছেন, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে সুদানের কথিত সমর্থনের কারণে দেশটির যে নাম আমেরিকার সন্ত্রাসবাদের কালো তালিকায় রয়েছে তা কাটাতে হলে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে হবে। পম্পেও এই দু'টি বিষয়কে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মন্তব্য করেন। নয়া দিগন্ত

---

## বিদ্যুৎ না থাকলেও 'গায়েবি' বিদ্যুতেই ঘুরছে মিটার

বিদ্যুৎ নেই, এরপরও 'গায়েবি' বিদ্যুতেই ডিসপ্লেসহ মিটারের রিডিং ঘুরছে! একটি নয়, চারটি ডিজিটাল মিটারের এমন অবস্থা। এঘটনা ঘটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া পৌরশহরের তারাগণ গ্রামের সৈয়দ তাজুল ইসলামের বাড়িতে।

সৈয়দ তাজুল ইসলামের ছেলে সৈয়দ তজিবুল ইসলাম শাহি বলেন, 'শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। পরে জানতে পারি কলেজপাড়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কৃর্তপক্ষ পৌর এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। গরমে টিকতে না পেরে ঘর থেকে উঠানে চলে আসি। এসময় চোখ পড়ে বিদ্যুতের মিটারের দিকে। দেখি মিটারগুলোতে বাতি জ্বলছে। আরো কাছে গিয়ে দেখি রিডিংও ঘুরছে। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইলে ভিডিও ধারণ করি ও কর্তৃপক্ষকে অবগত করি। প্রথমে তারা বলেন আইপিএস সংযোগ থাকায় এমনটা হচ্ছে। তাদেরকে আমি নিশ্চিত করি এই চারটি মিটার থেকে আইপিএসের কোনো সংযোগ নেই। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি ভাইরাল হলে তারা দ্রুত মিটার পরিবর্তন করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

তিনি আরও বলেন, প্রতিমাসেই ভৌতিক বিল আসলে আমরা নতুন মিটারের জন্য আবেদন করি। গত সপ্তাহে কর্তৃপক্ষ ৫টি মিটার পরিবর্তনও করে দেয়। এই পাঁচটি মিটারের মধ্যে এখন চারটি মিটারেই বিদ্যুৎ ছাড়া ডিসপ্লে হচ্ছে এবং রিডিং ঘুরছে!

এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আখাউড়া জোনাল অফিসের ডিজিএম আবুল বাশার বলেন, 'আমার মনে হয় আইপিএস সংযোগ থাকার কারণেই এমনটা হচ্ছে। তারপরও অফিসের টেকনিক্যাল লোকজন তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি। তারা এসে রিপোর্ট করলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। নয়া দিগন্ত

---

## সন্ত্রাসী আ'লীগ নেতার ছুরিকাঘাতে নিহত এক নারী, আহত আরেকজন

নাটোরের সিংড়ায় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার ছুরিকাঘাতে শিল্পী বেগম (৪০) নামে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তার ছোট বোন লাভলী পারভীন। রোববার উপজেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নের বড় চৌগ্রাম গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিল্পী বেগম চৌগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মৃত ইদ্রীস আলী মন্ডলের সহধর্মিনী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বড় চৌগ্রাম মাঠে তিন পুরুষের ভোগদখীয় এক খণ্ড জমি চাষাবাদ করে আসছেন স্থানীয় কৃষক হায়দার আলী মন্ডল। সম্প্রতি চৌগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম ওয়ারিশ সূত্রে নিজেকে ওই জমির মালিক বলে দাবি করেন। হঠাৎ রোববার সকালে লোকজন নিয়ে জোরপূর্বক ওই জমি চাষাবাদ করতে যান রবিউল। এসময় কৃষক হায়দার আলী মন্ডলের দুই মেয়ে আওয়ামী লীগ কর্মী শিল্পী বেগম ও লাভলী পারভীন বাঁধা দিলে উভয় ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত জখম হন। পরে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আ'লীগকর্মী শিল্পী বেগম মৃত ঘোষণা করেন।

চৌগ্রাম ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ জাহেদুল ইসলাম ভোলা বলেন, জমি-জমা নিয়ে বিরোধে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

সিংড়া থানার ওসি নুর-ই-আলম সিদ্দিকী বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর মর্গে পাঠানো হয়েছে। আমাদের সময়

---

## বিখ্যাত ক্বারী আবদুল্লাহ বাসফার সৌদি সরকার কর্তৃক গ্রেফতার

সৌদি আরবের তথা মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত ক্বারী শেখ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আলি বাসফারকে সৌদি সরকার কর্তৃক গ্রেফতার করা হয়েছে।

মিডলইস্ট মনিটরের তথ্যমতে, ৪ সেপ্টেম্বর সৌদির দ্যা প্রিজনার্স অব কনসায়েন্স টুইটার একাউন্টে এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

সংস্থাটি জানায়, ২০২০ সালের আগস্ট মাসে ক্বারী বাসফারকে আটক করা হয়েছে। তবে আটকের নির্দিষ্ট তারিখ, সময়, স্থান ও কিভাবে আটক করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি।

ক্বারী বাসফার জেদ্দার কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং ওয়ার্ল্ড বুক অ্যান্ড সুন্নাহ সংস্থার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল।

উল্লেখ্য, গতো ২০১৭ সালে সৌদির ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যে-ই তার দেশ পরিচালনা করার ভুল পদ্ধতি এবং মুসলিমদের পবিত্রভূমি সৌদি আরবকে ধর্মনিরপেক্ষ কুফরি রাষ্ট্রে পরিণত করার বিষয়ে কথা বলেছেন তাদের উপরেই নেমে এসেছে অবর্ণনীয় নির্যাতন। বিশেষ করে সচেতন আলেম সমাজ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং সাইবার এক্টিভিস্টদের প্রতিনিয়ত গ্রেফতার, হত্যা ও গুম করা হচ্ছে।

---

## ফটো রিপোর্ট | ইসলামি ইমারতের নিয়ন্ত্রিত কুনার প্রদেশের জানবায তালেবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রিত কুনার প্রদেশের জানবায তালেবান মুজাহিদদের অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন 'আল-ইমারাহ স্টুডিও' এর দায়িত্বরত মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2020/09/06/41959/

---

## ফটো রিপোর্ট | জামিয়া ইসলামিয়া পরিদর্শন করেছেন তালেবানদের সাংস্কৃতিক কমিশন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রিত লাগমান প্রদেশের আলি-নগর জেলার একটি মাদ্রাসার দৃশ্য এটি। 'আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া' নামে পরিচিত এই মাদ্রাসাটি জেলার নুরলাম সাহিবদারী এলাকায় অবস্থিত। শত শত ছাত্র-ছাত্রী এখান থেকে দ্বীনি শিক্ষায় দীক্ষিত হচ্ছেন।

গত কিছুদিন পূর্বে মাদ্রাসাটি পরিদর্শন করেন ইমারতে ইসলামিয়ার সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল। তাঁরা মাদ্রাসাটির সার্বিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।

https://alfirdaws.org/2020/09/06/41953/

---

## ৯/১১-এর হামলা ছিল মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে

ইরাকে দশ বছর ব্যাপী অর্থনৈতিক অবরোধের পর সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবিসি সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, 'উক্ত অবরোধের ফলে অর্ধ মিলিয়ন ইরাকীর মৃত্যু হয়েছে'। তার এই বক্তব্য যথার্থ। তবে একই সময়ে আমরা দেখতে পাই যে, দীর্ঘ দশ বছরের অর্থনৈতিক অবরোধের পর দুর্ভিক্ষ কবলিত এই অঞ্চলে মার্কিন সেনা মোতায়েন করা হয়। ফলে যুদ্ধ, মারামারি-হানাহানি, বিভক্তি ও অরাজকতায় গোটা ইরাক ছেয়ে যায়। মার্কিন সেনাদের ছোড়া বিষাক্ত ইউরেনিয়াম বোমার তেজস্ক্রিয়তায় সেখানে দীর্ঘমেয়াদী বিপর্যয় নেমে

আসে। এক পর্যায়ে ইরাকের তেল-গ্যাস কুক্ষিগত করতে ইরাকের মাটিতে বিশ্বের বৃহত্তম দূতাবাস নির্মাণ করার পর সেনা প্রত্যাহার করা হয়।

ইসরায়েলিদের আত্মরক্ষার স্বার্থে যদি শতেরও বেশি ফিলিস্তিনীকে হত্যা করা যায়; যদি যুদ্ধ বিমান, ট্যাংক, কামান ও বুলডোজার দিয়ে ১১,৭০০ (এগার হাজার সাতশত) বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়; যদি ২৪৩ জন নারী এবং ৪৫৭জন শিশু হত্যা করা যায়; যদি আত্মরক্ষার জন্য ৬১টি মসজিদ ও ১৪১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে হয়; যদি ইসরায়েলকে সুরক্ষিত করতে বাজার ও হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিতে হয়; যদি গাজার একমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দিতে হয়, তাহলে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার জন্য পরিচালিত নাইন ইলেভেনের হামলাকে কেন মেনে নিতে পারছে না? আমরা তো কেবল তোমাদের বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেনা সদর দফতরে হামলা করেছি। তোমরা বন্দুকের গুলি ছোড় নি বরং অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে অর্ধমিলিয়ন ইরাকী নারী ও শিশুকে হত্যা করেছ। এই অবরোধকে সাধারণ যুদ্ধের সাথে তুলনা করলে চলবে না, বরং এটি ছিল যুদ্ধের চেয়ে বহুগুণে বীভৎস ও ধ্বংসাত্মক। এর ফলে নারী-শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে, জাতির ভবিষ্যৎ অর্থাৎ শিশুরা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই অবরোধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুতেই সামরিক যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে কম নয় বরং বহুলাংশে বেশি। তোমাদের এতসব অপকর্মের পর সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী নিয়ে কথা বলার অধিকার তোমাদের থাকতে পারেনা।

পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলার সময় হয়েছে। এসবের নামে যা করেছ তাতে এখন তোমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনে তোমরা বিশেষ পারদর্শি। আর আমাদের ভূমিতে তোমাদের যে কোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করার অধিকার আমাদের রয়েছে। ফিলিস্তিন, ইরাক ও আফগানিস্তানে নারী-শিশু-বৃদ্ধদের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। নাইন ইলেভেনের জ্বালা যদি তোমার দেশ সহ্য করতে না পারে, তাহলে ষাট বছর ধরে ধুকতে থাকা ফিলিস্তিন, লেবাননও জাজিরাতুল আরবসহ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের থেকে কিভাবে আশা করেন যে, তাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠবে না? আমি তোমার বা তোমার রাষ্ট্রের কাছে করুণা চাইনা। তোমাদের যা মনে চায় তাই কর!। আমার জীবন, আমার মরণ, আমার মুক্তি ও আমার কারাবরণ সবই তোমাদের জন্য অভিশাপের কারণ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

অর্থ: "আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছাবেনা, কিন্তু আল্লাহ যা আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনিবাহক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্য দুটি কল্যাণের কোনো না কোনো একটির প্রতীক্ষা করছ, আর আমরা তোমাদের জন্য প্রতীক্ষায় আছি যে, আল্লাহ তোমাদের আজাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান"। -সূরা তাওবা, আয়াত ৫১-৫২

--

'শায়খ খালিদ শেইখ মুহাম্মাদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহ' এর পক্ষ থেকে || ওবামার প্রতি চিঠি: ৯/১১ অপারেশনের নেপথ্য কারণ' নামক রিসালা থেকে সংগৃহীত।

## পশ্চিম আফ্রিকা | মৌরিতানিয়া সীমান্তে মুজাহিদদের হামলা, ২৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি ও মৌরিতানিয়া সীমান্তে মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে ২৭ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৪টি সামরিকযান।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমি' (জিএনআইএম) এর জানবায মুজাহিদিন গত ৪ সেপ্টেম্বর মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। মালি ও মুর্তানিয়া সীমান্তের কুলিকুরু অঞ্চলে দেশ দুটির মুরতাদ বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই হয় মুজাহিদদের।

এসময় আল-কায়েদার (জিএনআইএম) জানবায মুজাহিদদের তীব্র হামলায় উভয় দেশের ১২ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ১৫ এরও অধিক। মুজাহিদগণ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন মুরতাদ বাহিনীর ৪টি সামরিকযান।

এদিকে মালির সামরিক বাহিনী এই অভিযানে তাদের ১০ সৈন্য নিহত হবার কথা নিশ্চিত করেছে, যদিও এই সংখ্যা আরো

---

## খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৫৯ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত, ১টি হেলিকপ্টারসহ ৮টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস

আফগানিস্তানের হেরত ও লোগার প্রদেশে পৃথক দুটি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত এই হামলায় কাবুল সরকারের ৫৯ এরও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১টি হেলিকপ্টারসহ ৮টি ট্যাঙ্ক।

স্থানীয় সংবাদ সূত্র এবং তালিবান বলছে যে বিগত কয়েকদিন ধরে হেরাত প্রদেশে সরকারী বাহিনী এবং তালেবানদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে।

তালেবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমাদি (হা.) তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, তালেবান মুজাহিদিনরা হেরাত প্রদেশের পশতুন জারঘুন জেলায় কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল আক্রমণ করেছেন। যেই বাহিনীটি এই এলাকায় অগ্রসরের চেষ্টা করছিল।

মুখপাত্রের মতে, সকাল থেকে শুরু হওয়া এই আক্রমণ সন্ধ্যা অবধি অব্যাহত ছিল। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কাবুল বাহিনীর ৬টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ৩৪ সেনা নিহত হয়েছিল।তিনি আরও দাবি করেন যে তালেবান মুজাহিদিন

কাবুল বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারও গুলি করেছেন, যেটি মুজাহিদদের উপর বোমা হামলার জন্য উক্ত এলাকায় এসেছিল এবং তা হেরাত স্কয়ারে বিধ্বস্ত হয়েছিলো।

অন্য খবরে বলা হয়েছে, তালেবান মুজাহিদিনরা একই দিন সকালে লোগার প্রদেশের চারাখ জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি সেনা কাফেলার উপর প্রচন্ড শক্তিশালি হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে কাবুল বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়, নিহত হয় ৯ সৈন্য এবং আহত হয় আরো ৫ এরও বেশি সৈন্য।

একই জেলার আরওয়ান্দ শহরে কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্য একটি সফল হামলাও চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৭ সৈন্য আহত হয়েছিল।

---

## সোমালিয়া | মার্কিন সৈন্যদের উপর হামলা, ১১ এরও অধিক নিহত ও আহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী ও সোমালিয় মুরতাদ সরকারের বিশেষ বাহিনীর উপর তিন দফায় হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এর মধ্যে সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলায় নিহত হয় সোমালিয় বিশেষ বাহিনীর এক সৈন্য, এবং আহত হয় ক্রুসেডার মার্কিন সৈন্যসহ সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৩ এও অধিক সেনা সদস্য।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর আফজাওয়ী শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্য একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

---

## সোমালিয়া | শাবাব যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ২৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এতে ২৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

'শাহদা নিউজ এজেন্সি' জানিয়েছে, গত ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল থেকে মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের শাবিলো এলাকায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ও সোমালিয় মুরতাদ সারকারি বাহিনীর মাঝে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয়েছিল, যা দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে।

উভয় পক্ষের মাঝে সংগঠিত তীব্র এই সংঘর্ষে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হাতে ১৫ এরও অধিক সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

উল্লেখ্য যে, এখনো মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের বাদুইন শহরতলীতে উভয় বাহিনীর মাঝে এখনও তীব্র যুদ্ধ চলছে।

---

## ০৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

### খোরাসান | বন্যার্ত পরিবারগুলোর মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন তালেবান সরকার

গতকিছুদিন আগে আফগানিস্তানে সৃষ্ট বন্যা ও পাহাড় ধ্বসের কারণে প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক মানুষ। এছাড়াও আহত ও গৃহহীন হয়েছেন আরো কয়েক হাজার মানুষ। এসকল বন্যার্ত পরিবারগুলোর পাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার।

যার ধারাবাকিতায় গত ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, আফগানিস্তানের ওয়ার্দাক প্রদেশের সায়দাবাদ জেলার বন্যার্ত ৩৯৪টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে ইসলামি ইমারত। এসকল বন্যার্ত প্রতিটি পরিবারকে মুজাহিদগণ ৪ বস্তা ময়দা, ২৫ কেজি ডালসহ আরো বেশ কিছু খাদ্য সামগ্রীর পাশাপশি, কম্বল, তোষক সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বিতরণ করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান সরকার সাধ্য অনুযায়ী এসকল বন্যার্ত পরিবারের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বিতরণ করে যাচ্ছেন। যাতে করে বন্যার্ত প্রতিটি পরিবার কমপক্ষে একমাস যাবৎ এসকল ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, বন্যার্ত পরিবারগুলোর মাঝে ইমারতে ইসলামিয়ার এই ত্রাণ বিতরণে বহির্বিশ্বের দেশগুলোও বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করছে।

IOM
USAID
UKaid
Family Tents
Blanket Module
Module
WFP
Food Assistance to Flood-affected Families
Humanitarian Assistance Program
NOT FOR SALE

## সিনহা হত্যাকাণ্ড : র‍্যাবের বিরুদ্ধে হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ করলো আসামীরা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যাকাণ্ডে আটককৃত পুলিশ সদস্যরা র‍্যাবের হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ওই মামলার প্রধান আসামী লিয়াকত আলী ও আরেক আসামী প্রদীপ কুমার দাস।

সম্প্রতি কক্সবাজার আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার পথে লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাশের একাধিক ভিডিও বার্তা ধারণ করা হয়। ওই ভিডিও বার্তাগুলোতে তারা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে নালিশের সুরে এসব অভিযোগ করে। নেত্র নিউজ নামক একটি সংবাদমাধ্যম এ ভিডিওগুলো প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। ভিডিও ক্লিপগুলোর কপি পুলিশেরই একজন কর্মকর্তা নেত্র নিউজকে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন নেত্র নিউজ কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও আলাদাভাবে চারজন পুলিশ কর্মকর্তা এই ক্লিপগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করেছে বলে নেত্র নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়। অজ্ঞাত পরিচয়ের ঐ পুলিশ সদস্যদের সূত্রে নেত্র নিউজ আরও জানিয়েছে যে, র‍্যাবের হেফাজতে লিয়াকত, প্রদীপ ও নন্দদুলালের নির্যাতন সম্পর্কে পুলিশের আইজিপি বেনজির আহমেদসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অবগত আছে।

নেত্র নিউজ প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায় নিজেদের উপর নির্যাতনের কথা সরকারের উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তার কাছে ফোনে বর্ণনা করছে সিনহা হত্যা মামলার আসামী লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাস। তাদের অভিযোগ,

র্যাব তাদেরকে বেধড়ক পিটিয়েছে, সারারাত উলঙ্গ অবস্থায় রেখেছে, স্পর্শকাতর জায়গায় ইলেকট্রিক শক দিয়েছে, বুকের পশম উঠিয়ে ফেলেছে, ইঞ্জেকশন দিয়েছে, হাত বেধে ঝুলিয়ে রেখেছে ইত্যাদি।

তবে এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চেয়ে যোগাযোগ করা হলে র‍্যাবের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ নেত্র নিউজকে বলে, "র‍্যাবের মুখপাত্র হিসেবেই কেবল নয়, দীর্ঘদিন ক্রাইমে কাজ করার অভিজ্ঞতায় আমি বলবো, এই ধরনের কোনো আচরণ [নির্যাতন] তাদের সঙ্গে করা হয়নি। [যা] করা হয়েছে সেটি সম্পূর্ণভাবে, সমস্ত প্রকার বিধি-নিষেধ মেনেই করা হয়েছে।" র‍্যাবের মুখপাত্র বলেন যে, তিনি বিষয়টি আরও যাচাই-বাছাই করে উত্তর দিতে চান।

অন্যদিকে পুলিশের একজন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে নেত্র নিউজ জানিয়েছে, সিনহা হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ততা নেই, টেকনাফ থানার এমন আরও পাঁচ পুলিশ সদস্যকেও "হন্য হয়ে খুঁজছে" র‍্যাব। এছাড়াও কক্সবাজারের পুলিশ সুপার এবিএম মাসুদ হোসেন এই হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ত, এমন স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যও র‍্যাব "জোর প্রচেষ্টা চালায়" বলে দাবি করেছে আসামী প্রদীপ।

আজ র‍্যাবের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়ের অভিযোগ করলেও, একসময় এই প্রদীপও নিরপরাধ মানুষকে নির্যাতন করে জোরপূর্বক মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করতো। দায়িত্বে থাকাকালে টেকনাফে মাদক কারবারি সন্দেহে বিচারবহির্ভূত হত্যা ও হেফাজতে নিয়ে নির্যাতন করেছে বলে প্রদীপ নিজেই স্বীকার করেছিল। গত ২ বছরে প্রদীপ কুমার দাসের নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনীর হাতে এরকম বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন কমপক্ষে ১৫০জন। সর্বশেষ মেজর সিনহাকে হত্যা করা হলে টনক নড়ে দেশবাসীর, প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর। আর দেশবাসী বা প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলো হত্যাকারীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে না নামলে, বাংলাদেশ সরকার হত্যাকারীর বিচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তাই ১৫০ খুন করার পরও প্রদীপ কুমারের মতো সন্ত্রাসীরা বহাল তবিয়তে দায়িত্বে ছিল, কিন্তু পরে ১টি খুন করেই জনতা বা প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনের মুখে বিচারের মুখোমুখি হতে হলো প্রদীপ ও তার সহচরদেরকে।

আর বন্দী অবস্থায় তাদেরকে র‍্যাব নির্মম নির্যাতন করেছে বলে অভিযোগ তাদের। বন্দীর উপর নির্যাতন সঠিক নয়। তবে, এতদিন এরাই নিরীহ মানুষ বিশেষ করে মুজাহিদিনের উপর এ ধরনের বরং তার চেয়েও ভয়ংকর নির্যাতন চালাতো। অধিকাংশ ঘটনার সাথে পুলিশ আর র‍্যাব সদস্যরা জড়িত থাকলেও যৌথবাহিনী, সেনাবাহিনী, বিজিবি, গোয়েন্দা পুলিশ, কোস্টগার্ড, আনসারসহ হেফাজতে নিয়ে নির্যাতন ও বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে বাংলাদেশে প্রায় সবগুলো বাহিনীর বিরুদ্ধেই। আর এক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে "ডেথ স্কোয়াড" বা "জল্লাদ বাহিনী" হিসেবে কুখ্যাতি পেয়েছে র‍্যাব। পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীও জনতার কাছে বিভিন্ন কুখ্যাত নামে পরিচিত।

---

## নারায়ণঞ্জে মসজিদে গ্যাস লাইন থেকে বিস্ফোরণ, এ পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ শহরের পশ্চিম তল্লা এলাকায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদে রহস্যজনক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফিনি জানিয়েছেন তিতাস গ্যাসের লিকেজ থেকেই এ বিস্ফোরণ ঘটেছে।

দুর্ঘটনার পর রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তিনি জানান, মসজিদের সামনের গ্যাসের লাইনে লিকেজ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে এসি চালানোর সময় জানালা বন্ধ থাকায় ওই গ্যাস ভেতরে জমা হয়ে যায়। হঠাৎ কেউ বৈদ্যুতিক সুইচ অফ-অন করতে গেলে স্পার্ক থেকে এই বিস্ফোরণ হয়ে থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন, মসজিদের মেঝের নিচ দিয়ে গ্যাসের লাইন গেছে। পানি দেয়ার সময় বুদ বুদ করে গ্যাস বের হচ্ছিল।

ফায়ার সার্ভিসের ওই কর্মকর্তা বলেন, আমরা ধারণা করে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে তারা দ্রুত এখানে এসে আমাদের ধারণাকে নিশ্চিত করে। তারা জানান- গ্যাসের লাইন থেকেই এই বিস্ফোরণ হয়েছে। এদিকে স্থানীয় মুসল্লিরা অভিযোগ করেছেন, মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে গ্যাসের গন্ধ পেতেন। এ বিষয়ে মসজিদ কমিটির মাধ্যমে একাধিকবার জানানো হয়েছিল তিতাস কর্তৃপক্ষকে। তবে তারা এ বিষয়টি আমলে নেয়নি।
আবার অনেকেই অভিযোগ করেছেন, টাকা না দেয়ায় পাইপ মেরামত করেনি তিতাস কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বায়তুস সালাত জামে মসজিদে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অর্ধশতাধিক মুসল্লি দগ্ধ হন। দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৭ জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিস্ফোরণে মসজিদের ছয়টি এসি পুড়ে গেছে জানালার কাঁচও উড়ে যায়।

সূত্র: ইসলাম টাইমস টুয়েন্টিফোর ডট কম

---

## খোরাসান | এক সমকামী এবং ব্যভিচারিণী মহিলার উপর জনসম্মুখে হদ কায়েম করলো তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আদালতের সিদ্ধান্তের পর এক সমকামী এবং ব্যভিচারী মহিলার উপর জনসম্মুখে হদ কায়েম করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

আফগানিস্তানের খোজ প্রদেশের সাবারি জেলায় গত ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবারের ঘটনা। যথারীতি সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামি আদালত এক সমকামী এবং এক ব্যভিচারিণী মহিলার উপর হদ কায়েমের সিদ্ধান্ত শুনায়। পরে তালেবান মুজাহিদগণ একটি উন্মুক্ত মাঠে জনসম্মুখে এই অপরাধীদের উপর শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী বেত্রাঘাত প্রয়োগ করেন। এসময় উপস্থিত জনসাধারণ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে মহান রবের বড়ত্ব বর্ণনা করতে থাকেন।

ভিডিওঃ: https://alfirdaws.org/2020/09/05/41915/

## পাকিস্তান | আইএসআই এর এক গোয়েন্দা সদস্যের উপর হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিন

গত ৩ সেপ্টেম্বর তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিন বাজুর এজেন্সিতে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ পাকি গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই' এর এক গোয়েন্দা সদস্যেকে টার্গেট করে বোমা হামলা চালিয়েছেন।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, ঐদিন পাকি গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই' এর সদস্য শিব্বির তার গাড়িতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিল, ঠিক তখনই মুজাহিদগণ তার গাড়ি লক্ষ্য করে উক্ত বোমা হামলা চালিয়েছিলেন। কিন্তু এই দফায় শিব্বির মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছিল।

টিটিপির মুখপাত্র বলেন যে, এই হামলায় সে রেহাই পেলেও আমরা এর মাধ্যমে জিহাদ ও শরিয়াহ্ বিরোধী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য এই জাতীয় সংস্থাগুলোর প্রতি একটি বার্তা প্রেরণ করছি।

---

## ভারতে কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হলো এক মুসলিমকে

আবারো নিছক চোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন করা হলো একজন মুসলিমকে। বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরপ্রদেশের বরেলি জেলার একটি গ্রামে বর্বরোচিত ঘটনাটি ঘটেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই বর্বরোচিত ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, একজন যুবককে গাছের সাথে বেধে রাখা হয়েছে। আশপাশে জড়ো হয়ে মজা নিচ্ছে কিছু উগ্র ব্যক্তি। এই উগ্র মালাউনরা ৩২ বছর বয়সী বসিদ খানকে কয়েকঘন্টা যাবৎ বেধড়ক পেটায়। পরে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই মারা যান তিনি।

জানা গেছে, ৩২ বছর বয়সী বসিদ খান সেদিন একটু অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন। তার অস্বাভাবিক আচরণ দেখে ওখানকার এক নিরাপত্তাকর্মী মনে করে যে চুরি করতে এসেছে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই লোক জড়ো হয়ে চোর সন্দেহে তাকে মারধর করতে থাকে। এমনকি একটি গাছের গোড়ায় তাকে বেধে পেটানো হয়। ধীরে ধীরে জড়ো হতে থাকে আরও লোক। কিন্তু কেউই সাহায্যের জন্য না এগিয়ে এসে বরং মজা নিতে থাকে। ভাইরাল ভিডিওতে প্রকাশ্যে এসেছে সেই তথ্য। এদিকে, মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বসিদকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বদলে ছেড়ে দেয়। শেষপর্যন্ত এক আত্মীয়ের সহায়তায় হাসপাতালে ভর্তি হলেও পরে সেখানেই মৃত্যু হয় বসিদের। চিকিৎসকরা জানান, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির।

এদিকে, এই ঘটনায় কার্যত ভেঙে পড়েছে বসিদের পরিবার। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর সূত্রে জানা যায়, মৃতের মা বলেছেন, "আমার ছেলেকে মজার জন্য পিটিয়ে মারা হলো!" কাঁদতে কাঁদতে তিনি আরও বলেন, একসময় ছোট ছেলেকে বলেছিলাম দাদাকে ওখান থেকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু ওই পাশবিক ঘটনা দেখে সেও সাহস পায়নি। বাড়ি ফিরে আতঙ্কে দরজা বন্ধ করে বসেছিল। পরে পুলিশও হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে বাড়িতে নিয়ে এলো।

---

## ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২০

### নাইন ইলেভেনের ঘটনা কেন ঘটেছিল? এমন ঘটনা কি আবারো ঘটতে যাচ্ছে?

১৯৪৮ থেকে ফিলিস্তিনের ঘাঁটিতে যে যুদ্ধাপরাধ হয়ে আসছে তা নাইন ইলেভেনের ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এবং এই চলমান যুদ্ধাপরাধ আরও বহু নাইন ইলেভেনের জন্ম দিতে পারে। ১৯৯৮ এর ফেব্রুয়ারীতে শাইখ উসামা, শাইখ আইমান আজ জাওয়াহিরী এবং আরও কতিপয় মুজাহিদ 'আলজাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ আল আলমিয়্যাহ লিহারবিল ইয়াহুদ ওয়াসসালিবিয়্যিন' (ইহুদী ও ক্রুসেডরদের যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী ইসলামিক জোট) গঠন করে আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন তা কেবল কয়েকজন ব্যক্তি বা জিহাদী সংগঠনের বিষয় ছিলনা, বরং তা ছিল মুসলিম উম্মাহর প্রাণের দাবি। কারণ, তারা তোমাদের এবং তোমাদের মিত্রদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দখলদারিত্ব ও জুলুমের বিষয়ে অজ্ঞ ছিল না। জিহাদের এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল নির্যাতিত প্রতিটি মুসলিমকে সাহায্য করার লক্ষ্যে। যারা কোনো না কোনোভাবে তোমার রাষ্ট্রের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তাই তোমাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধ ছিল সেই লাখো মানুষের স্বার্থে, যারা ইরাক, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন ও চেচনিয়ায় নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল এবং ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছিল। এই ঘোষণা ছিল সেই সকল লোকের স্বার্থে, যারা তোমাদের কূটকৌশলের ফাঁদে পড়ে বেকারত্বের অভিশাপে মরছিল। তোমরা নিজেদের অকেজো অস্ত্রসমূহ চড়া মূল্যে আরব রাষ্ট্রগুলোর কাছে বিক্রি করে থাক, অপর দিকে নামে মাত্র মূল্যে আমাদের তেল-গ্যাস ছিনতাই কর। আমাদের টাকা দিয়ে তোমরা নিজেদের দেশে নতুন নতুন অস্ত্র কারখানা তৈরি কর। এভাবে তোমাদের দেশে কর্মসংস্থান তৈরি হয়; করাচিতে হয় না, কায়রো ও জাকার্তায় হয় না। তোমদের হাতের পুতুল একনায়কদের দিয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে সব রকমের স্বার্থই তোমরা হাতিয়ে নিচ্ছ।

শাইখ উসামা এবং তাঁর সঙ্গীগণ যুদ্ধ ঘোষণার সময় তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। তারা নাইন ইলেভেনের পূর্বে বলেছিলেন, ইরাকের উপর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিতে। এই অবরোধের ফলে কয়েক মিলিয়ন নারী ও শিশু নিহত হয়েছিল। তারা তোমাদেরকে আরও বলেছিলেন, আরবের একনায়কদেরকে সমর্থন না করতে এবং দখলদার ইহুদীদেরকে সাহায্য না করতে। জাজিরাতুল আরব থেকে সেনা প্রত্যাহার ও সেনাছাউনীগুলো গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আংকেল স্যাম (আমেরিকা) কর্ণপাত করল না। ঘাড়ে কুঠারাঘাত পড়ার পূর্বে তার ঘুম ভাঙ্গলো না।

দীর্ঘ ষাট বছর যাবৎ তোমরা ফিলিস্তিনীদেরকে হত্যা করেছ। চার মিলিয়নেরও বেশি ফিলিস্তিনীকে তোমরা বাস্তচ্যুত করেছ; তাদের ঘরবাড়ি, হাট-বাজার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছ। তোমরা এসব করেছ অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাপোর্ট দেওয়ার মাধ্যমে। এসবের প্রতিশোধ নিতে আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন নাইন ইলেভেন। এর মাধ্যমে তোমাদের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়। আমরা তোমাদের চরম ক্ষতির মুখোমুখি করতে সক্ষম হই। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রগলভ দাবিতে তোমরা যে কতটা মিথ্যুক, বিশ্ববাসীর সামনে তার মুখোশ উন্মোচন করতে সক্ষম হই। আমাদের ভূখণ্ডে তোমাদের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি ও জুলুম-অত্যাচার থামানোর জন্য সর্বোত্তম পন্থা বেছে নেওয়া ছিল অপরিহার্য। যাই হোক, নাইন ইলেভেনের ঘটনার জন্য আমরা দায়ী নই। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সফল হামলা ছিল মুসলিম বিশ্বে তোমাদের বিধ্বংসী রাজনীতি, ইসরায়েলকে সহায়তা প্রদান এবং তোমাদের স্বার্থে মুসলিম বিশ্বের স্বৈরশাসকদেরকে অন্ধের মতো সমর্থন করার স্বাভাবিক পার্শ-প্রতিক্রিয়া। ইন্দোনেশিয়ায় লাখো ভূমিহীন কৃষকের হত্যায় সুহার্তোকে সাহায্য করার প্রায়শ্চিত্ত দিয়েছেন নাইন ইলেভেনে। স্বাধীনতাকামী মিন্দানাউয়ের মুসলমানদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ফিলিপাইনের খ্রিস্টান সরকারকে সাহায্য প্রদানের শাস্তি ভোগ করেছেন নাইন ইলেভেনে। নাম মাত্র মূল্যে তেল-গ্যাস ছিনতাই, একনায়কদের সমর্থন, মুসলিম জাতিবর্গের সম্পদ লুণ্ঠন এবং সামরিক দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে তাবুক, যাহরান, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে তোমাদের সেনাশিবির প্রতিষ্ঠার কিছুটা শাস্তি ভোগ করেছেন নাইন ইলেভেনে। জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলিতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আনিত প্রস্তাবে পয়তাল্লিশ বারেরও বেশি ভেটু ক্ষমতা প্রয়োগ করেছ, যার আংশিক শাস্তি ভোগ করেছেন নাইন ইলেভেনে। ১৯৮২ সনে তোমাদের প্রশ্রয়ে ইসরায়েল সতের হাজার লেবানিজকে হত্যা করেছে। তেমনি ১৯৮৩, ১৯৯৬ এবং কানা গণহত্যায় তোমাদের সেনাবাহিনী ইসরায়েলকে লেবাননের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে। নাইন ইলেভেন এসবেরই ফসল।

খ্রিস্টানরা অ্যাংলো স্যাক্সনদেরকে ইরাকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। তারা ইরাকীদের জন্য নরকের সাজা বয়ে এনেছিল। তারা অর্ধ মিলিয়ন ইরাকীকে হত্যা করেছিল। এসকল নির্যাতনের ফসল ছিল নাইন ইলেভেন। তোমাদের জাস্টিস মিনিস্টার র‍্যামসি ক্লার্কের লেখাটি এবার মনযোগসহ পড়। প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে, যেমনটি বলেছেন নিউটন। হে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা! যদি তোমরা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনের আইন না মান, তাহলে বিকল্প স্বরূপ নিউটনের আইন তোমাদেরকে মানতেই হবে। প্রকৃত বিচারে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করিনি। নাইন ইলেভেনসহ এ ধরনের বাকি ঘটনাগুলোর জন্য আমরা দায়ী নই। ইহুদী, জায়নাবাদী, খ্রিস্টান ও তাদের সমমনা ব্যক্তি ও সংগঠন এর জন্য দায়ী। আমাদের থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে বরং ডানপন্থী খ্রিস্টান, জেরী ফলওয়েল, জেরী রাওয়ার, প্যাট রবার্টসন ও জন হ্যাজির সাঙ্গ-পাঙ্গদের থেকে প্রতিশোধ নাও। আরও প্রতিশোধ নাও সি.আই. এ, এফ.বি.আই ব্রুকলিনের ইহুদীদের থেকে, আইপেকের (AIPAC) ব্যাপারী ও যুদ্ধাবাজদের থেকে, ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা প্রদানকারী ও জায়নবাদী খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ থেকে।

বাইতুল মাকদিস নিয়ে তোমরা যে নোংরা রাজনীতি করে আসছ, তা নিয়ে শাইখ উসামা তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। ১৯৯৩ সনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আঘাতকারী মুজাহিদগণের দাবীর কথা কি ভুলে গেছ? পরবর্তিতে তারাই নাইরোজি, দারুস সালামের মার্কিন কনস্যুলেটে আক্রমণ করেছিল। তারাই মার্কিন ডেস্ট্রয়ারে আঘাত

হেনেছিল। পূর্বোল্লেখিত কারণসমূহ আমাদেরকে হামলা করতে বাধ্য করেছে। সুতরাং তুমি কি আমাদেরকেই দোষারোপ করবে?

আমেরিকান হিন্দুদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, টোকিও, হিরোশিমা, নাগাসিকা, ড্রেসডেন ও ল্যাটিন আমেরিকার গণহত্যার শাস্তি থেকে তোমরা বেঁচে গেছ, চীনা একনায়ক চিয়াং কাইশেক ও মেক্সিকান স্বৈরশাসক সেন্টা অ্যানাকে সহায়তা করার শাস্তি থেকে বেঁচে গেছ, কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমরা মুসলিম দেশসমূহে তোমাদের অপকর্মের প্রতিশোধ নিয়েছি। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও তোমাদের সামরিক হেড কোয়ার্টার পেন্টাগনে আঘাত হেনেছি। জাপান, জার্মান, ইতালিসহ আরও যেখানে মনে চায় তোমরা নিজেদের সামরিক ঘাঁটি গেঁড়ে রাখ, তবে মুসলমানদের ভূখণ্ডে তোমাদের কোনো ঘাঁটি সহ্য করা হবেনা।

নিজেদের অপকর্ম ধামাচাপা দিতে এবং বাস্তব সত্যকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে তোমার এবং তোমাদের মিডিয়ার জুড়ি মেলা ভার। আব্রাহাম লিংকন বলেছে, "কিছু সময়ের জন্য তুমি সকলকে ধোঁকা দিতে পার এবং কিছু মানুষকে তুমি সর্বদাই ধোঁকা দিতে পার, কিন্তু গোটা মানবজাতিকে তুমি সবসময়ের জন্য ধোঁকায় ফেলে রাখতে পারবে না"। ৯/১১ এর যুদ্ধের সূচনা আমরা করিনি, বরং এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের ভূখণ্ডে তোমাদের স্বার্থরক্ষাকারী সৈরশাসকরা।

বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনের মতো অনুরূপ বিপর্যয়ের তিক্ত স্বাদ তোমাদেরকে আবারো আস্বাদন করতে হবে। ওয়াজিরিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন ও সোমালিয়ায় ড্রোন হামলার খেসারত তোমাদেরকে দিতে হবে। ইরাক ও সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ বাধানোর প্রতিশোধ তোমাদের থেকে গ্রহণ করা হবে। তোমরা বহুবার বলেছ, 'আত্মরক্ষার অধিকার ইসরায়েলীদের রয়েছে'। ফিলিস্তিনিদের কি আত্মরক্ষার অধিকার থাকতে নেই? একটি বারের জন্যও তোমরা কেন বলতে পারছ না "আত্মরক্ষার অধিকার ফিলিস্তিনিদের রয়েছে"? জানি, তুমি এমন কথা মুখেও নিতে পারবে না, কারণ এতে তোমার প্রভুরা নারাজ হবে। আমেরিকা ও ইসরায়েল ব্যর্থ অন্তঃসারশূন্য একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র দেখতে চায়। তাইতো তার কোনো বিমানবন্দর নেই; আন্তর্জাতিক সীমানা নেই; অস্ত্র, সেনাবাহিনী, ব্যক্তি স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব কিছুই নেই। তারা চায়, ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রপ্রধান তার প্রতিটি গতিবিধিতে ইসরায়েল সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করুক। আমেরিকার মনে রাখা উচিৎ যে, মুসলমানদের উপর সরকারের দমন-পিড়ন, গাজায় ইসরায়েলী সেনাদের বর্বরতা, ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, সৌদি, মিসর ও আরও বহু মুসলিম দেশে জুলুম-নির্যাতনের জন্য পুরোপুরি দায়ী আমেরিকা। ইতঃপূর্বে ফিলিস্তিনীদের উপর চালানো বর্বরতার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া গেলেও এখন আল-জাজিরা চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্ববাসী তা দেখতে পাচ্ছে। এসকল বর্বরতা ও গণহত্যা দেখে কোনো পাষাণ মনের মানুষের পক্ষেও স্থির থাকা সম্ভব নয়। যারা এ সকল নৃশংসতা চালাতে ইসরায়েল সরকারকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে মুজাহিদগণ চোখ বুজে থাকতে পারেন না। মুজাহিদগণ আমেরিকাকে কেন এতটা ঘৃণা করেন? কোনো মার্কিনী যদি তার উত্তর জানতে চায় তাহলে তার উচিৎ গাজা উপত্যকায় একবার ঘুরে আসা অথবা এমন কোনো গণমাধ্যমের দ্বারস্থ হওয়া, যা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট নয়। আমি তাকে বলব, সে যেন কিছুতেই সি.এন.এন, বি.বি.সি, নিউজ বা ইসরায়েলপন্থী মার্কিন গণমাধ্যম দিয়ে বাস্তবতা যাচাইয়ের ব্যর্থ চেষ্টা না করে, কারণ মগজ ধোলাই, নিজেদের স্বার্থে বাস্তবতা আড়াল করা, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালানো ও মুনিবদের স্বার্থ রক্ষা করাই এদের প্রধান কর্তব্য। নাইন ইলেভেনে যা হয়েছে তা ছিল ইসলামি শরিয়ার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ ও সুবিচারমূলক।

ইন্দোনেশিয়া, ফিলিস্তিন ও লেবাননে তোমাদের রাষ্ট্র অতীতে যা করেছে এবং বর্তমানে গাজা, ইরাক, আফগানিস্তান ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যা করে যাচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ কস্মিনকালেও তা ভুলবেনা। তোমরা নিজের এবং ইহুদী কসাইদের বর্বরতার হৃদয় বিদারক দৃশ্য মুসলিম উম্মাহর মন থেকে কোনো দিনও মুছে যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থ: "আর লড়াই কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না"। -সুরা বাকারাহ-১৯০

আরও ইরশাদ হচ্ছে-

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

অর্থ: "আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমসমূহের বিনিময়ে সমান যখম"। - সুরা মায়েদা-৪৫

তাওরাতে এসেছে, নম্রতা অবলম্বন করো না; প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত, হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা। -তাওরাত, তাসনিয়া-১৯-২১

--

'শায়খ খালিদ শেইখ মুহাম্মাদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহ' এর পক্ষ থেকে || ওবামার প্রতি চিঠি: ৯/১১ অপারেশনের নেপথ্য কারণ' নামক রিসালা থেকে সংগৃহীত।

---

## খোরাসান | কারাবন্দী ৫০০০ তালেবানের মুক্তিকে তালেবানের বড় ধরণের বিজয় মনে করছেন বিশ্লেষকরা

অনেক নাটকীয়তার পর অবশেষে কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদদের বাকি ৪০০ বন্দীকেও মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ক্রুসেডার আমেরিকার মদদপুষ্ট মুরতাদ কাবুল সরকার।

তালেবানদের অফিসিয়াল আল-ইমারাহ সাইটে ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাবুল সরকারের নিয়ন্ত্রিত পুল-এ-চরখি, বাগরাম, কান্দাহার এবং কয়েকটি কারাগার থেকে বাকি 400 বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া আবার শুরু করেছে কাবুল সরকার, ইতোমধ্যে তারা বিপুল সংখ্যক কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদকে মুক্তি দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে আগামী দুই দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হবে। তবে প্রতিবেদনে মুক্ত হওয়া এবং আর কতজন তালেবান সদস্য এখনো মুক্তি পাননি তা বলা হয়নি।

এদিকে আফগান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো দাবি করছে যে, কাবুল সরকারের কারাগার থেকে এখন পর্যন্ত ৪৯৯৩ জন তালেবান মুজাহিদ মুক্তি পেয়েছেন। বাকি ৭ জন তালেবান কামান্ডারকে কাতারে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তালেবানদের রাজনৈতিক কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হবে। তিন দেশের ব্ল্যাক লিস্টে থাকায় বিশেষ করে ক্রুসেডার ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ার আপত্তির কারণে তালেবানদের এই ৭ সদস্যদেরকে মুক্তি দিতে বিলম্ব করছে কাবুল সরকার। জানা যায় যে, এই ৭ জন তালেবান যোদ্ধাকে ক্রুসেডার সৈন্যদের জাহান্নামে পাঠানোয় তাদেরকে মুক্তি দিতে আপত্তি জানাচ্ছে ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলো।

কাবুলের পুতুল সরকারের বিভিন্ন নাটকীয় অধ্যায়ের দীর্ঘ ৬ মাস বিলম্বের পর তালেবান সদস্যদের এই মুক্তিকে ইমারতে ইসলামিয়ার জন্য বড়ধরণের বিজয় মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এদিকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ৪০০ তালেবান মুজাহিদদের মধ্যে প্রায় ৯৮ জনের বিরুদ্ধে কাবুল সরকার মৃত্যুদন্ডের রায় দিয়েছিলো। এখন তারাও মুক্তি পেয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

তালেবান সদস্যদের এই মুক্তির মধ্যদিয়ে দীর্ঘ ১৯ বছরের তীব্র লড়াইয়ের পর ক্রুসেডার আমেরিকার মদদপুষ্ট কাবুল সরকার ও অন্যান্য আফগান নেতাদের সাথে অন্তঃআফগান আলোচনায় বসতে যাচ্ছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিযুক্ত তালেবান প্রতিনিধিদল। তবে তালেবান কাবুল সরকারকে আফগান সরকার হিসাবে এই আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানাবেনা, বরং অন্যান্য আফগান নেতাদের মতই কাবুল সরকার এই আলোচনা সভায় অংশ নিবে।

উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালে ক্রুসেডার আমেরিকা আগ্রাসনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন বৈধ তালেবান সরকারকে আফগানিস্তানের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে ইমারতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করেছিলো। এরপর তালেবানরা ক্রুসেডার মার্কিন জোট বাহিনীর সাথে দীর্ঘ ১৯ বছর মহান রবের সাহায্যে যুদ্ধে বিজয় হয়ে, পূর্বের চেয়েও আরো অধিক শক্তি সঞ্চয় মাধ্যমে পূণরায় আফগানিস্তানের সিংহভাগ অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে, এবং অহংকারী ও দাম্ভিক আমেরিকা আফগান ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

---

## পাকিস্তান | পাক সেনাদের উপর হামলা, ১ লেফটেন্যান্ট ও ৩ কমান্ডারসহ ডজনখানেক সৈন্য নিহত ও আহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি কাফেলার উপর শক্তিশালী বোমা হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ১ লেফটেন্যান্ট ২ কমান্ডারসহ মোট ৪ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ১ কমান্ডারসহ ৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাক্তাই সীমান্তের আনা খাইল এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি বিশেষ ইউনিটকে টার্গেট করে শক্তিশালি বোমা হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবাজ মুজাহিদিন। এতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাসহ প্রায় ডজনখানেক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতদের চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টার যোগে পেশোয়ারে সিএমএইচ হাসপাতাল নেয়া হলে সেখানেই মৃত্যুবরণ করে ১ লেফটেন্যান্ট ২ কমান্ডারসহ মোট ৪ সৈন্য। এছাড়াও বাকি আহতদের মধ্যে আরো ৪ সেনার অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে চিকিৎসকরা।

নিহতরা হল- লেফটেন্যান্ট নাসির, কমান্ডার গাফফার, কমান্ডার ইমরান ও সেনা সদস্য উসমান। লেফটেন্যান্ট নাসির সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্স একাডেমি থেকে স্নাতক হয়েছিলো।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উমর মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, গত ২ সেপ্টেম্বর লাদা সীমান্তে মুজাহিদদের হামলায় এক সেনা কর্মকর্তাও নিহত হয়েছে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, গত মাসে পাকিস্তানী জিহাদী গ্রুপগুলো টিটিপির সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর থেকে টিটিপির অভিযান উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

## ০৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২০

### মাদরাসার নৈশ প্রহরীকে কুপিয়ে হত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামে ছহির উদ্দীন (৭৫) নামের এক নৈশ প্রহরীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার সকাল ১০টার দিকে সাহেবনগর এতিমখানা-গোরস্তানসংলগ্ন স্থান থেকে ছহির উদ্দীনের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত ছহির উদ্দীন সাহেবনগর গ্রামের মৃত নায়েব উদ্দীন মন্ডলের ছেলে। তিনি সাহেবনগর হাফেজিয়া মাদরাসা ও এতিমখানার নৈশ প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতেন।

নিহত ছহির উদ্দীনের স্ত্রী হানুফা খাতুন জানান, আমার স্বামী ছহির উদ্দীন মাদরাসায় পাহারা দিয়ে থাকেন। বুধবার সকালে মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্ররা মাদরাসায় ছিলেন না। এ সুযোগে সন্ত্রাসীরা তাকে একা পেয়ে এতিমখানার পাশে গোরস্তানের নিকটে কুপিয়ে হত্যা করে ফেলে যায়। তার সাথে কারোর কোনো বিরোধ ছিল না। কালের কণ্ঠ

---

### আগ থেকেই সম্পর্ক,গোপনে আমিরাতে গিয়েছিলো নেতানিয়াহু

ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিতর্কিত শান্তি চুক্তির দু’বছর পূর্বে ২০১৮ সালে আমিরাতের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন জায়েদের সাথে গোপনে সাক্ষাত করেছিলো অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু।

ইসরায়েলি গণমাধ্যম দৈনিক ইয়েদিওথ আ্যারোনোথের এক প্রতিবেদনে সম্প্রতি এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ বিন জায়েদের সাথে নেতানিয়াহুর ওই বৈঠকটি গোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর এক বছর পর ওয়াশিংটনে ইসরায়েলের নিরাপত্তা উপদেষ্টা মীর বেন-শব্বাত আমেরিকা এবং

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে আরেকটি ফলো-আপ বৈঠক করেছিলেন। এ বৈঠকে আমেরিকায় নিযুক্ত ইসরায়লের রাষ্ট্রদূত রন ডার্মার উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকেই ইসরায়েলকে আরব আমিরাতের স্বীকৃতির বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়েছিলো।

আমিরাত ও অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের মধ্যে প্রথম অফিসিয়াল বাণিজ্যিক ফ্লাইট উদ্বোধনের সময় নেতানিয়াহু তার ভাষনে দাবি করেছিলেন তিনি মুসলিম আরব নেতাদের সাথে বেশ কয়েকটি গোপন বৈঠক করেছেন।

উল্লেখ্য, গতো ১৩ আগস্ট বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বিশ্ব সন্ত্রাসীদের ক্রীড়নক ইসরালের মধ্যে একটি বিতর্কিত চুক্তি ঘোষণা করা হয়। যে চুক্তির মাধ্যমে মূলত ইহুদি সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দেয় আরব আমিরাত। কিছু আরব দেশ ছাড়া বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশ এ চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সূত্র: মিডলইস্ট মনিটর

---

## ০২রা সেপ্টেম্বর, ২০২০

## ১১ই সেপ্টেম্বরের ফেদায়ী অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শাইখ আইমান আয্-যাওয়াহিরী(হাফিজাহুল্লাহ)এর মূল্যবান কিছু নসিহত

শহীদি অভিযানে বের হওয়া প্রত্যেক ভাইয়ের খেদমতে এই হেদায়েতনামা অধম বান্দার পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র একটি হাদিয়া, যা রবের জান্নাতের দিকে সফরের শেষ স্তরেও তার জন্য পাথেয় হিসেবে কাজে আসবে। ইনশাআল্লাহ তার জন্য দৃঢ়পদ থাকারও মাধ্যম হবে। আমি এই হাদিয়ার বিনিময়ে আমার ফেদায়ী ভাইদের কাছ থেকে কিছুই চাই না। শুধু তাদের অন্তরের গভীরতা থেকে দোয়া চাই, যা আমার মাগফেরাতেরও কারণ হবে। অতএব অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই হেদায়েতনামা পড়বে। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদের অন্তরকে ঈমান দ্বারা ভরপুর করে দেন, শাহাদাতের তামান্না অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করে দেন ও খাতেমা বিল খাইর নসিব করেন।

প্রথম মারহালা:

১) মৃত্যুর উপর বাই'আত করবে এবং নিজের অন্তরে ঐ বাই'আতকে নবায়ন করতে থাকবে।

২) উদ্দিষ্ট বিষয়গুলো প্রত্যেক দিক থেকে ভালো করে বুঝে নিবে এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের আশংকাও রাখবে।

৩) সূরায়ে তাওবা ও সূরায়ে আনফাল পড়বে এবং তার অর্থ নিয়ে চিন্তা ফিকির করবে। বিশেষ করে এ বিষয়টি ফিকির করবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা শহীদদের জন্য কত স্থায়ী নেয়ামতরাজি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৪) এই মোবারক কাজের সকল স্তরে শোনা ও মানা তথা আমীরের আনুগত্যকে মজবুতির সাথে আঁকড়ে থাকার কথা ঐ রাতে নিজেই নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবে। কারণ শীঘ্রই তুমি এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে, যেখানে শতভাগ আনুগত্য থাকা আবশ্যক। সুতরাং তুমি নিজেকে আমীরের কথা শোনা ও মানার জন্য প্রস্তুত রাখবে এবং এই মহান ফরজ বিধান আদায়ের প্রেরণা নিজের মাঝে জাগ্রত রাখবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿سورة الانفال ٤٦﴾

অর্থ: "আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করো এবং পরস্পর ঝগড়া কোরো না। তাহলে তোমরা (বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে) সাহস হারিয়ে ফেলবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চই আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরাঃ আনফাল-৪৬)

৫) ক্বিয়ামুললাইলের ইহতেমাম করবে এবং খুব চোখের পানি ফেলে রোনাজারীর সাথে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সাহায্য ও মজবুতি চাইবে। স্পষ্ট বিজয় প্রার্থনা করবে এবং কাজের মাঝে সহজতা তলব করবে। এই দোয়া করবে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের উপর পর্দা দিয়ে রাখেন।

৬) বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবে। জেনে রাখো, উত্তম যিকির হলো কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত। আমার জানা মতে এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ইজমাও রয়েছে। আর আমাদের জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, এটা আসমান-জমিনের স্রষ্টার কালাম। তিনি তো ঐ স্রষ্টা, যার সাক্ষাতের জন্য তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছো।

৭) নিজের অন্তরকে পরিষ্কার করে নিবে। সব ধরনের ভেজাল থেকে একে পবিত্র রাখবে। দুনিয়া নামক যা কিছুই আসুক না কেন, তা ভুলে যাবে ও ভুলিয়ে দিবে! খেলার সময় পার হয়ে গেছে। সত্য প্রতিশ্রুতির সময় এসেছে। আমরা জীবনের কত সময় নষ্ট করে ফেলেছি! এখন কিছু সময় আল্লাহর নৈকট্য ও আনুগত্যের জন্য কেন ব্যয় করব না?

৮) পূর্ণ স্বচ্ছ আত্মা নিয়ে এই কাজে অগ্রসর হবে। কারণ এখন তোমার ও তোমার সামনের পবিত্র জীবনের মাঝে মাত্র কিছু সময়ের ব্যবধান। হৃদয়গ্রাহী এক পবিত্র জীবনের সূচনা করতে চলেছো। শীঘ্রই তুমি সার্বক্ষণিক নেয়ামতরাজি এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম, সিদ্দিকীন, শহীদগণ ও নেককারদের সান্নিধ্য পাবে। আর এ কথা নিশ্চিত যে, তাঁদের চেয়ে উত্তম সাথী-সঙ্গী আর কেউ নেই। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর এই অনুগ্রহের প্রার্থনা করি। সুতরাং তুমি প্রত্যেক কাজে সুধারণা রাখবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক কাজে সুধারণা রাখা পছন্দ করতেন।

৯) কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হলে কী করবে, কীভাবে দৃঢ়পদ থাকবে এবং কীভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে–এ বিষয়টিও ভালো করে হৃদয়ে গেঁথে নাও। মনে রাখবে! যা কিছু তোমার কাছে পৌঁছার, তা থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না। আর যা থেকে তুমি বেঁচে গেছো, তা কিছুতেই তোমার কাছে পৌঁছার ছিল না। আর এই বিশ্বাস রাখো যে, পরীক্ষা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়। এর মাধ্যমে তিনি তোমার মর্যাদা সমুন্নত করেন ও তোমাদের গুনাহ মুছে দেন। অতঃপর এই বিশ্বাসও রাখো যে, এটা তো কিছু সময়ের ব্যাপার মাত্র। তারপর এই মসিবত আল্লাহর হুকুমে সরে যাবে। সুতরাং সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে মহা প্রতিদানের উপযুক্ত হয়। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿ سورة آل عمران – ١٤٢﴾

তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলবে? অথচ তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে ও কারা ধৈর্যশীল, তা এখনও আল্লাহ পরখ করেননি। (সূরাঃ আলে ইমরান-১৪২)

১০) আল্লাহ তা'য়ালার এই ঘোষণাও স্মরণ রাখবে:

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿سورة آل عمران – ١٤٣﴾

তোমরা তো মৃত্যু আসার আগে (হক্ব পথে) মৃত্যু কামনা করছিলে। তা এখন তোমাদের সম্মুখে, যা তোমরা স্বচক্ষে দেখছো। (সূরাঃ আলে ইমরান-১৪৩)

এবং এই ঘোষণাও স্মরণ রাখবে:

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿سورة البقرة – ٢٤٩

অর্থ: আল্লাহর হুকুমে বহু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন। সূরাঃ বাক্বারাহ-২৪৯)

এবং এই মোবারক ঘোষণাও স্মরণ রাখবে:

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿سورة آل عمران – ١٦٠﴾

অর্থ: যদি আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কোনো শক্তি তোমাদের উপর বিজয়ী হওয়ার নেই। আর যদি তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করা ছেড়ে দেন, তবে তিনি ছাড়া কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? সুতরাং যে প্রকৃত মুমিন, তার উচিৎ আল্লাহর উপরই ভরসা করা। (সূরাঃ আলে ইমরান-১৬০)

১১) মাসনূন দোয়ার উপর নিয়মিত আমল করার বিষয়টি তুমি নিজেকে ও নিজের সাথীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবে। যেমন- সকাল-সন্ধ্যার আযকার, নতুন শহরে প্রবেশের দোয়া, নতুন জায়গায় নামার দোয়া, শত্রুর মোকাবেলার সময়ের দোয়া ইত্যাদি। আর ঐ দোয়াসমূহের অর্থ ও মর্ম নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার প্রতি গুরুত্বারোপ করবে।

১২) ঝাড়-ফুঁকের প্রতি গুরুত্ব দিবে। নিজের উপর, নিজের আসবাবের উপর, নিজের পোশাকের উপর, ছুরির উপর, যন্ত্রপাতি বা অস্ত্রের উপর, নিজের আইডি কার্ডের উপর, পাসপোর্ট, ভিসা, মোট কথা সমস্ত কাগজপত্রের উপর ঝাড়ফুঁক করবে।

১৩) রওয়ানা হওয়ার আগে নিজের অস্ত্রগুলো ভালো করে দেখে নিবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে জবাই করবে, সে যেন নিজের ছুরি ভালোভাবে ধার দিয়ে নেয়। আর নিজের জবাইকৃত জিনিসকে যেন সে কষ্ট না দেয়।"

১৪) নিজের কাপড়-চোপড় ভালোভাবে গুছিয়ে নিবে। কারণ এটা আমাদের পূর্বসূরী নেককারদের তরিকা (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। তাঁরা যুদ্ধের পূর্বে নিজেদের পোশাক ভালোভাবে গুছিয়ে নিতেন।

১৫) ফজরের নামায জামাতের সাথে পড়বে এবং তার প্রতিদান নিয়েও চিন্তা-ফিকির করবে। তারপর যিকিরের এহতেমাম করবে এবং অযু অবস্থায় নিজের রুম থেকে বের হবে।

দ্বিতীয় মারহালা:

ট্যাক্সিতে করে এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার সময় বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবে। যেমন- আরোহণের দোয়া, নতুন এলাকার দোয়া ইত্যাদি।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নামার সময় নতুন জায়গায় অবতরণের দোয়া পড়বে। তারপর যেখানে যেখানে যাবে, সেখানেও এই দোয়াগুলো পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিবে। হাস্যোজ্জ্বল থাকবে। আর এ ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারদের সাথে আছেন। তুমি টের না পেলেও ফেরেশতাগণ তোমার হেফাজত করছেন। অতঃপর এই দোয়াগুলো পড়বে

الله اعز من خلقہ
اللهم اكفنيهم بما شئت
اللهم انا ندرئ بک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم
اللهم اجعل لنا من بين ايديهم سدا امن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لايبصرون
حسبناالله ونعم الوكيل

আর এটা পড়ার সময় আল্লাহ তা'য়ালার এই ঘোষণা অন্তরে রাখবে

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿سورة آل عمران – ١٧٣﴾

অর্থাৎ: যাদেরকে লোকেরা বলেছে, "তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য কাফিরদের) বড় দলসমূহ একত্রিত হয়েছে। তাদেরকে ভয় করো।" ফলে এ কথা শুনে তাদের (মুমিনদের) ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং তারা এই উত্তর দিয়েছে, "আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কর্ম বিধায়ক।"

এই যিকিরসমূহ পড়ার পর দেখবে যে, তোমার কাজ কীভাবে সহজ হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা আছে যে, তাঁর যেই বান্দা এই যিকির বলবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তিনটি জিনিস দিবেন। যথা:

১. সে আল্লাহ তা'য়ালার নেয়ামত ও অনুগ্রহের সাথে প্রত্যাবর্তন করবে।

২. তার কোনো ক্ষতি হবে না।

৩. সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে চলবে।

আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা:

فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿سورة آل عمران – ١٧٣

অর্থ: সুতরাং তার (ঈমান ও ইয়াক্বিন, সততা ও ইখলাসের) ফলে সে আল্লাহর (পক্ষ থেকে) পাওয়া বড় নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এভাবে ফিরে আসলো যে, কোনো (কষ্ট) খারাবী তাকে স্পর্শও করেনি, এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণের মর্যাদাও লাভ করেছে আর আল্লাহ তা'য়ালা মহা অনুগ্রহের অধিকারী। (সূরাঃ আলে ইমরান-১৭৩)

মনে রাখবে! শত্রুদের মেশিনারি, অস্ত্র-শস্ত্র, সিকিওরিটি সিস্টেম আর প্রযুক্তি আল্লাহর হুকুম ছাড়া না কোনো উপকারে আসবে, না কোনো ক্ষতি করবে। এজন্যই প্রকৃত ঈমানদারগণ এগুলোকে ভয় পান না। এদেরকে তো আসলে ভয় পায় শয়তানের সঙ্গীরা। এটি শয়তানকে ভয় করারই নামান্তর। শয়তানের সঙ্গী হওয়া থেকে আল্লাহই আমাদের নিজ আশ্রয়ে রাখেন।

আরো মনে রাখবে যে, ভয়-ভীতি হলো বড় এক ইবাদত। এই ইবাদত একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই হওয়া চাই। কারণ তিনিই এর মৌলিক হকদার। উল্লেখিত আয়াতসমূহের পর আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴿سورة آل عمران – ١٧٤﴾

অর্থ: (এখন তোমাদের জানা হয়ে গেছে যে,) প্রকৃতপক্ষে শয়তানই তার বন্ধুদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ভয় দেখায়। (সূরাঃ আলে ইমরান-১৭৪)

শয়তানের বন্ধু প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমা আদর্শ বা কালচারের অনুসারী ঐ সকল ব্যক্তি, যাদের বক্ষে ঐ নাপাক আদর্শের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা জমে আছে। তাদের মন-মস্তিষ্কে ঐ আদর্শের মিছে জাঁকজমকের ভয় ছেয়ে গেছে। আল্লাহ তা'য়ালা তো এই ঘোষণা করেছেন:

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿سورة آل عمران – ١٧٤﴾

অর্থ: সুতরাং (ভবিষ্যতে) তোমরা তাদেরকে সামান্য পরিমাণও ভয় করবে না। আর আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা (প্রকৃত পক্ষে) মুমিন হও। (সূরাঃ আলে ইমরান-১৭৪)

সুতরাং এ কথা হৃদয়ে ভালোভাবে গেঁথে নিবে যে, ভয়-ভীতি বড় একটি ইবাদত। আর আল্লাহ তা'য়ালার নিকটতম ওলী ও মুমিন বান্দাগণ নিজেদের এক ও একক রব আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে এই ইবাদতের উপযুক্ত মনে করেন না। তাঁর হাতেই তো সকল বস্তুর ধনভাণ্ডার! প্রকৃত ইমানদারগণ এ কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা কাফেরদের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে অকেজো করে দিবেন। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা আছে:

ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿سورة الانفال – ١٨﴾

অর্থ: এই তো গেল মুমিনদের কথা। (আর কাফেরদের ব্যাপারে কথা হলো) আল্লাহ তা'য়ালা কাফেরদের সব ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন। (সূরাঃ আনফাল-১৮)

এমনিভাবে তোমার জন্য আবশ্যক হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" যিকিরের ইহতেমাম করা। উত্তম যিকিরগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এই যিকিরের ফযিলত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, "যেই ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" কিন্তু কেউ যেন দেখে বুঝতে না পারে যে, তুমি যিকির করছো। এটা খেয়াল রাখবে।

এ ছাড়াও এই যিকিরেরর ফযিলত বুঝার জন্য এটা জানাই যথেষ্ট যে, এই বাক্যটি তাওহীদ বিশ্বাসের সারাংশ। এমন তাওহীদ, যার দাওয়াতকে সমুন্নত করা ও যার পতাকাতলে ক্বিতাল ও জিহাদ করার জন্য তুমি আপন ঘর থেকে বের হয়ে এসেছো। এই সেই তাওহীদ, যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁর অনুসারীগণ জিহাদ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবে। হাসি-খুশি থাকবে, প্রশস্ততা ও আত্মতৃপ্তির সাথে প্রত্যেক কদম উঠাবে। কারণ তুমি এমন এক কাজে মগ্ন আছো, যা আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার মাধ্যম। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশা রাখি যে, এটা এমন এক বরকতময় দিন, যার সন্ধ্যা হবে তোমার জান্নাতে দৃষ্টিনন্দন হুরদের সাথে।

হে যুবক! মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে হাসতে থাকো। কারণ তুমি চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছো।

তৃতীয় মারহালা:

বিমানে প্রথম কদম রাখার পূর্বেই আযকার ও দোয়ার ইহতেমাম করবে। হৃদয়ে এ বিষয়টি জাগরুক রাখবে যে, তুমি জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করছো । রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।"

বিমানে ঢুকে নিজের আসনে বসেও পূর্বে উল্লেখিত দোয়া ও যিকিরগুলো করতে থাকবে। তারপর যখন বিমান ধীরে ধীরে চলতে শুরু করবে, তখন সফরের দোয়া পড়বে। কারণ এখন তোমার প্রকৃত মালিকের দিকে তোমার সফর শুরু হয়ে গেছে। এই বরকতময় সফরের ব্যাপারে তো কিছু বলাই বাহুল্য!

তারপর বিমান যখন আকাশে উঠে নিজস্ব গতিতে চলা শুরু করবে, তখন বুঝে নিবে যে, কাতার ডিঙ্গানোর সময় এসে গেছে। অতএব তখন আল্লাহ তা'য়ালার কিতাবে উল্লেখিত এই দোয়া পড়বে:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿سورة البقرة – ٢٥٠﴾

অর্থ: "হে আমাদের রব! আমাদেরকে সবরের তাওফীক দান করুন, এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন ও কাফের দলগুলোর উপর আমাদেরকে বিজয় দান করুন।" (সূরাঃ বাক্বারাহ-২৫০)

আর নিম্নের বরকতময় আয়াতে উল্লেখিত দোয়াও ঠোঁটে জারী রাখবে:

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿سورة آل عمران – ١٤٧﴾

অর্থ: তাদের মুখ থেকে এ কথাই বেরিয়েছিল, "হে আমাদের রব! আমাদের ভুল-ত্রুটি মা'ফ করে দিন। আমাদের কাজে যা কিছু সীমালঙ্ঘন করেছি, তা ক্ষমা করে দিন। আর আমাদেরকে দৃঢ় পদ রাখুন এবং কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদেরকে সাহায্য করুন।" (সূরাঃ আলে ইমরান-১৪৭)

তা ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো এই দোয়াও পড়বে:

اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم اهزمهم وزلزلهم

অর্থ: "হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতরণকারী, মেঘ-বৃষ্টি সঞ্চালনকারী, দলসমূহকে পরাজিতকারী! তাদেরকে পরাজিত করুন, আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন, হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিন।"

এক্ষেত্রে এসে নিজের জন্য ও স্বীয় সাথী-সঙ্গীদের জন্য বিজয়, সাহায্য ও দৃঢ়তার দোয়া করবে। এই দোয়া করবে যে, তোমার টার্গেট যেন সঠিক লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছে এবং শত্রুর গায়ে মারাত্মক আঘাত লাগে। আল্লাহর কাছে এমন শাহাদাত কামনা কর, যেন শাহাদাতের সময় তুমি সম্মুখপানে অগ্রসরমান থাকো, পিছপা হওয়া লোকদের মধ্যে যেন গণ্য না হও, ধৈর্যের সাথে প্রতিদানের নিয়তে শাহাদাতের দিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে থাকো।

তারপর তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত থাকে। আর এই দায়িত্ব এমন উত্তম পন্থায় আদায় করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে, যেন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

এই সময়ে এসে দাঁতে দাঁত চেপে ধরবে, যেমনটি আমাদের পূর্বসূরীগণ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে করতেন। অতঃপর যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, সাহসিকতার সাথে বীরের মতো আঘাত করবে। ঐ সকল বীরপুরুষদের মতো সামনে অগ্রসর হবে, যারা দুনিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় না। আর উঁচু আওয়াজে "আল্লাহু আকবার" তাকবীর বলবে। কারণ তাকবীর ধ্বনি কাফেরদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে। অতপর আল্লাহ তা'য়ালার এই ঘোষণার উপর আমল করবে:

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿سورة آل عمران - ١٢﴾

অর্থ: "সুতরাং তোমরা আঘাত করো তাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে ঘাড়ে এবং জোড়ায় জোড়ায়।" (সূরাঃ আনফাল-১২)

যেই কাফেরকেই হত্যা করবে, তার মাল নিয়ে নিবে। কারণ এটা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সুন্নাত। তবে হ্যাঁ, মাল সংগ্রহ করতে গিয়ে যেন শত্রুদের পাল্টা আক্রমণের ব্যাপারে বেখেয়াল না হয়ে পড়ো।

আর ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে কিছু করবে না। বরং নিজের প্রত্যেকটি আঘাত ও প্রত্যেকটি কদম একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নিবে। অতঃপর কাফেরদেরকে বন্দী করার সুন্নাতের উপর আমল করবে। তাদেরকে বন্দীও করবে, হত্যাও করবে। যেমনটি আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿سورة الانفال – ٦٧﴾

অর্থ: "জমিনে শত্রুদের রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো নবীর কাছে যুদ্ধবন্দী থাকাটা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা দুনিয়ার ফায়দা (মাল) চাইছো, অথচ আল্লাহ তা'য়ালা (তোমাদের জন্য) আখেরাত চান।" (সূরাঃ আনফাল-৬৭)

গনিমতের মাল গ্রহণ করতে কিছুতেই ভুলবে না, চাই তা এক কাপ পানি পরিমাণই হোক না কেন। সুযোগ মতো তা নিজেও পান করবে এবং নিজ সাথীদেরকেও পান করাবে।

অতপর যখন সত্য প্রতিশ্রুত সময় এবং তোমার প্রতীক্ষিত মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে, তখন নিজের জামা ছিঁড়ে আল্লাহর রাস্তার এই মৃত্যুর সংবর্ধনায় বক্ষ উন্মুক্ত করে দিবে। আর জবানকে আল্লাহর যিকিরে তরতাজা রাখবে। আর যদি তুমি তোমার কাজের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে টার্গেট অতিক্রম করার বা পূর্ণ হওয়ার কিছু সময় পূর্বে নামায শুরু করে দাও এবং খাতেমাটাও এই অবস্থায় হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা! আর এ বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব অবশ্যই দিবে, যাতে তোমার শেষ কথা বা বাক্য হয় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

আশা করা যায় এরপর ইন'শাআল্লাহ আল্লাহর রহমতের ছায়া তলে জান্নাতুল ফেরদাউসে সাক্ষাৎ হবে।

-

'নাওয়ায়ে আফগান' ম্যাগাজিন সেপ্টেম্বর-২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত

معرکہ گیارہ ستمبر کے فدائیوں کو امرائے جہاد کا ہدایت نامہ

এর বাংলা অনুবাদ

---

## জেরুজালেমে ৬৫০টি বাড়ি গুড়িয়ে দিলো দখলদার ইসরায়েল

সন্ত্রাসী ইহুদিদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ বরাবরের মতো আবারো দু'জন ফিলিস্তিনিকে নিজ বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে।

50

গতো ৩১ আগস্ট এ ঘটনা ঘটে।জেরুজালেমের বেইত হানিনা এলাকায় আব্দুস সালাম ও ওদাই আল-রাজম নামে দুই ভাইকে নিজ বাড়ি ভেঙে ফেলার অবৈধ নির্দেশ দেওয়া হয়। বরাবরের মতো বাড়ি না ভাঙলে মোটা অংকের জরিমানা করারও হুমকি দেয় সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

এ নিয়ে গতো আট মাসে ঘৃণ্য ইহুদিরা ফিলিস্তিনের ৬৫০ টি বাড়ি ভেঙে ফেলতে বাধ্য করেছে।

উল্লেখ্য, দখলদার ইসরায়েল কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত পূর্ব জেরুসালেম অঞ্চলটিকে ইসরায়লি সামরিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে 'এরিয়া সি' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ বর্বর ইসরায়লি বাহিনী নিয়মিতভাবে এই অঞ্চলে ফিলিস্তিনি বাড়িঘর গুড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

সূত্র: মিডলইস্ট মনিটর

---

## পাকিস্তান | থানা ও টহলরত মুরতাদ বাহিনীর উপর টিটিপির সফল হামলা, ডজন খানেক মুরতাদ সদস্য হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদিন মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক দুটি সফল হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে ডজন খানেক মুরতাদ সদস্য হতাহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত সোমবার খাইবার-পাখতুনখোরের লোয়ার দির জেলায় নাপাক বাহিনীর একটি টহলরত বাহিনীকে টার্গেট করে সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যার ফলে টহলরত বাহিনীর প্রধান তারেক মুনির সহ ডজন খানেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি।

একই দিনে করাচির ওড়ঙ্গী টাউন এলাকার মোমিনবাদ থানায় বোমা হামলা চালান তেহরিক-ই-তালেবান এর মুজাহিদিন। এতে বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য হতাহত এবং পুলিশ স্টেশনের আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। হামলার পরে মুজাহিদিনরা আল্লাহর সাহায্যে নিরাপদে তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছেছিলো।

---

## কেনিয়া | শাবাব যোদ্ধাদের হাতে ৭ এরও বেশি ক্রুসেডার নিহত, ২টি সামরিকযান ধ্বংস

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজ এর খবরে বলা হয়েছে, ২ সেপ্টেম্বর বুধবার কেনিয়ার আইলাওয়াক শহরে ২টি সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। বোমা হামলাগুলো এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা সোমালীয় ও কেনিয়া সীমান্ত অতিক্রম করছিলো। বোমা বিস্ফোরণের ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর ৭ সৈন্য নিহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে একটি সামরিকযান।

অপরদিকে এই হামলার কয়েক ঘন্টা পূর্বে একই শহরের মান্দিরা এলাকায় মুজাহিদদের অপর একটি বোমা বিস্ফোরণে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়, যার ফলে হতাহত হয়েছে কতক ক্রুসেডার সৈন্য।

---

## খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৪০ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

নানগারহার প্রদেশের শেরজাদে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অভিযানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন তালেবান, এতে ৪০ এরও বেশি পুতুল সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

গত ছয় দিন ধরে, মুরতাদ কাবুল সরকারের ভাড়াটে সৈন্যরা নানগারহার প্রদেশের শেরজাদ জেলায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে, যার ফলে মুরতাদ বাহিনী তালেবান মুজাহিদের কঠিন প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখোমুখি হয়।

এসময়ের মধ্যে মুরতাদ কাবুল সরকারের ভাড়াটে বাহিনী জেলাটির কাদিখেল ও জহির জাবাত অঞ্চল দখল করার লক্ষ্যে ভারী অস্ত্র দ্বারা অভিযান ও বিমান হামলা চালায়, এই অভিযানে মুরতাদ সরকারের কমান্ডো বাহিনী, সেনাবাহিনী, সাফার্ডো কমান্ডো সদস্যরা যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর এই যৌথ অভিযানকে পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ করেন এবং মুরতাদ বাহিনীকে পরাজিত করেন। মুরতাদ বাহিনীর অগ্রযাত্রা ব্যর্থ করতে মুজাহিদিনরাও বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন এবং তাদের পদক্ষেপকে ভুল প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন।

মুরতাদ বাহিনী তাদের এই ব্যর্থ অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় তাদের ৪০ এরও বেশি সৈন্যকে হারিয়েছে। এছাড়া তাদের ৬টি ট্যাঙ্কসহ অন্যান্য অনেক সামরিক সরঞ্জামাদি ধ্বংস হয়েছে।

---

## খোরাসান | কমান্ডো সেন্টারে তালেবানের শহিদী হামলা, ৭৪ এরও বেশি সৈন্য নিহত, আহত অনেক

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ১ জন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ ও ২ জন ইনগিমাসী মুজাহিদ যৌথ অভিযান চালিয়েছেন মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের একটি সামরিক সেন্টারে। এতে ৭৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ(হা.) জানান, ১ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে ৫ টায় আফগানিস্তানের পাকতিয়ার প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী গার্দিজে কাবুল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় সামরিক সেন্টারে বরকতময়ী একটি সফল অভিযান চালানো হয়েছে।

আক্রমণের শুরুতে ইস্তেহাদি মুজাহিদ (মোল্লা আজিজ আহমদ) বোমাভর্তি হাম্বি গাড়ি নিয়ে সামরিক সেন্টারে বড়ধরণের সফল বিস্ফোরণ ঘটান। যার ফলে কমান্ডো সেন্টার ভবনের অনেকাংশই ধ্বংস হয়ে যায়। হতাহত হয় অনেক কমান্ডো।

প্রথম বিস্ফোরণের পর, বাহিরে অপেক্ষারত মোল্লা আতাউল্লাহ ও মোল্লা ইসমাতুল্লাহ নামক বাকি দু'জন মুজাহিদ হালকা ও ভারী অস্ত্র, বিস্ফোরক ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে কমান্ডো সেন্টারে প্রবেশ করেন। এরপর তাঁরা দু'জন বাকি সৈন্যদের টার্গেট করে করে হত্যা করতে থাকেন। প্রায় আড়াই ঘন্টা যাবৎ তাঁরা দু'জন কমান্ডো সেন্টারের ভিতরের মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই পরিচালনা করেন।

তিনি আরো জানান যে, মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানে কাবুল বাহিনীর ৭৪ এরও বেশি কমান্ডো নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য। ধ্বংস করা হয়েছে কমান্ডো বাহিনীর অনেক গাড়ি, সামরিকযান, যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি।

২৫০ কমান্ডো সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত এই কমান্ডো সেন্টারটি হতে পাকতিয়া, লোগার ও গজনিসহ আশপাশের এলাকাগুলোতে অভিযান চালাতো মুরতাদ বাহিনী। এসকল কমান্ডো সৈন্যদের অধীনে আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে পরিচালিত হতো মুরতাদ বাহিনীর সামরিক কনভয়, স্নাইপার ফোর্স, বোমারো বাহিনীসহ বেশ কয়েকটি সামরিক বাহিনী। যারা নৃশংসভাবে হত্যা করতো সাধারাণ মানুষদেরকে, রাস্তায় রাস্তায় চেকপোস্ট স্থাপন করে হয়রানি করা হত জনসাধারণকে। কিছুদিন পূর্বে এই বাহিনীর অধীনে পরিচালিত বোমারু বাহিনী বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে একটি মাদ্রাসার ১০ জন হাফেজে কুরআনকে শহীদ করেছিলো।

আর এসকল শহীদদের ও জনসাধারণের সাথে মুরতাদ বাহিনীর অন্যায় আচরণের বদলা নিতেই এই হামলাটি চালানো হয়েছে।

## ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টায় ধরা সোর্সসহ কনস্টেবল

এক ব্যক্তির পকেটে ইয়াবা ট্যাবলেট ঢুকিয়ে আটকের চেষ্টার অভিযোগে সখিপুর থানা পুলিশের দায়ের করা মামলায় এক পুলিশ কনস্টেবল এবং তাদের এক সোর্সের কারাদণ্ড হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার টাঙ্গাইলের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রুপন কুমার দাশ এই রায় দেন।

দণ্ডিতদের মধ্যে মির্জাপুরের বাঁশতৈল পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক কনস্টেবল রাসেলুজ্জামান ওরফে রাসেলকে দেড় বছর এবং তার সোর্স হাসান মিয়াকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার পর তাদের কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টাঙ্গাইল কোর্ট পরিদর্শক (প্রশাসন) মো. তানবির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় একজন উপসহকারি পুলিশ পরিদর্শক, তিন কনস্টেবল ও অপর এক সোর্সকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডিত রাসেলুজ্জামান ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার মোজাটি চরপাড়া গ্রামের মো. আক্তারুজ্জামানের ছেলে। হাসান মিয়া মির্জাপুর উপজেলার বাঁশতৈল নয়াপাড়া গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে।

খালাসপ্রাপ্তরা হচ্ছেন- বাঁশতৈল ফাঁড়ির সাবেক উপসহকারী পরিদর্শক (এএসআই) রিয়াজুল ইসলাম, কনস্টেবল গোপাল চন্দ্র সাহা, তোজাম্মেল হক ও আব্দুল হালিম এবং সোর্স আল আমিন।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, দণ্ডিত কনস্টেবল রাসেলুজ্জামান ও সোর্স হাসান মিয়াসহ মির্জাপুর থানার বাঁশতৈল পুলিশ ফাঁড়ির আরও চার পুলিশ সদস্য এবং আরও এক সোর্স গত ২৮ নভেম্বর (২০১৯) পার্শ্ববর্তী সখীপুর উপজেলার রাজাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় এলাকায় যান। তারা ওই এলাকার বজলুর রহমান নামে এক দিনমজুরের পকেটে ইয়াবা ট্যাবলেট ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে জোর করে সিএনজি চালিত অটোরিকশায় তোলেন।

বজলুরের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে গিয়ে অটোরিকশা আটক করে। বজলুরের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে উপস্থিত লোকজন পুলিশ ও সোর্সদের তল্লাশি করে কিছু ইয়াবা পান। এতে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশ ও সোর্সদের পিটুনি দিয়ে একটি দোকানে আটকে রাখেন। পরে খবর পেয়ে সখীপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন। এর আগেই তিনজন কৌশলে পালিয়ে যায়। আমাদের সময়

---

### ০১লা সেপ্টেম্বর, ২০২০

## পশু চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে দিনে গরু দেখে রাতে চুরি করতো ছাত্রলীগ নেতা

গরু চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের গরু দিনে দেখে আসে, এর পর রাতে চুরি করে বিক্রির অভিযোগে গণপিটুনির শিকার হয়েছেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উত্তর হামছাদী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাকিল (৩০)।

সোমবার রাতে উপজেলার কেরোয়া ইউপির মীরগঞ্জ বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কৃষক, ব্যবসায়ী ও নেতাকর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে।

আটক শাকিল উপজেলার উত্তর হামছাদী ইউনিয়নের ছবিলপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

কেরোয়া ইউপির বড় বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সজীব বলেন, কিছু দিন আগে আমার একটি গরু চুরি হয়। তবে গরু চুরির দুদিন আগে শাকিল সেটি বিক্রির কথা জানতে চেয়েছিলো। তখন আমি না করি। তখন এ ঘটনায় আমি শাকিলকে সন্দেহ করেছিলাম।

সোমবার সকালে আমার এক লোকের মাধ্যমে জানতে পারি শাকিল সদর উপজেলার বশিকপুর ইউপির নাগেরহাট বাজারে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে গরু বিক্রির টাকার জন্য অপেক্ষা করছেন। তখনই স্থানীয় লোকদের মাধ্যমে শাকিলকে আটক করে রায়পুরের মিরগঞ্জ বাজারে নিয়ে আসা হয়।

আরেক কৃষক রায়পুরে গাইনের বাড়ির জাকির জানান, শাকিল গত কয়েক দিন ধরে গোপনে পশু চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে আমার গরু চিকিৎসার নামে দেখে আসে। রাতে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার গরু চুরি হয়ে গেছে। সে বিভিন্ন মানুষকে ধোঁকা দিয়ে খামার থেকে গরু চুরি করে নিয়ে যায়।

এলাকাবাসী জানান, রমজানের ঈদ থেকে গরু চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে শাকিল বিভিন্ন এলাকার কৃষকের গরু দিনে দেখে আসে; এর পর রাতে চুরি করত।

সদর উপজেলার হামছাদী ইউপি সদস্য জহির ও ফারুক হোসেন মোবাইল ফোনে জানান, আটক গরুচোর শাকিলের বিষয় নিয়ে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর স্থানীয়ভাবে সালিশবৈঠক হবে। তখনই তার সঠিক বিচার হবে।

এ ঘটনায় লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উত্তর হামছাদী ইউপি চেয়ারম্যান এমরান হোসেন নান্নু বলেন, ছাত্রলীগ নেতা শাকিলের গরু চুরির ঘটনাটি শুনেছি। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা স্থানীয়ভাবে সমাধান চাওয়ায় বৈঠকের তারিখ দেয়া হয়েছে। তখনই সিদ্ধান্ত হবে।

উল্লেখ্য, ছাত্রলীগ নেতা শাকিল গত তিন দিনে তিনটি গরু চুরি করেছে বলে শিকার করেছেন। তবে আট কৃষকের গরু চুরি হয় বলেও জানিয়েছেন।

সূত্র: ইসলামটাইম২৪.কম

---

## আবারো প্রাণ প্রিয় রাসুল (সাঃ)-কে নিয়ে মালাউন শ্রাবণ হালদারের কটুক্তি

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে আল্লাহ তায়ালা, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম ধর্ম নিয়ে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে কটূক্তি করেছে শ্রাবণ হালদার।

সে উপজেলার গোবিন্দাসী গ্রামের শ্যামল হালদারের ছেলে ও বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ রাইফেলস স্কুল এন্ড কলেজের এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র।

সোমবার (৩১ আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে স্থানীয়রা এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। স্থানীয়রা জানান,আল্লাহ তায়ালা, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম ধর্মকে নিয়ে হিন্দু ছেলে শ্রাবণ হালদার বন্ধুদের নিয়ে তৈরি ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে কটূক্তি করে।

পরে সেই কথোপকথনের স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি ভাইরাল হয়।

পরে স্থানীয় কোকাদাইর উত্তরপাড়া জামে মসজিদের ইমাম বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে স্থানীয় ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদরাসার ছাত্র ও মুসল্লিরা বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে মিছিল সহকারে তার বাড়ির এলাকায় গমন করেন।

---

## মদ কেনাবেচার জন্য বারের অনুমতি দিচ্ছে মুরতাদ  সরকার

বিশ্বের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম হয়েও বাংলাদেশে মদ কেনাবেচার জন্য বারের (পানশালা) লাইসেন্স দেওয়ার মত ন্যাক্কারজনক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ 'হোটেল/রেস্তোরাঁ/ক্লাবে বার লাইসেন্স ও সব রকমের অফ শপ এ বিলাতি মদ/বিদেশি মদের লাইসেন্স/পারমিট প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত' একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

দেশে অ্যালকোহল বা মদ কেনাবেচায় মুসলিম প্রহিবিশন রুল ১৯৫০ ও এক্সাইজ ম্যানুয়াল, ভলিয়ম-২ এর বিধান প্রতিপালন করা হয়।

এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাহী আদেশে অ্যালকোহল বা মদ্যপান কেনাবেচার বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এতদিন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পাঁচ তারকা মানের হোটেলে বারের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এবার টু-স্টার মানের হোটেলেও বারের লাইসেন্স দেওয়ার চিন্তা করছে সরকার। বারের লাইসেন্স দেওয়ার জন্য যে খসড়া নীতিমালা তৈরি হয়েছে তাতে কূটনৈতিক জোন, বিশেষ অর্থনৈতিক জোন এবং পর্যটন এলাকায় বারের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মদ ইসলাম ধর্মে কঠিনভাবে হারাম। মদ পান করা, কেনাবেচা করা, তৈরি করা সবকিছুই হারাম।

বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশে মদের লাইসেন্স দেয়ার এই ব্যাপকতা সামাজিক অবক্ষয়কে আরো বৃদ্ধি করবে বলে মনে করেন ইসলামিক বিশেষজ্ঞরা।

সূত্র: ইসলামটাইম২৪.কম

---

## ফটো রিপোর্ট | লাগমান প্রদেশে শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত তালেবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর অফিসিয়াল 'আল-ইমারাহ্ স্টুডিও' এর দায়িত্বরত মুজাহিদগণ লাগমান প্রদেশের জানবায তালেবান মুজাহিদদের কিছু ছবি ক্যামেরায় ধারণ করেছেন। যারা সেখানে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

https://alfirdaws.org/2020/09/01/41818/

---

## আওয়ামী লীগ কর্মীরা মেরে থেঁতলে দিলো সাবেক এমপিপুত্রের মাথা

আগস্টের শোক দিবসের সভা ও একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিংড়ার সাবেক এমপি ইয়াকুব আলীর ছেলে আশিক ইকবালকে (৪৬) হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মাথা থেঁতলে দিয়েছে আওয়ামী লীগের কর্মীরা। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের রণবাঘা বাজার এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

এদিকে ঘটনাস্থল থেকে তিন হামলাকারীকে গণপিটুনি দিয়ে নন্দীগ্রাম থানায় দিয়েছেন স্থানীয় জনতা। আহত আওয়ামী লীগ নেতা আশিক ইকবালকে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৬ আগস্ট সিংড়ায় ১৫ ও ২১ আগস্টে নিহতদের স্মরণসভার আয়োজন করেন সিংড়া পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম শফিক। সেই স্মরণসভায় সাবেক এমপিপুত্র আশিক ইকবালের নেতৃত্বে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা উপস্থিত হন।

এ ঘটনায় সুকাশ ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে শুক্রবার সন্ধ্যায় রণবাঘা মাছবাজারে আশিক ইকবালের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা। এ সময় হমলাকারীরা তাকে হাতুড়ি দিয়ে মাথা থেঁতলে দেয় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে স্থানীয় জনতা ধাওয়া দিয়ে আটক করে তিনজনকে।

এদিকে আটক ব্যক্তিরা স্থানীয় জনতার তোপের মুখে পড়ে বলেন, এ ঘটনার মূল হোতা সুকাশ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হালিম মো. হাসমত আলী। তবে সুকাশ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হালিম মো. হাসমত আলী বলেন, 'আমি কোনোভাবেই এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নই। আমাকে হেয় করতেই

পরিকল্পিতভাবে আটকদের কাছ থেকে আমার নাম উল্লেখ করে স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে।’ সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শিরিন আকতার সেতু বলেন, আহত ব্যক্তির মাথার চাঁদি কেটে বেশ গভীর ক্ষত হয়েছে। এ ছাড়া হাত, পা ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে বগুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর-ই-আলম সিদ্দিকী বলেন, ঘটনাটি সিংড়ার পার্শ্ববর্তী নন্দীগ্রাম থানা এলাকায় ঘটেছে। তাই বিষয়টি নন্দীগ্রাম থানা দেখছে।
বিডি প্রতিদিন